অতুল-গ্রন্থাবলী।

(মিনার্ভা, বেঙ্গল, এমারল্ড থিয়েটারে অভিনীত)

দৃশ্যকাব্য, গীতিনাট্য, প্রহসন, পঞ্চরং এবং কবিতাসংগ্রহ ও গল্পাবলী।

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

বসুমতী-কার্য্যালয়

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৫।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

[মূল্য ২৲ [illegible] টাকা।]

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা।
নন্দোৎসব গীতিকা	১
গোপী-গোষ্ঠ	৮
নন্দ-বিদায়	২৯
নিত্যলীলা	৫৪
প্রণয়-কানন বা প্রভাস	৯৫
বক্কেশ্বর বা সামাজিক নক্সা	১০৩
আমোদ-প্রমোদ	১২৩
বুড়ো বাঁদর	১৩৭
দুলালচাঁদ	১৫১
হতভাগিনী	১৬২
মায়া	১৭৩
রত্নবেদী বা অপ্সর-কানন	১৮১
ভীষ্মের শরশয্যা	১৯৫
বিজয়া	২২৪
প্রেম-কল্পতরু	২২৭
গীতাবলী	২৩১
ভাগের মা গঙ্গা পায় না	২৩৭

(এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত)

নন্দোৎসব গীতিকা

(A RELIGIOUS CANTATA)

অভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বাসুদেব, ধর্ম্ম, শিব, ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।

স্ত্রীগণ।

দেবকী ও মায়া।

প্রস্তাবনা।

গোলোক,—মহারাসমণ্ডল।

(গোপীগণের গীত)

রাসে—নৃত্য অবিরাম,
রাসে—পূর্ণ প্রাণারাম,
রাসে—অঙ্গে অঙ্গ একাঙ্গ কি ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
রাসে—সঙ্গিনী-সঙ্গম,
রাসে—রঙ্গ অনুপম,
রাসে—পূর্ণকামে প্রেমে শ্রমে ঝরে ঘাম।
রাসে—জন্মে অবিরল,
মহা-শূন্য ক্ষিতি জল,
মরুৎ—অনিল অনল পঞ্চ মহাভূত নাম।
ভূতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
বহে জীবদেহে শ্বাস,
বহে—মায়া মোহ পাশবদ্ধ শুদ্ধ আত্মারাম।
রাসে—দীপ্ত গুণত্রয়,
সহ—জন্মে রিপু ছয়,
ক্রমে লোভ মোহ মাৎসর্য্য সে মদ ক্রোধ কাম।
গুণে—সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সদা—জন্ম-মৃত্যুময়,
আদি—নিত্য সত্য নৃত্য-গীত-পূর্ণ নিত্যধাম॥

(অষ্টসখী সহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৃত্য-গীত)

(গীত)

রাসে—নাচন থামে না,
রাসে—সাধন কমে না।
রাসে—রসিকে রসায় গো রসে।
আসান মানে না॥
রাসে—আশা আছে আঁধার তো নাই।
রাসে—আশা আছে নিরাশা তো নাই।
রাসে—সুখ আছে অসুখ তো নাই।
রাসে—সুধা আছে গরল তো নাই।
রাসে—যত্ন আছে যাতনা তো নাই।
রাসে—প্রেম আছে বিরহ তো নাই।
রাসে—প্রীতি আছে অপ্রীতি তো নাই।
রাসে—তৃপ্তি আছে অতৃপ্তি তো নাই।
রাসে—হাসি আছে রোদন তো নাই।
রাসে—ভক্তি আছে অভক্তি তো নাই।

রাসে পুণ্য আছে পাপ তো নাই।
রাসে পূর্ণ আছে অপূর্ণ তো নাই।
রাসে ভাল বাসে বাসে,
এসে ভালবাসে
ভালবাসা কে জানে না
শেষে ভালবাসা কে জানে না ॥
রাসে মুখে মুখ রাখে
বুকে বুকে রাখে,
বুকে থেকে কেউ নামে না।
কারো বুক থেকে কেউ নামে না ॥

(দেবগণ ও পৃথিবী সহ ব্রহ্মার প্রবেশ)

(দেবগণ ও ব্রহ্মার গীত)

থর থর ধরণীর ভার
হর হর হর হরি হে।
থর থর থর কাঁপে কলেবর
দুখ হারি সুর-অরি হে।
অনাচার ভরে--
কাঁদে হে কাতরে
ঝর ঝর ঝর—
আঁখিনীর ঝরে,
জর জর জর
খর শর-ধারে—
আহা মরি মরি মরি হে ॥
রাখ রাখ ওরে
বিপদ সাগরে
কাতরে করুণা কর হে

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

দুঃখ জেনেছি যাও হে।
সবে জগতে জনম নাও হে ॥
আশু দুষ্টদমনে, শিশু-পালনে,
ধর্ম্ম ধারণে ধাও হে ॥
আমি পূর্ণ মূরতি ধরিয়ে,
যাব তূর্ণ ভুবন ভরিয়ে,
যুগ অন্তে এ কালে, শান্তি সকলে,
নাহি পাইতে দাও হে ॥

দুঃখ জেনেছি দেবতা যাও হে।
সবে জগতে জনম নাও হে ॥
নাহি বীর্য্য দানব-হৃদয়ে
আছে বীর্য্য গরবে মাতিয়ে,
সেই গর্ব্ব ধরিয়ে, খর্ব্ব করিবে
সর্ব্ব-প্রসাদ পাও হে ॥
দুঃখ জেনেছি দেবতা যাও হে
সবে জগতে জনম নাও হে।

(দেবতা গণের গীত)

জয় জয় দেব হরে দেবদেব হরে।
হরি রক্ষিত রক্ষিত দেব নরে ॥
জয় দেব হরে
দেবদেব হরে।

পটক্ষেপণ

প্রথম অঙ্ক।

মথুরা কংস-কারাগার।

(বাসুদেব-দেবকী নিদ্রিত, শূন্যে জ্যোতির্ম্ময়-দণ্ডহস্তে মায়ার প্রবেশ)

(মায়ার গীত)

জীব জনমে জনম মরণে মরণ
সবাকার চির-সঙ্গিনী।
বালিকা বালক যুবতী যুবক
প্রবীণা প্রবীণ মোহিনী ॥
(জীব) কোথা ছিল কেন এল এ ধরায়,
ভুলে যায় মোহে মজিয়ে আমায়,
কভু হাসে কাঁদে হরষে বিষাদে
আশে ভাসে দিন-যামিনী।
ভুলে ভোলানাথ ভুবন ভুলায়,
রঙ্গ করি আমি রঙ্গিণী ॥

মায়া। কি কর হে দম্পতি-যুগল! — হের ওই যমুনা উথলে, হের গিরি গোবর্দ্ধন

বৃন্দাবন-শোভা মনোলোভা লতাগুলি
লইয়া মাথায়, যমুনার কূলে বসি
মথুরার পানে চায়, কখন্ উদিবে
শ্যামরায় আনন্দে দুলিছে তরু —হের
মহানন্দে দিশা-হারা—মত্ত সমীরণ
ব'হে— এলো এলো কৃষ্ণধন শন শন
রবে ধীরে পশে সে কাননে পশে গৃহ-
তলে, পশে যমুনার জলে, ফুলে ফুলে
ফেরে, এর ধন কেহ তারে ধ'রে, হের
গোলাপ মল্লিকা ফোটে মালতী চাঁপায়,
মাধবীতে ফোটে কমলিনী, সহকারে
কুমুদিনী নবসাজে সাজিল ধরণী,
মাতোয়ারা। সবে পেতে নীলকান্তমণি।
রোহিণী-জয়ন্তী-যোগ অর্দ্ধচন্দ্রোদয়,
সূর্য্য আদি গ্রহগণ সভয় অন্তরে
ক্রম উচ্চস্থানে যানে করিছে প্রবেশ।
সপ্তম মুহূর্ত্ত যায়—দেখ শুভলগ্ন
সমাগত প্রায়। এসো চোলে দেবগণ
নররূপে আসিছেন নারায়ণ। যাও,
প্রচণ্ড আঁধার! ঘিরি সমগ্র সংসার
মুহূর্ত্তের তরে জীব অভ্যন্তরে পশ
গিয়া, দেবকীর গর্ভস্থিত শিশু বল-
আশে—কংসের আদেশে প্রতি দ্বারদেশে
সদায় সন্ধান আছে শতেক প্রহরী।
রে আঁধার! তোর বক্ষ পঞ্জর-পিঞ্জরে
আছে যেই ঘুম, খুলে দে রে তারে। যা রে
যা রে, কংস-করে পাপ অসি-পরে তার,
মরণের ঘুম দে রে, অচেতনে রাখ
রক্ষিদলে। পুনঃ যা রে মথুরার ঘরে
ঘরে, মোহজাল প্রতি নরনারীর দে রে
ছড়াইয়া। জাগো জনার্দ্দন! যোগনিদ্রা
যোগীবর, অনন্তবিহারী পরাৎপর, এসো
অনন্ত জীবন দিতে দান। যাই আমি
অন্তরালে করি অবস্থান।

শূন্যে প্রস্থান।

দেবকী। (নিদ্রাভিভূত হইয়া) প্রাণেশ্বর। কোথা দয়া! ত্রিলোচন-লোচন তারকা, মহাযোগী

তুমি? প্রাণেশ্বর কর গাত্রোত্থান, হের চারিধার
এ কি অন্ধকার!

বসুদেব জাগিয়া।

নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোলে বড় সুখে ছিনু,
আশা পূর্ণ দেখিনু সংসার। প্রিয়ে! প্রিয়ে!
দেখিলাম যেন এই সমস্ত আমার,
সমস্ত তোমার। যেন প্রকাণ্ড ভবন
এই ক্ষুদ্র কারা-মাঝে পশিয়াছে প্রিয়ে!
সমগ্র সংসার যেন তব কাছে বাঁধা।
সুখস্বপ্ন কেন বল ভাঙ্গিলে আমার?
আবার আবার —আবার সে কারাগার
দুরাশার অন্ধকার ভরা—শত পাপ—
প্রহরীর শত অস্ত্র ঘেরা যেই কারা,
আর সেই কারামাঝে বদ্ধ-পদ
মায়া-মুগ্ধ বদ্ধ পক্ষ অভাগা দম্পতী।

দেবকী। শুন যদুপতি! স্বপ্ন হেরি আমিও যে
উঠিয়াছি জেগে। নাথ! মোহের আবেশে
আজ চেয়ে, পোড়ে আছি ভূমিতলে, দেখি
হতাশা—দুরাশা দুস্তর জলে ভাসিল কানন,
আমি যেন তদুপরি ব'সে আছি স্থির,
বিশ্ব-প্রাণ ঘেরা চারিধারে। দেখি যেন—
অনন্তের খুলে গেল দ্বার। কারা যেন
পশিহিল। পঞ্চানন, চতুর-আনন,
বজ্রপাণি বীণাধর অসংখ্য মুরতি
কলেবর, অগণ্য কি যেন কারা, এলো
ফিরে তারা, শঙ্খ ঘণ্টা বীণার বাদনে,
আকাশ হইতে কিবা, সুধামাখা গানে,
নাচিতে নাচিতে মোর করিল আরতি
বলে, —বিশ্বপতি জগতের পতি মাতা,
সকলের প্রণিপাত লও। কেঁপে গেল
প্রাণ নিদ্রাভঙ্গ হলো। কে বহিল গন্ধে
স্থান? এ কি! এ কি! একি!
আলোক! আলোক!

(চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে নারায়ণের আবির্ভাব এবং পশ্চাৎ শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ)

যোগ প্রভাকর। চতুর্ব্বেদ-প্রসবিনী
বিশ্বব্যাপী বাণী, নিত্য ওঙ্কারের শিরে
বিন্দু-মূর্ত্তি ধ'রে অগণিত দেবতায়,
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরে নরে আর
পশ্বাদি অগণ্য ক্ষুদ্রজীবে, পূর্ণ করি
এ চৌদ্দ ভুবন, নারায়ণ! দুষ্কৃতের
বিনাশের তরে, সাধুগণ-পরিত্রাণে,
ধর্ম্মের রক্ষণে অবতার। হরি! লও?
প্রণতি আমার। বড় দুঃখে আসিয়াছি
হরি! দয়াময়! ধরিত্রীর বক্ষঃস্থিত
মানদণ্ডোপরে, বড় সাধে করেছিলে
স্থাপন অমরপুরী, দুর্দ্দান্ত দানবে
তায় আজি পদভরে করিছে দলন।
ভুবন-জীবন! রাখ রাধা—রাখ তার
সনে। তিন পদ ভেঙ্গে গেছে মোর।
আছে মাত্র এক, তাও যায়—কর হে
উপায় হরি! দাঁড়াইতে সেই পদভরে।
মোরে দয়া কর—দয়াময়—বিপন্নতারণ!

(ধর্ম্মের গীত)

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং, গো-গোপ-
সংঘাবৃতং,
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং বৈজয়ন্তং,
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্॥

শিব।—দেখ সখা। হর যাচে চরণে আশ্রয়।
নিরাকার নিরঙ্কুশ সর্ব্বগুণাশ্রয়,
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বের স্বরূপ স্বেচ্ছাময়,
ভক্তের কারণ করি আকার ধারণ,
নররূপে যুগে যুগে রমণী-জঠরে
লও স্থান! ঢাল বিশ্ব প্রাণ নর তরে।
করুণাকর! আমি আসিয়াছি গুরো!
দশরথাত্মজ শিব গুরু নাম ধর
গুণধাম রাম! দুরাচার রক্ষরাজে
যে বলে নিধন ক'রেছিলে, সেই বল
তমোগুণ-জাত সেই মহা-পরাক্রম
বিশ্বরূপ! তোমার ভিতরে দিবে বলি,
অঙ্গে তব মিশাইতে সাধে হর, আজি
পীতাম্বর! যোগারাধ্য কৃষ্ণধন, তব
মহাবাহু মধ্যে করি অবস্থান, তব
রমণী-মোহন রূপে—দুটী সার ধন
কমললোচন তায় প্রলয় অনলে
দেদীপ্যকরণ অভিলাষে, বৃদ্ধ যোগী
সাধে, জাগো শিশু! জাগো বিরাট্ পুরুষ!

ব্রহ্মা। নিঃশঙ্ক নিখিলাধার
নিত্য সনাতন,
নির্লিপ্ত নিরীহ বাগ্মী বেদের কারণ;
দুরারাধ্য আত্মারাম নীলাম্বর হরি,
অক্ষয় অক্ষর রূপ চতুর্ভুজধারী,
ভবানীপতির গীতে মোহে যেই কালে,
ঝরেছিল স্বেদধারা চরণ-কমলে,
আমি ধরেছিনু তাহা প্রেমিকপ্রবর!
উথলি উথলি সেই সুধার শীকর
ব্রহ্মার হৃদয় শান্ত করি, উথলিল,
উদ্বেলিত মন্দাকিনী ছুটিয়া বহিল,
শান্তি-জলে ভাসাইল অমর-নগরে;
প্রেমিকের প্রাণ প্রেমাধার ধরাপরে,
দেখ হে অঞ্জলি পুরে আনিয়াছি তায়,
লও নাথ শান্তি-জলে ভাসাও ধরায়।

(ব্রহ্মার গীত)

কৃষ্ণ করুণাময় রাম হৃষীকেশ,
বৃন্দা-বিপিন-পূর্ণচন্দ্র মথুরেশ।
মাধব মুকুন্দ মধু-মথন যজ্ঞেশ,
রাধিকা-রমণ রসরাজ-নটবেশ।
নন্দসুত নীল নলিনাভ ভুবনেশ,
কেশিশূর-কংসহা যাদব মহেশ,
তব চরণকমল মতিবিহীন মূঢ়েশ,
রাম শঙ্কর দুখীনে কুরু কৃপালেশ॥

চতুর্ভুজমূর্ত্তি। মানবের কাতররোদন, অনুক্ষণ
শ্রবণে পশিল, তাহে দেবকণ্ঠে শোক

উচ্চারণ, বলে—ধরা যায় জনার্দ্দন!
অক্ষরে অক্ষরে মোর অনন্ত শয়ন.
কাঁপাইল দশ শত সুদীর্ঘ নিশ্বাসে,
ফণিরাজ সেই শোকে দিল প্রতিধ্বনি।
অবনি! অবনি! আসিয়াছি তাই। হের
তব ভার হরিবারে—শত শৃঙ্খলের
ভারে মুরতি করিনু সংগঠন। হের
অজ্ঞান-আঁধার দূরিবারে, কারাগারে
স্ফুরণ আমার; আছে অনন্ত বিস্তীর্ণ
এ সংসার, তবু দৈত্য নাশিবার তরে
প্রথম বিকাশ দৈত্যঘরে। জাগো জাগো,
জননি! জননি! নারী-নরের লোচন-
বারি, আর না দেখিতে পারি, তারি তরে
আজি আমি নবরূপে পূর্ণ অবতার!

(চতুর্ভুজমূর্ত্তির অন্তর্ধান)

(দেবকীর বালকৃষ্ণ ক্রোড়ে প্রাপ্ত হওন ও তদীয় মুখচুম্বন)

(শূন্যে মায়ার পুনঃ প্রবেশ)

মায়া। কি কর দেবকি! কি কর হে বসুদেব!
লোচন-আসারে ভিজাইছ কারে আর?
রাণি! মায়া কর কার? দাও ছেড়ে ওঁরে
দাও বসুদেব-করে—উঠ যদুবর!
লয়ে চল বৃন্দাবনে, রাখ গোপঘরে
রাধার হৃদয়-ধনে। মোহে অচেতন
মথুরা-নগরী। রাজা, প্রজা নর-নারী
সকলে অচেতন। চল—চল
ঝন্‌ঝনে খুলে যাবে সিংহদ্বার। রাণি!
তব সন্তানের ওই চাঁদমুখখানি
দরশিলে—ভবের বাঁধন খুলে যায়।
চল চল দাঁড়ায়ো না, ভাবিও না আর।
চেয়ে আছে ত্রিভুবন পাইতে নিস্তার!

(দেবগণের গীত)

"বরং বরেণ্যং বরদং বরার্হং বরকারণম্॥
কারণং কারণানাঞ্চ কর্ম্মৈতৎ কর্ম্ম কারণম্॥
তপস্তপস্বিনীনাঞ্চ তাপসানাঞ্চ তাপসম্।
বন্দে নবঘনশ্যামং স্বাত্মারামং মনোহরম্॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

গোকুল—নন্দভবন।

(নন্দ, উপানন্দ, গোপগণ, গোপীগণ ও ভারবাহিগণ উপস্থিত; এক কক্ষে যশোমতীর ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের উদয়)

নন্দ। আনন্দ যে ধরে না হৃদয়ে নিরানন্দ-
ভবন আমার পুলকে পূর্ণিত হ'ল;
পুন্নাম নরকে ত্রাণ প্রেমের সান্ত্বনা
বংশধর—ধরায় উদয়। গোপেশ্বর
নহে আর অপুত্রক; ভাগ্যহীন দীন
আখ্যা ঘুচিল হে এতদিন পরে। ঘরে
দুর্ভাগা বলিয়া আর পুত্রবতী কেহ
কহিবে না যশোদায়, ভাগ্যবতী এবে।
হের সবে হের ঐ মূর্ত্তিমতী সতী
মাতৃত্বের প্রতিমার মত, কোলে শুয়ে
খেলে দোলে সোণার সন্তান; ভগবান্
মূর্ত্তিমান্ প্রসাদ তোমার, দাও তারে
যে ডাকে কাতরে; কাতরে ডাকিয়াছিল
মাতা বসুমতী, কাতরে ডাকিয়াছিল
যশোমতী সতী, কাতরে ডাকিয়াছিল
দীন ব্রজপতি, পূর্ণ সাধ সবাকার।
সবারই হৃদয়ে হ'ল আশার সঞ্চার।
জাগ্রত হে ব্রজবাসী কর মহোৎসব,
উচ্চ নীচ রাজা প্রজা কেহ নহি কারো,
প্রেমের রাজত্ব হেথা, এই বন-ভূমে
সবে ভালবাস—ভালবাসাইতে জান,
এ আনন্দে আজি ভাই ভালবাসা দাও;
দরিদ্রের নিধি ওই দুলালে আমার,
আপনার ভেবে লও সবে। মমতায়
বিগলিত হও, আশীষী জীবিত রাখ,
বংশমান বংশধর রাখিবে আমার;
গোপবংশে বংশমান রহিলে সবার।
জগৎ জাগিবে, জেগে কর জয়কার

উপানন্দ। হের আর্য্য, নহে এ তো
আঁখির বিকার।
শূন্য হ'তে মহামুনি দেবর্ষি দেবতা
ঋষি সহ—অহো এ কি জাগিয়ে স্বপন!
নিঃসাড় নিস্পন্দ দেহ জড়ের মতন,
যেন না সরে বচন।
আহা! বীণার বাদন
শ্রুতি-বিমোহন; শোন ব্রজ, শোন জগ-
জন অমৃতে মাখান গীত; আনন্দের—
উৎসবের—উচ্ছ্বাসের একত্র মিলন!!

(এক পার্শ্ব হইতে দেবতামণ্ডলী সহ অগ্রবর্ত্তী
নারদের সঙ্গীত করিতে করিতে
প্রবেশ ও নৃত্যাদি)

নারদ — গীত

"জয় জয়ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে। *
উপানন্দ অভিনন্দ সনন্দ নন্দন নন্দ,
সবে মিলি নাচ বাহু তুলিয়া রে।
নাচ রে নাচ রে নন্দ, সঙ্গে লয়ে গোপবৃন্দ
হাতে লাঠি কাঁধে ভার করিয়া রে॥

গোপগোপিকাগণ।—
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন॥
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
জগৎ-জনের মন ভুলিয়া রহিল॥

নারদ।—
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালহ অবনী-পরে,
কেহ শিরে ঢাল দধি তুলিয়া রে।
যত সব গোপনারী, জয় জয় ধ্বনি করি,
আশীষ করহ শিশু বেড়িয়া রে॥"

গোপগোপিকাগণ।—
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ। ইত্যাদি—

নারদ। "নর্ত্তক বাদক যত নাচ গাও শত শত,
ধেনু ধাও উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হৈল গোপ সব, অপরূপ নন্দোৎসব,
এ দাস নারদ যাচে গাহিয়া রে॥"

গোপগোপিকাগণ।—স্বর্গে দুন্দুভি বাজে, নাচে
দেবগণ। ইত্যাদি—

যবনিকা-পতন।

---

* উক্ত গীতদ্বয় পদকল্পতরু গ্রন্থ হইতে "শিবাই" ভণিতাসূচক "শিবরামই" হউন বা অন্য কোন নামেরই হউন কোন মহাত্মা বৈষ্ণবকবির রচিত। আবশ্যকমত কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

[এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত]

গোপীগোষ্ঠ

বা

রাধাকৃষ্ণের দিবা-মিলন

গীতিনাট্য।

They chant their artless uote in simple guise,
Thev tune their hearts by far the noblest aim."

Pobert Burns.

"——————বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া ॥"

মাইকেল মধুসূদন।

গীতিনাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
শ্রীকৃষ্ণ	যশোমতী
বলরাম	রোহিণী
আয়ান	জটিলা
শ্রীদাম	কুটিলা
সুদাম	শ্রীরাধিকা
সুবল	বৃন্দা ও সখীগণ
রাখালগণ	পুরবাসিনীগণ

স্থানবিশেষে বিশেষ উপযোগী বোধে এই গীতিনাট্যকাব্যে " " চিহ্নবিশিষ্ট সঙ্গীত কয়টী পুরাতন বঙ্গীয় কবিগণের গীতিপুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

• মাননীয় বন্ধু অপেরামাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অতি যত্নে এই পুস্তকের সঙ্গীতগুলি সুরলয়ে গঠিত করিয়া আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গোপী গোষ্ঠ

গীতিনাট্য

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(জটিলা ও কুটিলা দধিমন্থনে নিযুক্তা)

জটিলা। এ তো বাছা তোরই দোষ দেখ্‌ছি। তুই কি বুঝে ওই অত বড় বোয়ের গালে ঠোনা মার্ত্তেগেলি? ও কি এখনও কচিখুকীটী আছে যে, তাই নিয়ে পুতুল খেলা করবি? ও এখন তোরে খেলিয়ে নে বেড়াতে পারে, তা জানিস্? কেমন ঘরের মেয়ে। বাপ্ রে ডাক্‌সাইটে ঘর!

কুটিলা। ওই বড়ঘরের মেয়ে—বড়ঘরের মেয়ে বোলে বোলে তুই মাগীই বোয়ের মাথা খাচ্ছিস্, আর বেটার মাগ বৌকে ফাঁপিয়ে দিয়ে, এই আভাগী রাঁড় মেয়েকে তার বাঁদী বানাচ্চিস্! না হোলে ওর দোষ,দুটী চক্ষের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পাও না? আমায় বক্‌বার বেলা তো মুখে খই ফোটে, আর ওর বেলা মুখে গো দিয়ে থাকিস্ কেনরে মাগী বল্ তো? অমন করবি তো তোর ঘরে দোরে আগুন লাগিয়ে দেব, বৌ-বেটা নে পুড়ে আঙ্গার হবি! আমার রাগ তো জানিস্?

জটিলা। তা আর জানি না? সাধ করে মেয়ে পেটে ধোরেছি, আর মেয়ের গুণাগুণ জানি না? আঁতুড়ঘরে আমাকেই গিল্‌তে হাঁ কোরেছিলে, আমার এম্‌নি লক্ষ্মী তুমি, তা তুমি ত মা খেতেই এসেছ, তা একটু রোয়ে বোসে আগু পিছু কোরে গালে পুরো। ডাইনী বেটী! তোমার এত রাগ? আগে অত ভাব ছিলো, ডাগর হয়েও তোর গায়ে বিষ ছড়িয়ে দিলে?

কুটিলা। বুড়ো মাগী দেখ্‌তে পাও না? বয়স দোষে চক্ষের মাথা তো খেয়েছো,কাণেও কি শুন্‌তে পাও না? গাঁয়ে যে আর বেরোবার যো নেই! আমার গায়ে সয় না. তাই বলি। বৃন্দাবনে তোর বড়সাধের বোয়ের নামে যে ঢাক বেজেছে!

জটিলা। বেজেছে বেজেছে, তা তোর কি? তুই পায়ের জালায় মরিস্ কেন? সে ভাতারুত্তির মাগ, তার মাথার ওপর পুরুষ রয়েছে, সে যেমন বুঝবে, তেমনি করবে।

কুটিলা। পুরুষ? আহা-হা কি মদ্দপা! শুধু গতরটাই আছে! এদিকে যে মা,ছেলেটী তোমার নিরেট বোকা। বোকা না হলে আর চক্ষের উপর এইগুলো দেখ্‌ছে? চখে আঙুল দিয়ে ছুড়ীর সব কাণ্ডকারখানাগুলো দেখিয়ে দেই, তবু পুরুষের পা ঘামে না। হু—ও না হয়ে আমি যদি তোমার বেটা হতুম, তা হলে একবার মজাটা দেখ্‌তে! অমন মেগের গলায় পাথর বেঁধে যমুনায় বিসর্জ্জন দিতুম!

জটিলা। তা ওর দোষ কি? উঠে অবধি তুই যে এত গর্‌গর্ কচ্চিস্—বৌমা আমার এমন কি করেছে? এমন বয়েসকালে সবাই অমন হয়—ছেলেপুলে হলেই সেরে যাবে।

কুটিলা। আহা—হা—কি কথাই বল্লে গা! সেরে যাবে? যে রকম কাণ্ডটী বেধেছে—কোন্ দিন কুলে ছাই দে মথুরার হাটে গিয়ে বসে দেখ্! তুমি মাগী চাপা দিলে হবে কি। পথে—ঘাটে—যমুনার ধারে ছুটোতে যে রকম কচ্চে—তা আর কারো অবিদিত নেই। এখন আবার রাত-বেড়ানো সুরু হয়েছে! একপাল সহচরী রেখেছো, তারা তোমার খেয়ে তোমারই মুখ পোড়াচ্ছে, কাল-কূটের সঙ্গে তোমার সোণার প্রতিমাকে গেঁথে দিচ্ছে! বেশ হচ্ছে! খুব কচ্ছে। তুই যেমন—তোকে ধোরে তোর বৌ যে দিন তোর মুখে লাথি মার্‌বে—সেই দিন তোর চোখ ফুট্‌বে।

জটিলা। দূর বেটী অভাগী! আমার মুখে লাথি মার্‌বে? এমন বোয়ের অমনি ঘাড় ভেঙ্গে না পুঁতে ফেল্‌বো। তুই যেমন—তোর মুখে ওরা মাগভাতারে লাথি মারে—তবে তুই জব্দ হোস্, তোর ফণা ভেঙ্গে যায়; তা না হলে আমি মা—তুই বেটী আমাকেই যা মনে আসে, তাই বলিস, তোর মুখে যে পোকা পড়্‌বে!

কুটিলা। তোকে বলি না তোর আক্কেলকে বলি। মায়ে পোয়ে বাবার নাম ডোবাতে বসেছিস্ বোলে আমি বলি, নইলে—তোদের উড়ে পুড়ে যাক্, আমার কি ক্ষতি? আমার একটা পেট—রাজার বাড়ী ঘোলমউনী দাসী হয়ে থাক্‌লেও খেয়ে বাঁচ্‌বো। তোর দোরে দাসীবিত্তি কচ্ছি—তবে তো তুই খেতে দিচ্ছিস্ রে বেটী।

জটিলা। এঃ—তুই বেটী নেহাৎ পাগল। তোর বাপের তুই খাচ্ছিস্, তাতে আমার কি? তবে ও ভালমানুষের মেয়েকে ঘরে এনেছি—ওকে তো আর পাঁশ পেড়ে কেটে ফেল্‌তে পারি না। তুই যে দিবারাত্তির ওরই দোষ দিচ্ছিস্—ওর এতে কি একা দোষ? তুই এক ঘরের ছেলে—তোর বাপ গ্রামের রাজা—তোদের সঙ্গে মস্ত সুবাদ রয়েছে—তুই হতভাগা বেটা কেমন কোরে এমন কাজ কল্লি? যশোদা বলেন, আমার কচি ছেলে—দুধের বাছা। বেটীর ছেলে যে অ্যাঁতুড়ের গন্ধ গায়ে থাকতে থাক্‌-তেই আমার সর্ব্বনাশ কচ্ছে, তা তো বুঝ্‌বে না!

কুটিলা। কচি ছেলেই তো—আঁজো বাছা মাই ছাড়েনি! অমন হতভাগা ছেলে ভূ-ভারতে আর দুটী আছে? বড় দির বুড়ো বয়সের ছেলে কি না—ছোঁড়ার কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধোচ্ছে। হতভাগা ছেলে-টাকে দেখ্‌লে আমার গা ইস্‌পিস্ করে! ইচ্ছে হয়, নোড়া দিয়ে তার বাঁকা হাড়গুলো সোজা করে দিই। কেলে ছোঁড়া যেন এক ধিঙ্গি হয়ে উঠেছে। বলিস্ কি মা—গেরোস্তোর মেয়ে-বৌকে জলের পথে আট্‌কে আট্‌কে তাদের মাথা খাওয়া, আর এদিকে নাদুস্‌নুদুস্ নন্দদুলালটী হয়ে মানুষের বাড়ী-ঘরে ঢুকে যেন কত আপনার! এবার একবার এ বাড়ীতে এলে হয়, আঁশবঁটী দিয়ে উঁচু বাঁশীর মত নাক কেটে নেবো—আর বাঁশীটে কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌বো!

(উভয় পার্শ্বের দ্বার দিয়া চুপে চুপে কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (কুটিলার দধির হাণ্ডা হইতে ননী লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে) মাসী! পায়ে ধরি, নাকটী কেটো না। তোমারও ত নাক আছে মাসী—বাঁশীর মত নাই বা হলো—খ্যাঁদা বোঁচা যাই হোক্ আছে যখন—দরদ্ জান তো? আর এই বাঁশীটী? এটী আমার সাধের বাঁশী—মাসী—বড্ড ভালবাসি, এ জ্যান্ত বাঁশী, তোমার ও মরা আগুনেতো পুড়্‌বেনা—শুধু ছাই মাখাই সার হবে!

কুটিলা। আ মর—মর্—কথার শ্রী দেখ!

বলরাম। ও দিদি! ননী দেবে, না কেড়ে খাবো?

জটিলা। কেড়ে খেতে হবে কেন ভাই? হাত পাতে। হাঁ, এই বেশ। সোণার হাত দুখানি পেতে চেয়ে নিলে—দিয়েও প্রাণ জুড়ালো! (ননী প্রদান) ছিঃ!—চুরি ক'রে—হাঁড়ি ভেঙ্গে—ভয়ে ভয়ে কি খেতে আছে? বলাইটীই দিব্বি—বেশ, কৃষ্ণ—তুই ভাই ননী-চোরা।

শ্রীকৃষ্ণ। ও দিদি! চুপ চুপি এসে—চুরি কোরে খাবা ভোরে খাই—বড় মজা পাই! ধরা দিতে দিই নাই—তাই তো দিদি ননী-চোরা নাম।

জটিলা। তা—তুমও—এসো—খাও।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি? ও দিদি! আমি? আমি এসেই তো খেয়েছি! মাসী আমার সাক্ষী—শেষের গরাস্‌টা নজরে পোড়েছিল না মাসী?

কুটিলা। তাহা—হা—বড় সোহাগের কাণ্ড-টাই করা হলো, তাই না মাসী?

আদুরে ছেলে! যাদের আদর, তাদের ভাল লাগে! বলা নেই, কওয়া নেই, ননীর হাঁড়িতে হাত? আমি আজ হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল্‌বো!

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ তো! বেশ তো! মাসী—পার যদি—হাটের মাঝে হাঁড়িটে ভেঙ্গো! তোমারও ভেঙ্গে সুখ হবে, দশজনেরও দেখে সুখ হবে।

নেপথ্যে। যশোমতী। ও গো তোমরা আমার নীলমণিকে কেউ দেখেছ?

বলরাম। ও ভাই কানাই! মা যশোদা বুঝি আস্‌ছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। তা—আস্‌বেনই তো! ভোরের সময় পালিয়ে এসেচি, আর কি মা আমার স্থির থাক্‌তে পারেন? ঐ দেখ, মায়াময়ী মা জননী—পাগলিনীর মত ছুটে আস্‌ছেন।

(যশোমতীর প্রবেশ)

যশোমতী। বাপ রে—নীলরতন, তোরা যে আমার অঞ্চলের নিধি! সর্ব্বস্ব ধন! তোদের হারা হয়ে আমি যে এক দণ্ডও স্থির থাক্‌তে পারি না, তা কি তোরা জানিস্‌নে বাপ্? দুঃখিনী জননীকে এত যাতনা দেওয়া কি তোদের উচিত?

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ মা ওঁরা অমাদের দুই ভাইকে ধোরে রেখেছেন—মাসী কত ভয় দেখাচ্ছে মা! বলে—নাক কেটে নেবে! আবার একগাছা দড়ী বার কোরে—বলে, দুটোকে বেঁধে যমুনায় ভাসিয়ে দেবে মা!

কুটিলা। না, বোল্‌বে না তা কি? উনুপাজুরে—বুরাখুরে—বজ্জাতের ধাড়ী ছেলে যখন বিইয়ে-ছেন—তখন কথা তো শুন্‌তেই হবে। চোরা বোলে ধরিয়ে দিইনি, এই ঢের! অনেক খাতির রেখেছি, অনেক রেয়াৎ করেছি।

যশোমতী। বাপ্‌ধন! বাপের ঠাকুর আমার! আমার কোলে উঠে এসো—তোরা কি দুঃখে এখানে এয়েছিস্ বাপ্? তোদের দু-ভেয়ের কিসের অভাব? ছি! এমন ক'রে ভোরের বেলা আর কোথাও এসো না! অভাগিনী জননীকে—কাঁদিয়ে আস্‌তে তো বাবা তোমরা ভালবাস না? কুটিলা! বোন্! নীলমণি আমার বড় সাধের নিধি! এরা আমার দুধের গোপাল—বালক রাখাল। এদের কি বোন্—কোন দোষ আমার চক্ষে ঠেকে? এদের খেলা—এদের লীলা সকলই সুন্দর। খুড়ীমা! এমন নিখুঁত সুন্দর কেউ কখনও দেখে নি! আমার বড় দরদ মা বড় দরদ! বাছার মুখটী ঘাম্‌লে মুছিয়ে দি—দিবারাত্রি কোলে কোরে থাকি—কোল থেকে নামাতে ভয় হয়। কি জানি মা, আমার প্রাণের নিধিকে আর কেউ যদি আমার মতন না আদর করে—আমার মতন না যত্ন করে, তা হ'লে যে সোণার বাছাকে আমার দুঃখের মুখ দেখ্‌তে হবে। তা তো আমি প্রাণ ধ'রে সইতে পার্‌বো না! ওগো! আমার অভিমানী সোণার চাঁদকে কেউ তাচ্ছিল্য কল্লে যে আমি মরমে ম'রে যাবো, চল ত যাদু দুটী হাত ধ'রে দুজনে চল। রোহিণী দিদি তোমাদের মাখন-নবনী হাতে ক'রে অপেক্ষা কচ্চে।

(গীত)

ওগো ও যশোদা মাই।
তোর ননী-চোরা কানাই-বলাই
আমরা দুটী ভাই।
দুটী হাত ধ'রে তোর সাথে সাথে
চল মা নেচে যাই॥

[যশোদার দুই হাত ধরিয়া গান করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণ-বলরামের প্রস্থান।

কুটিলা। মা দেখ্‌লি?—দেখ্‌লি? শুন্‌লি তো? দিদির আমার আক্কেলের কটাথা শুন্‌লি তো? আমরা ওঁর ছেলেকে যত্ন কত্তে জানি না, তাচ্ছিল্য করি। আঃ পোড়ারমুখি! ছেলের অসাধারণ গুণের কথা তো বোবো না! হতভাগা বেটার যেমন রং, তেমনি ঢং, আকার-প্রকারও তেমনি! হতচ্ছাড়া, যেন যশোদা দিদির আটাসে খোকা,

গর্ভ থেকে বিগ্‌ড়ে বেরিয়েছে ;—কি বল্‌বো তুই মাগী ঘ্যান্ ঘ্যান্ করবি, না হলে ওই কেলে ছোঁড়ার গলায় পা দিয়ে মেরে, আর সেই সঙ্গে তোর বৌকে সহমরণে পাঠিয়ে আমার মনের ক্ষোভ মেটাতে পারি। দিনরাত—বাড়ীতে—আনাচে কানাচে এসে, ছেলের ভোল কোরে সবার চোকে ধূলো দিয়ে জাত নষ্ট কোচ্ছে! পোড়ারমুখো বাঁদর মুখ-চোরা তোর ছেলে সেদিক্-পানে চেয়েও দেখ্‌বে না! কেবল কালী কালীতারা তারা বুলী! আর মাগ যেন ঈশের মূল।—মা গো নমস্কার করে! তা না হলে ওঁর এমন দুর্দ্দশা হবে কেন? আজ আর তো রেয়াৎ কর্‌বো না—বড় বোলে মান্‌বো না, ঠাকুর-ঘরে গিয়ে খুব দশ কথা শুনিয়ে দে আসি।

জটিলা। ও রে—না রে যাস্‌নি! কেন মিছা-মিছি কতকগুলো লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে তাকে জ্বালাতে যাবি? সে ভালমানুষ, তার আমার সাতেও নু—পাঁচেও নু, আপনার পুজো নিয়েই আছে। সে মাগের তোয়াকাই রাখে না। আর সে তোর মতন অমন কেবল পরের কুচ্ছ কোত্তেও ভালবাসে না।

কুটিলা। তার ঘরের কুচ্ছ যে রে মাগী! তার নিজের বুকে বোসে যে দাড়ী ওপ্‌ড়াচ্ছে! তোর কথা তাই শুন্‌লুম এতক্ষণ? আমি আজ দাদার কাণে পাক্ দিয়ে বোল্‌বো, এমন বিঁধন বিঁধবো না তো, জ্বালায় ছট্‌ফটিয়ে একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেল্‌তেই হবে।

জটিলা। তোর যা খুসী কর্‌গে যা! কিন্তু আমার ঘর ভাঙ্গে তো তোর মাথা মুড়িয়ে—ঘোল ঢেলে—যমুনার পারে বিদেয় ক'রে দেবো।

[জটিলার প্রস্থান।

কুটিলা। ও বেটি! তুমি বৌ-বেটা নিয়ে সুখী হবে ভাব্‌ছো? তোমার যেমন মন—তেম্‌নি ধন হয়েছে! আমি তো একবার এ বাড়ী ছেড়ে গেলে হয়। তোমার কপালে তা হলে—বোয়ের লাথি—ছেলের কিল—আর দেশশুদ্ধ লোকের টিট্‌কিরিটে ভাল ক'রে ফল্‌বে। হতভাগা মাগী—মর্‌বে কবে?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নন্দরাজের অট্টালিকাদ্বার, উভয় পার্শ্বে গৃহশ্রেণী, দ্বারে রোহিণী মাখন-হস্তে উপস্থিত।

(রাখালগণের প্রবেশ)

(গীত)

কোথা গো মা বল মা—
ব্রজবালকের সরবস্বধন।
কে হরিল লুকাইল সে নীলরতন॥
হুতাশে শিহরে কায়,
হৃদি বিদরিয়া যায়,
বিষম বিষাদে হায় ঝরে দুনয়ন—
গাভী কাঁদে, বৎস কাঁদে,
এনে দে মা শ্যামচাঁদে,
সবারি সাধেরি নিধি সে কালবরণ॥

রোহিণী। ও রে ওই দেখ্—তোদের রাখাল-রাজা। প্রাণের নিধিটীকে না দেখ্‌তে পেয়ে তোরা বড় ব্যাকুল হয়েছিলি, এইবার নয়ন সার্থক কর্। ও রে—এমন রূপ কি আর কারো আছে? এক-বার প্রাণভোরে পুজা কর্।

(যশোমতীর সহিত কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

(অবনতজানু হইয়া রাখালগণের স্তব-গীতি)

জয় জয় কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।
ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দকন্দ॥
জয় জয় জলধর-শ্যামল অঙ্গ।
হেলন কদম্বতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
সুধাই সুধাময় মুরলী-বিলাস।
জগজন-মোহন মধুরিম হাস॥
অবনী-বিলম্বিত গলে বনমাল।
মধুকর-ঝঙ্কার ততই রসাল॥
তরুণ-অরুণ-রুচি পদ অরবিন্দ।
তাপিতে করুণা করি তার গোবিন্দ।

(গান)

রোহিণী।

নাচ রে নাচ রে মোর রাম দামোদর।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর॥

(কৃষ্ণ-বলরামের নৃত্য ও নবনী ভক্ষণ)

যশোদা।—

আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আরবার।
গলায় গাঁথিয়ে দিব মণিময় হার॥

(যশোদা কর্তৃক হার পরাওন ও
রাখালগণের গীত)

নেচে বল রে ও ভাই কানাই বলাই
সবাই মিলে চল গোঠে যাই।
(ও তুই) গোষ্ঠ-গোপাল রাখাল-রাজা ভাই॥

শ্রীদাম। ও মা!

পরাইয়া দেহ ধড়া,
মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া;
রাঙ্গাপায়ে পরা গো নূপুর।
অলকা তিলকা ভালে,
বনমালা দেহ গলে;
কালোরূপে আলো হোক্ পুর॥

রাখালগণ।—

নেচে চল রে ও ভাই—ইত্যাদি।

সুদাম। ও মা!

মায়ের মাথার কিরা,
কহিতেছি ফিরা ফিরা;
মনে কিছু না ভাবিও আর।
বেলা অবসানকালে,
গোপালে লইয়ে কোলে;
তোর আগে আনিব আবার॥

রাখালগণ। নেচে চল রে ও ভাই—ইত্যাদি।

সুবল। ও মা!

সঁপে দেহ মোর হাতে,
আমি লয়ে যাব সাথে;
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে,
অধিক জানির গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥

রাখালগণ। নেচে চল রে ও ভাই—ইত্যাদি।

(যশোদার গীত)

ওরে ও বাপ শ্রীদাম সুদাম;
ও কথা আর ব'লো না।
আজ আমি গোপালে আমার,
গোঠেতে পাঠাব না॥
আমার বড় সাধের কালসোণা
কোলে থেকে আর নামাবো না;
বনপথে যেতে সাথে,
প্রাণ ধ'রে ত দেব না॥

শ্রীকৃষ্ণ।—

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
রাখালের সনে ধেনু চরায়ে ফিরিব॥
চূড়া বাঁধি দেগো মুরলী দে মোর হাতে।
এসেছে সবাই মোরে লয়ে যেতে সাথে॥
পীতধড়া পরিয়ে গলায় দিতে মালা।
মনে পোড়ে গেল মোর কদম্বের তলা॥

(রাখালগণের গীত)

ও মা নন্দরাণি গো!
মায়াময়ী মায়ের নামে ডঙ্কা মেরে যাব।
বেলাবেলি তোর গোপালে কোলে এনে দেব॥

শ্রীদাম—

লয়ে যাব প্রাণের কানু রাখিব বসায়ে।
আমরা ফিরাবো ধেনু চাঁদমুখ চেয়ে॥

সুদাম।—

সাথে রইলে নীলমণি তোর বড় পাই সুখ।
বেণুতে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতুক॥

সুবল—

যে দিন যা করি মনে মা কানু তাহা জানে।
ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হইতে আনে॥

মধুমঙ্গল।—

একদিন দাবানলে মরিতাম জ্ব'লে।
বাঁচাইল ভাই কানাই অতি অবহেলে॥

রাখালগণ।—

নন্দরাণী তাই গো তোমার গোপাল লয়ে যাই।
তোমার গোপাল রাখালরাজা আমরা প্রাণের ভাই॥

বলরাম। মা যশোমতি—শোক ত্যাগ কর। তোমার গোপালের কি মা কোন অনিষ্ট হওয়া সম্ভব? মনে তো পড়ে মা সেই শকটভঞ্জন, ধেনুদৈত্য-তৃণাবর্ত্ত-পুতনা-নিধন, মহামহীরুহ সে অর্জ্জুন-বিদারণ? বৎসাসুর অঘাসুর বকাসুর পাপে, অবহেলে নাশিল যে জন, তার কার্য্য সকলি অদ্ভুত! মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে, আকাশ পাতাল পৃথ্বী দেখালে বদনে! বিশ্বরূপ বালক তোমার—অবতার! গর্গমুনি ভোগভক্তি অলক্ষিত ভাবে, কি কৌতুক করিলা কানাই; পূর্ণশক্তি দেখালে ব্রাহ্মণে, চিনে গেল চিন্তামণি বলি। যজ্ঞেশ্বরে জঠরে ধরেছ মাতা! পূর্ণজ্ঞানী বালক রাখালরূপী হরি, সম্পদ্ বিপদ্ আসে স্বেচ্ছায় উঁহার, ইচ্ছাময়—দেখিছ তো জনম অবধি। ইচ্ছায় বেঁধেছে ভাই অটুট বাঁধনে ব্রজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-নিচয়ে। সবাই বিভোর প্রেমে পিপাসা মিটাই, সবারই প্রাণের নিধি প্রাণের কানাই প্রাণে বাঁধা কোথা যাবে ভাই? কেন ডর, অপরাহ্নে আবার মা আসিবে কেশব। নাচিবে গাইবে সাথে রাখালিয়া সব। উঠিবে ব্রহ্মাণ্ড ভরি জয় জয় রব॥

(যশোদার গীত)

বলাই রে নে যাবি আয়।
সাধের নিধি নে যাস্ যদি
আমার কাছে আয়॥
একবার ভাল ক'রে দে'খে নি রে আয়॥
(ও বাপ্) স'পে দি রে হাতে হাতে,
ল'য়ে যাস্ সাথে সাথে;
মিনতি করি রে তো সবায়।
দুঃখিনীর সর্ব্বস্বধনে এনো রে ত্বরায়।
(ওরে) প্রাণ ধ'রে রইনু চেয়ে
আশারি আশায়॥
(আমি) পথপানে রইনু চেয়ে
আশারি আশায়॥

যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণের শরীরে হাত বুলাইয়া)

এ দুখানি রাঙ্গাপায়, রক্ষাভার বিধাতায়,
জানুরক্ষা করো দেবগণ।
কটিতট সুজঠর রক্ষা করো যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখি নারায়ণ।
ভুজযুগ-নখাঙ্গুলী রক্ষা করো বনমালী
কণ্ঠ-মুখ রেখো দিনমণি।
মস্তক রাখিও শিব পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব
অধঃ উর্দ্ধ' রেখো চক্রপাণি॥
জলে স্থলে গিরি বনে রেখো গো মা বরাঙ্গনে
দশদিক্ দশদিক্পাল।
হতশক্র হয়ে মিত্র রক্ষা করো হে সর্ব্বত্র
যশোদার দুধের গোপাল॥

[নৃত্য করিতে করিতে রাখালগণের প্রস্থান।

(চল) প্রাণ-গোপালে প্রাণের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে যাই।
হারিয়ে গেলে এ ধন আবার কাঁদ্‌তে হবে ভাই॥
ধোল্লে ধরা দিতে হবে রাখ্‌লে ধোরে থাক্‌তে হবে
চাইলে প্রেমের পরম সুধা প্রাণ দেবে কানাই।
প্রাণের প্রেমে প্রেমপিয়াসা মিটিয়ে নেওয়া চাই॥

(চারিদিকস্থ গবাক্ষ হইতে রমণীগণের ও
রোহিণী-যশোদার গীত)

"নাচত চলত বাল-গোপাল।
বরজ-বধূ বেলি, দেই করতালি
বোলই ভালিরে ভাল॥
প্রীতি-সঙ্গীতে ঢল ঢল ভঙ্গীতে
রঙ্গিয়া রাখালিয়া গায়।
অরুণ আঁখি দুটী কাজলে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশী শুনই সব ব্রজরমণী গ'
আনন্দ-সাগরে ভাস।
হেরইতে পরশিতে লালস কয়ই গ'
স্তনক্ষীরে ভিগল বাস।"

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

রাধাকুঞ্জ।

(রাধিকা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা
ইত্যাদি উপস্থিত)

রাধিকা।—

নাথের লাগিয়া সেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
বড় সাধ মনে নিশি জাগরণে
মাতিব লইয়া কালা॥
পথপানে চাহি কতই রহিনু
কত প্রবোধিনু মনে।
রসশিরোমণি এলো না এলো না
মুদিনু কুমুদী সনে॥

ললিতা।—

রসের হাটেতে পসরা সাজায়ে
আইলে রাজার বালা।
গাহক বিহনে শুকাইয়ে গেল
এ বিনি সুতার মালা॥

বিশাখা।—

চাহিয়ে চাহিয়ে সারানিশি জাগি
সারা যে হইলে সই।
পিরীত-বাঁধনে বাঁধা যদি শ্যাম
কৈ তবে এলো কই॥

বৃন্দা।—

জান সই নটবরের মধুকরের খেলা।
এ ফুলে ও ফুলে কতই ফুলে মধুপানে মেলা॥
তোমার পাশে আশ মেটে না
প্রেম হয়েছে বাসী।
কোন্ টাট্‌কা ফুলে আট্‌কা প'ড়ে
পরেছে নূতন ফাঁসী॥

(রাধিকার গীত)

আমার শূন্যবিহার রইলো পড়ে সই।
শুষ্কমালা রাখ্‌নু তুলে ওই॥
উষায় আশার আশায় নিরাশা
সার হলো সই গো নয়ন-নীরেতে ভাসা।
মর্ম্মব্যথায় মর্ম্মে মোরে রই॥

বৃন্দা।—

কুলমানে ছাই দে ছি ছি
প্রাণ জ্বোলে গেল।
অভিমানে কুঞ্জে এসে কান্না সার হ'ল॥

(সখীগণের গীত)

শুকাল সোণার কমল কমলিনী রাই।
না বু'ঝে শঠে মজে ঘটালে বালাই॥
বাঁশীতে বাজ্‌লে রাধা, মানে না কোন বাধা,
আশাতে কুঞ্জে আসে কুলে দিয়ে ছাই।
সরল প্রাণে বাঁকা হয়ে দাগা দিলে তাই॥

বৃন্দা। রাই কিশোরি! বল—আর কাঁদায় হেরবে না? কথায় কথায় শঠের কথা ভুলেও মুখে আনবে না? ভুলতে বলি না, ভুলো না; কিন্তু সখি! ব , মানে রবে? মানের ভরে গরবিনী গরব ক'রে রবে? সাধ্‌বে কথা কবে না? মুখ দে'খে তার ভুলবে না? মানের কান্না কেঁদে সেধে আবার ধরা দেবে না? বল রাই, খুলে বল—নইলে তোমার মান রবে না।

রাধিকা। তোমার কথাই শুনবো সই। আর কুঞ্জে আস্‌বো না—যমুনায় যেতে পথে আর ফিরে চাইবো না। আর কাল হেরবো না, আর শ্যামে সাধ্‌বো না, মর্ম্মে মোরে রব সই। প্রাণের জালা নীরবে সইব—কেউ জানবে না—কারও কাছে জানাব না, কারুকেই সই বোল্‌বো না।

বৃন্দা। তবে চল, যমুনায় স্নান ক'রে ঘরে যাই চল। কুঞ্জের বাহিরে যাই চল, প্রভাত হয়ে গেছে। ব্রজবাসী সকলেই জেগে উঠেছে।

রাধিকা। তাই তো—সই! উঃ! কুঞ্জের বাইরে যে আর চাওয়া যাচ্ছে না! এত বেলা হয়ে গেছে? ধন্য নিঠুর! তোমার জন্য কুল-শীল- মানে

জলাঞ্জলি দিয়ে দিন দিন কলঙ্কের ডালী মাথায় কচ্ছি।—কৈ? তবু তো তোমায় পাই না? বৃন্দে! তোদের কালাচাঁদ হয় ত এতক্ষণ গোষ্ঠে এসেছেন।

বৃন্দা। কেন? সই! পথ দিয়ে নেয়ে যাবার সময় যেতে হবে নাকি? রাজনন্দিনি। সই! কলঙ্কের বোঝা আরও ভারী কত্তে সাধ হয়? রাত্রে অভিসারে এসে হেথা প্রভাত হয়ে গেল; আরও বেলায় কি মুখে সব ঘরে যাব বল দেখি!

(সুবলের প্রবেশ)

(সখীগণের গীত)

কি আশে কার আদেশে
প্রভাতে কুঞ্জে এসেছ।
না জানি জ্বালার উপর,
কি জ্বালা দিতে এসেছ॥
দিয়ে প্রাণ অকপটে,
চিনেছে রাই সে শঠে;
ছি ছি ছি যাও ফিরে যাও,
হেথা আর কেন রয়েছ॥

সুবল। এ কি! তোমরা যে কুঞ্জের ভিতরে না যেতে যেতেই গলাধাক্কা দিচ্ছ! তোমাদের রাজকুমারী কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন না? ভাল—তবে—যাই।

রাধিকা। বলি ওহে সুবল! তোমাদের রাখালরাজের কুশল তো?

সুবল। কুশল অকুশল বোল্‌তে দিলে কৈ? এঁরা সুধু মাত্তে বাকী রেখেছেন। আমি যাই,—ভাই কানাইকে বলিগে—তাঁর কাজে এসে যে মাথা বাঁচিয়ে গেলেম, এই ঢের!

রাধিকা। শোন না—শোন না; কি কাজে তিনি পাঠিয়েছেন ভাই? আমাদের কাছে তাঁর কাজের দরকার হয়, এ কথা শুনেও বত্তালুম। তবু ভাল,তোমাদের সখা আপনার কাজটী ভোলেন না।

বৃন্দা। ওগো—জানি জানি, তোমার সাধের কালা—

"কাজের বেলা কাজী।
কাজ ফুরালেই পাজী।"

যতক্ষণ কাছে থাকেন—স্বর্গে তোলেন; তার পর "যে ফুরুলেই ছালনায় নাথি।" তখন যেন কে কার, যেন কখন চেনাপারচয় নাই! ধন্যি পুরুষ! পুরুষ—

"আপনার কাজে আটি সুটি!
পরের বেলা দাঁতকপাটী॥"

নিজের বেলা বাঁশী ব'জিয়ে পথে ঘাটে আট্‌কে কেঁদে ককিয়ে কুলবতীর কুলের মাথা খেয়ে দেন, তার পর মাথা খুড়লেও ফিরে চান না!

রাধিকা। তাতো জানি ভাই—তবু শুনি না, কি ব'লে পাঠিয়েছেন?

সুবল। রাজকুমারি! শ্রীকৃষ্ণের সাধ হয়েছে, আজ তিনি তাঁর প্রিয় গোধনগুলিকে মুক্তোর মালায় সাজাবেন; তাই গোষ্ঠে বেরুবার সময় আমায় এখানে পাঠিয়ে দিলেন।

ললিতা। বটে বটে? তা—বেশ—বেশ! তবে আর কি রাজনন্দিনি! মুক্তোর মালাগুলি পাঠিয়ে দাও! তোমার সাধের কালার আবদারটা রক্ষা কর।

বিশাখা। আমরি! গরুর গলায় মতির মালা? কালো ঠাকুরটীর সকলি বেয়াড়া!—যা নয়, তাই।

বৃন্দা। ও সই! রাখালে মণিমুক্তোর কি ধার ধারে? তিনি চরাবেন গরু, গরুই তাঁর প্রাণধন। না হলে এমন সোণার চাঁপা রাজনন্দিনী তাঁর জন্যে ঝুরে মরে, আর তিনি স্বচ্ছন্দে—কতকগুলো ছোঁড়া জড় কোরে হৈ হৈ ক'রে ছুটে বেড়ান? তাঁর কি প্রাণ আছে সই? কৈ,আমার তো নজরে ঠেকে না। একে তো আদ্‌যরা প্রাণ শুকিয়ে গেছে তাও? নইলে কি প্রাণ সোপে তারে প্রাণের জ্বালা পাও? রাজনন্দিনি! এতো মুক্তোর মালা চাওয়া নয়, এ তোমায় ঠাট্টা করা,—তোমার প্রাণে ভাল ক'রে দাগা দেওয়া। একে তোমার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে, তার উপর এই জ্বালা দিতে লোক পাঠিয়েছেন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ? তোমার যদি সই রাগ থাকে, তা হলে আর সে শঠের নামটী পর্য্যন্ত মুখে এনো না।

রাধিকা। সই, সেই ভাল, আমার প্রাণের জ্বালা আমি চুপি চুপি সইতে শিখ্‌বো। যার মায়া-দয়া নেই, যে পায়ে ঠেলে চ'লে যায়, যে সই আমার ব্যথার ব্যথী নয়, তার জন্য কেন ঝুরে মরি?

সুবল। তুমি ফিরে গিয়ে তোমাদের রাখালরাজকে বল গে, রাখালে কি মতিমালার ধার ধারে? ভালোয় যার অরুচি, তার তো কিছুই ভাল নয়। রাখাল রাখালী করবে,মণিমুক্তোর কথা কয়ে কেন বল লোক হাসাতে বসেছেন? ছিঃ! আমার কাছে হাত পাত্‌তে তাঁর লজ্জা হলো না?

সুবল। ভাল, তবে আমি ফিরে যাই। কিন্তু তাও বলি, সামান্য মতির মালার জন্য তিনি পাঠিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই—ইচ্ছাময় তিনি। ইচ্ছা কল্লে গাছে গাছে—লতায় লতায় লক্ষ লক্ষ মুক্তা ফলাতে পারেন, এটী যেন তোমাদের মনে থাকে। [প্রস্থান।

বৃন্দা। এই বেশ। পায়ে ধ'রে সাধাসাধির চেয়ে এ ভাল। মনে বুঝুন—গরবিণী রাজনন্দিনীর মান রাখা যে সে রাখালের কাজ নয়।

রাধিকা। সই? যদি তিনি রাগ করেন—একেবারে পায়ে ঠেলেন? তখন কি হবে?

বৃন্দা। আহা! এত পায়ে ঠেলা গা! প্রায় পায়ে ঠেল্‌তে বাকী রাখ্‌ছেন কি না? তুমি সই—এই জন্যই এত হাল্‌কী হয়ে পোড়েছ। সর্ব্বস্বধন চোরকে দিয়ে এখন পথে বসে কাঁদ্‌তে হচ্চে। প্রাণ তোমার যেমন, তারও তো তেম্‌নি? তবে তুমিই বা কাঁদ্‌বে কেন, সাধ্‌বে কেন, আর তিনিই বা গায়ে ফু দিয়ে তোমার কান্না দে'খে হেসে গড়িয়ে যাবেন কেন? যে মেয়েমানুষ পুরুষকে না কাঁদাতে পাল্লে, তার ধিক্‌ জীবন।

বিশাখা। রাজনন্দিনি! মিছে আশঙ্কা করো না। আজ্‌কে তোমার বংশীবদন আচ্ছা জব্দ হবেন এখন। এবার কাঁদিয়ে তবে ছেড়ো।

রাধিকা। তবে চল সই, যমুনায় স্নান ক'রে একবার ওই পথ দে যেতে হবে, দূরে থেকে দে'খে যাব, কি করেন। সুবল যা ব'লে গেল, সে কথা তো সই আমি অসম্ভব ভাবি না।

বৃন্দা। চল ত, ভাল দেখা যাবে এখন—আমাদের রাই বড় কি কানাই বড়।

[নৃত্য গীত করিতে করিতে রাধিকাকে লইয়া

[সখীগণের প্রস্থান।

(গীত)

চল যাই রাই-কিশোরী,
দেখ্‌বো তোমার শ্যাম কি করে।
অপমানে আপন মনে বিষম
অভিমানের ভরে॥
কাল তার সকল কাল,
কিছু তো নাই লো ভাল;
সোহাগী তার সোহাগে কলঙ্ক ঘরে পরে;—
সয়েছ অনেক জ্বালা জ্বালাই চল নটবরে।

(অন্য পার্শ্ব হইতে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওই যা। কোথায় গেল? এই যে একটু আগে পোড়ারমুখীদের এইখানে দেখে গেলেম

জটিলা। তোর তো প্রায় সব কথাই এই রকম ভুয়ো হয়। একদিনও তো হাতে নাতে ধরাতে পাল্লি নে?

কুটিলা। তাই তো মা! হতভাগী বেটী মায়াবিদ্দে জানে না কি? এই আছে, এই নেই। তা না থাকুক্‌—দাদা যদি মানুষ হয় তো এইতে বুঝেই যাবে যে, তার বড় সাধের মাগ—নিশিভোর রাত্তিরে ঘুম পাড়িয়ে তাঁর কোল থেকে উঠে এসে এখানে বাজার খুলে বোসেছিল।

জটিলা। তাই তো! বউমানুষের বুকের পাটাতো কম নয়! সত্যি সত্যি যদি এসে থাকে—তা হ'লে তো আটকুড়ীর ঝিকে আস্ত রাখ্‌বো না, হাতে পায়ে দড়ী দে চোরকুঠারীতে ফেলে রাখ্‌বো, আধপেটা খাওয়াব, আর ঐ হতভাগা কালকুটে ছোঁড়াকে গ্রামের বার ক'রে তবে ছাড়্‌বো, কার বৌ বেটী, তা এখনও জানে না বটে। বুকে ব'সে জিব টেনে বার কোত্তে পারি—তবে এর শোধ হয়।

কুটিলা। এই! এই এরে বলে শাশুড়ী, তবে কি না, তুমি মা জ্বোল্‌তেও যেমন, নিব্‌তেও তেমনি যতক্ষণ ক্ষিদে, ততক্ষণ তোমার রাগ। মাথায় জল আর পেটে জল পড়্‌লেই সব ভুলে যাও।

জটিলা। ও মা! সাধে ভুলি? ছেলেটা যে কিছুতেই বিশ্বাস কত্তে চায় না, কাজেই আমায় তার কথা শুনতে হয়।

কুটিলা। ছেলেটার কথাই তোমার সর্ব্বস্ব হলো?

আর আমি বেটী যে দিবারাত্তির খ্যান্ খ্যান্ করছি, এটা তোমার কাণে ওঠে না? আমি বেটী রাড় মেয়ে কি না! ওরে মাগী! ও বেটী! তোদের মাকে পোকে গুণ করেছে, তোরা দেখেও দেখ্‌বি নে, শুনেও শুনবি নে, তোদের মুখে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ কোরে লাথি মাল্লে, তোরা পুজো কচ্চে মনে করবি, আমি হ'লে অমন বৌকে কুলোর বাতাস দিয়ে নাচ-দোর পার ক'রে দিতুম।

জটিলা। তাই ত, ওকে প্রায় কি না রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি? ওতো আর তোর মতন নয়, আজ তাড়িয়ে দিলে—রাজার মেয়ে—কাল গিয়ে মা-বাপের কোলে গে বস্‌বে—তখন তুই কার হিংসেয় গর্‌গর্ ক'রে মরবি?

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। কালী—কালী—তারা—তারা—তারা! তরাসে তরা মা! কৈ রে কৈ আমায় যে পুজোর ফুল পর্য্যন্ত তুলতে দিলি নে, কৈ—কোথা? তোর আগা গোড়া সকল মিছে। ছি ছি ছি। প্রকৃতির অংশ হয়ে এত মিথ্যাবাদিনী তুই? এমন শোভা দেখ্‌তে এনে নিরাশ কল্লি?

কুটিলা। মিছে কথা বৈ কি? কুঞ্জের ভেতর উঁকি মেরে দেখ, তোমার মাথার মণি আলালের ঘরের দুলালীর রাতকাটানোর চিহ্নগুলো ভাল ক'রে দেখ। এই খানিক আগে আমি এসে দেখে গেছি, এইখানে ব'সে পোড়ারমুখী ঢলাঢলি কচ্ছিল। ঐ দেখ, শুক্‌নো ফুলের মালা, পদ্মপাতার বিছানা—আরও কত কি, বুদ্ধি থাকে তো বুঝে দেখ, রাত কাটিয়ে হতভাগীরা যমুনায় প্রাতঃস্নান কত্তে গেছে।

আয়ান। (কুঞ্জদ্বারে অগ্রসর হইয়া)

আহা মরি—প্রকৃতি প্রমোদ-নিকেতন,
সংসারের পবিত্র সাধনা সুখাসন,
দেবতা-বাঞ্ছিত এই নিকুঞ্জকানন। (প্রণাম)
আদ্যাশক্তি—রমণীর শিরোমণি রাধা,
প্রেমে পুজি—পরম-পুরুষ প্রেমময়ে,
দেখাইছে শিখাইছে নরনারীদলে,
পুরুষ-প্রকৃতি-প্রেম—পবিত্র কারণ—
অহরহ ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগে বিয়োগে!
এই সে প্রেমের প্রকৃতি-সঙ্গমে
ব্রহ্মাণ্ডের বিম্ব ফোটে অনন্ত পাথারে,
কালচক্র হাসিয়া ফেরান মহামায়া,
ব্যোমাতীত নিরঞ্জন রহেন চাহিয়া!
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,
প্রেমাবেশে হাসে—হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়!
পবনে—তপনে—শূন্যে—সলিলে ধরায়
পঞ্চভূতে সঞ্চরে সে প্রেম নিরন্তর!
দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্বকাণ্ড প্রেমের কল্পনা
প্রেমবাক্যে হেরি শুধু প্রেমের বর্ণনা!
মরি মরি হেন প্রেম কে জীব না চায়?
শক্তি—ভক্তি-প্রেমসুধা
যে চায় সে পায়!

(গীত)

প্রেম—পরমা প্রকৃতি প্রীতি,
কৃতী সাধক সাধনার মণি।
সিদ্ধশুদ্ধ—জ্যোতির্ম্ময়—যতি—
যোগেশ যোগ-জীবনী॥
পিয়াসে পিয়াসী আপন হারা,
ধ্যানেরি ঘোরে ঘোরে আঁখিতারা;—
মধুমাতোয়ারা ডাকে তারা তারা;—
পীযূষপূরিত প্রেম-সুধা ঝর ঝর ঝরে,
নিয়ত শিহরে,
দুরিতবারিণী শিয়রে বিহরে,
মন-মোহন-কর মোহ-পারাবারে,
পারকারিণী, পাপতারিণী;
তাপ-তাপিত-তাপহারিণী॥

[প্রস্থান।

কুটিলা। তবে ত সবই হলো দেখ্‌ছি। পোড়ার-মুখী কি ধূলোপড়াই দিয়েছে, রাগ করা চুলোয় গেল, এইখানটায় ঢিপ ঢিপ ক'রে নমস্কার ক'রে গেলেন। দূর হোগ্ গে ছাই, আমিই বা এত ক'রে মরি কেন? যাদের মাথা হেঁট হচ্ছে, তারাই যখন দেখেও দেখ্‌ছে না, তখন আমার প্রাণ কর্‌কর

কয়ে কি হবে? আঃ!—মোলে আমার হাড়টা জুড়োয়, এই পাগলা ভেয়ের পাতড়াচাটা খোচে, আর এই সব কেলেঙ্কারীগুলো দেখ্তে হয় না। আহা হা।—যেমন মা—তার তেমনি ছা। যা মাগী—যা তোর্ আদরের বৌকে চিনি ভিজিয়ে দিগে যা! সমস্ত রাত জেগে তোর পিত্তি চট্‌কেছে, মায়ে পোয়ে মাথায় তুলগে যা।

জটিলা। আমি এমন মাথায় তুলি না। যার জিনিস—সে যা বুঝ্‌বে কর্‌বে, মাথায় তুল্‌তে হয়, সে তুল্‌বে; আমার কি? আমি ত আর তার হাত-তোলার ওপর থাকুতে যাচ্চি না। আমার আপনার বাড়া-ঘর, আপনার ধন-দৌলত, আমি কি কারো তোয়াক্কা রাখি না কি? এখন—চ, তোর থে তো মুখ তো ভোতা হয়েছে, যেমন ননদগিরী ফলাতে গিয়েছিলি, তেম্‌নি জব্দ হয়েছিস্ তো? এখন থেকে আর বোয়ের কথা মুখে ও আনিস্‌নি।

কুটিলা। মুখে আন্‌বো না কি রে বেটী? ওকে কি অম্‌নি ছাড়্‌বো। ওর শাদামুখ পুড়িয়ে কালো কর্‌বো, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঢাক বাজাবো, দেশশুদ্ধ ছেলেবুড়োয় কাঠি করে মুখে গু তুলে দেবে। - আর যদি না পারি তো আমার বাপে জন্ম দেয়নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যমুনাতীরে গোষ্ঠ।

(তরুমূলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, ও চতুর্দ্দিকে রাখালগণ)

(রাখালগণের গীত)

কালিন্দীর তীর, তরুতল সুশীতল;
মিলনে মোহিল দুহু ভাই।
শ্রীঅঙ্গে মাধুরীমাখা,
শিরে শিখিপাখা বাঁকা;
বাঁকা আঁখি নিরখি সদাই;
সুধারে সুধার ধারে পরাণ জুড়াই।

শ্রীদাম। রাখালরাজা ভাই! আজ যমুনার শোভা একবার দেখ।

শ্রীকৃষ্ণ। আ মরি—মরি!

লহরে লহরে রবি-ছবি দোলে,
কালো জলে আলো জ্বলেছে।
উছলে উথলে, কল কল কলে,
গরবিনী শ্যামা চলেছে॥

বলরাম। আহা হা! ভাই! রবি-করে শ্যামাঙ্গিনী যেন প্রাণের হাসি হাস্‌ছে। হাসিমুখে তোমায় দেখে প্রাণ জুড়াবে বোলে, আজ যমুনাসতীর এত আনন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা ভাই! তটিনী কুলু কুলু নাদে যেন অনবরত প্রাণের কাহিনী গান কচ্ছে। এমন প্রাণ-ভুলানো বিভোর ভাব ভাই আর তো কোন সঙ্গীতে নাই।

(রাখালগণের গীত)

ভাগ্যবতী তুমি ও যমুনা মাই।
তোর কোলে দোলে কানাই বলাই
সিত অসিত দুটী ভাই।
তোর জলে দেখে আপনার ছাই,
তোর কালজলে আলো জ্বলে তাই,
তাই এ কূলে ও কূলে ধাওয়া ধাই॥

বলরাম। এ কি? সবাইকে দেখ্‌ছি—সুবল কোথায় গেল?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তাকে একটী গজমুক্তা সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে পাঠিয়েছি ভাই!

বলরাম। কেন ভাই—মুক্তা কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই! ভাই! মুকুতায়
সাজাব গোধন।
জনমে জননী সমা জীবনদায়িনী,
পুণ্যবতী ভগবতী সুরভিনান্দনী,
ক্ষীরসুধা নীরসম বিলান জগতে
মায়াময়ী—মানবের বড় আদরিণী!
আদরে দোলাব গলে মুকুতা-মালিকা,
নাচিবে খেলিবে সুখে ধবলী শ্যামলী।

বলরাম। ভাই! ভাল খেলা
খেলিতে করেছ সাধ।
জন্ম প্রেমে—কর্ম্ম প্রেমদান—
জন্মাবধি—
করিছ তাহাই। প্রেম-খেলা খেলিতেছ!
বাঁধিছ পবিত্র প্রেমে জগৎ-সংসার!
সদাব্রত প্রেমের গোকুল—ভূগোলোক!
প্রেমশিক্ষা পাইছে সমগ্র জীবদল!
সাধন—ভজন—জ্ঞান কর্ম্ম আচরণ!
নাহি প্রয়োজন—নাহি নর-উপকার!
প্রেমই মোক্ষ, প্রেমেই নির্ব্বাণ ধরাধামে—
খেলাছলে শিখাইছ ভাই তাই সবে।

শ্রীদাম। ভাই কানাই! ঐ যে সুবল ম্লান-মুখে যেন কাঁদ্তে কাঁদ্তে ফিরে আসছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন? কেন?

(সুবলের প্রবেশ)

কেন ভাই সুবল? তোমার চক্ষে জল কেন ভাই? কি হয়েছে বল?

সুবল। ভাই কানাই! কেন আমার পাঠিয়েছিলে? আমি যে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি ভাই! যা কখনও কেউ আমরা ভাবিনি, আশা করিনি, আজ আমার কপালে তাই ঘট্‌লো! যারা তোমার নামে টলে, রূপে গলে, বাঁশী শু'নে পাগলিনীর মতন ছুটে আসে, তারাই আজ তোমায় তাচ্ছল্য কল্লে, ছি ভাই!—অভিমানে আমার প্রাণ জ্বলে গেল! তোমার অপমান শোন্‌বার জন্য কি আমাকেই পাঠানো তোমার উচিত হয়েছিল?

বলরাম। কেন সুবল! তারা কি মুক্তার মালা দিতে কাতর হলো?

সুবল। কাতর হলো? বলাই দাদা, কাতর কাকে বল ভাই? তাদের কি আর সেদিন মনে আছে? কেঁদে কোকিয়ে—হাতে ধ'রে পায়ে প'ড়ে কত সাধাসাধি, এখন তারা সব ভুলে গেছে! যখন তাই কান্নাই ফিরেও চাইতো না—তখন তারা নরম ছিল, এখন গরম—ভারী গরম ভাই, ভারী গরম! গরম কোরে আমার যা মুখে এলো বোল্‌লে, আমিও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে এলেম!

শ্রীকৃষ্ণ। মতির মালা তবে দেখ্‌ছি শ্রীমতী দিলেন না?

সুবল। দেওয়া? দেওয়া দূরে থাক্—দশ কথা শুনিয়ে দিলে ভাই; বোল্লে—রাখালে মতির মালা কি ক'রে চিন্‌বে বল, না হলে আর গরুর গলায় পরাতে সাধ হবে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। বটে বটে, তা বেশ হয়েছে! আমিও তো তাই চাই ভাই!

শ্রীদাম। কি চাও ভাই?—অপমান? আপমান হতেও তুমি ভালবাস না কি?

শ্রীকৃষ্ণ। ভালবাসি বৈ কি ভাই!

সুবল। তাই বুঝি—তাই বুঝি ভাই, জেনে শুনে আমায় পাঠিয়েছিলে? তা ভাই আমাদের কাঁদাতেও কি ভালবাস?

শ্রীকৃষ্ণ। তা ভালবাসি বৈ কি? কাঁদ্‌তে না জানলে যে হাসির সুখ টের পাবে না। আমি যে ভাই হাসাতে হলে, আগে কাঁদিয়ে নিই। কেঁদে এসেছ, এইবার হাস্‌তে হবে; তারা তোমার অপমান ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে, আমরাও তার শোধ ভাল ক'রে দেবো! তারা চখের জলে নাকের জলে হ'লে তো তুমি সন্তুষ্ট হবে ভাই?

সুবল তারা তোমার পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌বে, তুমি হাস্‌বে, আর আমরা পাশে থেকে দেখ্‌বো—নাচ্‌বো—গাইবো—টিট্‌কারী দেবো—আর তারা বড় কি তুমি আমাদের বড়, এই তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো! তবে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল—তাই কচ্ছি ভাই! মুক্তার মালা চাইতে গিয়ে তুমি অপমানিত হয়েছ, এখন একবার সবাই চেয়ে দেখ, একটীমাত্র মুক্তায় আজ সমস্ত গোধন সাজাবো। অসংখ্য মণিমুক্তায় মালা দে'খে সকলের চক্ষু জুড়াবে।

(একটী মুক্তা ভূমিতে প্রোথিতকরণ।)

(মধুর বাদ্যের সহিত পটাপসরণ, সম্মুখে উজ্জ্বল ও বিবিধবর্ণের মণিমাণিক্যভূষিত তোরণ

প্রকাশ, তোরণমধ্য দিয়া বহুদূর-
বিস্তৃত মুক্তালতাবলী ও সজ্জিত
গোধনগণ প্রকাশমান)

(রাখালগণের গীত)

মানস মোহিত মুরারি—নেহারি
মুকুতালতা সারি
আহা মরি মাধুরী—
নয়নে ধরে না গিরিধারী ॥
কিবা লাবণ্য ঢল ঢল,
শীতল—উজ্জ্বল ;
গজমতি জ্যোতি মনোহারী ,—
পুলকিতচিত নরনারী—নেহারি ॥
কিবা মাণিক্য অতুলন,
গোধন—সাজন ,
সুশোভন—বন—বনোয়ারী,—
পুলকিতচিত নর-নারী—নেহারি ॥

কৃষ্ণ। সুবল! ভাই!—কেমন? তোমার মনোমত হয়েছে ত?

সুবল। ভাই কানাই! প্রাণের জ্বালা ভুলে গিয়ে—কেবল তোমার এই অমানুষী ক্ষমতার বিষয় ভাব্‌ছি। ভাই! আমরা ধন্য হলেম!

বলরাম। ধন্য এ পবিত্র ব্রজধাম! ধন্য এ গোকুল মরি মর্ত্ত্যের গোলোক। ধন্য গোপগোপিকা-নিকর! নরমাঝে—নরোত্তম—ধন্য নন্দ, ধন্যা যশোমতী, প্রসবিল পূর্ণব্রহ্ম প্রেমিক তনয়!

ধন্য এ মুকুতালতা প্রেম-নিদর্শন!
ধন্য রে রাখালদল সাথী মাধবের
ধন্য প্রেম! ধন্য প্রেমলীলা। লীলাময়—
ধন্য তুমি। ধন্য তব অপার মহিমা।
বিশ্বরূপ—ধন্যরূপ স্বরূপ তোমার!
অবতার—অবতরি বিশ্বের মাঝারে,
ধন্য প্রেমভক্তি-লীলা দেখাইছ হেলে!
ধন্য এ ধরিত্রী—ধন্য স্থাবর জঙ্গম—
ধন্য—কৃষ্ণচন্দ্র আজি উদিত হেথায়।

(রাখালগণের গীত)

চিন্তামণি—চিন্‌তে পেরেছি—
তোমায় চিনে নিয়েছি।
(ও ভাই) কালরূপের আলোয় আলোয়—
ভালবেসেছি॥
প্রেম-পিয়াসে—এ পরম সুধায়
আশায় ভেসেছি।
ও ভাই খেলার ছলে এ গোকুলে,
সাথী হয়েছি।
(ও ভাই) সাধনের ধন—রাঙ্গাচরণ,
শিরে ধরেছি॥

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

প্রেম বিলাতে এসেছি ভাই,
প্রেম বিলায়ে যাব॥
যার প্রাণে প্রেম দেখ্‌তে পাব,
তার পানেতেই চাব।
ধ'র্ত্তে এলে এগিয়ে গিয়ে
আপ্‌নি ধরা দেব।
সোহাগভরে সূক্ষ্ম ডোরে
বাঁধ্‌লে বাঁধা রব॥

শ্রীদাম। দেখো ভাই দেখো! আমরা অজ্ঞান বালক, আমরা তো প্রেম জানি না। দেখো ভাই! আমাদের যেন পায়ে ঠেলো না। ঐ চাঁদমুখখানিই যে আমাদের সর্ব্বস্ব—এটী যেন মনে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ। আর মনে থাকা। ঐ দেখ—ঐ দেখ—ওরা আস্‌ছে—ওদের দে'খে সব ভুল যাচ্ছি যে ভাই!

সুবল। তাই তো, এসে পড়্‌লো যে?

শ্রীকৃষ্ণ। সকলে—একা একা—আলাদা আলাদা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়। দেখা যাক্‌—গরবিণী রাই মুক্তালতাবলী দে'খে কি করে!

সুবল। এইবার ভাই তোর মনের মত হবে।

(সকলের ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়ন)

(রাধিকা, বৃন্দা ইত্যাদি সখীগণের প্রবেশ)

রাধিকা। এ কি? এ কি? আ মরি—কি সুন্দর! এমন শোভা ত সই আর কখন
দেখি নি! চক্ষু জুড়াল রে—
লতায় লতায় ফুটেছে মুকুতা,
হারে গাঁথা সারি সারি লো সই।

তবকে তবকে ঝক্ ঝক্ ঝকে,
অরুণ কিরণে ঝকিছে ওই ॥

বৃন্দা। রাজকুমারি! তোমারি কথা ঠিক! যা ভেবেছিলে, তাই হয়েছে। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, চোরের ধনে বাটপাড়ী কোল্লে ত ভাল হয়। এই তো দেখ্ ছি,—কেউ কোথাও নেই, এই সময়—সকলে কিছু কিছু আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাই চল।

ললিতা। সত্যি কথা বল্‌তে কি রাজকুমারি! আমার ত ভাই—দেখেই লোভ হয়েছে! কেবল তোমাদের মুখ চেয়ে এতক্ষণ দেখ্‌ছিলেম—তা বেশ হয়েছে, বুনোগাছের ফল—তুলে নে গেলেই হলো, কি বল?

রাধিকা। কাজ কি সখি? তোমরা কি তাঁকে চেন না? কেন আবার একটা অনর্থ বাধাবে বল দেখি? দেখা তো হলো, এখন চল, মনের জ্বালা মনে মনেই রাখি গে। সই। আমায় তিনি পায়ে ঠেলেছেন, আমার আর মণিমুক্তায় কাজ কি সখি?

বিশাখা। তোমার না কাজ থাকে, তুমি তাই বাকল পোরে, জটায় মাথা ঢেকে, যমুনার ধারে বোসে কাঁদো গে। আমাদের এখনও আমোদ কর্‌বার বয়স যায় নি। আমরা যে এত গাদাগাদা মণি-মুক্তো দে'খে শুধু হাতে যাবো, তা তো পারবো না ভাই! তাতে আবার পথে প'ড়ে রয়েছে।

বৃন্দা। রাজকুমারি! চল না, তোমার গুণ-নিধি এ সব তোমারই জন্য রেখে গেছেন। এটা খোসামোদ করা। ছিঃ! কৃষ্ণভাবিনী হয়ে এই সামান্য ভাবটা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? চল সবাই আঁচল ভোরে মুক্তাফল তুলে নে ঘরে যাই। সবাই দে'খে হিংসায় ফেটে মর্‌বে এখন।

রাধিকা। তবে চল, কিন্তু আমার তো সই মন সর্‌ছে না—পা চল্‌ছে না।

(সখীগণের সহিত রাধিকার তোরণমধ্যে প্রবেশ)

সকলে। (প্রকাশ হইয়া) চোর চোর—চোর—ধর্—ধর্—ধর্!

শ্রীকৃষ্ণ। তাই তো, চোরই তো দেখ্‌ছি! ঐ যে সব কোঁচড় ভারা ভারী ঠেকছে।

সুবল। বলি ও গো! মুখ লুকুলে হবে কি? এইখান দে সবাইকে বেরুতে হবে, ও ভাই, এ দেখ্‌ছি মাগী চোর।

শ্রীকৃষ্ণ। বটে—বটে, তবে তো ভালই হয়েছে। এক একটীকে ধর, আর আমার কাছে নিয়ে এসো, মাগী চোরকে সাজা দিতে আমি খুব মজবুৎ।

সুবল। বলি এসো সব, একে একে বেরিয়ে এসো! আর ঘোম্‌টা টেনে পেছু ফিরে দাঁড়ালে কি হবে? আমি চিন্‌তে পেরেছি। সহজে আস্‌বে না দেখ্‌ছি। ওরে ভাই! তোরা সব চার পাশ দে গিয়ে তাড়া লাগা, সব একদড়ীতে বেঁধে মথুরায় চালান দেবো, তবে ছাড়্‌বো।

(তোরণ হ'তে সকলের একে একে আগমন)

এই যে! ইনি কে? সর্ব্বপ্রথমে সবার সেরা মাগী চোর বুঝি? এইবার যে সবার মুখে চুণকালী দে, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে উলটো গাধায় চড়িয়ে বৃন্দাবনের বার ক'রে দিয়ে আস্‌বো।

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল! ভাই! তাতে ওদের কি লজ্জা হবে? ওদের যে নাককাণ দুই কাটা। দেখ্‌ছো না সব পুরাণো চোর, নইলে যোটবেঁধে দিনে দুকুরে চুরী কোর্ত্তে এসেছে? ও ঘোল টোল ঢালা ওদের সওয়া আছে। কিছু নূতন থাকে তো বল!

শ্রীদাম। আমার ইচ্ছে হচ্চে, ওদের ক'জনের মাথায় চোরাইমাল চাপায়ে—বৃন্দাবনের বাড়ী বাড়ী দেখিয়ে নে বেড়াই। ছেলে-বুড়োয় পেছনে পেছনে হাততালি দিতে থাক্ আর মাগীরা লোহা পুড়িয়ে মুখে বুকে চোর ছাপ দিয়ে দিক্।

সুদাম। আমি বলি তাতেও ঢিট হবে না। পুরুষ চোর সওয়া যায়, মেয়ে চোর বড় বালাই। আমি বলি, ও মায়া দয়ায় কাজ নাই। এক দড়ীতে পিছমোড়া কোরে বেঁধে রাজার দরবারে পাঠিয়ে দাও।

বলরাম। আরে না না—কি বল? এ যে সব চেনা মেয়েছেলে! আ!! যেন লজ্জাবতী লতাটী গো?

শ্রীকৃষ্ণ। সে কি? সে কি? কৈ? তাই এতক্ষণ বল্‌তে হয়? আরে দূর ছোঁড়া! যা যা, একজন দৌড়ে গিয়ে মামাকে মামীকে আর জটিলা দিদিকে খবর দিগে যা।

বৃন্দা। কালাচাঁদ! তোমার পায়ে ধরি, আর আমরা এমন কর্ম্ম কর্‌বো না। আমাদের ছেড়ে দাও, আর তাঁদের ডেকে দিও না। আমরা মরমে মোরে যাচ্ছি। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া কি উচিত হয়? অনেক প্রকারে নির্দ্দয় হয়েছেন, এ নিষ্ঠুরতা নাই কোল্লেন।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা যাও, আজ তোমাদের ছেড়ে দিলেম।

সুবল। বটে অম্‌নি গোলে গেলে ভাই? ভাল, তোমার ইচ্ছাই সম্পূর্ণ হোক্—কিন্তু ও কি? ওগুলো শুদ্ধ যে নিয়ে যাও? তা হোচ্ছে না, একে একে ঐখানে সব আঁচলের মুক্তাগুলি রেখে যাও, তা নইলে ছাড়্‌ছি না।

বিশাখা। এই নাও। এই নাও। ভারী তো মুক্তা।

[সকলের মুক্তা প্রদান ও প্রস্থান।

শ্রীদাম। ওতে শুধু হবে না, সব কাপড় ঝাড়ে দিয়ে যেতে হবে, আরে পালায় যে! ধর্—ধর্—ধর্!

রাখালগণ। ধর্—ধর্—ধর্।

[শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল ব্যতীত সকলের দ্রুত প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই রে! যার জন্য এত, সে আমার দুঃখিনীটীর মত শুষ্কমুখে চ'লে গেল। ভাই! আমার যে আর সয় না। রাধার দেখা এখনি না পেলে আমি আত্মহত্যা কর্‌বো। তার সেই বিরস-মুখে সরস হাসি না দেখ্‌লে প্রাণে বাঁচ্‌বো না! তাকে দেখ্‌বো, তার হাত দুখানি ধ'রে মানভিক্ষা ক'রে নেবো, তার মুখখানি-পানে চেয়ে চেয়ে প্রাণের তৃষা মিটাব। তারে নিয়ে আয় ভাই, আমি পথপানে চেয়ে রইলেম না এলে গোষ্ঠ হ'তে আর ফির্‌বো না,প্রেমের দায়ে আত্মবলি দান দেবো।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

এবে বড় যাতনা হ'ল। (প্রাণে)
অভিমানে আদরিণী কাঁদিয়ে গেল॥
লজ্জাবতী লতাটী যে লাজে লুকাল,
মরমে মরমজ্বালা চাপিয়ে নিল।
আর তো না ফিরে চাহিল॥ (সে আমার)
শূন্যে যেন কমলিনী মিলায়ে গেল॥
দেখিতে দেখিতে আর দেখা না হলো!
প্রাণে বড় দাগা দে গেল॥ (সে আমার)
ভালবাসা আশা-দীপ বুঝি নিবিল,
কাঁদিয়ে কমলিনী মোরে কাঁদায়ে গেল।
বিরহে বিষাদ ঘটিল॥ (মরি হায়)

(সুবলের গীত)

কি মোহি মোহিত চিত ও প্রাণ কানাইয়া।
কাহে নয়ননীরে বায়ে উরে ঝরিয়া॥
তাপ-উপত কায়,
কাহে শিহরে যায়,
মাধব রাধা তব চরণে বিকাইয়া;
প্রাণে বেঁধেছো প্রাণে পীরিতি বিলাইয়া,
পাবে প্রাণের নিধি গেল আঁখ মুছিয়া॥

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

আয়ানের অন্তঃপুর।

(একদিক্ হইতে জটিলা, অপরদিক্ হইতে কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। এয়েছে—হতভাগী এয়েছে?

জটিলা। কেন? ঐ তো বেশ রাঁধুনীদের সব যোগাড় কোরে দিচ্ছে, নিজে যোয়াগীর রান্নার

উজ্জ্বল কোচ্চে,বৌমা যেন কাজের সময় দশটা হয়। আমার এমন অন্নপূর্ণা সতীলক্ষ্মী বৌকে তুই যে কেন চূচক্ষু পেড়ে দেখ্‌তে পারিস্ না, তা ও বাছা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি নে।

কুটিলা। তা পারবে কেন? গতরখাকি!—বোয়েরি বুঝি খুব গতর দেখ্‌লি? আমি বেটী যেন তোর সংসারে কড়ার কুটোগাছটী নাড়ি না। আ হতভাগী!—একচোকি! বৌ-মা আমার সতী-লক্ষ্মী, ও রে আমার সতীলক্ষ্মীর ঝি সতীলক্ষ্মী! হ্যাঁ—তুই আপনি যেমন ডাকসাইটে সতী—বৌকে তেমনি সতী ক'রে তুলতে পাচ্চিস্—তবে বলতুম শাশুড়ী!

জটিলা। তুই বেটী সতীর মেয়ে সতী কি না, তাই যাকে তাকে অসতী দেখিস্, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিস্! মরণ আর কি! বেটী গুমরে মচ্ছেন্! আপ্‌সে আপ্‌সে হিংসের হিংসেয় পাত হোয়ে যাচ্ছেন! আরে বেটী ছেলেবেলায় কোড়েরাঁড়া হয়ে অবধি তো—ব্রজের কচি কাঁচ বৌ-বেচারীদের হাড়ে নাড়ে জ্বালাচ্চিস্, তবু তোর আপশোস্ মেটে না? বেটী যখন নিজে সাচ্ছা, তখন যার তার লুকানো নাগর ধোরে বেড়াবার দরকার কি? কে কোথায় খারাপ কাজ কোল্লে,তোর যেন অমনি টনক নোড়্‌লো। হ্যাঁ বাবু, নিজের ভাতার পুত কেউ কেড়ে নেয়, ভুলিয়ে রাখে, তা হ'লেও যা হোক্ রাগ হয়, হিংসে হয়, তা যখন নয়—তখন কেন বেচারিদের হিংসে ক'রে মরিস্? তাদের রূপ আছে, যৌবন আছে, রাজার মতন অমন যুবো সোয়ামী ঘরে, সুখের সীমে নেই—তা এমন সব সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিতেও তো তোর ভাল লাগে! এখন রূপ গেছে—বয়সও যায় যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের রূপ, যৌবন, বয়েস আছে, তাদের ভাল দেখ্‌লে জ্বোলে মরিস কেন রে বেটী? দিন নেই রাত নেই, কেবল তেতাতিতি। যাঃ—নিজের ঘরে গিয়ে জল-টল খেয়ে ঠাণ্ডা হ'গে যা, আমি এলে তার পর পাড়া বেড়াতে যাস।

[জটিলার প্রস্থান।

কুটিলা। বেটী মনের কথা টেনে বলেছে। সোমত্ত বয়েস গিয়েই তো আমি মরমে ম'রে আছি, নইলে বৌ পোড়ারমুখীর আর কেষ্টকে একা পেতে হতো না; দেখাতুম কেমন হলায় গলায় ভাব। দশটা ছুঁড়া লাগিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়ে দিতুম, অথচ কুচুটে কেলে ব্যাটাকে দিনরাত চোখের জলে নাকে জলে ক'রে ছাড়তুম্। কেমন ক'রে পুরুষ বশ কোত্তে হয়, তা চলানীকে শিখিয়ে দিতে পারি। নিজেকে বশ কোত্তে হয় নি বটে, কিন্তু বলুক না, ব্রজের কোন্ বেটী ঝিউড়ী বল্‌তে পারে যে, আমার মন্ত্রে তাদের সোয়ামী বশ হয় নি?

[প্রস্থান।

(একদিক্ হইতে সুবল, অন্যদিক্ হইতে রাধিকার প্রবেশ)

সুবল। এই যে শ্রীমতী।

রাধিকা। কে ও সুবল যে? কি ভাই! কি মনে ক'রে? অপমানের কি কিছু বাকী আছে নাকি?

সুবল। ছিঃ! তুমিও কি পরিহাসকে অপমান ভেবে থাক? কানাই যে আজ রহস্য করবার জন্যই মুক্তাবন সৃজন করেছিলেন, কানাইয়ের সর্ব্বস্বধন তুমি,—তুমি কি তা বুঝ্‌তে পার নি? তুমি অবুঝ হলে যে তোমার কৃষ্ণচন্দ্র শক্তিহীন হবেন। (নেপথ্যে বংশীনিনাদ) ঐ—ঐ—ঐ শোন। রাধানামে সাধা বাঁশী রাধার নাম ধরেই বাজ্‌ছে।

রাধিকা। ভাই সুবল! এমন অসময়ে কেন বাঁশী বাজ্‌লো?

সুবল। তাই তো বোল্‌তে এসেছি, তোমার মানের ভয়ে কানাই আকুল। তুমি যদি রাগ তাপ ক'রে দুটো বোকে ঝোকে চলে আস্‌তে, তা হোলে ততটা ভাবনা ছিল না, সেই যে মলিন মুখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জলভরা চক্ষু দুটী নামিয়ে চলে এলে, অমনি তাঁর যেন চমক হলো। শূন্যপানে কাতর নয়নে ক্ষণেক চেয়ে থেকে বড় ব্যাকুল

হয়ে পোড়্লেন, কি করি রাধা! কানাইয়ের সে ব্যাকুলতা কি আমরা প্রাণ ধ'রে সইতে পারি?

রাধিকা। সুবল। ভাই। আমিও যে সইতে পাচ্ছি না। তোমরা তো চক্ষে দেখেছ, আমার যে শুনেই বুক ফেটে যাচ্ছে। এখান সব ছেড়ে তাঁকে ছুটে গে দে'খে আস্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে তিনি আমায় ডেকেছেন, তিনি আমার বড়সাধের শ্যাম-চাঁদ! আহা! সুবল! আমার সর্ব্বস্বধন নীরদ-বরণ, তাঁর উপরে মানকরা কি সাজে ভাই? (নেপথ্যে পুনরায় বংশীনিনাদ) এই যে আবার! তাই তো! আমারও প্রাণ যে বিষম ব্যাকুল হযে উঠ্‌লো। সুবল! ভাই! এই দিবা দ্বিপ্রহরে কেমন ক'রে যাই বল দেখি?

সুবল। তার চিন্তা কি? চিন্তামণির কার্য্যে কি চিন্তার বিষয় কিছু আছে? তুমি আমি উভয়েই সমমূর্ত্তি। আমি তোমার বেশ পরিধান ক'রে গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকি, আর তুমি আমার এই রাখাল সাজে সেজে গোষ্ঠে যাও। কারুরই সন্দেহ হবেনা।

রাধিকা। তুমি কি পারবে ভাই? আমার প্রকৃতি-পূজক শক্তি-সন্তান উর্দ্ধরেতা স্বামীর পূজা গ্রহণ করবার সময় হয়ে এসেছে, এখনি তিনি বিগ্রহ-পূজা সাঙ্গ ক'রে আস্‌বেন ভক্তের ভক্তি-সঙ্গীতে এখনি যে আমায় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আসনে অধিষ্ঠান হতে হবে?

সুবল। তা হোক্, রাজকুমারি! আমরাও প্রধান পরুষের সঙ্গের সাথী, মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি-রূপিণী তুমি, নিজ তেজে আমায় জ্যোতির্ভূষণে ভূষিত ক'রে যাও। তোমার ভক্ত স্বামীর সাধনা বিফল হবে না।

রাধিকা। ভাল ভাই! এসো তবে দুই জনে বেশ পরিবর্ত্তন করি গে। তুমি পূজা-গৃহে গিয়ে আসনে বসো গে, তোমাতে আমার পূর্ণজ্যোতি অর্পণ ক'রে আমিও আমার শ্যামচাঁদ-দর্শনে যাই; জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে আয়ান বিমোহিত হবে। কিন্তু দেখো ভাই সুবল। রাধবাঘিনী ননদিনী যেন ধ'রে না ফেলে!

[উভয়ের প্রস্থান।

কুটিলা। (প্রবিষ্ট হইয়া) বোয়ের সঙ্গে ওটা কে? একটা রাখাল না? তাই ত, বউড়ি পোড়াকপালী যে ওর সঙ্গে খিড়কীর দিকে চল্লো! কোথাও যাবে না কি? সেই কেলে হতভাগার ডাক পড়ে বুঝি? হু, ঠিক্ ঠিক্, তাই বটে, বাঁশী বাজ্‌ছিলো। আমি তখন সন্দেহ করেছি যে, একটা না একটা কিছু ঘটেছে! আজ বুঝি দুপুরে মাতন্ হবে! তাই বটে! তা বেশ হয়েছে, আজ বাঁদুরে বোকা দাদাকে হাতে নাতে ধোরে দেখিয়ে দেবো। যাই খিড়্কীর দোর পেরুতে না পেরুতেখপ ক'রে ডেকে আনি গে।

[প্রস্থান।

(গান করিতে করিতে আয়ানের প্রবেশ)

(গীত)

শক্তি-সনাতনী মা আমার।
তুই মুক্তিসাথী, ব্যথার ব্যথা,
তোর ভক্ত তরে মুক্তদ্বার॥
জীব প্রসূত হ'য়ে ধরাধর হৃদয়ে;
সাকারা-রূপিণী তারো জীব-নিচয়ে:—
সদা নয়নে হেরি ও মা তুমি সবারি,
জননী ভগিনী—জায়া—মায়া—মোহাধার।
সদাশিব-বাসনা সাধনা সবাকার॥

আয়ান। (দ্বারের যবনিকা সরাইয়া সিংহাসনে জ্যোতির্ম্ময় মুকুটশিরে সুবলকে দেখিয়া রাধিকা-ভ্রমে) এই যে! আহা হা! মরি মরি কি মাধুরী! ও রে! চক্ষে যে ধরে না হে! এমন রূপ ত কারো দেখিনি রে—

জ্যোতির্ম্ময়ী সাধনার ধন, সপ্তজন্ম
তপস্যার নিধি! বিশ্বমোহিনী বামা
দিব্যরূপে বিহরিছ রাজ্যে হৃদয়ের।
বিশ্বে কোন্ ছার ক্ষুদ্র অধম এ দাস,
বালুকণা সমুদ্র-বেলায় নিরুপায়—
অন্তিমে মিলাবে তব পায় এই চায়—
অন্য আর কিছুই না চায় রক্ষ দায়।—
বিশ্বেশ্বরি বিশ্বোদরি! নমামি চরণে!

রাধিকাবেশী সুবল।—শক্তি পূজি' মহাশক্তি কর আরাধন।

আয়ান। মহাশক্তি রমণী-কায়ায়, তাই নারী
আরাধ্যা জনমাবধি—পূজি শ্রীচরণ।
দীক্ষা শিক্ষা সকলি শক্তির! যত দিন—
জীবলীলা, শক্তি পূজি রহিব জাগিয়ে,
শক্তিপূজা লক্ষ্য জীবনের। নারীরূপে
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, নারী পূজ্যা সবাকার।
রমণী জননী জীবে(র) জননী রমণী,
গরীয়সী মহিলায় এই ভিক্ষা পাই।
শুকল্যাণী সতী শক্তি-অংশজাতা নারী.
রমিবারে নরে জন্ম ধরে গো ধরায়,
তাই নারী রমণী ত জীবজগতের।
গর্ভে ধরি পতিরে প্রসবে পুত্ররূপে,
রমণী জননী তাই বিজ্ঞান বচন।
জননী ভগিনী জায়া ধর্ম্ম-আচরণে,
জাগান নিদ্রিত জীবে অনন্তের কোলে.
ভ্রমে জীব আত্মতত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে
অন্তিমে মা ব্রহ্মময়ী বাহু প্রসারিয়ে,
কোলে তুলে নে যান তনয়ে ত্বরাত্বরি,
জীবচক্ষে লুকায় এ জনমের মত,
স্মৃতিমাত্র থাকয়ে পড়িয়া! জন্ম কর্ম্ম
মৃত্যু জগতের সকলি শক্তির খেলা,
শক্তিপদে শত শত প্রণাম আমার!

(প্রণাম)

কুটিলার পুনঃ প্রবেশ)

কুটিলা। (সবিস্ময়ে) ও মা! এ কি গো? তাই ত—এ কি রকম হলো? ছুড়ী মায়াবিদ্যে জানে না কি—এইবার বুঝি ঠকালে! হঁ! তাই ত, কি লজ্জা! ছিঃ ছিঃ! কোথা যাব? ঠিক্ ঠকালে, চোখে কাণে দেখ্‌তে দিলে না? বাপ্ রে! এমন মায়াবিনী মেয়েমানুষ ত কখন দেখি নি, আমার গা—তাও শিউরোল?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোষ্ঠ—যমুনাতীরে তরুমূল।

(প্রশস্তক্ষেত্রে অসংখ্য-ধেনু-বৎস পরিদৃশ্যমান)

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

আমার প্রেমলীলা ফুরাবে কি ভাই।
ফিরে কি চাহিতে নাহি চাহিবে সে রাই।
(ও ভাই) আমার গরবিণী রাই।
(আমার) প্রেমসাধনের প্রেমসাধিকা রাই
(আমার) সাধের প্রাণের প্রাণরূপিণী রাই
অভিমানে অঙ্গ ঢালি,
বিরহ-অনল জ্বালি
এত আশা ভালবাসা করিবে কি ছাই॥
ও সে জানে তো শ্যামের সর্ব্বস্ব নিধি রাই।
(জানে তো) শ্যামের শিরোমণি ধনী রাই,
(জানে তো) শ্যামের শক্তি-স্বরূপিণী রাই,
(জানে তো) শ্যামের রাধা বিনা কেহ নাই॥

(রাখালগণের গীত)

দেখ শ্যাম দেখ চেয়ে কে আসে ঐ গোঠেতে।
সুবলদাদার মতন রূপে সাজা রাখাল-সাজেতে॥
কটিবেড়া পীতধড়া,
শিরে শিখি-পুচ্ছ-চূড়া
বৎস বুকে হাসিমুখে না জানি কি আশেতে,
ধীরে ধীরে আসে ফেলি বামপদ অগ্রেতে॥
রমণীর মত হাব,
রমণীর মত ভাব;
ফুলের প্রতিমা যেন গড়া প্রেম-ফুলেতে।
মত্ত মধুকর কত উড়ে আসে পাশেতে॥
(এক পার্শ্ব হইতে রাখালবেশিনী॥
রাধিকার প্রবেশ)
(অগ্রসর হইয়া রাধিকার হস্তধারণ করিয়া
শ্রীকৃষ্ণের গীত)

রামা হে রোষ কর পরিহার
অপরাধী যদি, মুখ তুলি চাহ হান শর খরধার

কুঞ্জলতা-পাশে, বাঁধ লো রূপসি,
এ তনু তোমারে দিনু ॥
এ প্রেম-বাঁধনি, খুলি যদি আর
হারিব করের বেণু ॥
প্রাণ মন সার, সকলি আমার,
তুমি প্রাণ আমি কায়।
আধ তিল আর, তোমারে ছাড়িয়ে,
রহিতে না চিত চায় ॥
প্রাণে প্রাণে বাঁধা, কিশোর কিশোরী
মনে না ভাবিহ আন।
দাসখত লিখি, লেহ লো আমায়,
তেয়াগিয়ে অভিমান ॥

(রাধিকার গীত)

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি ॥
পুনঃ তুমি যদি বঁধু নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ও কথা তুলো না রাধে প্রাণে ব্যথা পাই।
এসো তোমা হৃদে ধ'রে জীবন জুড়াই ॥
মুখে মুখে বুকে বুকে জীবনে মরণে।
কিশোর কিশোরী রব প্রেম-আলাপনে ॥

(রাধিকার গীত)

না কুঝে এবারও দিনু প্রাণ।
অভিমান কৈনু সমাধান ॥
(আর)—কাঁদালে কাঁদিব না,
ঘরে ফিরে যাব না,
আঁখি আড় করিব না শ্যাম।
দেখি রাখ কি না রাখ মানিনীর মান ॥

(রাখালগণের গীত)

"দেখ রাধামাধব-কেলি
মূরতি মদন রস খেলী ॥
ও— নব-জলধর-অঙ্গ।
এই থির বিজুরী তরঙ্গ।
ও বর মরকত কান।
এই কাঞ্চন কামধাম ॥
ও নব তরুণ তমাল।
এই মাধবীলতা মাল ॥

(বৃন্দা, বিশাখা ও ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। "সখি, কে ?
কুঞ্জে এসে, নবীন রাখালবেশে,
রাখাল-রাজার পাশে, দাঁড়ায়ে ঐ হাসে,
রূপে তম নাশে, চপলা প্রকাশে,
সুবলদাদার রূপ ধরেছে।"

বিশাখা। কিন্তু এ গোকুলের
গোপাল ও ত নয়,
তা হ'লে কি এমন হেমকান্তি হয়,
শিরে চূড়া কিন্তু দেখ বিপর্য্যয়,
বিনোদবেণী পৃষ্ঠে দুলিছে ॥

ললিতা। বিলোল কুরঙ্গ-নয়নযুগল,
আভাসে খেলিছে উজ্জ্বল চপল,
কজ্জলে উজ্জ্বল, রসে ঢল ঢল,
প্রেম ঝর ঝর ঝুরিছে ॥

বিশাখা। সুবল হ'লে সখি, এ ভ্রূভঙ্গী
নয়ন-কটাক্ষ কামশর যেন,
গরলমাখা বাঁকা কটাক্ষ এমন,
রাখালে কে কোথা শিখেছে ॥

বৃন্দা। কিন্তু এ ছদ্ম সুবলবেশী রাই,
নিত্য নবলীলা লয়ে প্রাণ-কানাই
মধুর-যুগলরূপ হেরে প্রাণ জুড়াই,
মরি কি মাধুরী হয়েছে ॥"

(সখীগণের গীত)

থাক থাক অমনি থাক যুগল ভেঙ্গে।
(কিশোর কিশোরী হে)
(বড়) আশার নিধি পেয়েছি ত।
নিরাশ করো না ॥

যুগলরূপে জগৎ হাসে,
সবাই যুগল ভালবাসে ;
যুগল-শোভায় মন ভুলে যায়—যুগল সাধনা।
সাধ মিটাবো, বাদ সেধো না—
যুগল ভেঙ্গো না॥

রাখালগণ।—
আকাশে অপ্সরী গায়, নৃত্য করে দেবতায় ;
ফুল্ল পারিজাতে পূজে সুরললনা।
লও হে পূজা রাখালরাজা—যুগল ভেঙ্গো না॥
(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

যবনিকা-পতন।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের

সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে

এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত

নন্দ-বিদায়।

দৃশ্য-কাব্য।

উপহার

অশেষগুণালঙ্কৃত কাব্যপ্রিয়—

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গোপালাল শীল

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু

মাননীর মহোদয়

দরিদ্র কবি—কোথায় কি পাইবে? এই সামান্য উপহার আপনার যোগ্য না হইলেও প্রাণের সহিত অর্পণ করিল। প্রেমিকবর! প্রেমের চক্ষে সকলই সুন্দর দেখায়, কৃষ্ণলীলায় প্রেম আছে কি না, বাছিয়া লউন।

কোন্নগর,	একান্ত বশংবদ
মন্দিরা রাজবাটী।	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

দৃশ্যকাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ		স্ত্রীগণ।	
নন্দ — —	গোপপতি।	যশোদা — —	নন্দ-গৃহিণী।
উপানন্দ — —	ঐ ভ্রাতা।	রোহিণী — —	উপানন্দের পত্নী।
শ্রীকৃষ্ণ — —	ঐ পালনপুত্র।	দেবকী — —	বসুদেবের পত্নী।
বলরাম — —	ঐ ঐ	রাধিকা — —	বৃষভানুরাজসুতা।
বসুদেব — —	কৃষ্ণ-বলরামের পিতা।	বৃন্দা — —	ঐ প্রধানা সহচরী।
অক্রূর — —	ভক্ত।	অস্তি — —	কংসের প্রধানা মহিষী।
কংস — —	মথুরাপালক।	প্রাপ্তি — —	ঐ
সুদাম — —	মালাকার।	মধুমতী — —	মালিনী।
গোপগণ, রাখালগণ, মথুরাবাসিগণ		সখীগণ, কুব্জা ও জলবালাগণ ইত্যাদি।	
নাগরিক, রজক, তন্তুবায়।			

এই দৃশ্য-কাব্যের সমুদায় গীতের সুর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল গোস্বামী ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

* চিহ্নিত গীত কয়টী "পঠমঞ্জরী" হইতে সঙ্কলিত।

নন্দ বিদায়।

"মধুর নিধুবনে মুগধ মুরারি।
মুগধ গোপবঁধু' লাখ লাখ সঙ্গে,
রঙ্গে বিহরয়ে বৃষভানুকুমারী।"

গোবিন্দদাস।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

অস্তি ও প্রাপ্তি আসীন।

প্রাপ্তি। কি বিষম কথা বোন্! শান্তা অনুচরী-মুখে শুনিনু সে দিন, পিতা নাকি ক্রমে ক্রমে লক্ষরাজে বন্দী করি রাখিছেন আঁধার কারায়? স্ত্রীপুত্র তাদের আহা অনাথ কাঁদিছে সকরুণে। দিদি! পরে কেন এতই পীড়ন? সামর্থ্য যে দিয়াছেন বিধি, তা কি শুধু নির্দ্দোষীরে পীড়ন করিতে?

অস্তি। জ্ঞানহীনা তুমি বোন্! রাজনীতি বীরের মন্ত্রণা, নারী তুমি নারিবে বুঝিতে। উচ্চপ্রাণে উচ্চতম আশা।

প্রাপ্তি। এ বিষম অনাচারে কি আশা মিটিবে, দিদি, তাঁর?

অস্তি। শুভদিনে শুভক্ষণে চামুণ্ডার পদে, লক্ষরাজা হ'লে বলিদান, তুষ্টা দেবী দিবেন অভয়, লক্ষ রাজসূয়-ফল পাইবেন পিতা, সশরীরে যাবেন কৈলাসে।

প্রাপ্তি। ধিক্, সে কৈলাসে, ছার রাক্ষসের কাজে, ধিক্ সে যজ্ঞের ফল! আহা, বোন্! লক্ষ নারী হইবে বিধবা।

অস্তি। ছি ছি, তুমি ও কি কথা কহ? ক্ষীণ-জন্মা রমণীর মত আকুলা পরের আধিনীরে? বীর-নারী। অত কোমলতা ভাল নয়। এইতে ত তুমি বোন্ হয়েছ পতির চক্ষুশূল, ধর্ম্মকর্ম্মে মজি, মরিতে বসেছ অভাগিনী।

প্রাপ্তি। না দিদি! নারীজন্ম পাইয়াছি যদি, তাহাতেই হয়ে থাকি সুখী, পবিত্র দেবতা-পূজা—ব্রত-আচরণ—গুরুজনে ভক্তি, প্রেম পুরবাসীজনে, পতিসেবা অনন্ত সোহাগে পাই যেন হৃদয়ের প্রীতি। বিধাতা করুন, এইতেই কাটে যেন কাল, চাহি না রমণী-প্রাণে পুরুষ-প্রকৃতি।

(কংসের প্রবেশ)

কংস। শুন প্রিয়ে! ভীষণ-কাহিনী! প্রাসাদের উচ্চচূড়ে দাঁড়াইয়া, আজি দেখিতেছিলাম সুখে প্রকৃতি বিপ্লব; ভয়ঙ্করে ভৈরবে মিলিত। হেনকালে অকস্মাৎ দেবর্ষি আসিয়ে, তথা কহিলা আমায়, ব্রজে নন্দ গোপসুত কানাই বলাই দেবকীর গর্ভজাত তারা—শত্রুরূপী, বাড়িছে প্রতাপ তাহাদের, ধনুর্যজ্ঞ-ছলে আনি, নাশিতে সুযুক্তি দিয়া গেলেন নারদ! সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে সোপান বাহিয়া নামিতেছিলাম ধীরে ধীরে! অকস্মাৎ নরকের নীল ধূমে ঘেরিল চৌদিক্, পূতিগন্ধ ছড়াইয়া ঘোর ঝঞ্ঝা বহিতে লাগিল। আকাশের গায়ে বিরাট্ জলদদল একত্র হইয়ে, ধরিল পৈশাচী মূর্ত্তি বিকট ভীষণ। প্রকাণ্ড প্রদীপ্ত অক্ষি ঘর্ঘরে ঘুরিল, অট্টহাসি হাসিতে দামিনী চমকিল, ইরম্মদ ঘোরনাদে কি যেন কি হাঁকিয়া কহিল,—অমনি বিদীর্ণ হল্যো বসুন্ধরা—ধ্বংস হয়ে রসাতলে পশিল মথুরা, অগ্নিসিন্ধু উথলি ব্রহ্মাণ্ড গরাসিল! ভয়ঙ্কর পিশাচমূরতি, খল

শঙ্ক হাসিতে হাসিতে, অনন্ত অনলসিন্ধু দলিল চরণে, বিকৃত তাণ্ডবে মুণ্ড খসিয়া পড়িল। ছিন্ন গ্রীবাভেদী—অহো! রক্ত-উৎস সহ অসংখ্য পিশাচ-শিশু উৎক্ষিপ্ত হইয়া, চূর্ণ শির দুলায়ে দুলায়ে বজ্র হাঁকে হাঁকিয়া কহিল; "হ'লো রে হ'লো রে কংসপাত!" প্রতিধ্বনি গরজি নাদিল, "হ'লো রে হ'লো রে কংসপাত!" পৈশাচিক মুণ্ড মুখে প্রলয় শিঙ্গায় ঘন ঘন বাজিতে লাগিল, 'হ'লো রে হ'লো রে কংসপাত!'. অহো! রাজ্ঞি! কঠোর সে স্বর! মৃত্যুভয়ে কাঁপিয়া পলায়।

প্রাপ্তি। আহা নাথ! নিদারুণ মমতা মথিয়ে সপ্তশিশু কেন নেশেছিলে? চক্ষে জল আসে যে এ শুনে, আর পাপ করো না প্রাণেশ।

অস্তি। পাপ কিসে? শত্রুনাশে কোথা কবে পাপ? মল্লদলে এখনি পাঠাও গোকুলে, যা যে তারা বাঁধিয়া আনুক গোপ গোপীনিকর, শত্রুপুরী সমূলে বিনাশ কর, শূলে দেহ সবাকারে নগরবাহিরে ব্রজধাম দাও জ্বালাইয়া।

প্রাপ্তি। অত নরনাশে কিবা ফল? কৃষ্ণ যদি অরি তব, আনাও তাহারে হেথা, মিত্রভাবে রাখ নিকটে, আদরে বন্দ্যে পশু বশ, দীন তারা—দয়াগুণে বাঁধিলে তাদের, অনুগত রবে চিরদিন।

কংস। হাঃ হাঃ! নারীবুদ্ধি হিতেতে ঘটায় বিপরীত। সর্পশিশু শার্দ্দুল-শাবক যতনে লালিত হ'য়ে পালকের বক্ষরক্ত অগ্রে করে পান।

(ত্রস্তভাবে অক্রূরের প্রবেশ)

অক্রূর। এখনও রজনী আছে, এত ত্রস্ত কি কারণে কহ নরনাথ, আবাহন করেছেন মোরে?

কংস। আজি হ'তে হব ব্রতী ধনুর্যজ্ঞ পূণ্য-পারনীয়, পশু নাশি ভূতেশের পায় ভূতদলে নাচাব কৌতুকে; দেশ-দেশান্তর হ'তে আনাইব সিদ্ধ ঋষিদলে। অধীন সামন্তগণে একত্র করিব, নিমন্ত্রিব মিত্ররাজদলে। মহামল্লদলে আনি রঙ্গভূমে কৌতুক।

অক্রূর। ধন্য! সাধু-বাঞ্ছা, বীরবর! দেবতায় কর পরিতোষ; মাতুক মথুরা সহোৎসবে।

কংস। তবোপরে নিমন্ত্রণভার, মহাভাগ! অগ্রে যাও ব্রজধামে, নিমন্ত্রিয়া আনহ হেথায় গোপগণ সহ নন্দ, কৃষ্ণ-বলরামে।

অক্রূর। যথা আজ্ঞা, মহীপতি! এই দণ্ডে পালিব আদেশ।

[অক্রূরের প্রস্থান।

কংস। (স্বগত) কালরূপী বালক দুটায় নাশিব টোয়ায়ে কুবলয়ে। তাহাতে না হয় যদি, চাণূর মুষ্টিক মল্ল, বজ্রমুষ্টে করিবে সংহার। এ কার্য্য সাধন হ'লে বৃষ্ণি, ভোজ, দশার্হবংশীয় একে একে করিব বিনাশ। বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনে তপ্ততৈলে দিব বিসর্জ্জন। বিদ্বেষ্টা আমার কেহ আর জীবে না জগতে। গুরু জরাসন্ধ মোর, দ্বিবিধ—বান্ধব, মিত্ররাজ—সম্বর, নরক, বাণ, সাহায্যে সবার আসুরিক রাজ্য আগে স্থাপিব ভারতে। পরে চাই তেজের মন্থন। দণ্ডদণ্ড—রজ্জু কঠোরতা—দণ্ডাধার বিক্রম, বিপুল—ক্রুত বিঘূর্ণনে দৈত্যশক্তি জাগিয়া উঠিবে। জ্যোতিঃহীন হবে শূন্যে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল। চক্ষে হেরি নরের মহিমা, অমরে গণিবে বিভীষিকা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

নন্দরাণীর প্রাঙ্গণ।

শ্রীদাম, সুবল ইত্যাদি রাখালগণ।

(গীত)

জাগ জাগ রে কানাই, জাগ জাগ রে বলাই,
প্রাণের সাথী আয় জেগে আয়।
ও ভাই গোষ্ঠে যাবার বেলা ব'য়ে যায়॥
কোথায় গো মা নন্দরাণী,
সাজায়ে দে তোর নীলমণি,
(ও তোর) সোণার চাঁদের চাঁদমুখে

ক্ষাণ পাণ্ডো আছে গো ;—
তাইতে সবাই ধরা দিতে আসি গো—
তাদের দেখ্‌বে ব'লে সবাই ফিরে চায়।
ওগো গাভী বৎস চেয়ে চেয়ে যায়॥

(যশোদা ও রোহিণীর গান করিতে করিতে
কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া প্রবেশ)

*নাচত মোহন নন্দদুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন বাজত,
কিঙ্কিণী তাহে রসাল॥
স্থল-পঙ্কজদল, জিনিয়া চরণতল,
অরুণ কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ, চান্দ সুশোভিত,
হেরইতে জগজন লোভা।
মণি আভরণ কত, অঙ্গহি ঝলকত
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা মা বলি, চাঁদবদন তুলি,
নবীন কোকিল যেন বোলে॥

যশোদা।—

মায়ের মিনতি রাখে, না যাইও ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পূরিও মোহন বেণু,
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম তোরা পাছে।
তুমি তার মাঝে থেয়ো, সঙ্গছাড়া নাহি হ'য়ো,
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥
ক্ষুধা পেলে চেয়ে খেও, পথপানে চেয়ে যেও,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু, ফিরাতে না যেও কানু,
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিও তরুর ছায়; মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
তৃষা পেলে চেও বারি, বলাই ধরিবে ঝারি,
নামিও না যেন যমুনায়॥

সকলে।—

প্রাণের টানে প্রাণগোপালে
সঙ্গে লয়ে যাই।
রাখালরাজা আমাদের মা কানাই বলাই।

(রাখালগণের গীত)
হেলে দুলে নেচে চল গোঠবিহারী।
চঞ্চল দিঠি মিঠি রঙ্গে বিথারি॥
বঙ্কিম ঠাম শিরে শিখি-পাখা শোভয়ে,
সুন্দর পীতধটী কটিতট বেড়য়ে,
নূপুর রুনু রুনু ঘুঙ্গুর রুণু ঝুনু,
নাচত বাজত বংশী বোলয়ত ;—
ধীরে ফিরে চায় ধায় ধেনু দুধারি॥

[গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান।

রোহিণী ও যশোদা।—

আ মরি কি শোভা পায়,
কানাই বলাই যায়,
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
বাজে ঐ শিঙ্গা বেণু, গগনে গোখুর-রেণু
দশদিক্ আঁধারে মগন॥
আগে আগে বৎসপাল, পিছে ধায় ব্রজ-বাল,
হৈ হৈ তুলি ঘন রোল।
চৌদিকে পড়িল সাড়া, বাজিল প্রভাতী কাড়া,
ব্রজবাসী আনন্দে বিভোল॥

[যশোদা ও রোহিণীর প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গোষ্ঠ।

বৃক্ষমূলে কৃষ্ণ বলরাম—চতুর্দ্দিকে ধেনু, বৎস ও
রাখালগণ।

সুবল—

নাচ্ না ভাই কানাই বলাই কদম্বতলে।
নব ফুলের মালা গেঁথে
পরাই তোদের গলে।

রাখালগণেরা—

ফুলের মালায় সাজ্‌বে ভাল রামকানু দুভাই
থরে থরে আয় না রে ভাই
প্রাণ ভ'রে সাজাই ॥
রূপের ছটায় মাত্‌বে গোকুল,
দেখ্‌বো শোভা ধরায় অতুল,
চোকের দেখায় আশ মিটে না
প্রাণের দেখা চাই,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেয় বলে তাই
সদাই দেখা পাই ॥

বলরাম। হ'লো বেলা অবসান,
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ,
বনফুল তুলে আনি রঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

(গান করিতে করিতে অক্রূরের প্রবেশ।

(অক্রূরের গীত)

কোথায় দীনবন্ধু আমায় দেখা দাও।
বিকসিত-কোকনদ-বিনিন্দিত, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-
যব-সরোজ-ত্রিকোণস্বস্তিকাতপত্রাদি-চিহ্নিত
চরণতল আমায় দেখাও।
সংস্থিতাঙ্গুলি-সংস্থিত-জিতশশিমণ্ডল
নখমণিমণ্ডন চরণোমণিমুক্তাদিজড়িত
কনকনূপুরাদিশোভিত ভুজযুগ জানুদ্বয়
করিকরবিনিন্দিতোরুযুগল, কেশরীবিনি-
ন্দিতক্ষীণমধ্যদেশার্পিত ঘনজঘনকটিধৃত-
পীতবসনাঞ্চল ঝলমল মণিময় শৃঙ্খলচুম্বিত-
নাভিকমলবিলগ্ন লোমরাজি-বিরাজিত
ভৃগুপদলাঞ্ছিত-শ্রীবৎসাঙ্কিত
বক্ষঃস্থল আমায় দেখাও।
ললিত কম্বুকণ্ঠ কনকময় তাড়তোড়
বলয়াঙ্গদাঙ্গুরীয়কাদিমণ্ডন মণ্ডিতাজানুলম্বিত
বাহুযুগল আমায় দেখাও।
বেণুনাদিতানন্দিত ভুবনমনোরঞ্জন গানাকুলিত
গোপরমণীগণস্মিত বিকশিতজিৎকুন্দকুটল
দশনপাটলকান্তিপাটলিতপক্কবিম্ব,
বিড়ম্বিতোষ্ঠাধরান্তরালমৃদুমধুরমন্দহাস্যযুক্ত
মুখপঙ্কজ আমায় দেখাও।
গৃধিনীগণগঞ্জিতশ্রুতযুগলমকরাকৃতিকম্পিত
ময়ূরপুচ্ছশোভিত সজলনবনীরদ নীলকান্তি
কোটিকন্দর্পদর্পখর্বকারী
শ্রীবৃন্দাবনবিহারী আমায় দেখা দাও।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

অক্রূর। ঐ যে অদূরে বংশীরব, এই পথে আসিছেন তবে শ্যামরায়। রোমাঞ্চিত তনু, শ্যাম দরশন আশে, পুলকে শিহরি থাকি থাকি, ভেটিব প্রাণের নিধি। আরে প্রাণ! রহ রহ স্থির। নবীন নীরদ ঐ সম্মুখে তোমার। কালরূপ ধরা-আলো-করা!

(গীত)

ঐ কালশশী এল রে আমার
চলনে বলনে প্রেম ঝরে অনিবার ;
কি মাধুরী মরি মরি রাখালরাজার ॥
কিবা ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠাম নবীন নীরদ শ্যাম,
কত চন্দ্র চরণে শোভে সিত সুধাধার।
মরি মন্দ গমনে আসে বঁধুয়া রাধার ॥

অক্রূর। অন্তরালে থাকি ততক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব করি দরশন ॥

[অন্তরালে প্রস্থান।

(রাখালগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের ফল লইয়া প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। আয় সবে মেলি, করিয়া মণ্ডলী, ভোজন করি রে সুখে।

(ভোজন)

শ্রীদাম। আয় রে গোপাল, ফল সুরসাল, আয় তুলি দিই মুখে।

(শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রদান)

সুদাম। ওরে ওরে ভাই, আমার কানাই
আমারে বড় ভালবাসে।
আমার সুমুখে বসি খায় সুখে
সদা রহে মোর পাশে ॥

(মুখে প্রদান)

(ফল খাইতে খাইতে রাখালবালকের প্রবেশ)

রাখাল। ভাই কানাই! এই ফলটী বড় মিষ্টি লেগেচে। আমি যে একলা খেতে পারিনে ভাই! তুই একটু খা।

(মুখে প্রদান)

কৃষ্ণ। (খাইয়া) ভাই! এ ফলটী আমারও যে বড় মিষ্ট লাগ্‌ল, এত ফল খেলেম, এমন মিষ্ট একটীও লাগে নি। ভাই! তুই ফল পাড়তে ঘেমে গেছিস, আয় তোকে কোলে নিয়ে বাতাস করি।

বলরাম। পাল জড় কর শ্রীদাম—সান দাও শিঙ্গায়।

[রাখালগণের প্রস্থান।

অক্রূর। (প্রবিষ্ট হইয়া) প্রধানপুরুষ আত্ম জগতের পতি, জগৎকারণালয় জগতের পতি! স্বাংশে পূর্ণ অবতার হয়ে দুইজন, জগতের হিত হেতু করিছ ক্রীড়ন। শরীরের তেজে সর্ব্ব অন্ধকার হরা, চন্দ্রমা সমান দশদিক্ আলো করা।

শ্রীকৃষ্ণ। স্বাগত হে ভকতপ্রধান! এস, দাও প্রেম-আলিঙ্গন।

অক্রূর। ইষ্টদেব! নমে দাস ও পদরাজীবে।

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর পিতৃব্য! নহি নমস্য তোমার।

(সস্নেহে আলিঙ্গন)

বলরাম। কহ গো পিতৃব্য! কহ কুশল সংবাদ, জ্ঞাতি বন্ধু কে কেমন আছে? দুরাত্মা দানব কংস পিতায় মাতায় আমাদের, বন্ধনে রেখেছে না কি প্রস্তর-কারায়? অনিদ্রায় অনাহারে নিশি-দিবা করেন যাপন না কি তাঁরা?

শ্রীকৃষ্ণ। কহ আর্য্য! কহ তব আগমন-কারণ হেথায়?

অক্রূর। কি আর কহিব বৎস! জ্ঞাতি সনে কংসের শক্রত্ব সদাকাল। নারদের মুখে কত শুনি পরিচয়, বসুদেবে বন্দী করিয়াছে পাপী। নিমন্ত্রিতে প্রেরেছে আমায়। ছলেতে লইয়া গিয়া আপন ভবনে, বধিবে তোমারে কংস ভাবিয়াছে মনে। মন্ত্রসনে করিয়া মন্ত্রণা, এই করিয়াছে সার। কংসের প্রসাদে ভাগ্য সফল করিনু, কংসকৃপাবলে কৃষ্ণপদ নিরখিনু, লক্ষ্মী হৃদে যে চরণ করেন ধারণ, যে চরণ মুনিজন ভাবে সর্ব্বক্ষণ, যে চরণ সদা চিন্তা করে শান্তজন, অদ্য আমি নয়নে দেখিনু সে চরণ। বাহু প্রসারিয়ে বিভু দিলে আলিঙ্গন। স্পর্শমাত্র আত্মা মন হইল শোধন। পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হ'লো এবে, তরিলাম আত্মময় তব পদ সেবে।

শ্রীকৃষ্ণ। চল আর্য্য, পিতার সমীপে। আয় ভাই, তোরাও আয়।

(গীত)

আয় রে আয় রাখালরাজের সঙ্গে
যাবি কে কে আয়।
প্রাণের নিধি প্রাণ কেড়ে সে
একলা ফেলে চলে যায়॥
বাঁধন ধোরে টানছে জ্বালা,
আয় চলে আয় থাকতে বেলা;
প্রাণ গেলে প্রাণ ফিরবে না'ক
কাঁদতে হবে প্রেমের দায়॥

[গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত রাখালগণের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নন্দালয়।

(কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম। কৈ মা? কোথা মা? ও মা! কোলে নে মা! ননী দে ননী দে, ও মা! বড় ক্ষুধা পেয়েছে মা!

(রোহিণীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গোঠে হ'তে আইল নন্দদুলাল (আমার)
গোধূলি-ধূসর, শ্যাম-কলেবর,
আজানুলম্বিত বনমাল।
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণু শুনিয়া ব্রজ-
বাসিগণ সব ধায়,
মঙ্গল থারি দীপ-করে বধূগণ
মন্দির-দুয়ারে দাঁড়ায়,
ধেনু-বৎসগণ গোঠে পরবেশল
মন্দিরে চলে নন্দলাল।
আকুল পরে যশোমতী ধাইল,
ঝরঝর দুটী আঁখি লাল॥

[কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া রোহিণীর প্রস্থান।

(অক্রূরসহ নন্দ ইত্যাদির প্রবেশ)

অক্রূর। শ্রান্তি দূর সমাদরে তব। পুণ্যবান্ নর-কুলে, দেব-প্রিয় তুমি হে গোপরাজ, শান্তি তব গৃহে বিরাজিত।

নন্দ। কহ দেব, কিবা অভিলাষে, স্পর্শিল ও পদ দীন-দরিদ্র-আবাসে?

(কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

অক্রূর। নিমন্ত্রণ করিতে এসেছি গোপপতি। ধনুর্যজ্ঞ করিয়াছে মথুরা-পালক,দেশ দেশান্তর হ'তে অসংখ্য সামন্ত, রাজা, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, যোগী, ঋষি হবে সমাগত, মহা সমারোহ মথুরায়। কংসের আদেশে আমি আসিয়াছি নিমন্ত্রিতে হেথা তোমায় ও তোমার দুই কিশোর-তনয়ে; কাল্য শুভদিন, মম সাথে যাত্রা কর ধীর।

নন্দ। সর্ব্বনাশ! এ কি কথা কহ দেব! ননীর পুতলী শিশু কানাই বলাই, কেমনে যাইবে তথাকারে? আমি অনায়াসে পারি যাইতে সেবক সহ রাজদরশনে। এই ভিক্ষা দাও দেব! কৃষ্ণবলরাম মোর গৃহিণীর বড় যতনের, একদণ্ড তরে তিনি চক্ষুর আড় করিতে না চান, কি বলিব মহাভাগ! অসম্ভব গমন এদের।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন পিতা, হেন কথা কন? তব সঙ্গে যাব মোরা যজ্ঞ দেখিবারে, বাধা কেন দিবেন জননী? বিশেষতঃ এ জনমে দেখি নাই রাজধানী কেমন সুন্দর, শুনেছি নগর বড় শোভার আকর, দেখি নাই চক্ষে কখনও।

বলরাম। কানন, সরিৎ, সরঃ, শৈল, গণ্ডগ্রাম জন্মাবধি দেখিতেছি শুধু। শুনিয়াছি, মথুরা-ভুবন সজ্জিত অসংখ্য হর্ম্ম্যে, পূর্ণ জনতায়, সে দৃশ্য দেখিব বড় সাধ।

নন্দ। আহা, বৎস! কি বুঝিবি আমার যে ভয়? কেন যে শিহরে উঠে এ পোড়া পরাণ, কেন শূন্য হেরি ত্রিভুবন, কেন বা এ হৃদিমাঝে বিরাট জলদ-ছায়া হতেছে বিস্তার, কেন বা ভাবনানলে হৃদি ছারখার,প্রাণময় খুঁজি যাহা নাহি পাই খুঁজে, পিতার মাতার প্রাণ তনয়ে কি বুঝে?

অক্রূর। শান্ত হও গোপপতি! বিসর্জ্জন দাও ভাবনায়।

নন্দ। তব বাক্যে হে বৈষ্ণব! সাহস বাঁধিনু হৃদে, আজ্ঞা তব করিব পালন। যাও হে গোপের দল, ভেরীরব কর চারিদিকে, সমস্ত গোকুলবাসী যেন একত্রিত হয় আসি দুয়ারে আমার কালি প্রাতে, উপহার সহ যাইতে হইবে মথুরায়, ভাগ্যে থাকে হইবেক রাজদরশন, মহোৎসবে মাতিব তথায়।

[গোপগণের প্রস্থান।

যাও বৎস কানাই বলাই, অতিথি দেবতা সম, পূজ পদ যথাবিধি, বিশ্রামের দেখ আয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যশোদা উপস্থিত—শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত।

(যশোদার গীত)

ওরে নিশি কেন পোহাইতে চায়,
শশী কেন গগনে মিশায়।

যেয়ো না মিনতি করি তুমি গেলে ত্বরা করি,
আমার আলো করা কালশশী যাবে মথুরায়।

কৃষ্ণ। মা—মা—মা!

যশোদা। বাপ নীলমণি! শান্ত হও! মার কথা শোন্, ঘুমোও।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

ও মা আর আমি ঘুমাব না,
কোলে তোর শোব না;
চূড়া ধড়া কটি-বেড়া আর আমি পরিব না।
মথুরা না যেতে দিলে তোর ব্রজপুরে রব না।

যশোদা। নীলমণি! তুই কি জানিস্ নে—তুই গোঠে গেলে আমি পথপানে চেয়ে থাকি? বৎসহারা গাভীর ন্যায় বার বার গোঠের দিকে যাই—ক্ষীর, সর, নবনী নিয়ে পথে দাঁড়াই? বার বার সূর্য্যের পানে দেখি—কেঁদে বলি, দিননাথ! তুমি অস্তে যাও, তা হ'লে আমার নীলমণি ঘরে আস্‌বে। কোকিল ডাক্‌লে ভাবি, তুই বাঁশী বাজায়ে ফিরে আস্‌চিস্। তোর চাঁদমুখ না দেখ্‌লে আমি দশদিক্ অন্ধকার দেখি; তোরে কোন্ প্রাণে মথুরায় পাঠাব? আমার কি মা'র প্রাণ নয়? নীলমণি! তোরে ননীর তরে বেঁধেছিলাম ব'লে কি প্রাণে ব্যথা দিতে চাস্? মথুরায় যেতে আর চেয়ো না, ও কথা শুন্‌লে আমার হৃদয়ে শেল বাজে, ও কথা আর বলো না, বল্লে আর মাকে পাবে না। নীলমণি! তুই মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে যাবি?

কৃষ্ণ। তুমি ঐ কেমন! তুমি গোঠে পাঠিয়ে দিতে অম্‌নি কর—বাবা যাবে, বলাই দাদা যাবে, রাখালেরা যাবে—একবার রাজসভা দেখ্‌বো আর ছুটে তোর কাছে চ'লে আস্‌বো। হেই মা! আমি কখন রাজসভা দেখি নি! মা, যাব মা?

যশোদা। নীলমণি! তোরে ছেড়ে দেব না—আমার মনে হয়, তোরে ছেড়ে দিলে আর পাব না—আমার আর কেউ নাই, তা কি তুই জানিস্‌নে গোপাল? নীলরতন! তুই যশোদার সর্ব্বধন, অন্ধের নয়ন, কাঙ্গালের নিধি, তোরে আমি ছেড়ে দেব না।

কৃষ্ণ। আচ্ছা মা! তোকে যদি এক ফিকির বোলে দি, তুই চোক্ বোজ দিকিন—আমায় দেখ্‌তে পাবি! তুমি চোক্ বুজে থাক্‌বে—আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো, তার পর মথুরা থেকে এসে মা ব'লে ননী চাব—তুমি অম্‌নি চোক্ চাইবে, কোলে নেবে—ননী দেবে!

যশোদা। তুই যাস্‌নে! তোরে না দেখ্‌তে পেলে আমি যমুনায় ঝাঁপ দেব। আমি এক দণ্ড তোরে ছেড়ে থাক্‌তে পারি না। গোপাল! আমায় মা বল্‌বার কি কেউ আছে? বাপধন! আর মাকে কাঁদিও না।

কৃষ্ণ। আচ্ছা মা! তুমি কেন চোক বুজে দেখ না; না যেতে দাও যাব না, চোখ বুজে দেখ দেখি।

যশোদা। (চক্ষু মুদিত করিয়া) এ কি? চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী! এ কি? এ কি? আমার গোপালেরে এমন দেখ্‌লেম কেন? ও মা! ষেটের বাছা! ষষ্ঠীর দাস—ও মা! এমন দেখ্‌লেম কেন?

কৃষ্ণ। কেন মা? কি দেখ্‌লে? মা! তোমার পায়ে প'ড়ে কাঁদ্‌বো, আর তোমায় মা বল্‌বো না।

যশোদা। গোপাল! তুই কি মাকে ছেড়ে একান্তই যাবি?

কৃষ্ণ। যেতে দে মা!

যশোদা। বাপ্ রে! আমি অন্ধকার ঘরে কি নিয়ে থাক্‌বো? আমি দশ দিক্ শূন্য দেখ্‌ছি, আমার দেহে প্রাণ শূন্য—ব্রজ শূন্য গোপ-গোপী জীবনশূন্য বোধ হচ্ছে। গাভীগণ আমায় হাম্বা রবে নিবারণ কচ্চে—নন্দরাণি! তোমার গোপালকে ছেড়ে দিও না—ছেড়ে দিলে আর আস্‌বে না। পাখীগণ যেন কেঁদে কেঁদে বল্‌ছে, নন্দরাণি! ব্রজ শূন্য ক'রে তোমার নীলমণিকে পাঠিও না। যেন ফুলকুল আকুল হয়ে চেয়ে র'য়েছে; যেন নীরবে বলছে, নিঠুর নন্দরাণি! নিঠুর যশোদা! তোর নীলমণিকে ছেড়ে দিলে আর আমরা দেখ্‌তে পাব না। গোপাল, গোপাল! আমি তোরে ছেড়ে দেব না।

কৃষ্ণ। দে মা! মথুরা যেতে দে মা! যখনি

বিরলে ব'সে আমায় দেখ্‌তে চাবি, দেখা পাবি, এসে—এসে হেসে হেসে নেচে নেচে ননী চাব—ননী খা.বা—মা মা ব'লে ডেকে তোর কোলে শোব গো।

যশোদা। ওরে বাপ্! পরীক্ষা দে দেখি তোর, ঘরের বাহিরে যা, ডেকে দেখি পাই কি না পাই?

কৃষ্ণ। ভাল গো মা! তাই দেখা দেবো; মা তুই, তোরে কি মা ভুলিয়ে রেখে যাব?

[প্রস্থান।

যশোদা। আয় বাপ্! আয় কৃষ্ণ! আয় রে নীলমণি! আয় আয় আয়—আয় বাপ্!

(ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

(নেপথ্যে-কৃষ্ণ। মা—মা! দেখা কি পেয়েছ? যাই আমি, ভাল ক'রে দেখ।)

(ছায়ামূর্ত্তির তিরোভাব ও কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এই ত আমায় দেখেছিস্, তবে যেতে দে।

যশোদা। না না, যেতে দেব না, তুমি আমার বুকে থাক।

কৃষ্ণ। কেন মা! তুমি ত ডাকুলে দেখ্‌তে পাচ্ছ, ছেড়ে দেবে না কেন?

যশোদা। আমার প্রাণ কেমন করে।

কৃষ্ণ। মা! সত্যি বলছি, তুমি ডাকুলেই অম্‌নি ক'রে দেখা দেব।

যশোদা। তোর দেখা পাব?

কৃষ্ণ। হাঁ৷ মা!—তবে যাই?

যশোদা। তবে এসো।

কৃষ্ণ। আস্‌বো কোথা মা? এই যে রয়েছি! বল, গোপাল, যাও!—মা যাই?

যশোদা। নীলমণি! এসো।

কৃষ্ণ। তুই বল্‌বি কি না বল্?

যশোদা। ওরে, যাও বল্‌তে পারিনে যে! আমার যে প্রাণ ফেটে যায়।

কৃষ্ণ। বল না মা! তুমি না বল্লে আমি যাব কেমন ক'রে?

যশোদা। তবে যাও বাবা, যজ্ঞ দে'খে এসো।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

(গীত)

ঐ রে আমার প্রাণের নিধি
গোকুল ত্যজে যায়;
ওরে ফিরিয়ে নিয়ে আয়;
অভাগিনীর কপালদোষে ফিরেও যে না চায়॥
আর কে আমায় বল্‌বে রে মা,
(মাখন) তুলে দেব কার মুখে বা;
কার মুখে শুনবো আমি আধ আধ রা;
প্রাণ পাখী প্রাণকৃষ্ণ সনে
আপন মনে ঐ পলায়॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোপীকুঞ্জ।

(রাধিকার গীত)

চাঁদ ডুবিল ঐ শ্যামচাঁদ কৈ সই,
প্রাণ স'পিয়ে আর কার বা শরণ লই।
আজ ছিল রে আশ,
(আমি) কুঞ্জে করিব রাস,
রাত্রি কাটিয়ে যায় কতই জাগিয়ে রই,
প্রেম শুকাল হৃদয়ে যে শঠ কপট বই॥

(সখীগণের গীত)

ত্যজ সখি নিঠুর নটবর আশ।
যামিনী শেষ হলো সকলি নৈরাশ॥
তাম্বূল চন্দন গন্ধ উপহার,
ভাসায়ে দাও সখি বক্ষে যমুনার,
বিসরি আজি হ'তে পিরীতি বিলাস,
প্রেম ফিরায়ে লহ কানুকি পাশ॥

রাধিকা।—

আমি কালারে পাইতে সকলি ত্যজিনু*
কত লোক কত কয়।
কলঙ্ক-পসরা শিরে যার তরে
সে ধনে অপরে লয়॥

কেমনে বা সই, কেমনে বা রই,
কিসে বা বাঁধিব হিয়া।
আমার নাগর, যায় পরঘর,
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
দেখিব যে দিন, আপন নয়নে,
তার সনে মোর কথা।
মুড়াইব কেশ, ছিঁড়িব সুবেশ,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
প্রাণনাথে মোর এমন করিল,
না জানি সে জন কে।
আমার এ প্রাণ জ্বলিছে যেমন,
এমনি জ্বলুক সে॥

বিশাখা। ধৈরয ধর শ্যাম-সোহাগিনি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস্ব ধন,
শ্যাম যে তোমারি প্রাণ॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

(গীত)

আর কার তরে নিশি জাগিয়ে যাপিছ রাই।
যার আসা আশে আশা
আর তার আশা নাই॥
শঠ নট শ্যামরায়, চলিল লো মথুরায়,
বিরহ-অনলে প্রেম পুড়িয়ে হইবে ছাই॥

রাধিকা। কি হলো কি হলো সই ?

বৃন্দা। সর্ব্বনাশ কারে কই ? মথুরায় যাবে ঘনশ্যাম। কে জানে অক্রূর কে সে, এসেছে নন্দের বাসে, মজাইতে বুঝি ব্রজধাম। পড়েছে নন্দের ঝাড়া,সাজিছে সকল পাড়া, রাজাদেশ বড়ই কঠিন, মহা মহোৎসব হবে, দেখিতে যাইবে সবে, গোকুল হইবে কৃষ্ণহীন।

(রাধিকার মূর্চ্ছা ও মূর্চ্ছাভঙ্গে গীত)

যাবে ছেড়ে সাধের নীলরতন,
আগে ভাগে তাই এত উচাটন মন॥
যেন কিছু হারাই হারাই,
যেন কিছু খুঁজিয়া না পাই,
(ওরে) কে জানিত হারাইতে হবে শ্যামধন॥
কপাল ভেঙ্গেছে বুঝি সই,
কালা বিনে ক্ষণে মনে ভাবি লো কতই ;
সে কালা যাইবে চলে, একেবারে পায়ে ঠেলে,
(গোপিনীর) অকালে শুকাইবে
হায় সাধের জীবন॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

যমুনাতীরস্থ পথ।

(রথোপরি কৃষ্ণ-বলরাম, জলমধ্যে অক্রূর)

শ্রীকৃষ্ণ। দৈববল চায় দেখিবারে বলদেব অক্রূর সাধু ভকতপ্রধান। মন্ত্রমুগ্ধ মত ধীরে চেয়ে থাকে মুখ-পানে মোর, ভক্তিস্রোত নয়নের নীরসহ গড়ায় কপালে ; চিনিতে পেরেছে সাধু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আরও চেনা নাই—চেনাবারে।

বলরাম। পূর্ণকায় পুরাতন ঋষি তুমি ভাই, ভকতের ভৃত্য চিরকাল, নতুবা কি তুমি ভাই, ভৃগু-পদ-ঘাতে বক্ষ পাতিয়া রাখিতে ?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রধান ভকতে তব প্রধান মিলন-মন্ত্র দিই শিখাইয়া। স্নান হেতু পশেছে কালিন্দী-জলে—অক্রূর ভকতশিরোমণি, ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখাইব সলিলমাঝারে।

বলরাম। প্রেমে মাতোয়ারা ভাই, প্রেমব্রত ক'রেছ ধারণ ; শিখায়েছ প্রেমছলা আবাল-বনিতা-বৃদ্ধে এই গোকুলের গোপবালা ক্রীড়া-ছলে প্রেমের রহস্য ভেদিয়াছ ; প্রেমে পুনঃ যাও ভাই প্রেমমন্ত্রে ভকতে মাতাও।

অক্রূর। সাধনার প্রেমনিধি তুমি দয়াময়, চিনে এ দরিদ্র ভকত। এই যে দেখিনু নারায়ণমূর্ত্তি তব কালিন্দীসলিলে।

(গীত গাইতে গাইতে অক্রূরের জল হইতে উত্থান)

ওহে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু তোমায় চিনেছি হে।
ওহে ত্রিভঙ্গভঙ্গিম কালা তোমায় চিনেছি হে।

ওহে নবনীরদশ্যাম তোমায় চিনেছি হে।
ওহে গোলোকবিহারী তোমায় চিনেছি হে।
তোমায় চিনেছি-হে চিনেছি হে,
আমি তোমায় মজেছি হে।
আর তো তুমি লুকাতে নারিবে হে॥
আমি দেখেই তোমায় মজেছি হে॥

শ্রীকৃষ্ণ। সে কি সাধু! অসম্ভব কথা কেন কহ? দুই ভাইয়ে রয়েছি হেথায়—ব্রজের বালক মোরা, তাই বুঝি কর উপহাস?

অক্রূর। ভক্তিডোরে বাঁধিব তোমায় উপহাস নহে এ কেশব! অগাধ-সলিলে প'ড়ে থাকয়ে রতন, সে রত্ন কি তোলে না কেহই? ভস্মঢাকা সুতীব্র অনল ফুৎকারে প্রকাশে নিজ জ্যোতিঃ! জ্যোতির্ময় কি লুকাও মোরে? প্রাণভ'রে ডাকি তব নাম, সার্থক জীবন হ'লো ইষ্ট-দরশনে, পরশনে সাযুজ্য লভিব।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল, তা সকলই হবে। চল সাধু যাই এবে, সকলে ত করেছে গমন।

বলরাম। চলহ ত্বরিত, গোপাঙ্গনা আসিয়াছে ছুটিয়া আলু থালু কেশ বেশ উন্মাদিনীমত।

(বৃন্দার প্রবেশ)

(গীত)

মাধব তব বিধুবদনা,
কখন না জানে বিরহ-বেদনা।
তুমি পরদেশে যাবে, প্রাণ তো নাহি রবে,
রথ রাখি দেখ চেয়ে, আসে অচেতনা।
ছায়ারূপিণী বামা হুতাশে মলিনা॥

(গোপিকাগণের সহিত রাধিকার প্রবেশ)

(গীত)

রথ রাখ হে রাখ হে শ্যাম।
একবার ভাল ক'রে তোমায় দেখি হে,
তুমি যে ব্রজবাসীর প্রাণ॥
তোমার চক্রবলে চক্রতলে পড়ি গুণধাম,
প্রাণে বধি যাও হে বংশীবয়ান॥

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

সুন্দরি! কি কহিব বচন না স্ফুরে
আইল রাজদূত, তাই চলিনু সাথে,
হের সাজিয়ে মধুপুরে॥
পুনরাগমনে কত, সুখ উপজিব,
না ভাবিও তাহে বিলম্ব।
হৃদয়ে থেদ দৃঢ় সহ্য করিয়ে রহ,
বড় রাজ-কাজ অবলম্ব॥

[রথারোহণে প্রস্থান।

(গোপিকাগণের গীত)

জনমের মত বুঝি শ্যামচাঁদ ছেড়ে যায়।
যাসনি যমুনা মানা শোনিলে ফিরিয়ে আয়॥
ছিন্ন করি প্রেমডোর,
পলায়েছে মনচোর,
আকুলা গোকুলবালা নিরাশনয়নে চায়।
কে জানে কি হ'লো জ্বালা প্রমদার প্রেমদায়॥

(পটক্ষেপণ।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মথুরা-রাজপথ।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম।

বলরাম। চমৎকার! দেখিলে কেশব কি সুন্দর পুরী, এ মথুরা! কিন্তু এবে যেতে হবে ভাই কংস-রাজ-দরবারে, রাখালের বেশে তথা পশিব কেমনে?

শ্রীকৃষ্ণ। আসিছে রজক ওই, এসো ভাই ত্যজি এ রাখালবেশ, নগরে এ সাজ ভাল নয়, সুসাজে সাজাই তনু।

(রজকের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। হে রজক, দেহ মোরে চমৎকার সাজ, যা আছে বাহির কর, ভাল ভাল লইব বাছিয়া।

রজক।—তাই ত! এ যে বাঁওন পুতের চাঁদ ধরবার সাধ।

কাজ কি বেটা অন্ত সাজে
রূপের তো ওই ছাঁদ॥
জেনে শুনে কোস্‌নে কথা
পড়্‌বি বুঝি মারা।
রাজার রজক যাচ্ছি ধোয়ে
রাজার জামা-জোড়া॥
কাল্‌টে ছে ড়া ন্যাকড়া পরা
ঐ সেজেছে ভাল।
পথ ছেড়ে দে রাজবাড়ী যাই
সন্ধ্যা হয়ে এলো॥

বলরাম। হোক সে রাজার বেশ, এখনি তা চাই আমাদের, বৃথা বাক্যব্যয় মিছে, বিপদ্ ঘটাবি কেন বল্? চুটী সাজ শীঘ্র দে বাছিয়া।

রজক।—

বড্ড যে বাড়ালি বাড়
বিঙ্গাপ্‌দের মত।
খাইয়ে দেব দেখ্‌বি তবে
পাহারাদারের গুঁত॥
সড়গড়ানি পিঠের,
মুখের তড়বড়ানি যাবে।
কাঙ্গাল পুতের রঙ্গাই নাচ
আপনি ভাল হবে॥
বিষ নাই তার চক্করখান
দেখ্‌ছি কুলোপানা।
কোঁকিয়ে উঠে মর্‌বি কেঁদে
চেংড়া রাখালছানা॥

শ্রীকৃষ্ণ। এই শেষবার বলিতেছি তোরে রে নির্ব্বোধ, পরিচ্ছদ ক'রে দে বাহির; নতুবা এখনি পাইবি উচিত প্রতিফল। দুর্মুখের করিব দমন।

রজক।—

ভয় করি কি রাজার নফর,
চোখরাঙ্গানি তোর।
মিছে কেন ডব্‌ডবানি,
দাঁড়িয়ে করিস্ জোর॥
আলটপকা ভুচ্চুরি ঢং
খাট্‌বে না হেথায়।
বাওয়া ডিমের বাচ্ছা বেটা
ঘট্‌বে বিষম দায়॥
সপ্সপিয়ে পড়্‌বে কোঁড়া
ঠাণ্ডা হয়ে যাবি।
মাঝ রাস্তায় অমৃড়ে প'ড়ে
মরণ-খাবি খাবি॥
ভিক্ষে ক'রে পোষাক্ পোরে
চাই নবাবী চাল।
হতচ্ছাড়া ভেড়ের ভেড়ে
করিস্ কেন কাল॥

শ্রীকৃষ্ণ। এখনও করিস্ উপহাস? নির্ভীক বর্ব্বর নীচ, প্রতিফল সহ্য কর্ তবে। অদৃষ্টে যা আছে, কার সাধ্য করে তা খণ্ডন? পাপবুদ্ধি পাপসহচর, পাপশান্তি হোক্ তো সবার।

(হস্তে মস্তকচ্ছেদন)

শ্রীকৃষ্ণ। পাইয়াছি রাজবেশ, পরিতে তো জানি না রে ভাই!

বলরাম। আসিতেছে তন্তুবায়, সাজাইতে বলি ওরে, দেখি কি বলে? তন্তুবায়! সাজাইয়া দাও কৃষ্ণনায়।

(তন্তুবায়ের প্রবেশ)

তন্তুবায়। এসো, গুরু! এখনি সাজাব। সার্থক জনম মোর আজি, অনাহ্বানে ভেটিনু অজ্ঞান— পূর্ণজ্ঞানী পরম দেবতা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০*০—

সুদামা মালাকারের মালঞ্চ।

(সাজি-হস্তে মধুমতী)

(গীত)

মালঞ্চে ফুল আপনি ফুটে বাস বিলাতে চায়।
উষার কোলে হেলে দুলে শিশির মাখে গায়॥

ফুলে ফুলে গাঁথি মালা, ফুলে ফুলে করি খেলা,
ফুলকুমারী ফুট্‌লে আসি হাস্‌লে হাসি পায়,
তাড়িয়ে অলি চুমি মধু শিহরে মলয়বায় ॥

মধুমতী। আ মরি মরি! গাছে গাছে, লতায় লতায় আজ যে ফুলের মেলা দেখি। এত ফুল কোথা থেকে এলো? গুল্মলতা মর মর গাছ সব ফুলের ভরে নতিয়ে পড়েছে! আজ আর যে কোথাও বাকী নাই, পা বাড়াতে ঠাঁই নাই, এত ফুল তো কখন ফোটে না, আজ যেন ফুলরাণীর ফুল-শয্যা হয়েছে—কপালগুণে ফুল ফুটেছে—ফুলের দেবতা এসে মান বাঁচিয়েছে, যত ফুল চাই, আজ তত ফুল যোগাতে পারবো।

(ফুল তুলিতে আরম্ভ)

(শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

আ মরি মরি! এই কি ফুলের দেবতা দুটী? এমন রূপ তো কখনও দেখিনি, এ দুটী কে? ফুল তোলা যে ভুল্‌তে হ'লো, হাতের সাজি হাতেই রইল!

শ্রীকৃষ্ণ। ফুলেশ্বরি! ফুলরাণি, তুমি কি সুন্দর ফুলের মাঝে ফুলের সাজি হাতে ক'রে, ফুলে ফুলে হেলে দুলে হাস্‌ছ বেড়াচ্চ? ফুলে যেন প্রাণ স'পেছ।

মধুমতী। দাসীর নাম মধুমতী। এ মালঞ্চের মালিনী আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। মালী কোথায়?

মধুমতী। ইষ্টদেবের নাম কচ্ছেন আর ফুলের জন্য দাসীর অপেক্ষা কচ্ছেন। সাহস হয় না—সামান্য অবলা আমি, জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি কি আপনারা কে? দেবতা ব'লে আমার বোধ হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। এ পবিত্র স্থান দেবতারই আগমন-যোগ্য, যেখানে শান্তিরূপা মধুমতী, সেখানে দেবতার আগমন অসম্ভব নয়। পতিব্রতা! তোমার পতিকে আহ্বান কর, আমরা বড় আশা ক'রে এসেছি, একবার এমন শান্তির অধিকারী কোন্ ভাগ্যবান্, তা দেখ্‌বো।

মধুমতী। আসুন্ তবে এই ফুলের আসনে ক্ষণেক বসুন, আমার জীবন সার্থক হয়েছে, তাঁকে এখনি ডেকে দিচ্ছি, তিনিও এসে জীবন সার্থক করুন।

[মধুমতীর প্রস্থান।

বলরাম। পঙ্কে পদ্ম—ভস্মমাঝে অনলকণিকা, পবিত্রা মালিনী, ভাই!

শ্রীকৃষ্ণ। পবিত্র মালাকারও ঐ সম্মুখে দেখ। কি পবিত্র মূর্ত্তি! পবিত্র কুসুমমালা পবিত্র হাতেই প'র্‌বো।

(সুদামার প্রবেশ)

সুদামা। (স্বগত) এই রূপ—এই সেই নবীন নীরদশ্যাম, পাশে শ্বেতবরণ বলাই! জাগরণে শয়নে স্বপনে এই তো সেই ইষ্টমূর্ত্তি আরাধ্য আমার! (প্রকাশ্যে) ভক্তবৎসল! আজ আমার জীবন সার্থক হলো। এই মূর্ত্তি, এই রূপ ভুবন-মোহন, এ জীবনে সার করেছি দেব! প্রেমমূর্ত্তি প্রেমের গঠন, প্রেম যেন উছলে পড়ছে, দাও দাও দয়াময়! প্রেমে প্রাণ মাজিব, হৃদয়-মাঝে বসায়ে রাখিব। দেখিব ও ব্রহ্মমূর্ত্তি জীবনে মরণে। চিনিয়াও চিনি নাই দেব। দেখিতে সেধেছি চিরদিন ভক্তির ভগবান্। না জানি কি অনন্ত দয়া-গুণে বাঁধিতে এসেছ! ভক্তি কৈ, ভক্তি দিতে পারিয়াছি কৈ? সংসারে মায়ামোহ সর্ব্বদা ফিরায়; কত কাঁদি পাছে ভুলে যাই, ভুলে পাছে একেবারে হারাই, তাই রাখিয়াছি স্থির! এ মূর্ত্তিতে কে দেখিতে পায়? পাপী তাপী, অভাগা এ দীন দীননাথ! জানি না পূজন, জানি না ভজন। আজ্ঞা দিন সাজাই ও বরবপু পুষ্প-আভরণে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তিভরে পদাঘাত সহি রে ভক্তের, তোর হাতে পড়িয়াছি ধরা, যথা ইচ্ছা কর মালাকার।

সুদামা। মধুমতি! সত্বর মালা নিয়ে এসো।

(মালা হস্তে মধুমতীর প্রবেশ)

মধুমতী। এই নাও বিনা সুতে আপনা আপনা মালা হয়েছে গ্রথিত।

শ্রীকৃষ্ণ। সাজাও সাজাও সাধ্বি! পতিব্রতা! বড় ভালবাসি ফুলদামে সাজিতে দুভাই, বালক রাখাল মোরা।

মধুমতী। বালক রাখালরূপে হৃদয়ের অমূল্য মাণিক! প্রাণভরে সাজাব দুজনে!

(ফুলের মালা প্রদান)

সুদামা। আহা মরি, রে নয়ন! সার্থক হইল চেয়ে দেখ চক্ষু খুলে—হৃদয়ের লক্ষ আঁখি খুলে চেয়ে দেখ সেই কি না? সেই সে মোহনমূর্ত্তি ত্রিভঙ্গভঙ্গিম শান্ত দ্বিভুজ মুরলিধারী জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষ!

মধুমতী। আরে আরে হৃদয়ের প্রেম আর কেন? উছলি পড়িবি কোন্ কালে? এই ত সময়, আর পাবিনে এ মাহেন্দ্র যোগ,এ মাধুরী আর ফিরিবে না! এইবার বক্ষ চিরে রেখে দে রে লুকায়ে দেখ্‌বি, এস নাথ! আর কেন? এস না লুটায়ে পড়ি ও রাঙ্গাচরণে।

(উভয়ের ভূলুণ্ঠিত হইয়া পদধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। উঠরে দম্পতি ভক্ত! ভক্তিডোরে পড়িয়াছি বাঁধা, লহ বর যেবা বাঞ্ছা হয়।

সুদামা। বর আর কি লইব, দেব! ছাড়িব না চরণ জনমে। অপরূপ স্বরূপ প্রাণেশ, হৃদে দাও অঙ্কিত করিয়া। প্রাণের পবিত্র পীঠে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু মূরতি তোমার স্থাপিব এ জীবনের সাধ—সেই সাধ পূর্ণ কর আজি। হৃদয়কমলে রূপ করিয়া স্থাপন, মুদিত করিয়া আঁখি করি দরশন, কর যেন রত থাকে তোমার সেবায়। মস্তক প্রণমে যেন সতত ও পায়। শ্রবণ থাকয়ে গুণকীর্ত্তনশ্রবণে। রসনা রসিত থাকে ও গুণবর্ণনে। অহেতুকী হরি-ভক্তি করহ অর্পণ। ইহা বিনা অন্য বরে নাহি প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল ভাল ভক্ত মালাকার। প্রেম-ভক্তি রবে দোঁহাকার। কিছুদিন কর কার্য্য সংসারে থাকিয়া। সংসারে-পুণ্যের ছবি, পবিত্র দম্পতি, ধনে পুত্রে কর সুখভোগ। পরকালে পশিও গোলোকে। যতদিন থাকিতে বাসনা হয়, থাকয়ে ধরায় হরিনাম করহ প্রচার।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুদামা ও মধুমতীর গীত)

হরিনাম বিলাব মথুরায়।
কে কে নিবি ছুটে আয়॥
আমার প্রাণের হরিনামের সুধা
ওই স্রোতের মুখে বহে যায়।
(হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!
বল রে মন আমার।)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ—কৃষ্ণ-বলরাম।

বলরাম। কে বা ঐ আসিতেছে ধীরে? কুব্জ-পৃষ্ঠ জনেক রমণী। চন্দনধারিণী বামা বক্রকায়া মত? ওরে কুঁজি! ও কুঁজি! আঃ, কালা না কি কুঁজি? কুঁজি! তিলক দিতে পারিস্?

(কুব্জার প্রবেশ)

কুব্জা। কে রে অনামুখো খোসো! আ মরি, কি রূপের ছাতুনি, হাঁদা মোটা হাঁদা পেটা ঠ্যাটার শিরোমণি! আমার রূপ নেই—নেই, তোর কাছে ত ধার চাই নি বাবু। থাক্‌লেও হাতে বা রাখ্‌তে হতো, ওই পোড়া কথা না বল্লে কি নয়? ওই তো আরও মানুষ আছে, কৈ আমাকে ডাক্‌লে কি ঐ বোলে?

বলরাম। কুঁজে যদি লজ্জা এত, কুঁজটী ঢেকে বাঁধিয়ে রাখ না?

কুব্জা। মর্ মর্—নাবড়িংরে ছোঁড়া! এত কেন? মুখ যে পুড়ে যাবে। রূপের গরব থাক্‌বে না, মেঘের নাথি খাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। রহ ভাই! কলহের নাহি প্রয়োজন। সুরঙ্গিণী রূপসী ললনা, চন্দনে সাজায়ে দেহ তনু।

কুব্জা। মিষ্টভাষ! কে গো সুরসিক? আহা মরি মনোহর তনু! এসো মনোমত করি চন্দনে সাজায়ে দিই কান্তি সুগঠন, মদনমোহন রূপে নব-ঘনশ্যাম।

শ্রীকৃষ্ণ। হে সুন্দরি! অগ্রে মম অগ্রজে সাজাও। (উভয়কে সাজাওন।)

গীত

মোহন সাজে কি সাজে রসিকবর।
হেরিয়ে অস্থির প্রাণে বাজে মনোজ শর॥
দেখে যা পুরবালা কি চারু চিকণ কালা,
পিয়াসা মিট্‌বে আশা, আপনা হবে পর॥

শ্রীকৃষ্ণ। সার্থক শিখিয়াছিলে তিলকের কারু, আন নারী মোহিনা সন্ধান। যে সুখী করিলে তুমি, কি দিব তাহার প্রতিদান? লাবণ্যের হার করিব রমণী-মাঝে তোমা। হও নারী-সুন্দরী-প্রধানা।

(অঙ্গে হস্ত প্রদান ও কুব্জার সুন্দরী হওন)

কুব্জা। গুণমণি। সুন্দরী হলেম যদি তব করুণায়, এসো তবে দাসীর ভবনে। হৃদয়-আসনে বসাইয়ে, জালাইব যুগান্ত প্রণয় প্রেমযাগে পূর্ণাহুতি দিব প্রিয়বর।

(গীত)

এসো এসো হৃদে এসে বাঁকা কালা ত্রিভঙ্গ।
তোমার রঙ্গভরা অঙ্গ,
হেরে হার মেনেছে অনঙ্গ॥
আমার যৌবন দিয়েছ ফিরে,
তাইতে ডাকি ফিরে ফিরে,
প্রাণ নিলে প্রাণ দিব ধ'রে
দেখব কর কি রঙ্গ॥

শ্রীকৃষ্ণ। যাও বরাঙ্গিনি এবে। প্রতিজ্ঞা রহিল মম, রাজদরশন করি,যাব তব ভবনে সুন্দরি। মনোরথ পূর্ণ হবে সেথা।

কুব্জা। দেখো, যেন ভুলো না দাসীরে!

[উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শয়নাগার।

(কংস ও অস্তি)

অস্তি। সুখে নিদ্রা যাও প্রাণনাথ, করি আমি চরণ-সেবন।

কংস। কি কহিব প্রাণেশ্বরি! নিশি যত হইতেছে শেষ,শিহরণ ততই বাড়িছে, ততই উঠিছে কেঁদে প্রাণ! তত যেন—প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড বক্ষেতে চাপিছে, পঞ্জর হইছে চূর্ণ বিচূর্ণ সদাই, সন্ধ্যাবধি নিদ্রা পাষাণীয়ে, চক্ষু মুদে ডাকিতেছি বিনয়-বচনে, জালা দিতে পেয়েছে সময়, ভুলেও, ভুলেও না এলো একবার। লক্ষ লক্ষ প্রজা মোর দীন দুঃখী, দরিদ্র, ভিখারী ভূশয্যায় মগ্ন আছে গভীরনিদ্রায়। আমি তাহাদের রাজা, কনক-পালঙ্কে শুয়ে কোমল শয়নে ইতস্ততঃ করিতেছি শুধু, বিদ্ধ যেন হতেছে কণ্টক, সুকোমল উপাধান অগ্নি হেন হইতেছে জ্ঞান। ওই—ওই—আবার—আবার! (মূর্চ্ছা)

অস্তি। হায়! হায়! কি হলো, কি হলো! না জানি কি অমঙ্গল ঘটে—ছাই যজ্ঞ-আয়োজনে।

(কংসের মূর্চ্ছাভঙ্গ)

অস্তি। হায় নাথ! কেন মিছে কল্পনায় হতেছ অস্থির?

কংস। কি বল প্রেয়সি? কৈ? কল্পনার কিছুমাত্র নাই। সত্য যেন দিবালোকে অদৃষ্টলিখন আমি করিতেছি পাঠ। ধ্বংস যেন হতেছে নিকট, যখনই ভেঙ্গেছে সেই মন্ত্রপূত ধনু, সেই সঙ্গে কংসেরও অদৃষ্ট গেছে ভেঙ্গে, সে অবধি আমিও অস্থির বিভীষিকা দেখিতেছি নানা। দেখ দেখ আকাশে চাহিয়া, রক্তবর্ণ শশাঙ্ক তারকা কোটি কোটি জ্যোৎস্নায় আকাশপথে কত শত প্রকাণ্ড ছায়ার মূর্ত্তি রয়েছে দাঁড়ায়ে। আরও শোন! প্রতিবিম্ব হেরিতে দর্পণে—কি বিস্ময়! উঃ! শোন—শিরোহীন দেহ মাত্র দেখা গেল মোর, তাও দেহে ছিদ্র শত শত, লোমকূপমুখ যেন বিস্তার

বিপুল উগরে শোণিত ঝরঝরে। শ্রাবণে শব্দ পাই না শুনিতে। কনকপ্রদীপ ঐ—কটা—কটা জ্বলিছে, মহিষি ?

অস্তি। একমাত্র জ্বলিছে প্রদীপ, প্রাণেশ্বর।

কংস। তা নয়, তা নয়, দেখি দুই শিখা জলে। উঃ। এ কি! দেহ গেল জ্বলে। দেখ দেখ চরণ হইতে দেহ ঢাকি লেলিহান অনলের শিখা দপ্ দপ জ্বলিয়া উঠিল, পার যদি করহ নির্ব্বাণ। কোনরূপে বাঁচি যদি আজ দেখিও দেখিও প্রাণেশ্বরি, অগ্নিতে পোড়াব ব্রজধাম, আবালবনিতাবৃদ্ধে পশুবৎ দিব বলিদান, গোপালে যমুনাজলে দিব বিসর্জ্জন, নন্দ উপানন্দে দিব শূলে, শিলায় করিব চূর্ণ কৃষ্ণ-বলরামে। ক্রূরকর্ম্মা কে আছে আমার সম ত্রিজগৎ-মাঝে। পোড়ায়ে সমগ্র ধরা অগ্নিস্তূপ দেখিতে দেখিতে নাচিতে মাতিতে পারি মহা-মহোৎসবে। জলে প্রাণ—উঃ। প্রাণেশ্বরি। জলে যায় যাক্, কি করিব। পড়িয়াছি অনল-সাগরে। বহিছে কি উবাব সমীর। আঃ। তনু শীতল হইল পারি যদি ঘুমাই ক্ষণেক।

অস্তি। হে দেব পার্ব্বতীপতি। রক্ষা কর প্রাণনাথে ও রাঙ্গাচরণে দেব। আমরা তো নহি গো দোষিণী। নাথের জীবন-পদে জীবন ভাসায়ে দিছি মোরা অকূলে; বাঁচাও আশুতোষ, অচিরে অরাতি নাশি। প্রাণনাথ-প্রাণমন কর গো সুস্থির। মণি-মুক্তা দিব শ্রীচরণে, হীরকে সাজায়ে দিব স্বর্ণ-দেউল।

কংস। (পালঙ্কে বসিয়া) আঃ। এ কি। না না, ওরে একে কেন—ছি ছি। এ যে নরকের প্রেত। আলিঙ্গন করিতে শিহরি। নরকের নীল শিখা এখনও যে সর্ব্বাঙ্গে জড়িত ওর দেখি ? না না, আমি পারিব না। অহো। বলে এ কি রে আবার—আমি গর্দ্দভে আরোহী কেন ? কোথা যাব ? কোথা লয়ে যাস ? অহো ক্ষুধা। প্রাণ যায় ? মেদ অস্থি ভক্ষ্য কি আমার—নরপতি আমি ? কে—ও কে—কোথা যাস ? দাঁড়া, দাঁড়া দাঁড়া'রে পামর! (উঠিয়া গৃহবহির্দ্দেশে গমন) পলাবি কোথায় ? কে ও ? কে ও ? দেখেছ কি পলাতে পিশাচে ? বল্—বল্—নতুবা নাশিব একগুরে।

অস্তি। হায় নাথ! কি কহিছ ? কেন এ প্রলাপ পুনর্ব্বার ?

কংস। না, না—ছি ছি—ছুঁয়ো না আমায়। অস্পর্শ হয়েছি আমি, নরকের হ্রদে ডুবেছিনু। ঐ যে—ওরে দিগম্বর প্রকাণ্ড পিশাচ রক্তজবামালা পরি, ত্রৈলোক্যে শরীরে কোথা যাবি—কোথায় পালাবি ? নিশ্চয় ধরিব তোরে। মুণ্ড তোর কড়মড়ি দন্তে চিবাইব।

[দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

—*—

(কালিকাদেবীর মন্দির—পূজারতা প্রাপ্তি)

প্রাপ্তি। (করযোড়ে) মা জগদম্বে। তুমি ত মা জগৎজননী। পাপী—তাপী—দরিদ্র—ধনেশ—পুণ্যবতী—মহাপাতকিনী, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে সবারি জনম, সবাই কাতরকণ্ঠে ডাকে মা আনন্দময়ী ব'লে। সদানন্দ-শিরোমণি তুমি। জানি মা অখণ্ডচেতা পিশাচের অবতার পতি, জানি মা সবারি চক্ষুঃশূল! কিন্তু গো করুণাময়ি, প্রেত পতি—দেবতা আমার—সুখের সুখিনী। আমি দুঃখের দুঃখিনী। কল্যাণ কামনা তাঁর জীবনের ব্রত! তাই মা দুঃখিনী, কল্যাণ-কামনা তরে পূজে শ্রীচরণ। সুকল্যাণী আদর্শ সীতার, নারীরূপে শিবসীমন্তিনী মহাশক্তি—ভক্তি-সহায়িনী! নারী হয়ে নারীর সাধনা সাধ উমা। শান্তিরূপে বিরাজ অশান্ত পতিহৃদে। দু-আশার ঘোর তব নাশ তাঁর গো তমোনাশিনি! কটাক্ষে করহ লয় পাপবৃত্তি—পিশাচপতির! পুণ্য যদি থাকে কিছু মোর, ঢাতি-প্রায়শ্চিত্ত হেতু কর মা গ্রহণ, তারো তাঁরে বিপদে তারিণি। ভিখারী-ঘরণী তুমি ভিখারিণী আমি, ভিক্ষা দাও পতির জীবন। নহে কহ আশুতোষজায়া, আশু তুষ্ট করি

তোমা বক্ষরক্তে ধুয়াইযে ও রাঙ্গা চরণ—এ কি! এ কি! কেন মা করালি! (প্রতিমার কম্পন) কেন গো কম্পিত কলেবর? আঁখি কেন জ্বলিয়া উঠিল? (উঠিয়া) পাষাণপ্রতিমা ও মা সজীব চৈতন্যময়ী তুমি! হায় হায়, কি হলো! কি হলো! (প্রতিমা বিদীর্ণ হওন) বিদীর্ণ হইলে যে রে পাষাণ-প্রতিমা! ইষ্টদেবি! ত্যজিলে মা তুমি? ওরে—ওরে, কে আছে কোথায়? শ্মশান হইল পুরী, প্রমাদ ঘটিল মথুরায়।

(প্রাঙ্গণের এক দিক্ হইতে রাজলক্ষ্মীর দ্রুত প্রবেশ ও প্রস্থানের উপক্রম)

রাজলক্ষ্মী। পতিব্রতা পুণ্যবতী তুমি! পতি তব পিশাচাবতার—অলক্ষ্মীর কৈল আরাধনা। আমি তবে কেমনে মা থাকি? আসন টলিল মোর, চলিলাম মথুরা ত্যজিয়া।

[প্রস্থান।

প্রাপ্তি। ওরে—ওরে—লক্ষ্মীহীনা হলো পুরী, রাজলক্ষ্মী গেল পলাইয়া। বিষপাত্র পূর্ণ হ'লো এত-দিন পরে।

[বেগে প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(রাজপথ—নাগরিকদ্বয়)

১ম। ঘুচিল ধরার ভার, কংস হ'ল নাশ, হবে এবে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সন্তাননিধন নিবারণ হ'ল মথুরার, রামকৃষ্ণ হ'লেন উদয়।

২য়। কহ ভাই! কে করিল কংসের নিধন? দুরন্ত দুর্জ্জন, পরাক্রমে কম্পে ত্রিভুবন, কহ সত্য বিবরণ, কোন্ মহাজন নিষ্কণ্টক করিল অবনী? প্রত্যয় না হয় দুরাশয় ত্যজিয়াছে প্রাণ।

১ম। কহি শুন প্রত্যক্ষ ঘটনা। নিমন্ত্রিয়া ব্রজ হ'তে রাম-দামোদরে, আনিল অধর্ম্মাচারী করিতে সংহার! দেখ লীলা বিধাতার। বালকের অবয়ব কমনীয়কায় দুই জন, কিন্তু দুষ্টজনে সাক্ষাৎ শমন। সভা ক'রে বসেছিল কংস দুরাশয়, কুবলয় মত্ত হস্তী রাখিয়া দুয়ারে; যেন করী পদভরে, দুই সহোদরে প্রবেশের কালে বধে প্রাণ। শুন অদ্ভুত ঘটনা, দুই ভাই দুই দন্ত হস্তে প্রবেশিল রঙ্গালয়ে। চাণুর-মুষ্টিক দুই দুর্দ্দান্ত দানব, রামকৃষ্ণে বধিবারে উঠিল গর্জ্জিয়া; কি কব কৌতুক, গেণ্ডুয়া সমান গেল দূরে বালকের পদাঘাতে, মহাশব্দে ছাড়িল জীবন। পাপ-মতি কংস নরপতি খড়্গ-করে উঠিল হুঙ্কারি, বধি-বারে শিশু দুইজনে। অতীব বিক্রম—কৃষ্ণকায় কৃষ্ণ যাঁর নাম, কেশে ধরি পাড়িল পামরে, ভীম-নাদে অসুর ছাড়িল দেহ। ক্ষণকাল রহ এই স্থানে, আসিবে দুজন, সফল হইবে আঁখি করি দরশন।

(রাখালগণের সহিত কৃষ্ণবলরামের নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ)

জয় জয় জয় জগত-জননী
হাসি মা সুষমা ধর মা।
জয় জয় জয় অসুরনাশিনী
মানস-তিমির হর মা।
জয় জয় জয় জীবনদায়িনী
শ্যামল বসন পর মা।
জয় জয় জয় বীরপ্রসবিনী
তনয়ে আশীষ কর মা॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মথুরা—বিশ্রামঘাট।

(কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।—দেখ ভাই! উঠিতেছে জলবালা পূজিতে মোদের।

(জলবালাগণের পদ্ম হইতে উত্থান ও গীত)

বিশ্বভার-হরণ কারণ চরণকমল শোভা।
মত্ত মোহিত মধুপিয়াসী মধুপ মানস-লোভা॥
পাপ-তাপ-তাপিততারণ,
চরণে শরণ জগজনগণ,
জয় জয় জয় জগতজীবন বিভব বিমল বিভা॥

শ্রীকৃষ্ণ। চল ভাই, আসিয়াছে মথুরাবাসী করিতে আহ্বান।

(অগ্রসর হওন)

(পটপরিবর্ত্তন)

রাজপথ।

(মথুরাবাসিগণের প্রবেশ-সংকীর্ত্তন)

মিলে সকলে হৃদয় খুলে
বদন ভ'রে বল হরি হরি।
মোহনমুরলীধারী রজত-ভূধর
ওই বলাইচন্দ্র আহা মরি॥
কিবা বিনোদ ছাঁদে কালশশী,
বলাব বরণ-প্রভায় ভাসে দিশি,
কানাই বলাই কি শোভা ধরে,
ভক্তের মনের তিমির হরে,
দোঁহার রূপ হেরে,
ভ্রমরা গুঞ্জরে, কোকিল কুহরে,
সুখে আনন্দে নৃত্য করে শুক সারী॥

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

কারাগার।

বসুদেব ও দেবকী।

বসুদেব। উচ্ছ্বসিত হৃদয় দেবকি। প্রাণে কেন নূতন আবেশ? কি যেন কি আনন্দের আলো, নিবিড় আঁধার হরি—অকস্মাৎ চক্ষের সুমুখে জলে উঠে, কল্পনায় দেখি আঁখি মুদি, অসংখ্য অপ্সরা যেন উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে—উড়িতেছে গগন ছাইয়ে দেখাইছে তর্জ্জনী হেলায়ে, থাকি থাকি—কি যেন কি বলিছে, আমায় মিষ্ট ভাষে ভাষিছে পবনে। আমি তুমি দোঁহে—যেন মণিময় পালঙ্কে বসিয়া কত কথা কহিতেছি সুখে—কোলে তুলে দিতেছি তনয়ে। রূপে ধরা-আলো-করা তনয়ের মুখপানে চাহি, মমতার অশ্রু-নীর গড়ায় কপোলে, চুমি মুখ শুনি আধবাণী। অন্ধ-কূপে বসি—অকস্মাৎ কেন হেন সুখের উচ্ছ্বাস?

দেবকী। হায় নাথ! কি কহিব—আশার ছলনে আর না পারি ভুলিতে। প্রাণের যাতনা প্রাণে—রহিয়াছে অঙ্কিত পাষাণে, ভাঙ্গিবে পাষাণ—তবে হইবে নির্ব্বাণ। জ্বলন্ত যে জ্বালা প্রাণে জ্বলে অনিবার, কাজ নাই কল্পনায় আর, কল্পনায় হবে সর্ব্বনাশ!

বসুদেব। হা দেবকি! প্রতিক্ষণ আনন্দ বাড়িছে এ হৃদয়ে মরুভূমে হেরিতেছি স্বচ্ছ সরোবর। নৈরাশ্যের অন্ধকারে—কোথা হ'তে জ্বলিল আলোক? শুভ্রালোক—স্বর্গের অমৃতময়ী ছটা—আহা মরি। কি সুবাসে পূরিল এ কারা—মলয়-মারুত যেন বহিয়া বেড়ায়।

দেবকী। এ কি মতি, প্রাণেশ্বর। শূন্যপানে কি দেখিছ চেয়ে? পায়ে ধরি কথা কহ নাথ।

বসুদেব। ও দেবকি! শুনিলে না,—মোহন-মুরতিধারী কাণে কাণে ব'লে গেল মোরে—"মুক্তির সময় উপস্থিত—পূর্ণব্রহ্ম তনয় তোমার কংসে নাশি, আসিছে হেথায়।"

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি)

দেবকী। শুনিতেছি জয়োল্লাস দূরে, সত্য কি হৈল কংসপাত? সত্য কি পাইব কোলে কানাই বলাই?

(কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রণমি চরণে আজি জনক-জননি। (প্রণাম)

বসুদেব। এ কি প্রভু—পরম ঈশ্বর! দাস দাসী আমরা দুজন, কারায় বসিয়ে এত দিন সাধনায় সঁপেছিনু মন—তাই আজ করুণা করিয়ে মুক্তি দিলে দুঃখী দম্পতীরে। হে অনন্ত অনাদি ঈশ্বর!

হেত রূপ ধর দেব ধরার উপকারে। আদি মৎস্যরূপে দেব প্রলয়-পয়োধিজলে করিলে ভ্রমণ, হয়গ্রীব হইয়ে নাশিলে মধুকৈটভেরে পুরাকালে, কূর্মরূপে মন্দরে ধরিলে, বরাহরূপেতে প্রভু দন্তে তুলি ব্রহ্মাণ্ড রাখিলে, বামনে—ছলিলে বলি, ক্ষত্রিয়-অন্তকারীরূপে ভৃগুবংশে লভিলে জনম, রঘুকুলধুরন্ধর নব-ঘনশ্যাম রামরূপে নাশিলে রাক্ষস দশাননে। মূঢ় আমি লইনু শরণ, মতি যেন থাকে ও চরণে। আর কিছু নাহি চাহি দেব, প্রপন্নে করহ ত্রাণ প্রাণ দিনু ধ'রে।

শ্রীকৃষ্ণ। বলদেব। দেখিছ কি, জনক-জননী মোরে পুত্রভাবে না পান দেখিতে।

বলরাম। জনমনোমোহিনী মায়ার অঞ্জন পরায়ে দাও চক্ষেতে জনার, পুত্ররূপে পাবেন দেখিতে, চিনিবেন বাৎসল্যে মজিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ। মা—মা। জননী আমার। দেখ চেয়ে তনয়ে তোমার, কোলে নে মা মার কোল জন্মাবধি পাইনি কখন।

(দেবকীর গীত)

ওরে মা ব'লে কে ডাকিল আমায়।
আয় বাপ আয় কোলে আয়॥
অভাগীর কেহ নাই রে,
আঁখি-তারা-হারা তাই রে,
দেখা দিয়ে কি বাঁচাতে এলি যায়।
ওরে কার নিধি মা বলিস কায়॥

শ্রীকৃষ্ণ। মাগো, আমি তনয় যে তোর। নন্দালয়ে ছিনু এত দিন, কংস নাশ করি আজি আসিয়াছি চরণ সেবিতে।

দেবকী। আঃ। প্রাণ হইল শীতল। দুটী ভাই বোসো রে দুকোলে। ওরে আজ চক্ষু ফিরে এলো, প্রাণের অনল মোর নিবিল রে এত দিন পরে।

বসুদেব। আঃ। আজ কি সুখের দিন, প্রাণে সুখ উথলে উঠিছে, বাষ্পে কণ্ঠ পূর্ণপ্রায়, কথা আর নাহি বাহিরায়।

বলরাম। পিতৃদেব। মা জননি। এত দিন শুশ্রূষা যে পারি নি করিতে, সে জন্য মার্জ্জনা চাহ মোরা।

(অক্রূরের প্রবেশ)

অক্রূর। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, চল শ্রীনিবাস, পিতৃ-মাতৃ উদ্ধারিলে—বহু ভক্ত আছে উদ্ধারিতে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নন্দের শিবির।

নন্দ। উপানন্দ। ভাই রে আমার। আমার কানাই বলাই কৈ? দুই ভা'যে অন্তঃপুরে গেছে, ভয় হয় পাছে আমার সোণার চাঁদ শিশু দুটীরে কেউ ভুলিয়ে নেয়। পাছে তারা নন্দ যশোদায় ভুলে যায়। গোকুলের মায়া পাছে কাটায়। ভাই। তাই ভেবে প্রাণ আমার যে কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে। চারিদিক্ শূন্যময় দেখ ছি, প্রাণ থেকে থেকে কেঁদে উঠ্ছে। যেন ভাই রে, আমার সাধের নিধি হারাই হারাই বোধ হচ্ছে। ওরে। তোরা ত সব কাছে ছিলি, কেন তাদের ছেড়ে দিলি? ওরে সুদাম। ও সুবল। বল্ না রে। তোরা কেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইলি নি? পথপানে চেয়ে এখন ভেবে মরি—কেঁদে মরি—তবু তো দেখা পাইনে, কে জানে কি কপালে আছে।

উপানন্দ। দাদা গো। কিছুই ত বুঝ্তে পাচ্ছি না, রাজপথে যা শু'নে এলেম, রাজপুরীতে যা দে'খে এলেম, সে কথা ভাব্তে কইতে ভয় হয়—ভয় হয়, পাছে বা সত্য সত্যই সে সর্ব্বনাশ-শেল আমাদের সইতে হয়। শুনে অবধি পাগল হয়েছি, কিছু জ্ঞান নাই, কোন দিকে চাই নাই, কারেও আর জিজ্ঞাসা করি নাই, আপন মনে ছায়ার মত স'রে স'রে এসেছি। তার উপর আবার তোমার এই ভাব্ দে'খে আর প্রাণে কিছু নাই, সর্ব্বনাশ বুঝি বা ঘটে।

নন্দ। ধন ভাই! এ কি কথা? বুক পেতে তুই বজ্র ল'য়ে আমার বুকে মারবি ব'লে এনেছিস? হাঁরে—সন্দেহ কি সত্য হয়? ওরে আমার দুখের গোপাল, তার কি কোন বিপদ শুনে এলি? সে কি আমার কোল ছেড়ে গিয়ে আর কারুর কোলে গিয়ে বসেছে? অর কারুকে বাপ বলেছে? হ্যাঁরে—আর কি নন্দ মথুরায় আছে? নন্দদুলাল আর কারু ত নয় ভাই, সে যে আমার বালক রাখাল, প্রাণের প্রাণ।

উপানন্দ। দাদা গো! যে কথা শু'নে এসেছি, তা কি শুনবে?

নন্দ। শুনতে পারি—শুনে কি ভাই বাঁচতে পারি?

উপানন্দ। শু'নে এলাম, কানাই বলাই আর ব্রজে যাবে না, আর নন্দ যশোদারে চিনবে না জানবে না—তাদের তরে একটীবারও ভাববে না, দেখা দিতে আসে কি না আসে তাও ভাল বুঝি না। তারা বসুদেবকারাগারে কাকে মা ব'লেছে, বাপ ব'লেছে, তাদের কোলে ব'সে তাদের হাতে ননী খেয়েছে। সব ভুলেছে—দাদা গো সব ভুলেছে।

নন্দ। তাই কি? তাই কি? তাই কি জানা আমার না? উপানন্দ। কি বলিস ভাই? মিছে কথা ক'য়ে কেন কাঁদাস আমায়? আমার আর কে আছে ভাই। কার মুখ চে'য়ে—ঘরে ফিরে যাব রে? ওরে শ্রীদাম, ওরে সুদাম, তোরা কি কিছু জানিস বাপ? ওরে জানিস ত বল না রে, ছল ছল চোখে আমার পানে কেন চাস? তোরা কি কিছু শুনেছিস বাপ? সে কি আমার পর হয়েছে? সে কি আমায় ত্যাগ করেছে? ওরে, গোকুল ছেড়ে এসে সে কি আমায় অকূলে ডুবাল? ওরে। একবার তোরা ডাক্ না রে, ওরে! তোদের ডাকে সে কখন থাকতো না ঘরে, তারে ডাক বাপ—ছুটে এসে দেখবে কোলের নিধি কোলে ধ'রে এ পাপ মথুরা থেকে ছুটে পালাব।

(রাখালগণের গীত)

আয় রে আয় কানাই বলাই—
আয় না রে ভাই ব্রজে যাই।
তিন দিন না দেখে তোদের—
বুঝি মা যশোদা বেঁচে নাই॥
সবাকার প্রাণ হরণ ক'রে,
কেমন ক'রে পরাণ ধ'রে
এ ছার মথুরাপুরে সব ভুলে রয়েছ ভাই।
সে ঠের খেলা কাননতলা,
কিছুই কি আর মনে নাই॥

(শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ।)

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

আর তো ব্রজে যাব না ভাই,
যেতে এ প্রাণ নাহি চায়
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে,
তাই এসেছি মথুরায়॥
বাপ পেয়েছি, মা পেয়েছি,
ছেলে-খেলা ভুলে গেছি,
তোমরা ক'জন মা ব'লে ভাই
ভুলিয়ে রেখো (মা) যশোদায়।
ননী খেয়ো, ধড়া প'রো,
প্রেম বিলায়ো গোঠে যেয়ো
ঝুট চরালে, ঘুঙুর পরালে,
আমার মত বিদায় দে,
আমার মত বাঁধা নয়
দাঁড়িয়ে বে বকুল তলায়॥
বাজায়ো বাঁশী—বাঁশী গানে,
ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়ায়॥

নন্দ। ওরে ও বাপ গোপাল আমার—চল রে বাপ ব্রজে যাই। ওরে বাপ! তোরে হারা হয়ে—আমার যশোমতী বেঁচে নাই। ব্রজে সবাই প্রাণহীন ছায়ার মত হ'য়ে আছে, কেউ খেতে চায় না—সবাই যেন ম'রে আছে বাপ।

শ্রীকৃষ্ণ। পিত গো! আগে তুমি শ্রীদাম সুদামে নিয়ে নন্দ যাও, আমি পারি পরে যাবো গো। এ রাজ্যের রাজার নাশ করে—কিছু ধর্ম্ম না ক'রে ত যেতে পারি না। তিন দিন ব্রজ ছেড়ে—যশোদা জননী, কেঁদে অন্ধপ্রায় পাগলিনী

মত হ'যে আছেন—আপনি গিয়ে সবাইকে সান্ত্বনা করুন গে।

নন্দ। ওরে বাপ। কি কথা শুনালি? আমি একা ব্রজে যাবো—তোকে রেখে যাবো ওরে প্রাণের গোপাল! এ কথা তো [illegible], কে তোরে শিখালে, এ [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] কোল ছেড়ে [illegible] [illegible] আর ছেড়ে দেব না [illegible] [illegible] ব্রজে যাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চক্ষে [illegible] [illegible] [illegible] এ কথা বলিস্‌নে। ওরে বাছা, তুই চল্‌, কানাইরে সঙ্গে চল—[illegible] [illegible] আমায়।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজরাজ! তুমি ত অজ্ঞান নও—জ্ঞানচক্ষে একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখ—আমি কার, কে আমার—আর তুমি বাব, কে তোমার, সকলই মায়ার খেলা। বিজ্ঞ বিবেচক হ'য়ে তুমি যদি নারীর মত কেঁদে আকুল হবে, তা হ'লে তোমার যশোমতীর আর গোপিকাগণের দশা কি হবে বল দেখি? কে তাদের সান্ত্বনা করবে? তোমার অধীর হওয়া আর দেখায় না।

নন্দ। ওরে বাপ। কথায় প্রাণ বোঝে না সান্ত্বনা যে মানে না। তুই ত দেবকীর ছেলে ব'লে [illegible] তবে কেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হ'য়ে—আমার সোণার সংসার [illegible] [illegible] আমার [illegible] রাজ্য সিংহাসন যমুনায় ভেসে যাবে—আমি দীনহীন কাঙ্গালের মত কি বাপ পথে পথে কেঁদে বেড়াব? ওরে কৃষ্ণ! ভক্তির ভগবান্ না তুই? দেখ রে বাপ এইবার তোর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নাম কোথায় থাকে? আ! বাপ! কোলে আয় রে আমার গোকুলকে শ্মশান করিস্‌নি রে। যশোমতীর কোলে দিয়ে আমি দায় হ'তে এড়াব, তার পর তোর যা মনে আছে করিস—যেথা ইচ্ছা যাস—আমি আর মানা ক'রব না। ওরে শ্রীদাম! তোদের সখা, তোরা একবার ডাক্‌ রে বাপ—দেখি কৃষ্ণ মাকে মেরে বাপকে মেরে তোদেরও যমুনার জলে ভাসিয়ে দিতে চায় কি না চায়।

(শ্রীদামাদির গীত।)

[illegible] [illegible] দিয়ে কাঁদে বহে ধারা রে।
তুই না গেলে (ও ভাই কানাই)
তুই না গেলে (ও ভাই কানাই)
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ॥
আর কার সনে ভাই বাঁধবো দল,
[illegible] [illegible] [illegible] আনবো,
[illegible] [illegible] এমন সুধা
কার কাছে আর পাব রে।
কার গলে বন ফুলের মালা,
প্রাণ ভ'রে, দোলাব রে॥

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম, সুদাম, সুবল! ভাই! সখ্য-ভাবে তোমাদেরই প্রেমে বাঁধা ভাবি। আমি কার্য্যক্ষেত্রে নেবেছি ভাই, বাধা দিও না, আবার দেখা হবে—আবার গোষ্ঠে গিয়ে ধেনু চরাবো। পিতঃ! জন্মদাতা বসুদেব, জননী দৈবকী—সত্য বটে, কিন্তু প্রাণ নন্দ-যশোমতীর মায়ায় আচ্ছন্ন আছে—এ জন্মে ত ভুলিবে না। এতে দোষ কারো হবে না, আমি [illegible] [illegible] দান [illegible] এবার [illegible] [illegible], আমি কে? কেন এ জগতে এসেছি।

নন্দ। (চক্ষু মুদিত করিয়া) আহা হা! ওরে সব তত্ত্ব বুঝেছি, ওরে কৃষ্ণ! তুই তো কোথাও ছাড়া নস—কিন্তু বাপ—তত্ত্ব যে জ্ঞান-[illegible] আর যাব না—তোতে যেন প্রেম থাকে, এই ভিক্ষা দে রে বাপ, জীবন সার্থক করি।
"[illegible] তোমা পাই, ইহা বই নাহি চাই,
করিলাম চরণে বিদিত।
যাও বা না যাও হরি, আর না জিজ্ঞাসা করি,
হৃদে সদা থেকো সমুদিত।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা গো! তবে আর বিলম্ব কি, যাও ব্রজে, মা যশোদারে সান্ত্বনা কর গে।

নন্দ। দেখ বাপ! দেখ যেন অভাগারে ভুলো না। ওরে প্রাণ রেখে, কায়া নিয়ে যাই চল,—

ওরে সর্ব্বস্বধনে অবরায় বিসর্জ্জন দিয়ে যাই চল, ওরে বাপ। চক্ষুজলে পথ দেখতে পাইনা রে— এক পা চল্‌তে পড়ে যাই—শরীরে আর বল নাই, ছায়া নিয়ে ব্রজে যাই।

(রাখালগণের গীত)

(ওগো) শূন্য ব্রজে যেতে আর চলে না চরণ।
হারাইনু মধুপুরে ব্রজের রতন।
প্রাণের প্রতিমাখানি দিনু বিসর্জ্জন॥
চক্ষে আর দেখিতে না পাই,
কাঁদি কাঁদি বুক ভাসি তাই,
হেলায় হারাতে হলো সাধনার ধন
নন্দ-নীলকান্তমণি যশোদা জীবন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নন্দের অট্টালিকা-প্রাঙ্গণ।—যশোদা ও রোহিণী।

(রোহিণীর গীত)

অভাগী তোর কপাল ভাল নয়,
তাইতে আমার বড়ই সন্দ হয়।
যাবার সময় সে তো কথা কইলে না—
ফিরে চাইলে না —
তোমার কান্না দেখে—মায়ার পুতুল
একবারও ত কাঁদ্‌লে না,
মা বল তার মনে কি আছে,
তিন দিনে তিন যুগ বয়ে গেছে,
কৈ এলো না —মনে হলো না,
তাইতে দিদি মনে বাসি ভয়॥

যশোদা।—দিদি। গোপাল আমার গোকুল শূন্য করে গেছে। তার শোকে সবাই নীরব—সবাই শূন্যপ্রাণে—শূন্যমনে—শূন্যচক্ষে চেয়ে আছে—যেন কারও প্রাণে আর প্রাণ নাই, দেহে আর তেজ নাই, সবাই নীরবে কাঁদে—মাঠ ঘাট কুঞ্জ তরুতল শূন্য সব—নীরব নীথর—যেন শ্মশান সমান ব্রজধাম। পাখীটীও নড়ে না, বাতাসও বহে না, শুনি কেবল কানায়ের শোকে—গাভীগণ হাম্বা রবে ডাকে—চায় চারিদিকে, মাঠে যায় না, পথে চলে না। কালিন্দীর কালোজলে আর ঢেউ উঠে না, বিষাদের বিষময় চিত্র যেন আঁকা চারিভিতে। আমার গোপালহারা গোকুল শ্মশানময় হারানিধি আর কি ফিরে পাব না রে দিদি? ওই না বাঁশী কে বাজায়? কৈ না রে,—সকলই যে ভ্রম। জ্বলে পুড়ে যশোমতীর প্রাণ কেন বেরোয় না, তা হলে ত আর কাঁদতে হবে না, চিতায় শুয়ে চিত্তের জ্বালা একেবারে নিবে যাবে রে।

(রাখালগণের প্রবেশ)

(যশোদার গীত)

কৈ রে কোথায় আমার কৃষ্ণধন,
যশোদার ধ্যানের জ্ঞান।
আমার সর্ব্বস্বধন প্রাণ গোপালে
দেখে কোলে রাখালগণ॥
আমি কোলে পেতে রয়েছি বসে,
আমার তারা দেরে এখন,
আমি তারায় দেরে ফিরে
কর্‌বো তারে দরশন।

(রাখালগণের গীত)

ও মা নন্দরাণি (তোর) নীলমণিরে,
হারিয়ে এনু মথুরায়।
কত ডাকিনু কেঁদে এলো না মা
ভাসিয়ে দিলে যমুনায়।
সে ত ফিরে চাইলে না,
কথা শুনেও তবু শুন্‌লে না,
বুকের ব্যথা রইল বুকে,
কাঁদিয়ে দিলে উভরায়। (যশোদার মূর্চ্ছা।)
(নন্দ ও উপানন্দের প্রবেশ)
(মূর্চ্ছা ভঙ্গে যশোদার গীত)
কৈ কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ আমার,
কৃষ্ণধনে এনে দাও
আমি কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও॥

কৃষ্ণ নিয়ে গিয়েছিলে,
কোথা কৃষ্ণে রেখে এলে,
কৃষ্ণ বলে সদাই ভাসি নয়নের জলে;
আমার প্রাণ গিয়েছে মথুরায়,
(প্রাণ) আর কি দেহে থাক্‌তে চায়,
কৃষ্ণ বলে কত ডাকি, কৃষ্ণ কোলে তুলে দাও,
(নহে) যায় কৃষ্ণ আনিবারে
দুখিনীরে সঙ্গে নাও।।

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

যমুনাতীর—রাধাকুণ্ড।

রাধিকা। সই, শতবর্ষ কেটে যাক্‌, তবু ও শ্যাম এলো না; আর আশা নাই ভাই—আর আশা নাই—আমায় চিতা সাজায়ে দাও, প্রাণনাথের নাম করে প্রাণবিসর্জ্জন দিই।

(গীত)

অভাগিনী যায় সই, অভাগিনী যায়।
কাঁদায়ে কাটায়ে কাল কাঁদিয়ে পলায়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনাও;
করে ধরি, দেহ মোর ভাসিয়ে দিও যমুনায়,
ভেসে যাই যেন গো মথুরায়,
(রাধার) দেহ দেখেন যেন শ্যামরায়।

(রাধিকার মোহপ্রাপ্তি)

(সখীগণের গীত)

হা বৃষভানুকুমারী,
হা হা কুসুম-সুকুমারী,
জাগ জাগ প্রাণ-কিশোরী,
আসিবে শ্যাম তোমারি।

বৃন্দা। ওরে সর্ব্বনাশ হ'ল যে! ললিতে! ও বিশাখা! তোরা একবার ভাল ক'রে দেখ, সাধের কমলিনী যেন অকালে না শুকিয়ে যায়! আমি মায়াবলে মুহূর্ত্তমধ্যে এই দশায় দশার কথা ব'লে শ্যামচাঁদ নিয়ে আসি গে। দেখিস্‌ ভাই, রাই যেন ফাঁকি দিয়ে পলায় না!

[বৃন্দার প্রস্থান।

ললিতা। রাজকুমারি! তুমি শ্যাম-সোহাগিনী, শ্যাম কি তোমার এ দশা শুনে আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌বেন? এখনি এসে তোমার মৃতপ্রায় দেহে প্রাণদান কর্‌বেন। একটু শান্ত হও।

(সখীগণের গীত)

কালশশী আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া;
মিলিবে তোমার পাশ।
তুরিতে দেখিয়া, চকিতে উঠিয়া;
বদনে ঝাঁপিও বাস।
তা দেখি নাগর, রসের সাগর,
মিটাতে প্রেমের ক্ষুধা।
করে কর ধরি, গদগদ করি,
ঢালিবে বচন-সুধা।
সময় বুঝিয়া, থির মানিয়া;
বসিবে রসিকরায়।
কতই আমোদ, উথলি উঠিবে;
ঘুচিবে বিরহদায়।

রাধিকা। কৈ সই,—কৈ সই? আশা মায়াবিনী কেন পায় পায় আসে? পাব কি,—পাব কি সই পাব শ্রীনিবাসে? মরিয়া বাঁচিতে সাধ হ'ল; কৈ সই, কৈ কালা এলো?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কমলিনী—এই দেখ, শ্যামচাঁদ উদিত আবার।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। এসো প্রিয়ে! পুনঃ প্রাণ শান্তি দিতে।

রাধা। বক্ষ পেতে আছি আমি বক্ষেতে ধরিতে। রেখেছি নয়নজল, ধোয়াতে চরণতল; এলায়ে রেখেছি কেশ মুছাইয়ে দিতে।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

* তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই হেন সদা করে চিত॥
হিয়া হইতে আর নাহি করিব বাহির।
রাখিব প্রহরী করি দুটী আঁখি থির॥

(গীত)

রাধিকা।—

শুন হে পরাণ বঁধু।
এতদিন পরে পাইনু তোমারে,
চাহিয়া রহিব শুধু॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে,
আর না যাইব ঘর।
শ্যাম-সোহাগিনী, সকলে জেনেছে,
আর কিছু নাহি ডর॥

(সখীগণের মিলন গীত)

মিলিল মাধব মাধবী সঙ্গ।
হের গোকুলবাসী প্রেম কি রঙ্গ
সৌদামিনী-ধনি, রাধা বিনোদিনী
উজলিল শ্যাম নব নবনীরদ-অঙ্গ।
রহসে কুসুমশর হানিল অনঙ্গ॥
আমরা যুগল বড় ভালবাসি;
যুগল হাসি দেখ্‌লে হাসি;
যুগলরূপে যায় রে ব'য়ে প্রেমের তরঙ্গ।
আজ যুগলরূপে যায় রে ব'য়ে প্রেমেরি তরঙ্গ॥

যবনিকা-পতন।

এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত

নিত্যলীলা

(উদ্ধব-সংবাদ)

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

উপহার।

বৈষ্ণবচূড়ামণি

শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ

মহাশয়েষু।

মহাত্মন্!

পরমসাধক বিবেচনায় আমার সাধনের ধন—এই ভগবান্‌চন্দ্রের লীলাকাহিনী আপনার হস্তে তুলিয়া দিলাম। ইতি

সন ১২৯৮ সাল, ১০ই আশ্বিন।

অবনত

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ	স্ত্রীগণ
জরাসন্ধ	অস্তি।
সহদেব	প্রাপ্তি।
বিদূরথ	দেবকী।
দামোদর	রোহিণী।
ঐ পুত্র	যশোদা।
নন্দ	পৌর্ণমাসী।
উপানন্দ	রাধিকা
উগ্রসেন	বৃন্দা।
বসুদেব	ললিতা।
শ্রীকৃষ্ণ	বিশাখা।
বলরাম	চিত্রা।
অক্রূর	কাত্যায়নী।
উদ্ধব	গোপিকাগণ।
শ্রীদাম	
সুদাম	
সুবল	

জরাসন্ধের বালক ভৃত্য, মগধসৈন্য, ভেরীবাদক, একজন রাখাল

নিত্যলীলা

(বৈষ্ণব-ধর্ম্মমূলক নাটক।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

মথরা—গিরিব্রজ।

জরাসন্ধের অস্ত্রাগার।

(জরাসন্ধকে দুই তিনজন ভৃত্যের সজ্জাকরণ)

১ম ভৃত্য।—

দেখ দেব, দেখ দেখ দিন বুঝি যায়।

জরা।—

উঃ। দিন কোথা—যুগ চ'লে যায়, হায়
মুহূর্ত্ত না কাটে আর, রাজ্য কারাগার,
সিংহাসন শৃঙ্খল আমার, রুদ্ধ ক'রে
রেখেছে রে, ভেঙ্গে দে রে, ছু'ট যাই আমি
বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে, অতি দূরে—
অতি দূরে—রয়েছে পড়িয়া, কত দিন।
রয়েছে ও ধারে ওই কার্য্যক্ষেত্র পারে,
আজি কালি করিয়ে কাটানু কত কার্য্য!
অনাদি বিরাট্ কাল অনন্ত-প্রবাহে,
এক বিন্দু জলবিম্ব নহি ত রে আমি।
উঠিব,—ফুটিয়া, যাব অনন্তে মিশায়ে।
উত্তাল তরঙ্গ কাল ভৈরব গর্জ্জন,
আকাশ পাতাল আয়তন, ঘোর ঝঞ্ঝা-
সনে রণে ঐরথ বিক্রম, নহি সুপ্ত!
সদা সচেতন, বিশ্ব সিন্ধু বক্ষে করি
তাণ্ডব নর্ত্তন, স্থির নাহি মানে মন,
শাদি চরণ, অস্থির এ হৃদয়ের
রুদ্ধ হুতাশন; ত্রিলোচন, ত্রিভুবন
করিব দাহন রুদ্রতেজে তেজীয়ান্
বীরধর্ম্ম করিব পালন, নিবেদন।
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী দৈত্য অংশ বীর
সাজিয়াছে ইঙ্গিতে আমার, কাণ্ডসার,
কাতারে কাতার সাথে থাকি সবাকার,
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি প্রলয় নাটিকা—
তুলিব গো কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে আমি,
দাপটে সহস্র শির কাঁপাবে বাসুকি,
বিদীর্ণ হইয়া ধরা, ধরাধর স্তরা—
ভগ্নমূল ধ্বংসশেষ উলটি পালটি
রসাতলে প্রবেশিবে চূর্ণ রেণু হ'য়ে।
পাঞ্চাল কেকয় কুরু বিদর্ভ নিষধ—
বিদেহ কোশলাবন্তি মৎস্য বারাণসী
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় মদ্র আদি—
ব্রহ্মাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য সমগ্র প্রদেশ।
মুছে দিব ধরাবক্ষঃ হ'তে স্তূপে স্তূপে
সাক্ষ্য দেবে ধ্বংস অবশেষ। বৃষ্ণি ভোজ—
পুরু যদু দশার্হ অন্ধক চন্দ্র সূর্য্য—
মধু অর্ক কৌরব পাণ্ডব কোন বংশে
কেহ না রহিবে, আবাল-বনিতা বৃদ্ধে
দিব বলিদান, খরস্রোত বহে যাবে
রুধিরের ধারা, চূর্ণ ধরা ধূলি কণা
স্তূপাকার করি, সেই রুধিরে মিশায়ে,
নূতন গঠনে নব ব্রহ্মাণ্ড গঠিব।
দেবশক্তি করি লোপ, দপ্ত সিংহাসনে,
একেশ্বর দৈত্য-শক্তি আধার হইব,
বীর্য্যবহ্নি দপ্ দপ্ জ্বালায়ে তুলিব,
উলঙ্গ কৃপাণমুখে সংসার শাসিব।

(রণবেশে অজিত প্রবেশ)

অজিত।—

[illegible] আসিয়াছি সমর-সাজেতে
[illegible] সাধ সমরাঙ্গণে, [illegible]
[illegible], [illegible] রক্ত [illegible] কৃপাণে,
[illegible] এ [illegible] পাষাণে।

রাণা।—

কে রে রণকল্যাণী আমার! ওরে আয়
তোরে আশীর্বাদ করি। [illegible] পিতার
জাগাইলি, মাতাইলি নবীন উৎসাহে।
[illegible] মন সদা [illegible],
ফেরিলাম বিষাদ-জড়িত, [illegible]
দেশে আমি, শোক-[illegible] [illegible] দিবি;
ভুলিলাম ভেঙ্গে গেল দক্ষিণের হাত;
ক্ষোভে রোষে উন্মাদ প্রমাদ পাড়িবারে,
বিশ্বগ্রাসী মহাশক্তি কৈনু আয়োজন।
আজন্ম পোষিত আশা, জীবনের সাধ,
[illegible] পূর্ণের সময়, পাইয়াছি
[illegible]; ওরে [illegible], [illegible] তোর
প্রথম অঞ্জলি হবি পাবকের মুখে
[illegible] মহাযজ্ঞের [illegible]; পরে [illegible]
দেবতারা সবাই পড়িবে, সব [illegible]
[illegible] হবে, পূর্ণাহুতি দিবে, অপরের
[illegible], অনুরোধ আমার [illegible]।

অজিত।—

শান্তি হবে। শান্তি পাবে পিতঃ। [illegible]
[illegible] উপাড়িতে পারে?
[illegible] পিতঃ। কতক্ষণে এ [illegible] মিটিবে।

রাণা।—

নাহি [illegible], নাহি আর [illegible]; [illegible]
[illegible] রণমুখে [illegible], [illegible]
হবে [illegible]। [illegible] ছি, ছি,
[illegible], [illegible] শির তার
[illegible] না [illegible] কৃপাণ আমার।
শুধু হত্যাকারী পাপ, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়
[illegible], [illegible] যমালয়;

(শান্তি ও [illegible]দেবের প্রবেশ)

শান্তি। পিতঃ, আসিয়াছি চরণ দর্শনে।
[illegible]। [illegible]। আশীর্বাদ [illegible]।
[illegible]। [illegible]।
[illegible]
[illegible], [illegible],
[illegible] না [illegible],
[illegible]
[illegible] হবে [illegible],
পতিহত্যা-প্রতিশোধ [illegible]।
[illegible], [illegible] হইবে।

শান্তি।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নাহি চাই পিতঃ,
[illegible] গেছে অদৃষ্টলিখন। নাহি জানি
পূর্বজন্মে কত পাপ ক'রেছি আমরা,
অকালবৈধব্য তাই পাইনু প্রতিফল;
[illegible] পিতঃ। পাপিনীর—
[illegible], কি হইবে [illegible]?
[illegible] রাখিব আর কাহার কল্যাণে?
[illegible] সে ত চলে গেছে, [illegible]
[illegible]। প্রাণ গেছে ভেঙ্গে, আর [illegible]
[illegible] পিতঃ, কি হইবে প্রতিশোধে?
[illegible]। [illegible],
[illegible];
[illegible] পূজি ভগবতী, [illegible]
পতি আত্মা [illegible] লাগি, [illegible]
ত্যজি [illegible], [illegible] কাটাই জীবন।
নারী আমি, থাক আমি নারীর মতন।

অজিত।—

থাক বোন, আমি যাই প্রতিশোধ [illegible];
বীরবালা, [illegible] নাই [illegible]
[illegible], [illegible] আর [illegible]
পতিহত্যা। [illegible], [illegible]
পুড়ে গেছে প্রাণ; [illegible]
[illegible] রণরঙ্গভূমে [illegible]
করে [illegible], [illegible]। [illegible]

ভয়ঙ্করী, করি অবিরাম রক্ত পিয়া,
পিয়া পিয়া, নৃত্য করি মিটাই পিয়াস।
শোণিতপানের ব্রত করেছি অভ্যাস।
পতিহত্যা-প্রতিশোধ পত্নীর প্রয়াস!

জরা—
পতিব্রতা মা আমার, মিটাব তোমার
পতিহত্যা প্রতিশোধ-আশ; চল সাথে,
রণক্ষেত্র-যাত্রী, পিতা, পুত্রী তুমি মোর,
বক্ষ না হইতে তব রুদ্ধ হতাশনে,
বিদ্যুদ্গতিতে চল পড়ি অরি-মাঝে।
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার, উচ্চ হাহাকার,
কৃপাণে পড়িবে শির কাতারে কাতার,
পদাঘাতে চূর্ণ হবে মেরু মহীধর,
বীরদর্পে কাঁপিবে বসুধা, ত্রস্ত শির
টলিবে বাসুকি, রক্তে নদী ব'হে যাবে
ভেসে যাবে রামকৃষ্ণ যাদব-বৈভব,
শ্মশান মথুরা রবে সাক্ষ্য দিতে সেথা,
কালাগ্নি জ্বলিয়াছিল পরশি গগন,
ভারতের কালসর্প করিতে দাহন।

(সহদেবের প্রবেশ)

সহ। পিতৃদেব, প্রণমি চরণে।

জরা। কোথা ছিলে
এতক্ষণ? অত্যাচারে কারে বলে—বুঝি
প্রজাদের দ্বারে গিয়ে বুঝাইতেছিলে?
বিদ্রোহের বীজ বুঝি ছড়াবার তরে,
প্রজার হৃদয়ক্ষেত্রে, প্রেম আন্দোলনে
উর্ব্বর করিতেছিলে? সাম্য স্বাধীনতা,
প্রজাস্বত্ব, ভূস্বামিত্ব, তত্ত্বকথা যত
শিখাইতেছিলে বুঝি? রাজ্য-তরীখানি,
প্রজাতন্ত্র-ঘূর্ণজলে ডুবাবার তরে,
সঁপে দিতেছিলে বুঝি? ছি ছি লজ্জা পাই,
হেন ক্ষুদ্র প্রাণী কেন ঔরসে আমার?
জন্মিল তো মরিল না কেন? অপুত্রক
ছিল ভাল এ জ্বালার চেয়ে! এ যে ক্রোড়
-বৃশ্চিকদংশন, চাহি মুখ ফাটে বুক,
সরলতা দম্ভ ও মূর্ত্তিমান মুখে,
শূন্যদৃষ্টি শুষ্কপ্রায় মস্তিষ্ক লক্ষণ,
আপনার ভাবে ভুল, নহে কি হইত,
সিংহের শাবক হয়ে শৃগালস্বভাব?
পৌরুষবিহীন ভীরু কাঠিন্য অভাব?

বিপ্র। মহারাজ রাজ্যেশ্বর তুমি; পুত্র
তব বীরবংশজাত, বীরাঙ্গনা—বীর-
মাতা জননী উহার, হেন আচরণ
নাহি কর পুত্র সাথে। প্রজা তুষ্ট রুষ্ট
কি না, কোন্ রাজনীতি রাজা নাহি বলে
লইতে সন্ধান? বীরমন্ত্র স্বাধীনতা,
শ্রেষ্ঠ জীব মানবসংসারে, বীজমন্ত্র
কে দিতে কাতর তাহাদের? কোন্ রাজা,
কহ রাজা, রাজরাজ্যেশ্বর তুমি, কহ
শুনি, কোন্ গুণবান্ রাজা অন্ধ হয়ে
অন্ধ করে অন্ধকারে করে রাজ্যপাট।
ছি ছি রাজা, তব যোগ্য নহে এ শাসন,
উচ্চ মাথা নাহি হবে হেঁট, এই পুত্র
একদিন দিগ্বিজয়ী পুত্ররত্ন হবে,
সসাগরা ধরায় আনিবে অধিকারে;
বৃদ্ধের এ ভবিষ্য বচন, ফলিবেক,
দেখিবে জগৎ; তাই বলি মহারাজ,
মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট কর শিষ্টসুতে!

জরা। হে ব্রাহ্মণ,
রাজকার্য্য নহে ব্রত পূজা।
ধর্ম্মকর্ম্ম সত্য সরলতা রাজনীতি
নহে দ্বাপরের, প্রজাস্বত্ব হয়ে গেছে
লোপ, ধরা এবে ধরণীপতির,
আত্মতেজে তেজীয়ান্—
সর্ব্বোপরি বলীয়ান্।
বল যেথা বলবান্, স্বাধীনতা সাম্য
সেথা নাহি পায় স্থান। অস্ত্রবলে শাসি
রাজ্য, শাস্ত্রবল ছিল পূর্ব্বকালে;
মানি সত্যকথা দ্বাপরের আয়োজন
অন্যতর, তাই চাই, তাহ করি, তাই
এই আচরণ, শিষ্ট শান্ত শিষ্য প্রতি
তব। পুরোহিত বুঝি মনে পুত্র এত

অঙ্ক বিহিত, আদর পাইবে পুনঃ
অনাদরে নহে ক্ষুণ্ণ হইবে নিশ্চিত।
সহ। সেই ভাল পিতৃদেব অনাদর চাই,
অনাদরই আদর আমার, শান্তি ভাল
অশান্তির চেয়ে! সমকর্ম্ম সমধর্ম্ম
জীবের জীবন যন্ত্রণায় সঁপে দিয়ে,
নাহি চাহি রাজ্যের প্রসাদ। বল যার
ধরাতল তার, হেন ছার কথা কভু
কর্ণে মম নাহি পায় স্থান; হাহাকাররবে
কাঁদিবে পীড়িতে প্রজা, চক্ষে হেরি
হাসিতে নারিব! সে অশান্তি মর্ম্মজ্বালা,
কিছুতেই বক্ষে না সহিব! তার চেয়ে
আপনার ভুলে যাই, মর্য্যাদা বালাই
পশ্চাতে রাখিয়া ছুটি শান্তি যেথা পাই,
রাজধর্ম্ম প'ড়ে থাক্ নির্ম্মমের তরে।
উঠুক রোদনরোল প্রতি ঘরে ঘরে!
জরা। নির্ব্বোধ বালক, অসার, হৃদয়হীন,
তাই তোরে করিলাম ক্ষমা, মাতৃহীন
তাই আজ পাইলি নিস্তার—ক্রোধে মোর,
ছিন্ন শির পড়িল না খ'সে; সেধেছিনু
সিংহাসনে বসাইয়ে, রাজ্য [illegible] দিয়ে,
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে;
ভাগ্যবলে বাঁচিল মগধ; যাও এবে,
কারাগারে কর বাস নীচবুদ্ধি
ঘুচে যাবে, উচ্চ হাস করিতে শিখিবে,
সহ, যা হবার হবে ভবিতব্য জানে।
মন্ত্রীকরে সঁপি রাজ্য, চলিলাম আমি
বীরধর্ম্ম করিতে পালন। এসো বৎসে,
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন, উচাটন
সৈন্যগণ, পদভরে কম্পিত ভুবন।
বিদু। মহারাজ! তনয়ে না কর নির্য্যাতন।
জরা। হে ব্রাহ্মণ, রাজ্য আগে, পুত্র তার পর,
রাজার প্রধান ধর্ম্ম রাজ্যের রক্ষণ।
শান্তি।
পিতৃদেব, পিতৃযোগ্য নহে এ বচন,
শুকাবে না মমতার মুক্ত প্রস্রবণ।
জরা। নারী তুমি, কহ কথা নারীর মতন,
ব্রাহ্মণের সনে কর দেব-আরাধন।
সহ। কেন বোন্, মোর তরে কেন আবেদন?
সুখে রব অন্ধকারে মিশি; রবি শশী
নক্ষত্র আকাশ দেখিব না, লুকাইয়া
রব; সুখপূর্ণ বসুধারা সুখশূন্য
কেমনে দেখিব? তার চেয়ে অন্ধ হওয়া
ভাল! পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি, ছেড়ে যাই
নির্দ্দয়ের ঠাঁই ছুঁইব না নির্ম্মমের
ছায়ামাত্র কভু; কুটিলতা কূটনীতি
নষ্ট আচরণে দরিদ্র দুর্ব্বল শিষ্টে—
পীড়নে, পেষণে, শাস্তি প্রদানে এড়াব।
আত্মানন্দে জীবলীলা নির্জ্জনে কাটাব।
জরা। সেই ভাল, রক্ষিদল লয়ে যা কারায়,
সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে যাক্ অন্ধ তমসায়।
উদ্ধতের পরিণাম বুঝিবে পশ্চাৎ,
হয় পুষ্পবরিষণ, নহে বজ্রাঘাত।
[অস্ত্র ও জরাসন্ধের প্রস্থান।
শান্তি। ভাই—ভাই,
এই ছিল তোমার কপালে?
সহ। কেন বোন্ কেন কাঁদ, ভিজে অশ্রুজলে?
প্রাণ কে বাঁধিতে পারে লোহার শৃঙ্খলে?
চল রক্ষি, চল, কোথা যাব?
গুরুদেব! কর আশীর্ব্বাদ।
বিদু। অহো! কি কহিব আর,
অত্যাচারে পূর্ণ এ সংসার, রাজ্য-রাজা
রসাতলে যাবে এইবার। দিব্য চক্ষে
দেখিতেছি আমি, ভারতের অগ্রগণ্য
বীর, উচ্চ শির আকাশ পরশে যার,
পতনের আরম্ভ তাহার, একে একে
মুকুটের রত্ন খ'সে যাবে, সিংহাসন
ছত্র দণ্ড চূর্ণ হয়ে ধূলিসাৎ হবে।
এক খণ্ড কালো মেঘ অতি ক্ষুদ্রকায়,
উঠিয়াছে আকাশের গায়, একধারে
আছে স্থিরবায়ু স্তব্ধ করি; ক্রমে বায়ু
বাষ্প উঠাইবে, শুষিবে পয়োনিধি,

ক্ষুদ্র মেঘ বিস্তারিবে বিরাট্ কায়ায়,
কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে ঝরিবে বিজলী,
বজ্র পাত হবে চারিভিতে, চূর্ণ রেণু
ভস্ম শেষ ধ্বংস হয়ে পড়িবে ধরণী,
রাজ্য রাজা যাবে রসাতলে, পাপপূর্ণ
নর নারী আউদর চুলে, দগ্ধ-দেহে
ছুটিবে চৌদিকে, প্রতি পদে প্রাণ দিবে,
প্রলয়ের বিষাণ বাজিবে, শূন্য স্তব্ধ
মহাশূন্যে শূন্য ধরা পন্থা-হারা হবে,
পরমাণু পঞ্চ ভূত মিলায়ে রহিবে ;
অদৃশ্যে এ দৃশ্য বিশ্ব অদৃশ্য হইবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মথুরা—রাজ-অন্তঃপুরস্থ এক কক্ষ।

(রোহিণী ও দেবকীর প্রবেশ)

রোহিণী। ঐ দেখ দিদি! ঐ দেখ, কেমন সাজিয়েছে দেখ? আ, মরি মরি! এমন সোণার চাঁদ ছেলে কি, আর কারো দিদি?

(উভয়ের করতালি ও গীত)

আজু ভালি সাজে দুলাল।
বাল গোপাল সাজে রাখাল॥
আজি দাদাও সাথে সাজে বালরাখাল॥
ধটী ছটী পীত বসন বনমাল॥
শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া ববঙ্গ ভূপাল,
বাজে বাঁশরী গুঞ্জা মুদঙ্গ রসাল॥

(গান করিতে করিতে বাম কৃষ্ণকে লইয়া উদ্ধবের প্রবেশ)

(গীত)

দেখত দেখ কি রাণী যুগল কিশোর ছবি।
শ্বেত সাদৃশ রূপ বিশ্বরূপ স্বরূপ আকারি॥
নীল নলিনী দৌ নয়ন বিকাশিত,
মধু মন্দবাধরে হাস্য বিভাসিত,
স্তুত নর্তিত, গণ্ডযুগস্মিত,
অলকাবৃত মনোহারী।

রুনরুন ঝুনরুন, নূপুর বাজন,
নর্ত্তন জনমনোহারী॥

(গীত)

শ্রীকৃষ্ণ।—

(আজ) রাখালসাজে সেজেছি মা
রাখাল বলা দে।
ওমা তেমনি ক'রে আদর ভরে কোলে তুলে নে
কাঁদিয়ে কত কেঁদেছি মা
তুই তো তেমন কাঁদাবি না
হাসবো খেলবো নাচবো সুখে ভুলবো না তোকে ;
ও মা তেমনি ক'রে
আদরভরে কোলে তুলে নে॥

(গীত)

দেবকী।—

ওরে ধর্ রে দুখিনীর ধন নবনী মাখন।
চাঁদমুখে মা ব'লে কোলে আয় রে হারাধন,
ওরে ও নীলরতন॥

(ননী প্রদান ও শ্রীকৃষ্ণকে কাঁদিতে দেখিয়া)

(ওরে) কি হ'ল কি হ'ল বল।
কেন বাপ নয়নে জল,
আমার স্বর্ণ-শতদল সোণার কমল কি
দুঃখে এমন।

ওরে ও নীলরতন॥

রোহিণী।—(ঐ গীত)

(আহা) প্রাণের বাছনি তোর জননী জীবন,
দুটী হাত পেতে নবনী নিয়ে কাঁদ রে বাপধন,
কেন কাঁদ রে রতন॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ননী হস্তে কাঁদিতে কাঁদিতে)

(গীত)

(ওমা) কাঁদি আমি কে যেন কাঁদায়।
কি জানি কে আসিবেন অকূলে ভাসায়॥

ফিরে চাই সে না ফিরে চায়
ভেসে যায় কি জানি কোথায় ॥
কে বলে কি অনলে,
এ প্রাণ কেন জ্বলে,
যেন আঁখিজলে হৃদয় ভাসে হায়।
কেন প্রাণে কে সে এসে কাঁদায়ে কেঁদে যায়।
[illegible] যায়।
কি মায়া মোহ ঘেরে,
মমতা আসে ফেরে,
ভাবিনে রাখি ধরে ধরা তো নাহি যায়।
ফিরাতে চাহি যদি ফিরে সে যেতে চায়,
বলে সে ফিরে ফিরে ওরে রে বাপ ফিরে আয় ॥

(শ্রীকৃষ্ণের মোহ)

দেবকী। সর্ব্বনাশ! এ কি হলো! বাপ আমার এমন হয়ে পড়্‌ল কেন? ও রোহিণি! ও বলাই! ওরে উদ্ধব! ওরে দেখ না রে, আমার সর্ব্বস্বধন হারান রতন যে ধরায় পড়ে গড়াগড়ি যায়।

রোহিণী। হায় হায়! আজ কি এই সর্ব্বনাশ হবে বলেই আমি অভাগী এত দিনের পর ননী খাওয়ার কথা তুলেছিলেম? বলাইচাঁদ! কি হবে বাবা? উদ্ধব রে, তোর প্রাণের সখার এ দশা কেন হলো বাবা?

উদ্ধব। মাগো! নন্দবেশেই আজ আমাদের এই বিপদে ফেল্লে। কেন মা দেবকি! এ সাধ আজ কেন করে মা?

দেবকী। বাবা উদ্ধব! আমি হতভাগিনী যে চিরদিনই কাঁদবার জন্যে জন্মেছি বাবা। নইলে পরে, কোথায় নিধি কোলে পেয়ে, তারে ধোরে রাখতে পাচ্ছি না, এ কি আমার কম যাতনা। বাপধন! উঠ রে! ওরে, চাঁদমুখ যে আর মলিন দেখতে পারি না। পদ্মচক্ষু দুটী খোল বাপ, মা বোলে কোলে আয়! ওরে, বড় আগুন জ্বলে উঠেছে, বুকে বড় জ্বালা, রে বড় জ্বালা, মার প্রাণে আর সয় না। জেগে উঠে এ জ্বলন্ত আগুন নিবিয়ে দে বাপ!

রোহিণী। হ্যাঁরে কৃষ্ণ! মায়ের উপর কি অভিমান হয়েছে? অভিমান হয়ে থাকে তো আমার কথা রেখে ওঠো; আমার কথা তো কখন ঠেলনি বাবা। দেবকী দিদি! নীলমণি তোমার বড় অভিমানী গো বড় অভিমানী, একটুতে বাবা আমার যশোমতীকে পাগল ক'রে দিতো, কথায় কথায় অবুঝো্‌রে কাঁদাতো।

দেবকী। কেন বোন্! আমি ত বাবাকে আমার কোন কটু কথা বলি নি, যশোদার মতন ও কমলকর তো দড়া দিয়ে বাঁধিনি, যে দিন থেকে হারা-নিধি পেয়েছি, একটী দিনের তরেও তো কোল থেকে নামাইনি। ওরে বাপ, তোরে যে আমি অনেক সাধনে ফিরে পেয়েছি। তুই যে বাবা আমার অন্ধের নয়ন, দরিদ্রের নিধি, তোকে যে বাপ এক দণ্ডের তরে চক্ষের আড় করতে পারি না। বলাইচাঁদ, তুই যে বাপ কোন কথা কচ্চিস্ নি? বল্ বাপ বল্, কেমন করে প্রাণের বাছাকে আমার বাঁচিয়ে তুলি?

বল। মা! আপনারা উতলা হবেন না, কোন ভয় নাই, ভাই আমার মূর্চ্ছিত হয়েছেন মাত্র; আমি শুশ্রূষা কর্‌ছি, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে পুজা-গৃহে যান; আমি সত্বরই কৃষ্ণচন্দ্রকে লয়ে আপনাদের চরণ দর্শন কর্‌বো। উদ্ধব ভাই! এসো, দুজনে কানায়ের মূর্চ্ছা ভঙ্গে যত্ন করি।

রোহিণী। দিদি! চল, আমরা ঠাকুর-ঘরে যাই, বলাইচাঁদের কথা মিথ্যা হবার নয়, এখনি তুমি তোমার হারানিধি ফিরে পাবে এখন।

[দেবকী ও রোহিণীর প্রস্থান।

উদ্ধব। কি ভাবে ভাবিত ভাই, প্রেমপূর্ণ আঁখি?
কি প্রেমে বারিছে ধারা ধার? কেন মোহ?
সচেতন কেন অচেতন? কি মায়ায়,
মোহিত মোহনকায় এ ধরা-শয্যায়?
মলিন, মলিন হাস্য চির হাস্যময়,
কি দুঃখে? রহস্য ভেদ কর মহাশয়!
বল। বুদ্ধে বৃহস্পতি সখা, বিজ্ঞতায় অজ্ঞ
হয় মনে, এ রহস্য নারিলে বুঝিতে?

ছিন্ন প্রণয়ের আশা ভগ্ন স্নেহ ঋণ,
অতৃপ্ত প্রেমের স্মৃতি, বেজেছে কঠিন,
তাই ভাই মোহেতে মলিন ; নির্ব্বাপিত
ব্রজভাব উঠেছে জ্বলিয়া , নিদ্রাগত
কৈশোরের লীলারঙ্গ স্মৃতি, বিস্মৃতির
রাজ্য হ'তে এসেছে জাগিয়া ; সেই স্নেহ,
সেই মায়া অপার করুণ, মূর্ত্তিমতী
প্রীতি মাতা যশোমতী সতী, পিতা নন্দ
সদানন্দময়, শ্রীদাম সুদাম দাম—
বাল্যমিতা, মমতা-নিলয় ; অঙ্গ আধা
রাধা প্রিয়া গোপিনী-নিচয় ; যমুনার
তট বট-মঞ্জু-কুঞ্জ মৃগ শিখী পাখি—
পাভী বৎস কোকিল কোকিলা অলি-কলি
ফুল্ল ফুল কি বলিব সমগ্র গোকুল
স্মৃতিমূলে করিছে অঘাত দিবারাত ;
কাঁদিছে গগনভেদী উচ্চতার রবে,
আসে দূর আকাশ বাহিয়া। কে নির্দ্দয়
বক্ষ পাতি নাহি লয় এ অনন্ত শেল ?
কার হিয়া নাহি টলে মমতার দায় ?
কে হেন নির্দ্দয় নাহি কাঁদিবারে চায় ?

শ্রীকৃষ্ণ। (সোপান্তে উঠিয়া) কৈ মা, কৈ মা! আমি নির্দ্দয় ব'লে তুইও যে মা নিদয়া হলি? কোলেও তো নিলি না মা? ওরে ওরে! আমার দুখিনী মা কমনে গেল? ওরে কাঁদিয়েছি বোলে যে মা যশোদা হেলায় ফেলে কাঁদিয়ে চ'লে যায়, মা, মা, আমি যে তোর বালক রাখাল, প্রাণের গোপাল, আর কাঁদাব না, মা, আর কাঁদাব না ; দেখা দে, তোর বড় আদরের—বড় যত্নের নিধি যে আজ পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্চে, তা কি তুই একটীবারের তরেও চেয়ে দেখ্‌বি না? ওগো, মা বৈ যে আর আমার কেউ নাই। (ক্রন্দন)

বল। ছি ছি ভাই, এ কি মোহ? জ্ঞানময় তুমি।
অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা, বিশ্বযন্ত্রযন্ত্রী,
মন্ত্রী নিয়ন্ত্রী জীবেরই ইচ্ছাময়, সদা
সচেতন ; কার্য্যস্রোত কালের নিয়ম,
সূক্ষ্ম তুমি স্থূল সূক্ষ্মে মিলাও মিশাও
দুঃখে সুখে রেখে জীবে হাসাও কাঁদাও,
নিজে কেন কাঁদিবার সাধ? কাঁদিয়া কি
কার্য্যস্রোত ফিরাইতে চাহ অবতার!
শোধ ধার মমতার ফেলি অশ্রুধার।
বুঝেছি বুঝেছি ভাই ব্রজছাড়া নও,
এ রহস্যে কেন তবে ভাবাইতে চাও?

শ্রীকৃষ্ণ।—ভাই ভাই! কে শুধিবে যশোদার ধার এত মায়া কোন্ মার আছে! বাঁচে কি না বাঁচে মা আমার পাগলিনী, অভাগিনী বল কোথা আছে? যেতে দাও দে'খে আসি, পায়ে ধ'রে কেঁদে আসি শুধু একবার, মার জ্বালা যাই বোঝে, পুত্র কোন্ ছার! যেতে দাও, খুঁজিব সংসার! মায়া ভিক্ষা মেগে লব সে মহামায়ার।

বল।—কোথা যাবে ; কেন এ বিকার? ব্রজভাব
স্বভাবের, অভাবের নয় ; ভাবি চিতে
উচিত যা করহ বিধান। পরবাসে
প্রিয়জন পরিজন সুদূর আবাসে,
সুসংবাদে নিত্য জ্বালা নাশে ; ভাবি তাই
পাঠাইয়া দূতে, ব্রজ হ'তে সবাকার
আনাও বারতা। মাতা পিতা রাখালিয়া
গোপ গোপী গাভী বৎস যে যথায় আছে,
প্রাণ পাবে তারা সারা হবে না কাঁদিয়ে
চিন্তামণি!
তোমারও নিশ্চিন্ত রবে হিয়ে!

শ্রীকৃষ্ণ।—

কে যাইবে? কে করিবে হেন উপকার?

উদ্ধব।—

সে কি সখা!
কে না কার্য্য সাধিবে তোমার?
হেন ভাগ্য কার, সখ্য দাস্য সনাতন
লইবে যাহার? বড় সাধ অভাগার,
চক্ষে হেরে আসি সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ;
বুঝি মনে ব্রজধাম ব্রহ্মাণ্ডের সার,
মর্ত্ত্যের গোলোক যথা সাকার বিগ্রহ।

(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের হস্তধারণ করিয়া গীত)

তবে যাও সখা দেখিয়ে এ'সো,
আমার সোণার ব্রজ অন্ধকার।
চোখের জলে বইছে নদী,
সেথা উঠেছে, শুধু হাহাকার॥
কেঁদে ক্লান্ত গোপ-গোপিকার,
জীর্ণ জরা দেহভার,
অনাহারে শীর্ণ তনু প'ড়ে আছে মা আমার।
মা বোলে ভাই ডেকে তাঁরে দিয়ো এ নয়নাসার,
পদে দিও এ নয়নাসার॥
দেখো কেঁদে যেন কাঁদায়ো না;
শোকানলে জ্বালযো না;
পাখী পাখী ধেনু বৎস রাখালিয়া রে আমার,
আমার আমার আশে আশ্বাসিয়ে
জুড়ো হিয়ে সবাকার।
ও ভাই জুড়ো হিয়ে সবাকার॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মথুরা—রাজসভা।

উগ্রসেন, বসুদেব ও সভাসদ্গণ আসীন।

(অক্রূরের প্রবেশ)

অক্রূর। কি কহিব মহারাজ, রামকৃষ্ণকথা
অদ্ভুত বারতা, বিস্ময়ে ভাসিবে মন।
গুরুগৃহে গমন অবধি, প্রতিপদে
দেখায়েছে অমানুষী লীলা পূর্ণভাবে,
আদর্শ পুরুষকার প্রকৃতি পুরুষ।
ভক্তি শ্রদ্ধা সুবিনয়ে দেবতার মত
গুরুসেবা আরম্ভিয়া দোঁহে, শিখিলেন
দিনে দিনে, কল্প ছন্দ শিক্ষ ব্যাকরণ
নিরুক্ত জ্যোতিষ-উপনিষদের সহ
অখিল বেদান্ত বেদ, দেবতা মন্ত্রের
জ্ঞান সহ ধনুর্বেদ, নীতিমার্গ, ধর্ম্ম
নানাবিধ, ষড়্বিধ রাজনীতি আদি;
আন্বীক্ষিকী শিখি যযত্নে চতুঃষষ্টি
অহোরাত্রে শিখিলেন চতুঃষষ্টি কলা।
মহামুনি সন্দীপনি মানিলা বিস্ময়
অবন্তীর বাল বৃদ্ধ দিলা জয় জয়।

উগ্রসেন।—
অদ্ভুত লীলা! হেন শিক্ষা কভু
শুনি নাই, চক্ষে দেখি নাই, ভাবনায়ও
আসে না, কল্পনা-চিত্রে চিত্রে না কেহই!
ধন্য অমানুষী শিক্ষা ধন্য দৈববল!
নতুবা কি রাজসভা মাঝে, পারিত সে
একাসনে হারাইতে সবা বৃদ্ধ বুধ
যে যথায় ছিল? সমগ্র মথুরা কালি
জয়মাল্য দিয়াছে শ্রীরাম দামোদরে,
সর্ব্ববিদ্যা-সুপণ্ডিত কিশোর প্রবীণ।
ধন্য বৎস বসুদেব, ধন্য পিতা তুমি।
পুত্ররত্নে তুমি ভাগ্যবান্! শক্তিমান্
সর্ব্বগুণধাম পূর্ণজ্ঞান জ্ঞানাতীত
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মূর্ত্তিমান মহাযশা
যুগান্তের মুক্তকারী যুগ্ম অবতার।

বসু।—
করুন্ আশীষ দেব, চিরজীবী হোক্
রামকৃষ্ণ দুলাল আমার। কত কষ্টে,
কত বক্ষরক্ত শুকাইয়ে, অশ্রু দিয়ে,
কত দেব আরাধনে দরিদ্রের নিধি
ফিরায়ে পেয়েছি কোলে। দিন দেছে
দীননাথ, এ সুদিন রহে যেন দেব,
এই আশীর্ব্বাদ যাচি গুরুজনপদে।

অক্রূর।—
হে সুধীর মহাতপা! পুত্রবর তব
অজয় অমর, পৃথ্বী-পবিত্রকরণে
আবির্ভূত এ মহীমণ্ডলে, আজ্ঞামত
চলে কাল ব্রহ্মাণ্ড বাহিয়া, ভাবে পড়ে
ইঙ্গিতে প্রভুর, অথ জরাহীন নিমেষে
অক্ষয় রহেন চক্ষু চাহি, ক্ষয় জয়
নাহি অব্যয়ের, সর্ব্ববলে বলীয়ান
গুরুদক্ষিণার ছলে সেধেছেন কার্য্য

গুরুতর ; সন্দীপনি মুনিপুত্র শিশু,
প্রভাতে সাগরে ডুবে ত্যজিল পরাণী ;
দক্ষিণার ছলে ঋষি মাগিল সে সুতে।
পশিল অতলতলে কেশব তোমার ;
ত্রাসে সিন্ধু কাঁপিল সঘনে, যুড়ি কর
দাঁড়াইল, মুনি-পুত্রে চাহিলেন হরি ;
কহিলা বারীশ, পাঞ্চজন্য শঙ্খাসুর
গ্রাসিয়াছে ব্রাহ্মণকুমারে, বুদ্ধ শুনি
হৃষীকেশ নাশিলেন মুষ্ট্যাঘাতে তারে ;
আছে শিশু সংযমনীপুরে, কহি দৈত্য
ত্যজিলা জীবন ; শঙ্খ হরি মুরহর
করিলেন ভৈরব নিনাদ, ত্রস্তে উঠি
মহিষবাহন আজ্ঞামত আনি দিল
মগ্ন শিশুটীরে ; প্রাণদানি প্রেমময়
দিলা তুলি মা বাপের কোলে ; দক্ষিণায়
তৃপ্ত নিজ, দম্পতী-আলয় স্নেহানন্দে
পূর্ণিত এখন ; মমতা-মাখান অশ্রু-
বারিধারা দিয়ে, সন্দীপনি মুনিপত্নী
পারে নি বিদায় দিতে, কেঁদেছে কেবল,
গেয়েছে দুবাহু তুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
স্তম্ভিত শুনিয়া কার্য্য দেবগণ যত,
অদ্ভুত, অদ্ভুত যেন স্বপ্নকথামত ?

উগ্রসেন। নহে নর, দেবতা যুগল। বুঝিয়াছি,
জগতের মঙ্গলের তরে, জন্মিয়াছে
নররূপে নিত্য নারায়ণ, নহে হেন
সাধ্য কোথা রবে ? অসম্ভবে পরাভবি,
সম্ভবের সুসাধ্যের আরও ভিতর
আনি, করে বিশ্ব সচকিত। ধন্যবাদ
শত মুখে দাও সবে রাম দামোদরে !

সকলে। ধন্য যদুকুলরবি রাম-দামোদর।

অক্রুর। ধন্য ধরাভারহারী মধুমুরহর ?

বসুদেব। ঐ যে আসিছে বৎস ব্রজবেশ ধরি !
আহা মরি, দেখ রে মাধুরী, মন্দ পদে
আসে দুটী সভা আলো করি ; কি মধুর
বাজিছে নপুর ধীরি ধীরি ! আয় বাপ,
আয় রে ও শির চুম্বি আশীর্ব্বাদ করি !

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

উগ্রসেন। আয় ভাই, আয় দোঁহে দুবাহু পসারি
[illegible] তোরা
[illegible],
পার [illegible] দিয়া [illegible], ব্যথাহারি !
ব্যথাহারি কোল দিয়া আকুল পাথারে।
শান্তি পাই [illegible] নয়নে নেহারি।

অক্রুর। ভক্তাধীন ভক্তাধীন, দেখে সব পরে
শিখে লব কাল বার্ত্তা কে কেমন করে।

শ্রীকৃষ্ণ। হে ধীমান চেয়ে দেখ দ্বারে মগধের
রণদূত ; কি কার্য্যের তরে আসিয়াছে,
আদেশ মাগিছে প্রবেশিতে সভামাঝে,
প্রভুবার্ত্তা প্রদানিতে মথুরা-অধিপে।

বসুদেব। মগধের রাজদূত ?

উগ্রসেন। পাপ বার্ত্তাবহ।

অক্রুর। পিশাচের অগ্রদূত এসেছে নিশ্চয়
পৈশাচিক কার্য্যব্যপদেশে, উগারিবে
হলাহল, মথুরায় করিবে চঞ্চল,
ঘটে যাবে বীরত্বের প্রতিঘাত।

বসুদেব। ভাবি ভয়, পাছে হয় অশনিসম্পাত।
পাছে ক্রুদ্ধ জরাপুত্র বাধায় বিবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ। কিবা ভয়।
শত্রু সে তো আগে আছে জানা ;
আজয় বাসনা, দেখিব পরীক্ষা করি
কত বলে বলীয়ান্, অসুরপ্রধান।
আজ্ঞা দেন দূতে হেথা হোক আগুয়ান !

(মগধদূতের সভায় আগমন [illegible])

মগধদূত। এ সভায় কে প্রধান ?
কে লবে বারতা ?
আসমুদ্র ধরাপতি, চক্রবর্ত্তী রাজা,
মহারাজ রাজেশ্বর জরাসন্ধ শূর,
প্রতিনিধি আমি তাঁর, মগধ রণদূত,
আসিয়াছি রণবার্ত্তা লয়ে, কারে কহি ?
কে দিবে উত্তর ? কে নায়ক মথুরার ?
কে রাজেশ্বর, কর্ত্তা সন্ধি-বিগ্রহের ?

অক্রূর। আরে রে বাচাল বার্ত্তাবহ, ভারবাহি-
পশুবুদ্ধি কেন? অথবা মূর্খতা নয়—
দাম্ভিকতা বুদ্ধি উদ্ধতের অনুচর,
পাপে ক্ষীণদৃষ্টিহীন, ঠেকে নানা নয়নে
মথুরার সিংহাসনে মথুরা অধিপে!
মগধদূত। ইনি? হ্যাগো, ইনি এবে মথুরাপতি?
ভাল সাজে সাজিয়াছ প্রবীণ ভূপতি;
শুভ্রকেশে মুছাইয়া পুত্রহা চরণ,
কেমনে লইলে বৃদ্ধ পুত্রসিংহাসন?
কোন্ লাজে দেখাইছ মুখ? বুঝ না কি
সার্থপর, বালকের ক্রীড়নকমত
ছিন্ন-পরিচ্ছদে দেহ আবার তোমার
সাজাইয়ে রেখেছে, খেলিবে ইচ্ছামত,
এক দিন দুই দিন, চরণ প্রহারে
ভাঙ্গিবে পুতলি, কোথা রবে এ সাজন?
ছি ছি ধিক্ রাজ্য তব, রাজসিংহাসন!
প্রেতভূমি করেছ মথুরা? পুত্রে নাশি
ঘাতকের সহযোগে, তারি সেই উষ্ণ
শোণিতাক্ত করে, রাজদণ্ড দণ্ডধর
কি সাধে ধরিছ? কত দিন আর
জীর্ণতনু বহিবে জগতে? কালফণী
দংশিছে মস্তকোপরি, নাহি বুঝি জ্ঞান?
শ্মশান সমুদ্রতীরে আসিয়া পড়েছ,
তবু ভোগলালসা বলে কি? ধিক্ থাক্,
জন্ম তরী কি সুখে বহিছ? ছিছি, ছিছি
ঘৃণা হয় চাহিতে ও মুখপানে তব।
দুশ্চাহল নয়নে ঠিক রে, দন্তহীন
আস্যের গহ্বর যেন নরক-দুয়ার,
কুটিলতা-পূর্ণ প্রাণ কুৎসিত আচার।
বল। সাবধান অসুরসেবক! নটভূমি
নহে রাজসভা, যথেচ্ছ আচার নাহি
চলিবে হেথায়, রেখো মনে, রাজদণ্ড
শত্রু মিত্র বাছিতে না জানে অপরাধে
অপরাধী, শাস্তি পায় উপযুক্তমত।
দূত তুমি, দৌত্যকার্য্য তব অধিকার,
তাহে সাধি-করহ প্রস্থান, নহে কেন
বৃথা কথা পাড়ি বীর পাড়িছ প্রমাদ?
রাজরক্ষী অসিস্পর্শে কেন এত সাধ?
মগধদূত। হে হিতৈষী ভাবে বুঝি বাঁচাইলে প্রাণ,
জানি হেথা নহি নিরাপদ, করিয়াছি
আবেগে প্রাণের, ভাল আর পাপ চার
কাজ নাই করিয়া বর্ণন, অকার্য্যের
অপবাদ শুনিতে কঠোর। কহি বার্ত্তা
শুনহ সবাই, সমগ্র মথুরাবাসী,
সহ রামকৃষ্ণ ক্রূর বন্ধু উগ্রসেন,
গললগ্নীকৃত-বাসে, করযোড় করি
যাচুক মার্জ্জনা রাজপদে, নহে থাক
প্রস্তুত হইয়া সজ্জিত সমরসাজে,
আসিয়াছেন মগধাধিপতি, লইবারে
জামাতৃহনন-প্রতিশোধ! অবরোধ
করিয়ে এ পুরী উগ্রতপে তপ্তকায়
ক্রুদ্ধ বলীয়ান্ থানা দিবে চারিধারে
ঘিরি, মন্ত্রবলে শত শত শতঘ্নী
প্রবল আঘাতে, প্রাকার হইয়ে চূর্ণ,
করিবে পরিখা পূর্ণ; ধন ধূমাবৃতে
পুরী অন্ধকার হইবে, চকমকি অস্ত্র
শস্ত্র বিজলী খেলিবে, ঘোর সিংহনাদ
বজ্র গম্ভীরে হাঁকিবে, রুধির প্রবাহে
বহি ধ্বজদণ্ড, পতাকা, আয়ুধ, চর্ম্ম,
অশ্ব, হস্তী, রথ, রথী, মৃতদেহস্তূপ,
যমবারিধি শাবত্তে পতিত হইবে!
মথুরার চিহ্নমাত্র ধরা না ধরিবে!
এই রাজ-আজ্ঞা মম কৈনু বিজ্ঞাপন,
কি ইচ্ছা প্রকাশি কহ মথুরা-রাজন,
সন্ধি কি বিগ্রহ; উত্তর যেবা লয় মন!!!
শ্রীকৃষ্ণ। বার্ত্তাবহ, কহ গিয়ে প্রভু প্রেতে তব,
দৈত্যকুল করিব নির্ম্মূল, ধরাভার
না রাখিব আর, সংহারমূরতি ধরি,
যে যথায় আছে করিব সংহার।
মগধদূত। ভাল, সাধ পুরিবে সবার; অবিলম্বে
আগুসার হবে সৈন্য কাতারে কাতার।
বাজিবে বিজয়ভেরী প্রলয়-বিষাণ,

মুহূর্ত্তে হেরিবে সবে সংসার শ্মশান।
আসি তবে, দেখা হবে রণরঙ্গভূমে,
কালিকে প্রভাত-ভানু না যেতে পশ্চিমে।

[মগধদূতের প্রস্থান।

অক্রূর। সময় তো বাকি রাজন্।
উগ্রসেন। জানে রণ
রাজনারায়ণ, আছে সৈন্য মথুরায়
প্রকাণ্ড বাহিনী, স্থবির আমিও বটি,
কিন্তু এ দুর্ব্বল ভুজে আছে হেন বল,
জন্মভূমি সিংহাসন করিতে রক্ষণ,
করাল-কৃপাণে পারে করিতে ধারণ।
এই ক্ষীণ দেহযষ্টি-মাঝে, উগ্র ভোজ-
রক্তস্রোত এখনও বহিছে, কিবা ভয়?
সমর যে ক্রীড়ারঙ্গ ক্ষত্রিয় শূরের?
শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ! রাজ্যভার আপনার করে,
জান প্রজার রঞ্জন; সমর সে মম
প্রয়োজন আরো মুহূর্ত্তে করিব;
ধরণী মরিছে ভারে, কাঁদিছে কাতরে,
অনাহত মর্ম্মভেদী সে রোদন-রোল,
এ জীব-কল্লোল ছাপাইয়া, উঠিতেছে
দিবারাতি, করিছে আঘাত দেবতার
দুয়ারে দুয়ারে; স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক,
গোলোক অবধি হইয়াছে বিচলিত;
বিচলিত ব্রহ্মাণ্ডের অশান্তি নাশিতে,
উপলক্ষমাত্র তাই হইয়াছি মোরা
এ যুদ্ধ অকালে শান্তি পাবে বসুন্ধরা।
বসু। ইচ্ছাময়!
ইচ্ছা তব হউক পূরণ।
ক্ষত্রিয়ের আচরণে পুত্র তুমি, তোমা,
ক্ষত্র আমি না করি বারণ, মায়া মোহ
আশঙ্কায় দিনু বিসর্জ্জন; শত্রুনাশ
করি, কর স্বধর্ম্মপালন, অনুক্ষণ
যদুকুল-রবি জয় গাক্ ত্রিভুবন।
অক্রূর। হে রাজন্, প্রয়োজন মন্ত্রণা কারণ,
সভা ভাঙ্গি মন্ত্রগৃহে চলুন এখন,
করা চাই যথাযোগ্য যুদ্ধ-আয়োজন।
শ্রীকৃষ্ণ। অগ্রসর হোন সবে পশ্চাতে মিলিব,
যুক্তিমতে যথা কার্য্য সত্বরে সাধিব।

[শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মক্ষেত্র বিপুল বিস্তার; নরদেহে
দেখিছ কি আর অনাদি পুরুষ মম,
আসিয়াছি পবিত্রিতে দুষ্ট এবার ভুবন,
সাথে দৈত্যপারাবার, দুরাত্মে বাসনা
চিত্তে মথুরা আমার যদি দেখ তাই,
ধরার মলিনতা ভার করিতে সংহার
অবতার, কার্য্যভার আমা দোঁহাকার।
বলরাম। রব ভাই পশ্চাতে তোমার; সাধুরক্ষা
অসাধু সংহারি, অধর্ম্ম উচ্ছেদ ধর্ম্ম
স্থাপিতে আবার, দেহী দোঁহে নরাকার
দাহনে নির্ম্মল করি সুবর্ণ-সংসার,
পরমার্থ প্রেমলীলা করিব প্রচার।
শ্রীকৃষ্ণ। হের আর্য্য, শূন্য হ'তে লয়ে আসে রথ
অস্ত্র শস্ত্র পরিচ্ছদ বীর-অলঙ্কার
জ্যোতির্ম্ময় তোমার আমার, রণসাজে
সাজি, চল শত্রুকুল করি গে সংহার।
দেবদত্ত রথ, এ কার্য্য দেবতার।
(শূন্য হইতে জ্যোতির্ম্ময় রথের অবতরণ)
বলরাম। দেবদত্ত হে বিমান করি প্রদক্ষিণ।
বক্ষঃ বীরাসনে তব হইব আসীন।
তোমার প্রসাদে রণে রক্ষে করি নাশ,
প্রদীপ প্রসাদময় পুরাও গো আশ।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের এক পার্শ্ব।

(পতাকাবাহক লম্বোদর ও তৎপুত্র মগধদূতের প্রবেশ)

পতাকাবাহক। আমি তো বাবা এইখানে নিশেন গেড়ে বসলুম, আর একটী পাও এগুচ্চি না।

পতা-পুত্র। সে কি বাবা, চল না, চল না,

একটু তাড়াতাড়ি চল না, যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে মহারাজ দু তিনবার তোমার তল্লাস নিয়েছেন।

পত্তা বাহ। তা নেবেন না, ভালবাসবেন কত। আগে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সাহেবের আড়াল থেকে লোটবেন; মুণ্ডটী থাকে আমার, আর তিনি নাম নিয়ে রেশে ফিরুন, কেঁ। বড় চালাক আর বড় বোকা ওরে বাবা, এর পেটটা দেখ্‌ছো, আমার পাকা বুদ্ধির জালা, আমি দূর থেকে যা লড়ায়ের আদরা দেখ্‌তে পেয়েছি, তাতেই বস্ আছে, এতদূর এয়েছি কেবল বাবা তোমার কথায়, পাছে বল বাবা বেটা ভীতু মানুষ, আর আমি একটা পাও এগুচ্ছি না, এইখানে নিশেন পুতে জমাট হয়ে উঠিতো পড়ি ছুটে গিয়ে, নিশেন কাঁধে, প্রথম দলের কাছে চোড়ে মথুরায় সেঁদুবো, আর বুঝেছ বাবা, যদি হার হয়, তা হ'লে ঐ পথ বুঝেছ বাবা, যঃ পলায়তি স জীবতি! "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন আর বোঁ বোঁ শব্দে পলায়ন।"

পত্তা-পুল। তবেই দেখ্‌ছি সর্বনাশ কর্‌লেন, এ দিন হয় তো মহারাজ মহা রেগে আস্‌বেন।

পত্তা বাহ। আরে দূর ক্ষেপা, আপনার কি আর অবসরটী আছে, না ওরা সে টা রেখেছে? লড়াইটীর বহর দেখ্‌ছো ত? বাপ রে, দুটো ছোড়ার বিক্রম বা কত। যে দিকে ছুটছে, সে দিকটে যেন কলাবাগান শুইয়ে যাচ্চে, রক্তে সব নদী-নালা পুরে গেছে! বাহবা মার দুধ খেয়েছিল যা হোক্।

পত্তা-পুল। কেন বাবা, আমরা কি মার দুধ খাইনি? আমি এতক্ষণ লড়াই কবিনি?

পত্তা বাহ। করেছ, বেশ করেছ, গরীবের বাছা আর কেন বাবা, যতক্ষণ আমি ছিলো চলছিল, ততক্ষণ এটা সেটা বোলে বেড়াচ্ছিলে, রাজারে রং দেখাচ্ছিলে, এখন শন্ শন্ শন্ শন্ কোরে বাণ চলেছে; দোঁ, বট কট্ রব পড়ছে, সাঁ সাঁ, তলোয়ার চলেছে যে যাকে পাচ্চে, মাচ্চে চেচাচ্চে পড়্‌চে, পিছু ফিরে রথ দিচ্চে হাতীর পায়ে ঘোড়ার চাটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে লোটে ঘায়েল হয়ে যাচ্চে, মাতামাতি ঝেঁড়াছিঁড়ি, জল খেড়াখেড়ি কচ্চে কচ্চে। ওখানে একটা বিকট ব্যাপার চলছে। ও সঙ্কটে পা বাড়াতে মানুষে যায়? ও খাওয়া টাওয়ার কথা আর কোরো না বাবা। এখানে বাপ বেটায় বোলে রাজা উজীরী মারি আয়, আর নিজের তোয়াক্কে নিজ ভোগ হয়ে থাক আয়।

পত্তা পুল। সে কতক্ষণের জন্য বাবা? এ দিকে পেছুতেই কতক্ষণ?

পত্তা বাহ। পেছুতে পেছুতে আমরাও পেছুবো—ওরা আগাবে এক হাত, আমি একশো হাত পেছুবো, তার পর ক্ষেত্রকর্ম বিধীয়তে। বুঝলে বাবা, আড়ালে আবডালে এমন গা ঢাকা হয়ে লোড়্‌বো যে, শিবের বাবা এলে খুঁজে পাবে না। কিছুতে না হয়, শেষ একটা এঁদো খেদো পানা-পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মাথায় কেলে একটা হাঁড়ি দিয়ে ঘাপটী মেরে থাক্‌বো। বাবা! যুদ্ধের বাদ আমরা, যাতে বুনো নদো ডুবিয়ে গেলুম, চক্ষুতে নাড়ী দেখ্‌বো আর পরিচিয়ে পালাব। বুঝ্‌লে?

পত্তা পুল। হেঃ! তা আর কচ্চে হবে না! আমাদের এমন রাজা না, হয় এসপার নয় ওসপার।

পত্তা-বাহ। হাঁ বাবা, আমিও তাই বল্‌ছি, হয় এসপার নয় ওসপার, হয় ছোঁড়াগুলিকে যম-রাজার হাতে সঁপে দিয়ে একাধিক প্রাণ নিয়ে পালাবেন, নয় সদলবলে কাত হয়ে পোড়ে খণ্ড খণ্ড খোড়েন তার পর কি হবে এসপারের মত ঘটনা তুলবেন তা তোলেন তুলবেন, তুমি বাবা কেন এত ক্ষেপা-ক্ষোপ করে, লোকে ভুলিয়ে এ বুড়ো বাপ বেটাকে বলিদান দেবার কথা কচ্ছো? না হয় পাঁচ জনে বীরপুরুষ নাই বল্লে, না হয় ছুটে গিয়ে কথাই বা [ত হ'লো?

পত্তা-পুল। তুমি এখান থেকে না যাও তো রাজার কোপ থেকে এড়াবে কিসে?

পত্তা বাহ। বাবাজীতে, বাবাজীর জোরে এই ঐ রকম লেইবলা দিয়ে বিশেষকরী কাজ পেয়েছি, তোকে এই রাজ্য বেলা থেকে পাপের ব্যথা দেরী দিয়ে, এক কম পুত্তর পদ পর্যন্ত পাইয়েদিয়েছি।

আর এই তুচ্ছ মিথ্যেটা সাজিয়ে দিয়ে, উল্টে বাপার কাছে বাহবা নিতে পারবো না? ও কে ছুটে আসে? দক্ষিণ দিক্ থেকে আসছে দেখ্ছি, ব্যাপারটা কি?

(দ্রুতপদে ভগ্নদূতের প্রবেশ)

পত্তা-বাহ। ওহে বাপু ভগ্নপাইক। রক্তমুখী হয়ে ছুটে চলেছ কোথায় বাবা?

ভগ্নদূত। সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে শূর, হুন ভট,
দক্ষিণবাহিনী, হতাহতে পূর্ণপ্রায়
রণরঙ্গভূমি, বৃদ্ধ বীর উগ্রসেন
ক্ষুরপ্রে নিধন করি বীর বিদূরথে,
মহামারি আরম্ভিল ছত্র নাশ করি,
মস্তকবিহীন বীরবাহিনী মোদের
ভীত নেত্রে নিরখি সে কালান্তক জনে,
স্থিরপদে দাঁড়াবে পড়িল, অটস সে
বাহিনী টলিল পাছু হটি অস্ত্রি ত্রস্তে
পলাতে লাগিল মথরা কট দ্রুত
পিছে ছুটি অর্দ্ধেকে নাশিল, অর্দ্ধভাগ
শৃঙ্খল পরিয়ে পদে বন্দী হয়ে গেল?
যাইতেছি রাজপদে জানাতে সংবাদ।

পত্তা-বাহ (উঠিয়া) তাই তো! তাই তো। ও বাপ, এ দিক থেকে আবার ও কারা ছুটে আসে?

পত্তা-পুত্র। তাইতো কেউ খোড়াচ্ছে কারু মাথা বাঁধা, কারুর গায়ে রক্তের ঢেউ খেলছে, ব্যাপারটা কি?

পত্তা-বাহ। ব্যাপার ভাল, এদিকেও যমুনা বোধ হয়।

(তিনজন আহত সৈনিকের প্রবেশ)

পত্তা-বাহ। কি খবর ভাই? তোরা তো দেখ্ছি কেউ আদ্মরা, কেউ সিকিমরা, কেউ পোন-মরা।

১ম সৈন্য। আর বাব, এতক্ষণ বুঝি বা সর্ব্ব-নাশ হয়ে গেল।

২য় সৈন্য। বুঝি কি রে? আমি দেখেছি, মহারাজ আহত হয়ে পড়েছেন, রাজকন্যা ঘোড়া ছুট কোরে উর্দ্ধশ্বাসে দোরে পড়েছেন।

৩য় সৈন্য। শুধু তাই? মাঝে মাঝে পথ সৈন্য পালাচ্ছে, কেউ ধরা পড়েছে, কেউ বা রামকৃষ্ণের আগুনবাণে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কেউ বা বায়ুবাণে বোকা কাকের মত ঘুরপাক্তে, কেউ বা বরুণবাণে হাবু ডুবু খেতে খেতে তলিয়ে যাচ্ছে, মহারাজ সংজ্ঞাহীন, কেবা চালায় আর কার মুখ দেখেই বা ফৌজ সব লড়াই করে? ও বাবা! তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গেল। কেউ একটু জল দিয়ে আমাদের বাঁচাও।

পত্তা-বাহ। হ্যা বাবা, এতদূর তাড়া করে আসবে কি?

(চারিজন সৈনিক কর্তৃক আহত হইয়া জরাসন্ধের প্রবেশ)

জরা।—
পানীয়, তৃষায় মরি, কে দেয় পানীয়? ওরে অর্দ্ধ রাজ্য দিব তারে আমি। দে রে দে রে, পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ, বিন্দু দানে বাঁচা রে আমায়—ওহো প্রাণ যায়!

পত্তা-বাহ।—
মহারাজ, দাস আছে সেবার তরে। শীতল পানীয় পিয়ি জুড়ান জীবন।

জরা।—
দাও নীর, করি পান, কে ওই সৈনিক আহত পতিত ভূমে, বারিপাত্র পানে একদৃষ্টে চাহি আছে তৃষায়? নাহি চাই পানীয়, উহারে দাও, ওই প্রাণটুকু রহি দেহে, একদিন রক্ষিবে এ প্রাণ!

নেপথ্যে। এই ধারে, এই ধারে, এই দিকে নিয়ে আসতে দেখেছি।

জরা।—
কে আসে—কে আসে ওই, শত্রুচর বুঝি? ওহো ওহো। এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল!

পত্তা-বাহ। কৈ! কৈ? তাই তো! ওহে সবাই এগিয়ে সারগোঁথে মহারাজকে ঢেকে দাঁড়াই এসো, নইলে সর্ব্বনাশের উপরে সর্ব্বনাশ ঘোটে যাবে, মহারাজের প্রাণ রক্ষা কর্‌তে প্রাণ দিতে হয় দেওয়া যাবে।

(একদল মথুরা-সৈন্যের প্রবেশ)

পতা-বাহ। কে তোমরা—কি চাও?

১ম সৈন্য। চাই মগধরাজ জরাসন্ধ জীবিত বা মৃত?

পতা-বাহ। এই কথা? আমরা তারে ধরিয়ে দিই, তা হলে তোমাদের তো কিছু বল্‌বে না? আমরা যেটা খাটি, চাই টাইযের খা। খারি না; বল কিছু বল্‌বে না?

১ম সৈন্য। কিছু না।

পতা-বাহ। শপথ কর, নইলে বাবা বিশ্বাস কি?

১ম সৈন্য। ভাল ভাল স্বীকার, কৈ,—কোথা?

পতা-বাহ। (নিজ পুত্রকে দেখাইয়া) এই ইনি (জনান্তিকে) বাবা, পালিয়ে আসতে দেব্‌ন?

পতা-পুত্র। (জনান্তিকে) ঠিক্ আসবো, তোমরা মহারাজকে নিয়ে সোরে পড়। (প্রকাশ্যে) সৈন্যগণ বন্দী কর, সঙ্গে চল, অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক্, বিশ্বাসঘাতক পতাকাবাহকের নিজ সৈন্যদের অপেক্ষা শত্রুর নিকটে যথেষ্ট সুখে থাকব চল।

[মথুরা-সৈন্যগণ পতাকাবাহক পুত্রকে

বন্দী করিয়া প্রস্থান।

জরা।—

বাধ্য সাথী কি করিলে? পরম আবামে
হাসিতে হাসিতে নিজ সন্তানে পাঠালে?
পরাজিত, প্রহারিত, পাষণ্ডের তরে
কেন হেন পরতা মানিলে? চোর প্রাণ
রক্ষা তরে বীর-প্রাণে কেন বলি দিলে?
এ লজ্জা আমার সখা যাবে না তো মলে!
সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সন্তান আমার
ধরে নিয়ে কালের কবলে, নিজ প্রাণ
রাখিনু কৌশলে। হারে ধিক্, ধিক্ থাক
জীবন ধারণে, কাল মুখ দেখাইব
কারে? অন্ধকারে ভাসিব না ধাবে। ওরে
ধ্বংস বংশমান কংস-ঘাতকের করে।

পতা-বাহ। মহারাজ, কাতর হবেন না; আমার কার্য্য আমি করেছি। আপনি গেলে আসিতো আর দ্বিতীয়টী খুঁজে পেতুম না। সে গেছে, সেরে আসতে পারে ভালই, নইলে তার মতন আর একটী গোড়ে পিটে নেবো, গৃহিণী তো এখনও মরেননি; ছেলে মেয়ে বিয়োতেও কাতর হন নি; এখন আপনাকে বাঁচিয়ে দেশে ফিরতে পারি, তবেই মঙ্গল। নইলে এই ভুঁড়ি যে পাবে, সেই খোস্‌কে দেবে, এই মুড়ি যে পাবে, সেই মোচ্‌কে দেবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল। ফিরে বছরে পরে এসে—তখন যা মনে আছে, তাই কর্‌বেন।

জরা।—

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ চাই, ভাই, চল সবে গিরিব্রজে, রাখি নব সৈন্যবল মিটাব প্রাণের জ্বালা নিভাব অনল, হর হর বোম্ বোম্ ভরসা কেবল।

[জরাসন্ধকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

অদূরে যমুনা-হ্রদ—গোষ্ঠ, অস্তোন্মুখ সূর্য্য।

(গাভী বৎস শয়ান, শ্রীদাম, সুবল, সুদাম ইত্যাদি রাখালগণ কদম্বমূলে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গীত)

(সুবলের গীত)

(ওই) নলিনী মলিনী
ওর দিনমণি চলে যায়
কাঁদয়ে কাটিবে নিশি
(পুনঃ) হাসিবে প্রভাত-বায়॥

অভাগা আমরা হায়,
কত দিবা-নিশি যায়,
কাঁদিয়ে কাতরে ডাকি
ফিরে তো সে নাহি চায়।
দীন ব'লে দীননাথ বুঝি রে ঠেলেছে পায়॥

(উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব :— (গীত)

ওরে কে রে তোরা—
কার তরে—ঝুরিছে নয়ন।
কি নিধি সে—কে নিয়েছে—
কে হেন পাষাণ॥

শ্রীদাম :— (গীত)

ওগো জীবনের সাথী, শৈশব স্মৃতি,
বড় ভালবাসা ভাই।
হাসিয়ে হাসাত, নাচিয়ে নাচাত,
কাঁদিয়ে কাঁদাত নাই॥

সুদাম :— (গীত)

আঁখিতে আঁখিতে, রাখিত থাকিত,
পিয়াতো পীযূষ-বোল।
তিলেকের তরে, ইতি উতি গেলে,
তুলিত রোদন-রোল॥

সুবল :— (গীত)

হেন ভালবাসা, চরণে দলিয়ে,
ছেড়ে গেছে নিরদয়।
কাঁদিলে কাঁদে না, সাধিলে আসে না,
ডাকিলে না কথা কয়॥

উদ্ধব :— (গীত)

বিরহী শুন শুন বচন হামারি।
সখা তুয়া সুন্দর, সর্ব্ব-গুণ-কর,
ধরম-করম সদাচারী॥
তুহু লাগি বিকল, সতত চঞ্চল
নয়নে গলয়ে জলধারা।
হা হা রব করি, কিবা দিবা শর্ব্বরী
ঘুমত ফিরত চিতহারা॥
নব-দূর্ব্বাদল, শ্যামমোহন তনু,
অতি ভেলো বিষাদে।
সেথায় নাহি ফলে, কম্পনে শিহরণে,
রোয়ত রহত অবসাদে॥

সুবল। ভাই, কে তুমি? কে তুমি ভাই কানাইয়ের বেশে আমাদের দগ্ধপ্রাণ অমৃতধারায় ধুয়ে দিতে এলে? আমাদের এ জলন্ত আগুন কে তুমি নির্ব্বাণ কর্ত্তে এলে? আহা! সেই সুমধুর কণ্ঠ, সেই সুধাভাষ, সেই আদর-মাখামাখি ভাব, এ সব কোথায় পেলে ভাই? তুমি কি আমাদের সেই মধুস্মৃতি সুখের শৈশবলীলার সঙ্গী হয়ে সেই সুখস্বপ্ন দেখাতে এসেছ?

সুদাম। তাই তো ভাই! এ নিরানন্দের দিনে এমন আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন তো আমাদের ভাগ্যে আছে বলে জ্ঞান হয় না। অভাগা আমরা, আমরা যে ভাই সর্ব্বস্ব হারিয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছি, আমাদের আদর কর্‌বার তো কেউ নাই। আমাদের সুখ গেছে, শান্তি গেছে, খেলা-ধুলো এ জন্মের মত হারিয়ে বসেছি; সব ফুরিয়েছে, শুধু এই জীর্ণ কঙ্কাল কখানা অবশিষ্ট আছে, সামর্থ্য নাই, ব্রজ-গোকুলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শুধু হাহাকার, সবাই কাঁদে, পশুপক্ষী, নর-নারী, বালক-বালিকা তরুলতা, নদ-নদী সবাই কাঁদে কেউ সান্ত্বনা করে না। ভাই, তাই বলি, বল কে তুমি? এত দিনের পর কে তুমি সদয় হয়ে অভাগাদের মিষ্টকথায় সান্ত্বনা কর্ত্তে এসেছ?

উদ্ধব। ভাই, আমি সেই ভক্তময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাসানুদাস; নাম উদ্ধব। তোমরা তাঁর প্রিয়-বয়স্য, প্রাণসম প্রিয়তম, তাই তোমাদের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে আর অপূর্ব্ব সখ্যভাব শিক্ষার আশায় ছুটে এসেছি। ধন্য হলেম! এত মমতা, এত সরলতা জগতে আর কোথাও কি আছে?

সুবল। ভাই! সত্য ক'রে বল, ভাই কানাই কি তোমায় পাঠিয়েছেন?

শ্রীদাম। বল ভাই বল, তিনি কি ভ্রমেও আমাদের মনে করেন?

সুদাম। একবার বল ভাই, আর কি আমরা তাঁর সেই চাঁদমুখখানি দেখ্‌তে পাব?

উদ্ধব। ভাই! তোমাদের ত্যাগ ক'রে গিয়ে কি সেই অনন্ত করুণাময় নিশ্চিন্তে আছেন? তাঁর প্রতি কথায় তোমরা; প্রতিদিন তোমাদের কথা তাঁর জপমালা, তোমাদের জন্য চক্ষের জল না ফেলে তিনি কোন কাজ করেন না, তোমরা তাঁর, তিনি তোমাদের; অধম নারকী আমি, তোমাদের মায়া-মমতা, তোমাদের আত্মসমর্পণের স্বর্গীয় ভাব আমি কি ছার যে আমি বুঝ্‌তে পারব?

সুবল। ভাই! তবে কি এই অভাগাদের ভাই কানাইর মনে আছে? তবে কি আমরা একেবারে তাঁর পর হয়ে যাই নি? এই দরিদ্র গোপবালকদের তবে দেখ্‌ছি তিনি চরণে রেখেছেন? তিনি দিনান্তে একবারও মনে করেন। আহা হা! চক্ষের জল ফেলেন! সে নলিননেত্রে তো ভাই কাঁদিবার জন্য হয় নি, আমরা কাঁদি, কিন্তু তাঁর কান্না তো কখন চক্ষে দেখ্‌তে পারি না, সে জ্বালা তো ভাই এ বক্ষে কখন—সয়নি! মরি মরি! কেউ কি তাঁর সেথা চক্ষের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা করে নাই? ভাই রে, কোথা তুই? একবার হেথা আয়, আমরা তোর চক্ষের জল মুছিয়ে দেব। কিছুতেই আর কাঁদ্‌তে দেব না। হেথা তোর পিতা কাঁদে, মাতা কাঁদে, গোপ-গোপী গাভী-বৎস সবাই কাঁদে, একবার আয় ভাই, একবার এসে দেখে যা; আর আমরা কাঁদ্‌ব না, তোকেও আর কাঁদ্‌তে দেব না, আয় ভাই আয় রে, শূন্য প্রাণ সবার পূর্ণ ক'রে দিবি আয়, তোকে কোলে নিয়ে মৃতপ্রায় ব্রজগোকুল নবজীবন পেয়ে বেঁচে উঠুক্।

উদ্ধব। ওহো! এত চক্ষের জল, এত দীর্ঘ-নিশ্বাস, এত হাহাকার, এত মমতা, এত মর্ম্ম-যাতনা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কেমন ক'রে উপেক্ষা ক'রে গেলেন?

সুবল। না ভাই, না ভাই, তাঁর কোন দোষ নাই তিনি তো আমাদের নিষ্ঠুর ভাই নন, তিনি তো আমাদের নির্দ্দয় হয়ে ফেলে পলান নি, তাঁকে যে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে আমাদের পর ক'রে দিয়েছে। সে যে ভাই নির্দ্দয়হৃদয়ের দেশ! তারা যে আমাদের কোল থেকে কৃষ্ণচন্দ্রকে কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে! নিয়ে গেল, একবারে নিয়ে গেল, দেখ্‌তে দিলে না, কে জানে, কি মন্ত্র যে তার কাণে দিলে, সে আমাদের দিকে আর ফিরে চাইলে না। আমরা কোন্ ছার, সেই মহামায়ার অবতার একটী-বারও তার মা-বাপকে মনে কর্ত্তে পায় না, মনে কর্ত্তে চাইলে নাকি ভুলিয়ে দেয়! তাই কানাইকে ভুলিয়ে রেখেই তো আমাদের এই সর্ব্বনাশ করেছে।

উদ্ধব। আহা! সরল প্রাণ তোমাদের! তোমাদের এই যাতনা! মরি, মরি, চক্ষে যে আর জল রাখ্‌তে পারি নি! ভাই, বলি শোন, কানাই তোমাদের আবার আস্‌বেন, আবার সেই চাঁদমুখ তোমরা দেখ্‌তে পাবে, এবার এলে আর ছেড়ে দিও না, তোমাদের ধন দিবারাত্রি তোমাদের কাছেই রেখো।

সুদাম। ও ভাই, দিবারাত্রির কি? বুক চিরে রেখে দেব, ব্রজে হ'তে একটী পাও আর নড়্‌তে দেব না, এবার ফিরে এলে কি সে নিধি আমরা আর কাউকে দেখ্‌তে দেব?

(নেপথ্যে "বৃন্দাবনধন"।)

উদ্ধব। ও কি?

সুবল। কান্নার শব্দ! গোকুলময় এখন কেবল ঐ শব্দই শুন্‌তে পাবে, সবাই এখন যেতে শুতে উঠ্‌তে বোস্‌তে কেবল সেই সুধামাখা নাম গান ক'রে প্রাণের দুঃখ মেটায়! ওই বুঝি গোপি-কারা সন্ধ্যার প্রদীপ দিতে যমুনার ঘাটে চলেছে।

(গান করিতে করিতে প্রদীপ-হস্তে

(গোপিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

বৃন্দাবন-ধন, গোপিনী-জীবন—
কাঁহা গেও মোহন মুরারি।
হরি হরি কাঁহা বিপিনবিহারী।
কাঁদে কোকিলকুল—
মধুকুল আকুল,

কালিন্দীর তট বট সুরভি কুঞ্জারি।
হরি হরি কাঁহা গেও বিপিনবিহারী॥

উদ্ধব। আহা—শোকের চিত্র সুচতুর চিত্রকরের হাতে বড়ই ফ'লেছে। হা নিষ্ঠুর চিত্রকর! চিত্রে চক্ষের জলটুকু পর্য্যন্ত এঁকে গেছো! শোকের সঙ্গীত শুনে গাভীবৎসগণও উর্দ্ধমুখে আহার ত্যাগ ক'রে অশ্রুপাত করছে; চল ভাই রাখাল চল, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, দেখি এ শোকের সীমা কোথায়?

সুবল। চল ভাই, চল, তোমায় পল্লী দিয়ে নিয়ে যাই, দেখ্‌বে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে; গাছ পালা সব শুষ্ক, ফুলের গাছে ফুল ফোটে না, মধুকর আর গুন্ গুন্ করে না, পশু পক্ষী ডাকে না, পথে জনতা নাই, দেবীমন্দির উৎসবহীন, প্রতিমা মলিন, সন্ধ্যায় পুরবধূ আর শঙ্খধ্বনি করে না, নয়নজলে সন্ধ্যা-সতীকে আহ্বান ক'রে তার কোলে মুখ লুকিয়ে বাঁচে, পোড়া মুখ কেউ কাউকে দেখাতে চায় না! ভাই, বল দেখি ভাই! যাদের কৃষ্ণ হেন ধন পালিয়ে গেছে, তারা আর কোন্ মুখে মুখ দেখাবে? কৃষ্ণহারা হয়ে আমরা কিশোর থেকে অকস্মাৎ যুবা হয়েছি, যুবায় প্রবীণ, প্রবীণে বৃদ্ধ, আর বৃদ্ধ গোপ একের পর অন্যটী একে একে জন্মের শোধ জ্বালা ভুলে চ'লে যাচ্চে। চল দেখ্‌বে চল। পিতা নন্দ মাতা যশোমতী কি দশায় আছেন? কৃষ্ণশোকানলে তাঁদের প্রায় সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়েছে, কেবলমাত্র ভস্ম হ'তে বাকী। চল ভাই, যদি তুমি আশামৃত দিয়ে ফেরাতে পার। কালপথযাত্রী তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

উদ্ধব। চল ভাই রাখাল চল!

(গীত)

পাষাণে বাঁধিনু প্রাণ, শুনিব শোকের তান
হৃদয়ের স্তরে স্তরে গাঁথিয়ে লইব।
অশ্রুজলে মিলাইয়া লহরী তুলিব॥
দেখিব পাষাণে তাঁর,
ঝরে কি না অশ্রুধার,
নহে অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক করিব।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আর না কহিব॥

রাখালগণ— (গীত)

ওহে উদ্ধব দেখ সব আসি গোকুলে।
বেঁচে কি কেউ আছে প্রাণে
কৃষ্ণবিচ্ছেদ-অনলে॥
শুকাল নব-পল্লব,
বিহনে রাধাবল্লভ,
যমুনা হ'ল অর্ণব গোপীর নয়ন-সলিলে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

নন্দরাজের অট্টালিকা-সংলগ্ন ঠাকুরবাটী,
প্রাঙ্গণমন্দিরে ভবানী-প্রতিমা।

(অন্ধ নন্দের হস্তধারণে উপানন্দের প্রবেশ)

উপা। কহ আর্য্য, সর্ব্বনাশ কেমনে নিবারি?
কারে ধরি, কারে করি নিবারণ? কেবা শোনে কার কথা; সবাই অস্থির, যথা ঘোর ঘূর্ণিত ঝটিকাতাড়নে ডোবে তরী, সহযাত্রী যে যথায় আপন বাঁচাতে
অস্থির, অকূলে কূল পাইতে সাঁতারে!
ব্রজ-বাসী বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী
কেহ না থাকিতে চায়, কহে জনে জনে
অভিশপ্ত হয়েছে এ ভূমি রামকৃষ্ণ
বিহনে শ্মশান, যে অবধি গেছে চ'লে
রোদনের রোল ঘরে ঘরে, প্রতি ঘরে
কাঁদে উচ্চে বালক-বালিকা; যুবা যুবতী
আকুল কুন্তলে; প্রবীণ-প্রবীণাগণ
শোক-শেল না পারি সহিতে—জর্জ্জরিত
দেহ ঢালি চিতার অনলে, একে একে
করে পলায়ন; অবিরত চিতাধূমে
আচ্ছন্ন গগন, হরিধ্বনি ঘরে ঘরে;
প্রান্তরে চত্বরে, বিপদের পারাবারে
প্রতি পল্লী রয়েছে ডুবিয়া; কে গৃহস্থ
হেন ভূমে রহিবারে চায়? নিরুপায়

ব্র ত্যজি সবাই পলায় ; মথুরায়
করি বাস, প্রাণকৃষ্ণে নিরখিবে সদা,
সেই আশে উল্লাসে আবাস করি ত্যাগ,
পরাবশে ছুটিতেছে না শুনে সান্ত্বনা ;
বলে শান্তি কোথা এ শ্মশানে ? ব্রজধাম
একের বিহনে আজ হয়েছে শ্মশান !
কহ আর্য্য এ সঙ্কটে কি করি বিধান ?

নন্দ। ওরে ভাই, ব্রজে তবে কেহ কি রবে না ?
বজ্রদগ্ধ বিটপীর মত, একা আমি
রহিব কি ধ্বংসশেষ চূর্ণপুরীমাঝে ?
একা একেশ্বর হয়ে রহিতে কি হ'বে
ভবে শাসিতে এ শূন্যধাম ? চিতাভস্ম
মাখি দেহ প্রেতকুলে লয়ে নাচিব কি
চির-উন্মাদের মত এ মহা শ্মশানে ?
বল ভাই, অন্তিমে অভাগা-ভাগ্যে এই
কি রে ছিল ? সবাই তেয়াগি যাবে ? হেন
সর্ব্বনাশকালে, এ বৃদ্ধের মুখপানে
কেহ না চাহিবে ? অন্ধ অসহায়ে ফেলি
পুত্রশোক-নরক-অনলে, পাগলিনী
সাধ্বী যশোদায়, সঁপি দিয়ে নৈরাশ্যের
অন্ধ-তমসায়, আত্মপরিজন, জ্ঞাতি-
কুটুম্ব এ ব্রজপুরজন, পলাইবে ?
একবার ও ফিরে না চাহিবে ? ভগবতি,
এই কি করিলে ! বাল্যাবধি কত জ্বালা
কত মর্ম্মদাহনে দহিলে, কত শোক
সহাইলে, সহিনু তো ব্রজে বাঁধি বুক !
বিমুখ বিধাতা, মা গো তুইও কি বিমুখ ?

উপানন্দ। আর্য্য, আর্য্য কেন কর দুঃখ ?
কৃষ্ণ হেন তনয়ের শোক, বক্ষ বাঁধি সয়েছ
যে সে তো দেব হয়েছে পাষাণ ! আশা তৃষ্ণা
দুঃখ, সুখ, শয়ন, ভোজন, জ্ঞান, কর্ম্ম,
সংসার-পালন মানসিক বৃত্তিচয়
সকলি তো হয়েছে নির্ব্বাণ শূন্যমনে
শূন্যপ্রাণে, নিশ্চেষ্ট অবশ জড়মত
যে কদিন রহে প্রাণ বহিতে হইবে,
কি হইবে রাজ্যে আর ! ছার রাজ্যভার
কদিনের তরে আর বহিয়া বেড়াবে ?
কার তরে করিবে সংসার ? সংসারের
সার ধন হারায়ে বসেছো, ছেড়ে গেছে
ব্রজের জীবন, প্রাণশূন্য কায়া আর
কদিন রহিবে ? আজি নয় কালি, নহে
দুই দিন পরে গোপরাজ্য হবে বন ;
শ্বাপদসঙ্কুল ধ্বংস অট্টালিকাচয়
কালে বিশ্ব-বক্ষে লুপ্ত হইবে নিশ্চয়
তাই বলি নাহি কর খেদ, যে যথায়
যেতে চায় যাক্ ক্ষতি নাই ! দুই ভাই
চল আর্য্য! যশোমতী সাথে ব্রজ ত্যজি
বনবাসে যাই ! নিরাহারে হরিনাম
লইতে লইতে, পরমার্থ-প্রেমালাপে
ভুলিয়ে গে থাকি, এই প্রপঞ্চ-মায়ার।
প্রাণে প্রাণকৃষ্ণধনে পাইব আবার !
সাধনের ধন সে সাকারে নিরাকার।

নন্দ। কি বলিস্ ভাই ? শেষ নাহি ত আশার ?
আশা আছে প্রাণকৃষ্ণে আবার পাইব,
আবার সে ব্রজে এসে সুধা বরষিয়ে
নির্জীব নিদ্রিত জীবে জাগাবে জীয়াবে,
আবার গোকুল মম আনন্দে ভাসিবে।
ভবরাণী বলগো ভবানি ! এ আশা তো
দুরাশা না হবে ? বল গো করুণাময়ি !
ভিখারীর নিধি মোর ফিরে তো আসিবে ?

উপানন্দ। পুত্রভিক্ষা কার কাছে করিছ গো দেব ?
পাষাণনন্দিনী উনি, আপনি পাষাণী,
পাষাণে করুণা ওঁর জানে জগজ্জন !
ভক্ত দীন অকিঞ্চন, সহস্র বৎসর,
একাসনে করি তপ, বক্ষরক্তধারে
ধোয়াইয়ে ও চরণ, নাহি পায় মন,
নাহি পায় কণামাত্র করুণাকিরণ,
অন্ধ-তমসায় শুধু কাটায় জীবন।
নহে গৃহদেব উনি কৃ... ...বিপদের কালে ?
কৈ রক্ষা ক... ...কাটি গেল সম্মুখে উঁহার ;
ভক্তে যদি থাকিবেক মায়া, কই তবে

মহামায়া শান্তিদানে বাঁচালেন ব্রজে ?
কাঁদিয়া জনম যদি যাবে, কবে তবে
হৃদাবেগে উচ্ছ্বাসে হাসিবে মনোরথ
কবে সিদ্ধ হবে ? অভাগা ভক্তের ভাগ্য
ভাবি তাই চিরদিনই অপ্রসন্ন রবে।

নন্দ। দোষ ভাই, দোষ ভাগ্যদেবে।
মা আমার
উৎস করুণার ! সেই দিন, যেই দিন
পাপ মথুরায়, কে নির্ম্মম, নাহি জানি
ভুলায়ে লইল কাড়ি কোল হ'তে মোর
রামকৃষ্ণ দুলালে আমার, বজ্র পাতি
লইলাম বুকে, হাহাকার রবে সবে,
কাঁদিতে কাঁদিতে, ফিরিলাম গোকুলের
পথে, শূন্য রথ হেরি, সবে শূন্যময়
হেরিল জগৎ ; অজানিতে অশ্রুধারা
উথলিল, দরদর ঝরিতে লাগিল,
সবেগে শোকের ঝড় বহিয়া চলিল।
কৈ কৃষ্ণ ! কোথা কৃষ্ণ ! কোথা রেখে এলে
এনে দাও একবার নেহারি সকলে,
বলিতে বলিতে যেন উন্মাদের মত,
চারিধারে, করে ধ'রে, সমগ্র গোকুল
যাচিল শ্রীরামকৃষ্ণে হইল আকুল,
হেরিলাম গোপ-গোপী হারাল সংবিৎ।
সেই দিন সেই বিষম দিনে ভাই ঐ
মা করুণাময়ী, আশামৃত দানে, প্রাণে
বাঁচালেন সবে, শব সম ব্রজবাসী
বুক বাঁধি পথপানে রহিল চাহিয়া।
ভাই, ভাই, নিঠুর তো নহে সে আমার,
বড় মায়া আসিবে আবার, দয়াময়ি,
দিন দে মা, এনে দে গো তনয়ে আমার !
অতি দীন তনয় মা তোর, চিরদিন
আশাচরণ ধরি আছে তো পড়িয়া,
দে মা ... আশা নির্ব্বাণ করিয়া। (প্রণাম)
(রাখালগণের সা... ...বর প্রবেশ)

উপানন্দ। ও শ্রীদাম, এ কি হেরি ?
ওরে কৃষ্ণধনে কোথায় পাইলি ?

নন্দ। কে ? কৈ ? ওরে ! ওরে !
কোলে দে রে কৈ রে, কোথা রে আয় বাপ
বাঁচা রে সবারে।

উদ্ধব। কৃষ্ণধন নহি তব
পিতঃ দাস তাঁর, বৃষ্ণিবংশে জন্ম, নাম
আশ্রিত উদ্ধব, প্রেরেছেন হেথা মোরে
পিতৃ মাতৃ-পরিজন-কুশল-সংবাদ
লইতে, জানাতে তাঁর প্রণাম সকলে।

নন্দ। ওরে বাপ, কি দেখিতে আইলি গোকুলে ?
কৃষ্ণধনে হারা হয়ে কে রহে কুশলে ?
অকুশল হের চারিধারে, পিতা আমি
অন্ধ কেঁদে কেঁদে, মাতা হোতা পাগলিনী-
পারা ; গোপ-গোপী আত্ম-পরিজন, প্রাণ-
হীন ছায়া কায়া বহিয়া বেড়ায় ; স্থির
নীর যমুনায়, পশুপক্ষী নাহি চরে,
কেঁদে ফেরে শ্যামলী ধবলী ; ওরে বাপ,
কি আর কহিব, সর্ব্বস্ব হারায়ে এবে
হইয়াছি পথের ভিখারী, একা কৃষ্ণ
সব নিয়ে গেছে, বল রে উদ্ধব, বাপ,
সে তো ভাল আছে ? মায়ার পুতলি মোর,
পিতার মাতায় তার মনে কি রেখেছে ?
কোন কথা বোলে কি দিয়েছে ? বোলেছিল
বিদায়ের কালে রাজকার্য্য সারি পুনঃ
আসিবে এ কোলে, সত্য করি বল বাপ
সে কার্য্য কি এখনো রয়েছে ? এখনো কি
বৎস মোর, বিপদের বারিধি-বেলায়,
প্রবল ঝটিকা-ঝঞ্ঝা একেলা সহিছে ?
আহা, সে যে বালক আমার ! সোহাগের
শিশু সে কিশোর সুকুমার। চোখে চোখে
রাখিতাম তারে। সামান্য শ্রমের ভরে
কাঁদিলে কাতরে, কোলে তুলে যশোমতী
ক্ষীর সর খাওয়াইত সাদরে। হায়, হায়,
মমতায় কে রতনে সে যতন করে ?
কে বা এবে শ্রমজল মুছায় আদরে
কার কোলে লুকায় সে অভিমানভরে ?

আহা রে উদ্ধব, সে যে আছে পরঘরে
পরঘরে আমাদের কভু মনে করে?
উদ্ধব। কি কহিব গোপপতি! হেন অনুরাগ,
হেন ভক্তি পিতায় মাতায় দেখি নাই
বুঝি এ জনমে। মমতায় ভেসে যায়
দিবারাতি দেখি দুনয়ন। কত মতে
কাঁদেন যে স্মরি ব্রজধাম; কত কথা
কহেন আমায়, কত স্নেহ, কত মায়া,
মায়াময়ী যশোমতী মায়, এক মুখে
নারেন কহিতে, কহিতে কহিতে কভু
উন্মাদের মত, বলায়ের গলা ধরি
সকাতরে করেন রোদন; গোকুলের
আবাল বনিতা বৃদ্ধ পশু পক্ষী আদি,
সবাকার নাম লয়ে আছেন সতত,
ব্রজের ধূলিতে প্রেম, পূর্ণ প্রেমময়!
না জানি সে মহাপ্রাণ কতই উন্নত,
ব্যথা দিতে নারেন সামান্য কীটাণুরে।
সামান্য দাসানুদাস দাসে সখা বলি;
বাড়ায়ে গৌরব, পাঠালেন শান্তি দিতে
অশান্ত এ ব্রজভূমে; কহিলেন প্রভু—
যাও ভাই, অনলে বরষি, এস বারি;
ব'লো এসো মাতায় পিতায়, সখা সখী
পৌরজনগণে, সত্বর মিলিব সবা সনে;
অবিলম্বে কার্য্য শেষ হবে,—
তবে বৃন্দাবন আমার আনন্দ-নিকেতন,
আমাতে সবার সত্তা আমি সর্ব্বজন।
উপানন্দ। আহা মরি, ব্রজের সে অমূল্যরতন!
তারি মুখে সাজে রে এ অতুল বচন!
নির্জ্জীব সজীব আজ হবে, রোদনের
উচ্চ রোল সহসা থামিবে; উদ্ধব রে
কি কহিব প্রাণ দিলি সবে, মা ভবানি,
বড় কৃপা দেখালি! পাষাণী নাম তোর
আজি হ'তে ভুলিতে চলিনু। চল আর্য্য।
লয়ে চল কৃষ্ণসখা পরম বৈষ্ণবে,
অমৃতধারায় যশোদায় জীয়াইবে,
পাগলিনী কৃষ্ণ আসা আশায় ভাসিবে।
উদ্ধব। চল দেব, বড় সাধ দেখিতে তাঁহায়,
প্রণমিতে আদর্শ সে জননীর পায়,
দেখিব কি পবিত্র মূরতি মমতার,
কিসে দয়া, কি পুণ্যে সে পূর্ণ অবতার।
নন্দ। ওরে বৎস, আয় তোরে তুলে লই কোলে,
ডাকিবি চ যশোদায় মা জননী বলে।
কৃষ্ণ আসা আশা দিয়ে যে তম নাশিলি,
যে শুভ্র আলোকে আজি ব্রজ উজলিলি;
কি দিব তাহার প্রতিদান? চিরজীবী
হয়ে থাক করি রে কল্যাণ। সুমঙ্গল
সাধুন সতত তোর মঙ্গলা আমার,
সুমঙ্গলা মা আমার মঙ্গলনিদান,
ধরায় দেবতাযোগ্য হউক সম্মান।
উদ্ধব। বল আর্য্য, মতি যেন থাকে নারায়ণে,
অন্তিমে মিশিতে যেন পাই সে চরণে।
উপানন্দ। ধন্য সাধু কিশোর-পণ্ডিত! সুরচিত
দেব নরে করিবে সম্প্রীত; সাধি হিত
জগতের, কীর্ত্তি চিত্রে রহিবে অঙ্কিত।
নন্দ। চল বৎস, এসো ভাই যশোমতী-পাশ,
সুসংবাদে মনের তিমির হবে নাশ।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নন্দরাজের অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যান।
(যশোদা ও পৌর্ণমাসী তপস্বিনীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী। নন্দরাণি! তুমি যে পাগল হলে মা? মুখখানি মলিন করে, নীরব হয়ে এমন করে শূন্যদৃষ্টিতে থাক কেন? থেকে থেকে অমন পাঁজরা-ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাসই বা ফেল কেন? ওতে যে মা বালকে ঝলকে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। শুধু চেয়ে কেন ডাক ছেড়ে কাঁদ না? হ্যাঁ মা! তুমি কি আমার কথা শুনচো না?

যশোদা। কেন মা, কেন তুমি আমায় আদর কচ্চো? কেন তুমি আমায় ভালবাসছ, তোমার ঘরে বুঝি গোপাল আছে? গোপাল বুঝি এসেছে? তোর

আঁচলটী ধরে নেচেছে, ননী খেয়েছে? তুমি তাকে ধুইয়ে মুছিয়ে, মাই দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বুঝি চলে এসেছ? মা আমার! আমার গোপাল কৈ? আমার বুকজুড়ানো সোণার নিধি নিলমণি কৈ? আমার বাছা তো কৈ এলো না? কৈ মা কৈ? আমার কোলে তো কেউ তাকে দিলে না? হাঁ মা, কে বুঝি তাকে ভুলিয়ে নে গেছে? এই দেখ, এই দেখ, এই দেখ! এই যে বাপ আমার কোল-জোড়া হয়ে হেথা ছিল মা! কৈ মা, জাদু আমার কোথায় পালাল? বাবা! কোথায় গেলি? তোর দুখিনী মাকে একলা ফেলে কোথায় লুকুলি? একবার এসে মা বলে যাও! মা, একবারখানি তারে এনে আমায় দেখিয়ে নিয়ে যাও, আমি তো বাছাকে আমার আর মথুরায় যেতে বারণ কর্‌বো না। উঃ! গোপাল যে আমার গেছে, চলে গেছে, একেবারে চলে গেছে, আর ফিরে আস্‌বে না, আর এ অভাগিনীকে মা বলে ডাকবে না! না গো না! সে যে আমায় বলে গেছে "না" উঃ! বুক বুঝি ফেটে গেল! (দীর্ঘনিশ্বাস)

পৌর্ণমাসী। না জানি মা, তুমি কি সর্ব্ব-নাশই কর্ত্তে বসেছ? দিনে খাওয়া নেই, রেতে ঘুম নেই, হতাশ হুতাশনে শুকিয়ে পাত হয়ে যাচ্ছ! একে ত এদিকে গোপালহারা ব্রজে দিবারাত্তির হাহাকার শব্দ উঠেছে, গোয়ালের গরু গোয়ালেই বাঁধা রয়েছে, মাঠের ধান মাঠে পড়ে মাটি হচ্ছে, ননী মাখন ঘরে পড়ে পড়ে শুকুচ্ছে, বাড়ীর ঘরদোর সব কাঁটায় লতায় ঘাসে জঙ্গলে একাকার হয়ে পড়েছে, সোণার সংসার সব ছারখার হয়ে যাচ্ছে, পোয়াতি আর ছেলেকে মাই দেয় না, সোয়ামী আর মাগ-ছেলেকে আদর করে না, বাপ ভাই সব কেউ কারু পানে চেয়ে দেখে না, সবাই বুক চাপড়াচ্ছে, মাথা খুড়ছে আর গোপাল গোপাল বলে কেঁদে সারা হচ্ছে। এখানে শ্রীনন্দের মুখপানে ত আর চাবার যো নাই। আহা, বাছার তেমন তপ্ত-কাঞ্চন মূর্ত্তিতে যেন কে কালী ঢেলে দিয়েছে কেঁদে কেঁদে দুটী চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে, তার ওপর তুমি মা, যদি ছেলের শোকে পাগল হয়ে না খেয়ে না দেয়ে মারা পড়, তা হলে রাজসংসারটা ত মাটি হয়ে যাবেই, তা ছাড়া এমন সোণার রাজ্য লক্ষ্মী-ছাড়া হয়ে একেবারে যমুনার গর্ভে গিয়ে সেঁদুবে একটী প্রাণীও বেঁচে থাক্‌বে না। এমন সর্ব্ব-নাশটা কেন কর্‌বে মা? তোমার সোণারচাঁদ ত আবার ফিরে আস্‌বে, আবার এসে তোমায় মা বলে ডেকে তোমার প্রাণের জ্বালা শান্তিজল দিয়ে নিবুবে। সে ত তোমায় মা আস্‌বো বলে গেছে। গোপাল ত তোমার মিছে কথা বল্‌বার ছেলে নয়।

যশোদা। আস্‌বে? আস্‌বে? কবে আসবে মা! তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, আমায় চুপি চুপি বলে দাও মা, গোপাল আমার কবে আসবে? আমি সোণার বাছাকে—

যশোদা— (গীত)

ওগো আলুথালু কেশে বেশে, নয়নসলিলে ভেসে
আগু হয়ে আনিতে ছুটিব।
শ্রমবারি নিবারিয়ে চাঁদমুখ মুছাইয়ে
কোলে তুলে লুকায়ে ফেলিব॥
একেলা হেরিব বসে দেখিতে দিব না কশে
ভুলাইয়ে লইতে নাহি দিব।
আমার আমারি রবে গোপাল যে মা বলিবে
স্নেহরসে বিভোরা রহিব॥

(নন্দ, উপানন্দ ও উদ্ধবের প্রবেশ)

নন্দ। উদ্ধব রে! ঐ দেখ, ঐ পাগলিনী! ঐ আলুথালুবেশা বিগলিতকেশা বিবশা ব্যাকুলা যশোমতী সুতহারা—জ্ঞানহারা ফিরিছে যেন রে নষ্ট সুত অন্বেষণে, সুতের সে যত প্রিয় স্থানে, গোষ্ঠে দিবা অপরাহ্নে সন্ধ্যায় এখানে!

উপানন্দ। মা বলিয়া ডাক রে উদ্ধব! মা কথাটী বহুদিন শোনেন নি অভাগী; আহা, সেই মধুমাখা নব পিকরব কুহুরবে! সখা তুমি তার, সেই স্বর সেই রূপ সেই সে মোহন ভঙ্গী মা বলে ডাক রে!

উদ্ধব।— (গীত)

মা মায়াময়ী কৈ মা কোথা, ও মা যশোমতী মাই।
মুখ চাহি আইনু ধাওয়া ধাই॥

যশোদা।— (গীত)

ওরে মা বলা যে ঘুচেছে আমার।
কার বাছা মা বলিলি আয়॥
আমি হারানিধি পেয়ে যে হারানু—
চাঁদমুখ ভাল করে দেখিতে না পেনু,
দেখি দেখি করে নিধি হরে নিল হায়—
তাই কাঁদি রে কাঁদি রে মমতায়।
ওরে মা বলিলি কে রে করুণায়॥

উদ্ধব। মা, মা, আমি তোমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাস। তাঁর বড় ভক্তে বলে দয়া করে আমায় তিনি আপনার চরণ দর্শন করতে পাঠিয়েছেন।

যশোদা। ওরে কে রে? কে বাপ, কে তুই এলি? আমার কৃষ্ণচন্দ্র? আমার সোণার নিধি? কোথায় বাবা? তুই কেন বাবা আমায় ছলনা কত্তে এসেছিস্ ওরে, আমি, যে বড় অভাগিনী আমায় তেমন করে কেউ মা বলে না, বাবা, তুমি এই আমার কোলের ভিতর লুকিয়ে থাক। এ যে বাবা চোরের দেশ। তুমি আমায় তেমন করে মা বলে ডেকেছ জান্‌লে কি আর রক্ষা থাকবে? সকলে আমায় ফাকি দিয়ে আবার তোমায় বুক থেকে ছিড়ে নিয়ে পালাবে। ওঃ! বাপ্ রে! একবার এলিনি?—একবার তোর দুখিনী মাকে একদণ্ডের তরেও দেখা দিতে এলিনি?

পৌর্ণমাসী। মা! তুমি কি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চ না? তোমার নীলমণি যে তোমার কাছে ছেলেটীকে পাঠিয়েছেন, তা কি দেখ্‌তে পাচ্চ না? ওকে সব জিজ্ঞাসা কচ্চ না, কোন কথা বল্‌চ না, একবার আহ্লাদও কল্লে না? মা অমন ক'রে চেয়ে থেকো না একবার ভাল করে এর মুখখানি পানে চেয়ে দেখ দেখি, তোমার গোপালের চেহারা যেন গায়ে মেখে এসেচে! আহা! সেই মুখ, সেই চোক, সেই নাক!

যশোদা। কৈ ভগবতি কৈ? কৈ মা কৈ কৈ? দেখি বাবা, দেখি। (নিরীক্ষণ করিয়া ওরে বাবা? একবার মা বলে ডাক, গোপাল আমার, একবার মা বোলে ডাক।

উদ্ধব। মা, তুমি কেন এত কাতর হচ্চো? তোমার গোপাল ফিরে আস্‌বেন। তিনি তো মা নিঠুর নির্দ্দয় নন; তিনি মমতার ধন, স্নেহের পাগল ভক্তির ভগবান্, আমরা কোন্ কীটাণুকীট অধম জীব; আমরা তাঁকে ডেকে পেয়েছি, আর তুমি হেন মায়াময়ী, মমতারূপিণী মা জননী, তোমায় কি তিনি ভুলে থাক্‌তে পারেন? ছেলে প্রবাসে যায়, আবার আসে, মা প্রাণের দায়ে কাঁদে আবার হাসে, কিন্তু তোমার মত এমন কোরে আত্মহারা পাগলিনী হয়ে দিবারাত্তির মর্ম্মপীড়ায় তো পোড়ে না।

নন্দ। অভাগিনী আমায় বাঁধহ পুনঃ বুক,
নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমগন হয়ে
কেন প্রাণ হারাবে হেলায়? নিরুপায়ে
উপায় হয়েছে, মধুপুরে মাধবের
মনে আছে মাতায় পিতায়, পাঠায়েছে
প্রেম-অশ্রুনীরধারা উপহার সহ,
প্রাণের ভকতি তার আমা দোঁহা কাছে।
আহা রাণি, বৎস নাকি বড়ই কেঁদেছে,
সেই নবনীতে প্রাণতুলাল মোদের,
সেই প্রাণে এখন রয়েছে; আদরের
জন্মভূমি স্মৃতি-কক্ষে জাগরিত আছে;
আসিবে দুদিন পরে মা-বাপের কাছে।

যশোদা। আস্‌বে? আস্‌বে? আস্‌বে? হ্যাঁ বাবা, আমার বুকজুড়ানো ধন আস্‌বে বলেছে? দুঃখিনী মাকে দেখা দিতে এ ব্রজে কি আস্‌বে বলেছে?

উদ্ধব। হাঁ; মা, তিনি শীগ্‌গির আস্‌বেন— তাঁর এমন আদরের স্থান ছেড়ে তিনি কি থাকতে পারেন? তাঁর আস্‌বার কথা বলতেই ত আমায় পাঠিয়েছেন।

যশোদা। তোমায় বাবা পাঠিয়েছেন? এই হতভাগিনী মাকে মনে পড়েছে? হ্যাঁ বাবা, গোপাল আমার ভাল আছে? মাখনলাল আমার তেমনিটী

আছে? তেমি ক'রে এসে আমায় তেমনি ক'রে মা ব'লে ডাকবে বলেছে?

যশোদা। (গীত)

(ওরে) বল রে বল অভাগী মায়ে
গোপাল কি বলেছে বল।
মুদিত হয়ে রয়েছে বাপ ছিন্ন হৃদি-শতদল॥
সে যে দেহের ছিল রে বল,
দুঃখিনীর সম্বলে কে বল ভুলায়েছে রে ক'রে ছল,

উদ্ধব।— (গীত)

ও মা চল মা তোর কোলে শুয়ে
সকল কথা বলি চল।
প্রাণের জ্বালা ঘুচিয়ে দে
তোর মুছিয়ে দিব নয়নজল॥
মহামায়া মায়ের মায়া,
সেই মায়ে গঠিত কায়া,
মায়া ছায়া তাই কানাইয়া মায়ায় কাঁদে অবিরল,
মা তোর মায়ায় কাঁদে অবিরল॥

[যশোদার করধারণে উদ্ধবের গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দালয়সম্মুখে স্বর্ণরথ।

(ললিতা, বিশাখা, চিত্রা ও গোপিনীগণের প্রবেশ)

ললিতা। ও মা, এ আবার কার রথ? কে এ রথে ক'রে এলো? একবার মথুরা থেকে রথে করে—কে জানে—কে জানে কে?—অক্রূর না ক্রূর কে জানে একজন কে রাক্ষসের রাজদূত আমাদের মাথা খেয়ে গেছেন, আবার কোন্ মহাপুরুষ সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এলেন? হ্যাঁলো! তোরা কিছু জানিস্?

বিশাখা। কি জানি বোন্, কিছুই তো বুঝতে পাচ্চি না। তা যেই কেন আসুন্ না, আর আমাদের কি আছে যে নিয়ে পালাবেন? একা কৃষ্ণ বিনা আমরা তো সমস্ত ধন, জীবন, যৌবন, স্নেহ, ভালবাসা হারিয়ে ব'সে আছি; কেবল ছায়ার মত কায়াখানা প'ড়ে আছে বই তো নয়; এতে আর কার কি উপকার হবে বল, যমের কোলে শুয়ে, চিতার বুকে আসন পেতে আর কার ভয় আমরা রাখি বোন্?

চিত্রা। ওলো! দেখ, দেখ, ওই যে আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র উদয় হয়েছেন, এ কি অদৃষ্ট! এ কি সুপ্রভাত!

গোপিনীগণ।— (গীত)

মরি মনোমোহন রসময় অঙ্গ।
পীত-বসন তনু তরুণ অনঙ্গ॥
মণিময় আভরণ রাজিত অঙ্গ।
কনক-হার দিয়ে বিজুরি তরঙ্গ॥
অনল অমিয় মুখ অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিল্লোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ॥
মুরলী মধুর ধ্বনি মদন তরঙ্গ।
রমণী-রমণ চূড়ে গুঞ্জরয়ে ভৃঙ্গ।
চল সখি চল কহি রাধিকা সঙ্গ!
আওল গোকুলে পুনঃ ছিরি তিরি ভঙ্গ॥

(নন্দ, উপানন্দ ও উদ্ধবের প্রবেশ)

নন্দ। উদ্ধব রে! দেখিলি ত বৃন্দাবন, গোষ্ঠ বংশীবট, তট তাপনীর;
লতা-কুঞ্জবন কদম্বকানন শ্যামকুণ্ড,
ভাণ্ডীর তমাল তাল দেবপ্রিয়
গিরি গোবর্দ্ধন, মুকুন্দের মমতার
প্রিয়-নিকেতন, একে একে সকলি তো
করিলি দর্শন; দেখিলি তো বাপধন
নয়নসলিলে সিক্ত গোপ-গোপিনীর

প্রতি স্থান, প্রত্যেক কানন ! কৃষ্ণধন
বিহনে সকলি শূন্যময়, গোকালয়
ক্রমে ক্রমে হতেছে শ্মশান, ব্রজধাম
ডুবিয়াছে বিচ্ছেদের অন্ধ-তমসায়,
আমি যশোমতী জ্বলি প্রাণের জ্বালায় ;
তরুলতা জীবকুল করে হায় হায় ;
রোদনের প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া বেড়ায়।

উদ্ধব। হে মানদ ! ইহলোকে কে তব সমান,
কে বা মাতা যশোমতী সমা ? হেন মতি
নারায়ণে কার এ জগতে ? রামকৃষ্ণ
প্রকৃতি-পুরুষ, বিশ্ববীজ, উৎপত্তির
স্থান প্রবেশিয়ে ভূত-দেহে ভেদজ্ঞান
নিয়ন্ত্রিত করেন অনাদি। অন্তিমেতে
জীব যাঁরে, ভুলি কর্ম্মবাসনা, মুহূর্ত্তের
তরে, ভাবি স্বরূপ সাক্ষাতে, শুদ্ধ সত্ত্ব-
মূর্ত্তি ধরি, মোক্ষপদ লভে অনায়াসে।
হেন ভক্তি হবে কি নিষ্ফল ? সাত্বতের
অধিপতি ভগবান্ আসিয়ে সত্বর
প্রিয়কার্য্য সাধিবেন পিতার মাতার।
মহাভাগ, নিমীলিত মানস-নয়ন
উন্মীলি নিকটে হের কৃষ্ণধন ;
দেহি-হৃদে বিরাজেন সদা, অভিমান
নাহি তাঁর, সবারে সমান, অতি প্রিয়
অপ্রিয় বা উত্তম অধম কেহ নাই,
নাহি পিতা, নাহি মাতা, নাহি পত্নী পুত্র
আত্মপর, নাহি দেহ জন্মকর্ম্মহীন ;
কার্য্যকালে নির্গুণে সগুণ, দেহ ধরি
নামেন ধরায় ধর্ম্মস্থাপনে, রক্ষণে
সাধুগণে। হে ভূপাল, সর্ব্বজীবে তিনি ;
পরমাত্মা-ভূত শ্রুত, দৃষ্ট, বর্ত্তমান,
স্থাবর-জঙ্গম তাঁর সবাই সমান।
পুত্র-আত্মা পিতা মাতা ঈশ্বরাবতার,
একার নহেন কৃষ্ণ, যে ডাকে তাহার !

উপানন্দ। জ্ঞানবৃদ্ধ, বুঝাইলে সার, মহামায়া-
মোহ-ঘোরে, সবে করে আমার—আমার !

নন্দ। আহা ভাই ! কত পুত্র ফিরে কত কার !
যার নিধি সেই জানে কত সে মায়ার !

উদ্ধব। চল আর্য্য, বুঝাইব, বুঝিব বিস্তর,
অবিনাশী আত্মারাম কবে হন কার।

নন্দ। ভাল, দেখি ভক্তিমার্গে কি কর বিচার !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিগতশ্রী নিকুঞ্জমধ্যে পদ্মপত্রশয়নে রাধিকা,
বৃন্দার পদ্মপত্রে বীজন।

রাধিকা।— (গীত)

"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি সে চাঁদ বদন॥

বৃন্দাবন।—আহা কি যাতনা রে।

রাধিকা।— (গীত)

কাঁহা মোর প্রাণবঁধু নবঘনশ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর জিনি কোটি কাম॥

বৃন্দা।—আহা মরি, কি মর্ম্মভেদী যাতনা রে।

রাধিকা।— (গীত)

কাঁহা মোর মৃগমদ কোটীন্দু-শীতল।
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল॥"

বৃন্দা। আহা, আহা, শোকের বীণা নীরব হলো যে ! এত তাপ, এত দাহ কি অবলার প্রাণে সহ্য হয় ? হায় হায় ! সোণার কমলিনী বুঝি অকালে শুষ্ক হয়ে যায় ! অভাগিনীর অন্তরের তাপ দেহ আবরণ ক'রে চারিদিক্ অগ্নিময় ক'রে তুলেছে পদ্মপাতার শয্যা বিশীর্ণ, পদ্মপাতার বাতাসেও বুঝি অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে, নৈলে এত যন্ত্রণা, এত মোহ কেন ? এ শয্যাকণ্টকীর এত যাতনা যে আর দেখা যায় না। কিশোরি ! একটু শান্ত হও, একবার চক্ষু চাও, সজলনয়নে একবার আমার পানে ফিরে চাও, একটীবার আমার গলা ধ'রে কাঁদ।

রাধিকা। (উঠিয়া বৃন্দার গলা ধরিয়া) বৃন্দাবনী দিদি আমার, আমার কেন এ যন্ত্রণা? আমি আর সইতে পাচ্ছিনি! আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলি হয়ে উঠ্‌ছে, যেন দিদি বাঁচ্‌তে পাচ্ছিনি, প্রাণ ধ'রে মর্‌তেও পাচ্চিনি; দিদি! বল না, আমার প্রাণের দেবতা কৈ? কোথায় চলে গেল, আর এলো না যে! উঃ! মাগো! মরণ কেন হয় না?

বৃন্দা। নিষ্ঠুর! একবারও ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে না? এ হতভাগিনী যে চরণের দাসী, সে চরণখানি কি পাপে লুকালে ঠাকুর? এ তো প্রেম নয় মুরারি, এতে যে শুধু কাঁদালে ভাই, কাঁদ্‌লে না তো? কমলিনি! তোমায়ও বলি বোন্, অতি বড় প্রেমেরই অতি বড় বিচ্ছেদ, যে প্রেম পায়ে ঠেলে চলে যাওয়া যায়, সে তো নটের প্রেম, ফটিকের বাসন, অল্পে ভাঙ্গে, সহজে জোড়ে না; তার আবার বিরহই বা কি কান্নাই বা কেন, অঙ্গে পুড়ে মর্‌বারই বা দরকার কি? লম্পট-চূড়ামণি কালাচাঁদ তোমায় কাঞ্চন ব'লে কাচ দিয়ে ঠকিয়ে গেছেন, অমৃত-সরোবরে না নাইয়ে, গরলের নরকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন, তবুও তোমার চৈতন্য হচ্চে না?

রাধিকা। আহা দিদি! ও কথা ব'লো না, পোড়ামুখে ও কথা ব'লো না, পোড়াবুকে ও কথাটী আমার সয় না! আমি তো দিদি সব ভুলে, সবাকে ত্যাগ ক'রে লম্পটের কাছে প্রেম যাচ্‌ঞা করি নি, আমি তো আমার প্রাণের নিধি, ইহপরকালের সাথী ঠিক বেছে নিয়েছি। আমি আদর্শ প্রেমিকের প্রাণে প্রাণ দিয়ে যে পবিত্র হয়েছিলেম! তাঁর তো কোন দোষ নাই দিদি! তিনি তো এ দাসীকে প্রাণ দিতে কখনও কাতর হন নি, আমি অভাগী হয় ত তাঁর অনন্ত প্রেমের পরিমাণ না বুঝে, উপযুক্ত যত্ন কত্তে না পেরে হেলায় সে ধন হারিয়ে বোসেছি।

(গীত)

আহা তার সকল ভাল আমিই ভাল নই।
কেউ দোষী নয় কপাল-দোষে
আপনি দোষী সই॥
বুকে ফাটে, মুখে ফুটে বলি না,
(খুলে) নির্জ্জনে প্রাণ ভোরে
কাঁদি দেখাইয়ে কাঁদি না;
মর্ম্মব্যথায় মনে মনে আপনি মোরে রই।
ফিরে পাই যদি তায়, প্রাণ দিয়ে পায়,
প্রাণের কথাই কই॥

(ললিতা, বিশাখা, চিত্রার গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

গাও তরুলতা গাও রে॥

বৃন্দা। ওরে তোদের এত গাওয়া গাওয় কেন?

ললিতা ইত্যাদি :— (গীত)

কুঞ্জ কূজিত পিক গাও রে।
মৃগশিখা খুলি আঁখি গাওরে॥

বৃন্দা। তাই তো, তোদের এত আমোদ কিসে হলো রে?

ললিতা ইত্যাদি।— (গীত)

আপনি তট বট গাও রে।
কেলি কমলকলি গাও রে॥

রাধিকা—ও ললিতা, ও বিশাখা! ওরে, এ দুঃখের দিনে এত আনন্দ কেন করিস্।

ললিতা ইত্যাদি।— (গীত)

বৃন্দাবনধন গাও রে।
শ্যামসোহাগিনি সবে গাও রে॥

বৃন্দা। আহা, রকম কি? কি হয়েচে? এত আমোদ কেন? বল্ না ভাই, শুধু তোরা একা হাস্‌বি?

ললিত। হাস্‌ব না তো কি? শুধু হাস্‌ব? গালভরা হাসি হাস্‌ব—হাস্‌ব—নাচ্‌ব—নাচ্‌ব, জয় রাধা কৃষ্ণের জয়—জয় যুগলকিশোরের জয় ব'লে, আমোদে আহ্লাদে অজ্ঞান হ'য়ে যাব!

বিশাখা। শুধু অজ্ঞান হয়ে যাব কি লো? বল্‌ব, কইব, কালাচাঁদের কাণে পাক দিয়ে নাকে খত্‌ দিয়ে তবে ছাড়্‌ব!

বৃন্দা। ইস্, তাই ত, ভারি আস্পর্দ্ধা যে! কালাচাঁদ কি না অমনি পথে ঘাটে প'ড়ে রয়েছে, তাই ধ'রে

এনে শাসন করবি ?, তাঁকে কোথায় পাবি ? স্বপ্নে বুঝি ?

ললিতা। ওগো পাব গো পাব।

বিশাখা। পাব কি লো! বল, পেয়েছি লো পেয়েছি। এখন ধত্তে পাল্লেই ধরা দেয়। ও কিশোরি। শিকলিকাটা প্রাণের পাখীটী তোমার এত দিনের পর ফিরে এসেছে, পায়ের শেকল পায়েই আছে, কেউ ধত্তে পারে নি!

রাধিকা। সে কি! সে কি! সত্য নাকি ? সই, কৈ কোথা ? সত্যি এসেছেন না মিছে কথায় আমায় সান্ত্বনা কচ্চিস্ ভাই ?

ললিতা। এয়েছে গো—এয়েছে, নইলে কি এ সব পোড়ার মুখে এতদিনের পর শুধু শুধু হাসি বেরুলো ? সোণার রথে তোমার সোণার নিধিকে পথে দেখে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ছুটে আস্‌ছি।

রাধিকা। সত্যি ?—না না, স্বপ্ন বুঝি। বৃন্দে! এরা কি বলে দিদি ? আমার যে মথো ঘুরে উঠ্‌লো, আমি যে কিছু ভাব্‌তে পাচ্চি না।

বৃন্দা। হ্যাঁলো, সত্যি দে'খে এলি ?

ললিতা। সত্যি না তো মিথ্যা ? তুমি না হয় একটু এগিয়ে দেখে এসো না। দিব্বি রথখানি ভাই, সূর্য্যের আলোয় কাঁচা সোণা ঝক্‌মক্ কচ্চে, আমাদের চোক্ ঠিকুরে গেল।

রাধিকা। তবে বুঝি সত্য এয়েছেন। দিদি চল চল, আমিও যাই।

বৃন্দা। না বোন্, তুমি বড় দুর্ব্বল, তুমি থাক, আমি যাই, দেখা পাই ত বেঁধে এনে হাজির করবো। আমি তোমার যেমন তেমন অমনি দূতী নই।
জলের মাছে পোষ মানিয়ে ডাঙ্গায় বসে রই॥

[প্রস্থান।

ললিতা। কিন্তু কিশোরি! আমরা আগে তোমায় কথা কইতে দিব না, গড়িয়ে পড়্‌লে তবে এবার তোমায় গড়াতে দেবো, এ নাকালের শোধ না নিয়ে তো কিছুতেই ছাড়্‌বো না, তুমি সাজা দেবে, আর তিনি মাথা হেঁট ক'রে সইবেন, তবে কুঞ্জে সেঁদুতে দেবো।

ললিতা ইত্যাদি।—(গীত)

কহি কিশোরি ধরি কর, শঠ, কপট নটবর,
আসিলে পর মানেতে ভর করিও।
হেরে ফিরায়ো মুখচাঁদ, সাধে সোহাগে সেধো বাদ
ধরায়ে পায়, কাঁদায়ে তায় কাঁদিও॥

(বৃন্দার সহিত উদ্ধবের প্রবেশ)

ললিতা ইত্যাদি।—(গীত)

একি কেন হে এত সাধ,
ছি ছি তোমারে কালাচাঁদ,
চাহে না রাই, এ ঠাঁয়ে ভাই রয়ো না।
মিছে কেন কেন হে ফিরে চাও,
মানে মানে শ্যাম ফিরে যাও,
রবে না মান, অপমান আর হয়ো না॥

বৃন্দা। আরে দূর ছুঁড়ীরা! কাকে কি বলিস্, তার ঠিক রাখিস্‌নে বুঝি ? রাজকুমারি! এই নাও, তোমার প্রাণের নিধি, তাঁর পায়ে ঠেলা প্রাণ কেমন আছে, দেখ্‌তে নিজের মতন কালমাণিক এই দূতটীকে পাঠিয়েছেন, এর নাম উদ্ধব।

ললিতা। ওমা, তাই ত!

বিশাখা। তাইত বোন্, অভেদ চেহারা, যেন যমক ভাই।

রাধিকা। সখি! এতদিন পরে দূত। তা বেশ। আঃ—এ কি, এ পোড়ারমুখো মধুকরও কি দূত হয়ে এলো না কি ?

উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণভাবিনি! মধুকর আমার সঙ্গের সাথী বটে। আমি রথে মধুকর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে বরাবর মথুরা থেকে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা কি জানি লক্ষ্মী ? কি বুঝি বল ? তেমন ভক্তি-প্রেম কোথা পাব বল ?

রাধিকা। (মধুকরকে পদস্পর্শ করিতে দেখিয়া) আঃ, এ আবার কি ? পায়ে ছুঁয়ে মধুকরটা যে মুখের কাছে বড় জ্বালাতে লাগ্‌লো ?

(বৃন্দার গীত)

অলি হে না পরশ চরণ রাধারি।
কানু অনুরূপ বরণ, গুণ জৈছন ;
ঐছন সবহু তোঁহারি ;

পুর রঙ্গিণী কুচকুঙ্কম-রঞ্জিত,
কানুকণ্ঠে বনমাল।
তাঁকে সুবাসে, পরাণ তুহু মাতল,
পরশে বরণ ভেল লাল॥

রাধিকা ওহে সুপুরুষ! ওহে সুকণ্ঠ দূতবর। ব্রজের জীবনধন,গোপগোপীর আত্মময়, নন্দ যশোদার দরিদ্রের নিধি, আর এই অভাগীর যথাসর্ব্বস্ব প্রভু তোমার ভাল আছেন তো? এই সব দেখে যাও, শুন্‌ছি ভক্ত তুমি তাঁর; এই ধর ভাই, এই সব চক্ষের জল উপহার লয়ে গিয়ে তাঁর চরণে দিয়ে বলো, জন্মের মতন তাঁর আপদ্ বিদেয় হলো; একটীবার তাঁর দেখার আশে,এ জন্মের মত একটী-বার তাঁর চাঁদমুখ দে'খে মর্‌বার বড় সাধ ছিল, তা আর হলো না; তোমায় তিনি পাঠিয়েছেন, তোমার কাছে তাঁর সেই মুখের কথা আছে, তাই শুন্‌তে শুন্‌তে আর তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ যাত্রা লীলাখেলা শেষ করি। সখি সব রইল, আমার আর এ জগতে স্থান নাই ভাই,মর্‌তে বসেছি, ম'রে এ দারুণ বিরহ-ব্রতের উদ্‌যাপন করি। উদ্ধব! তাঁরে বলো, জন্মে জন্মে আমি যেন তাঁরই চরণসেবা কর্ত্তে পাই।

(গীত)

"কহিও কানুরে ভাই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
ওই তরুশাখায় রাখিনু সারি শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শোনে এদের মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত তাঁর সখা।
ইহা সবার সনে তাঁর পুনঃ হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তাঁর মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে কোথা নাহিক শকতি॥
তাঁরে আসি পিয়া যেন দেন দরশন।
কহিও বঁধুরে এই সব নিবেদন॥

উদ্ধব।— (গীত)

কাহে অধীর বৃষভানু-কুমারী
আওব ব্রজে ব্রজবন-বিহারী॥
সম্পদ হরিপদ প্রেম তুহারি।
রোয়ে কানাইলাল হা! হা কিশোরী।
অদ্ভুদ প্রেম তব সুপুরুষ সঙ্গ।
পুনঃ নেহারে রাধা মাধব সঙ্গ।
প্রেম বিরহ পুনঃ মিলনক লাগি।
কুঞ্জ দুয়ারে হাম অলপ ভাগী॥
শ্যাম-সোহাগী পুনঃ বাঁধ পরাগী।
বাঁধিয়ে তটে তরী অপরূপ দানী॥

রাধিকা। ভক্ত সখা! তবে কি তিনি সত্য সত্যই আস্‌বেন ব'লেছেন? তবে যে ভাই মর্‌তে মন সচ্চে না, মোলে তো আর এ জনমে তাঁকে দেখ্‌তে পাব না।

বৃন্দা। না বোন্, মোরো না, মরণ তো হাতের ভেতর, দুঃখের জ্বালায় পাগল হয়ে, যখনি খুসী, তখনি তো মরা যায়, তা মলেই তো সব ফুরিয়ে গেল ভাই, এতো কান্না, এতো জ্বালা এতো বিরহ, সব বৃথা হবে; বেঁচে থেকে প্রাণের জোরে, প্রেমের আকর্ষণে না হয় নিজেন পায়ে ধরে, মনচোরকে কাছে এনে আবার হাসির লহোর তুল্‌লে, তবে ত ভাল দেখায়।

রাধিকা। সই রে, সে বলই যদি থাক্‌বে, ত হোলে কি যাকে আঁখির আড়াল কোত্তে প্রাণে ব্যথা পেতেম, তিনি একবারে এই অকূল পাথারে ভাসিয়ে দে যেতে পাত্তেন? আজ আমি যাঁর জন্য গুরুত্যাগিনী, কুলকলঙ্কিনী, পতির নিকট বিশ্বাস-ঘাতিনী, তিনি কি আমায় একেলা ফেলে,সেই মধু-পুরীতে শতসহস্র কুলকামিনীদের কাছে বাস কত্তে পাত্তেন? হঁ্যা উদ্ধব! নগরবাসিনী বিলাসিনীগণের মাঝে থেকে প্রাণকান্ত কি এ গ্রামবনচারিণীদের কথা মনে করেন? আর কি ভাই, তাঁর কিছু মনে আছে?

উদ্ধব। আহা সখি! তোমরাই ধন্য! সেই উত্তমশ্লোকের জন্য তোমরা পতি, পুত্র, স্বজন ও

ভবন পরিত্যাগ ক'রে তাঁর চরণে এমন মুনিজন-দুর্লভ নিষ্কাম ভক্তিবারি প্রদানে কৃতকৃতার্থ হয়েছ। আমার জন্ম সফল; আমারি ভাগ্যে তোমাদের বিষম বিরহ উপস্থিত হয়েছিল; নতুবা এ দেবদুর্লভ দৃশ্যে কোথায় পবিত্র হতেম? আহা কিশোরি! এত স্বচ্ছ সরল প্রেমের আধার না হ'লে কি বিরহে সেই মহাপুরুষ আত্মহারা উন্মাদের মত হয়ে, চক্ষের জলে দুকূল ভাসাতেন? এমন আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকার চরণে আমার শত সহস্র প্রণাম। কমলিনি। তিনি তোমাদের যন্ত্রণা দিবার জন্য মথুরায় যান নি, কার্য্য-জগৎ তাঁর উপাসনা ক'রে নিয়ে গেছে; তিনি যেমন দূরে আছেন, তেমনি তোমরা তাঁকে শয়নে স্বপনে ধ্যান ক'রে মনের নিকটস্থ কচ্ছো। তিনি বলেন যে, প্রিয়তম দূরে থাকলে প্রাণের চিত্ত তাঁতে যেমন অহরহ আবিষ্ট হয়ে থাকে, নিকটে বা চক্ষের গোচরে থাকলে সেরূপ হয় না। তোমরা যে একমনে সেই চরণ চিন্তাই জীবনের সারব্রত ক'রে রয়েছ, ভক্তির ভগবান্ তিনি, তাঁর সাধ্য কি যে তোমাদের দেখা না দিয়ে থাকবেন? তার আর অধিক বিলম্ব নাই, সত্বরেই শ্রীবৃন্দাবনধামে সেই পূর্ণপুরুষের পদচিহ্ন আবার পড়বে।

রাধিকা। সাধু উদ্ধব, সাধু তুমি, চিরজীবী হও।

উদ্ধব। বলুন, সেই রাজাচরণে যেন চিরদিন বিক্রীত হয়ে থাকতে পারি। এক্ষণের মতন আমায় বিদায় দিন, আবার সাক্ষাৎ করে একত্রে তাঁর গুণগানে মন দেব।

ধন্য গোপ গোপিনী সুখদ বৃন্দাবন।
বদ্ধপ্রেমে সৎস্বরূপ পূর্ণ সনাতন॥
ধন্য ধূলি মাথে তুলি ধন্য জগজ্জন।
নিষ্কাম সাধনা ধন্য ধন্য প্রাণপণ॥

বৃন্দা। ওলো কিশোরি, ঘরে চল, আবার আশা হলো, আমার দিন গুণি গে চল।

সকলে।—

প্রাণে প্রাণ পড়বে ধরা, অধরসুধা পিয়ো লো।
বিরহ-বিধুর প্রাণে আবার প্রাণ নিয়ো লো॥
সোহাগী যার সোহাগে,
সে যদি সোহাগ মাগে,
হয়ে সই আপন-হারা
আপনি যেচে দিও লো॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

জরাসন্ধের শিবিরসম্মুখ—দূরে শিবিরশ্রেণী।

(লম্বোদরের প্রবেশ)

লম্বো। আর কদ্দুর বাবা? নাগাল যে পাই না। একটা ঝোপঝাপও চোকে ঠেকে না যে সে দিয়ে পড়ে পায়ের উপর পা দে' ভুড়ি না উচু ক'রে গট্ হয়ে ব'সে আইত্তি করি! ওই না! ওই ত বটে! আঃ, বাঁচলুম, আমাদের তাঁবুর চুড়ই বটে! আর মন্দারামকে পায় কে? বাবা! যুদ্ধ ত নয় যেন চারিদিকে চরকী ঘুরতে লাগ্‌লো! চারিদিক্ থেকে পঙ্গপালের মতন এসে, ক্লেমিক রাজার আমার পুরুষ্টু দলটাকে পাতলা ক'রে দিতে লাগ্‌লো, আমি আঁচলুম, ফাঁড়াটা বুঝি এইবারই ফোঁসে যায়, আঁচা আর থপ করে অন্নি মড়ার কাঁড়িতে মুমড়ে পড়া! তার পর আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে বুকে হেঁটে "যৎ পলায়তি স জীবতি" মন্ত্রোরের সাধনা আরম্ভ ক'রে দেওয়া গেল। ভাগ্যে ডুড়ো গড়ালি, তাই ত যমে ভাড়ালি! তখন একটা তাঁবুতে সেঁদুই কি ঐ গাছের গোড়ায় ভর করি? উঁহু, লোকটা নেই, জনটা নেই, তাঁবুগুলো যেন খাঁ খাঁ কোচ্চে, ওর ভেতর বড় আচ্ছা দেখাচ্চে না, সত্ত ম'রে সব সেপাই বেটারা ত ভূত হয়ে রয়েছে, হক্ না হক্ ঘাড়টা ভেঙ্গে দলে ভিড়িয়ে নেবে, এখন সহজে ত ছোড়্‌ছি না, তা এ দিকে দ

পোড়ে যাক্‌, রাজাই মরুক্‌, আর রাজত্বই যিনি কৃষ্ণ বেটা কেড়ে কুড়ে নিক্‌, আমার দেখেও দরকার নেই, শোনিবারও আশা রাখি না, আর যুদ্ধের এই ছাই ভস্ম ল্যাক্‌ড়াখানা ঘাড়ে করারও কোন আব-শ্যক দেখি না। যা বেটা নিশানের পো, তোর নিশানের বাপ নির্ব্বংশ হোক্‌। উঁহু, না বাবা, তা ব'লে এখানের মায়া একেবারে ত্যাগ ক'রে ফেল্লে চল্‌বে না, এ আমার সজীব ডাণ্ডা, যত বেটা তরোয়াল চন্দরের কাছে আমার যা কিছু ভরম ভারম, উঁচু পায়া, লম্বাচাল, তা এই ডাণ্ডাগাছটার জোরেই, অথচ কেষ্টর সঙ্গে এই সতের সতের-বার লড়ায়ে, তো তো তরোয়ালখানা কদিচ কখন এক আধবার শ্যালাটা ফ্যালটাকে তাড়া দেবার জন্য খুল্‌তে হয়েছে, নইলে এই কোমরপাটায় আঁটাই আছে। ছেলে বেটা আমার ধাত পেলে না, এবার বেটা হয় ত গদ্দান দিয়ে বসে আছে। যাগ যাগ, বেটা অধঃপাতে গিয়েছে, কথা তো শুন্‌লে না, বিদ্যে ত নিলে না! লড়ায়ের আঁচটী পৌঁছুতে পৌঁছুতে পয়ে আকার দিবার পন্থা। বেটা একটাও আমা হেন বাপের ঠেঁয়ে আদায় কোরে নিতে পাল্লে না, এখন এই কাটা মাথা নিয়ে কোন্‌ লজ্জায় ঘরে ফিরবি বল্‌ দেখি? পলাবার কারে পোড়ে, একে মনিব, তায় রাজা, সুতরাং তার জন্যে ধরিয়ে দিলুম, তারা মাছি মেরে হাত কালো না কোর ভালোয় ভালোয় দুটো ঢ্যাকা মেরে ছেড়ে দিলে কি না, আর ব্যাটাকে পায় কে? ধরা পড়াতে অমনি বুক বোধে গেল, ধড়াধড় ধরা পোড়্‌তে লাগ্‌লো। তাই সতের সতেরবার ধরা পড়েছে, আর গলায় কাপড় দে কুড়াল বেঁধে তাদের পায়ের তলা চেটে ছাড়ান পেয়ে এসে যেন দিগ্বিজয় পেয়ে বসেছে। ব্যাটা বলে, ধরা প'ড়ে মরে পড়্‌তে পাল্লে তরো-য়াল চন্দোরের কাছে ভারী মান হয়। দূঃ তোর মানের মাথায় আমার এই জোড়া পায়ের হাতি-চ্যাপটা লাথি। ব্যাটা আমার মান নিয়ে ধুয়ে খাবেন।—ঐ না আস্‌চে? তবু ভাল, এখনো ব্যাটার ভোগ ফুরোয়নি।

(লম্বোদরপুত্রের প্রবেশ)

ল-পুত্র। (প্রবেশ করিতে করিতে) কে হোথায়?

লম্বো। তোমার মামার বোনাই হয়।

ল-পুত্র। কে বাবা না কি?

লম্বোদর। দেখ না, কি প্রকার বিবেচনা হয়? বুদ্ধিমান্‌ ছেলে, বাপ কি মোসো চিনে তো নিতে জান?

ল-পুত্র। ওগো, এ দিকে যে সর্ব্বনাশ উপ-স্থিত; রাজা একা, এতক্ষণ বোধ হয়, সব শেষ হয়ে গেল, আমি মহারাজের ইঙ্গিতমাত্রে একা অস্ত্র-করে মথুরার সৈন্যসাগর ভেদ ক'রে রাজ-কন্যাকে নিরাপদ স্থানে রেখে এলেম। না জানি এদিকে এতক্ষণে কি সর্ব্বনাশই হয়ে গেছে!

লম্বো। তা বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে, তা তোমার বাপু আর হাঁপাইঝোড়া কেন? এতটা যখন স'রে এসে পড়েছে, তখন আর এ কথায় কাজ কি বাবা? হাতের ওই লম্বা গাছটা নাবিয়ে গলার জোলটা খুলে ফেলে, সেই আমার পৈতৃক নীতি "যৎ পলায়ন্তি স জীবতি" বুঝ্‌লি? ওদিকে যখন সব অক্কা প্রাপ্তেষু চিৎপটাং, তখন আর মিছে ছটপটাং কেন? বুঝ্‌লি? সাদা কথায় বাপ বেটায় চট্‌পট্‌ সরে পড়ি আয়।

ল-পুত্র। সোরে যাবে কোথা? চাদ্দিক্‌ বেড়ে তারা লড়্‌তে লড়্‌তে আসছে, যে যেখানে আমাদের ছিল, সব নিকেশ হয়ে গেছে, কেবল রাজা হাজার রথীর মত চাদ্দিকে ছুটে ছুটে তাদের চারিদিকের সঙ্গে লোড়্‌ছেন, তারা কিন্তু ক্রমে এগুচ্ছে।

লম্বো। ও বাবা। তবে দেখ্‌চি, বেটারা টানা জাল ফেলে চুনোপুঁটী রুই কাৎলা আগাগোড়া টান ধরাচ্ছে।

ল-পুত্র। ঐ যে রাজা মশাই আসছেন!

লম্বো। ঐ তো বটে, আমা বেচারিদের জড়িয়ে মারবার যোগাড়ে আসছেন আর কি! একূলা ডুব্‌লে মজা হবে কেন? বড় ভালবাসেন কি না? কাজেই সহমরণে নে যাবার পন্থা দেখ্‌ছেন। আমি

ত বাবা ও ফ্যাসাদে থাকছি না। এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খপ্ ক'রে কাঁচামাথাটা কচ্ ক'রে উথ্‌ড়ে যাবে, তা তো সইতে পারব না, হ্যা বাবা, মাথাটা দিলে, আর কারো মাথা বাঁচে, তবে বোঝা যায়, নইলে মজুরী পোষায় না। তার চেয়ে পেটে ব্যথা ব'লে আড় হয়ে প'ড়ে, ভুমিতে আসটী নাড়ি আর মাঝে মাঝে দামড়া লাফ ছাড়ি, তাল বুঝে তখন মারবো টেনে পাড়ি। (শয়ন)

(বেগে রক্তাক্তশরীরে জরাসন্ধের প্রবেশ)

জরা।—

কে আছে শিবিরে? একা তুমি? কেহ নাই
আর? কে রবে? আহবে সবে প্রাণ দেছে
স্বচক্ষে দেখেছি, শেষ রক্তবিন্দু ঢালি
অক্ষৌহিণী সকলি পড়েছে, শিবিরের
প্রহরীরা, সারি সারি দুধারি ত্যজেছে
প্রাণ বীরের মতন! অহো কি দুর্দ্দৈব!
সব গেছে, কারে লয়ে করিব সমর?
পৃষ্ঠ দিনু রামকৃষ্ণে সপ্তদশবার।
কি হইল?—উচ্চ শির হৈল অবনত।
ছার তনু আর না রাখিব; চক্রাকারে
বেড়ি চারিধার, আসছে অরাতি সৈন্য
ঘেরি মোরে করিতে সংহার, একা আছি,
একাই করিব রণ, সংহারমূরতি
ধরি, বজ্রনাদে দিগন্ত বিদারি, রক্ত-
সিক্ত পদে যাব কেশরীর দাপে, কেঁপে
যাবে বক্ষঃ বসুধার, চক্রাকার করে
ধরি দরাইব তীক্ষ্ণ তরবার, ছিন্ন
গ্রীবা ভেদি কত চক্রাকারে দূরে রবে
রুধিরের ধার, দৃঢ়মুষ্ঠি বাহুবলে
শূলী শম্ভু সম বেগে নিক্ষেপিব শূল,
মহামন্ত্র পঠিত গঠিত গরলের
ফলাকা ফলকে ঝকি দামিনী ঝলক,
মুহূর্ত্তে পোড়াবে তুই দুর্দ্দান্ত বালক,
সর্ব্বনাশী শক্তিশেলে বিদারি মথুরা
সপ্ততলে পাঠাইব সমগ্র যাদব,
বংশে বাতী দিতে না রাখিব, নহে প্রাণ
বীরের মতন, বীরের শয্যায় শুয়ে
দিব অকাতরে। রাজ্য, ধন, প্রাণপণ
সুপ্তযশ জাগাইব, অক্ষত সম্ভ্রম
অক্ষত করিয়া লব, নহে দিব প্রাণ,
মান রবে ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে;
শূন্য সাথী, একা মাত্র এ ঘোর সমরে।

লম্বো-পুত্র।—

মহাপ্রভু পার্শ্বে যদি রাখেন দাসেরে,
যথাসাধ্য সাধিব যতনে, ক'রে যাব
প্রভুকার্য্য, দিতে হয় যুদ্ধে প্রাণ দিব,
অকাতরে বক্ষে দেব, বজ্র পাতি লব।

জরা।—

রে সাহসী? ধন্য হেরি প্রভু-ভক্তি তব।
বাঁচি যদি এ ভক্তির প্রতিদান দিব।
রহ যোধ, নাহি চাহি পৃষ্ঠবল আর,
যা ছিল আমার, সবারে করেছি গ্রাস।
এই সপ্তদশবারে, সমর-সাগরে
নবত্রিংশ অক্ষৌহিণী দিছি বিসর্জ্জন,
ডালি দিছি রণচণ্ডিকায় পুত্রাধিক
সবে যে রে, নরমাঝে সার রত্ন তারা।
বলীয়ান্ ভালবাসা মম, বলে, রাজ্য
আনি করতলে, শাসি বলে, শ্রেষ্ঠ বল
রাজনীতি মম, সমগ্র এ ভুভারতে
লোকবলে কে ছিল আমার চেয়ে বলী?
বাহুবলে একচ্ছত্রা, সম্রাট্ ভুবনে,
একেশ্বর বিরাজিতেছিনু, উচ্চশির
ছিল শুধু যোধবলে মোর পুত্র তারা,
পালিতাম সাদরে সতত, অত্যাচারে—
বলাৎকারে—যথেচ্ছ আচারে—তাহাদের,
ভীরু নর-নারীকুলে কাঁদিতে হেরিলে
হাসিতাম। বিনা দোষে হাসিতে হাসিতে
পারিতাম, সহস্র প্রজার শির কাটি,
গ্রামে গ্রামে জ্বালাইয়া দিতে, কিন্তু কভু
এ জনমে মোরা দোষী বা নির্দ্দোষী যে সে
অস্ত্রধারী পথাচারী শ্রোতাচারা কিবা
পায় নাই শাস্তি মম ঠাই, শান্তি কোথা?

জ্ঞানে কভু কহি নাই কর্কশ-বচন,
শক্তিবাণে শত দোষ করিযে মার্জ্জনা
বীরব্রতে ব্রতী চিরদিন। হায় হায়।
কি করিব, কিসে বাঁধি প্রাণ? এত দম্ভ
এত দর্প যাহাদের লয়ে, আজি তারা
শ্মশানশয়নে, শৃগালকুক্কুরভক্ষ্য,
লক্ষ্যহারা অলক্ষ্যে করেছে পলায়ন।
ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত ছিন্ন-ভিন্ন বনমাঝে
বজ্রাহত মহীরুহমত, একা আছি
রণরঙ্গভূমে! একাই করিব রণ,
নাহি চাহি বাল দিতে একক রে তোরে,
এর পরে এই তুই সহস্রের সনে
একা এক সহস্রের ে ৗর্য্য দেখাবি।

লম্বো-পুত্র।—
হায় প্রভু। জন্মাবধি আছি পাছে পাছে,
শিখায়েছ অস্ত্রখেলা, রণরঙ্গলীলা,
কবে লবে পরীক্ষা দাসের? পাইয়াছি
অবসর প্রভুকার্য্য করিবারে মানা
করো না গো, আজ্ঞা দেহ রাহতে পশ্চাতে।

লম্বো। (শুইয়া শুইয়া স্বগত) আঃ। বেটা কি গাড়োল! যম বোলেছে নেবো না, ওর জেদা-জেদি নিতেই হবে। আঃ। বেটা একবার না বোল্লে দেখ্‌ছি শোধরাচ্ছে না।

জরাসন্ধ।—
প্রভুকার্য্য করিবারে যদি থাকে সাধ,
যা রে বৎস, যা রে দ্রুতপদে, গিরিব্রজে
কহ গিয়ে এ লজ্জার কথা, মন্ত্রী যেন
পুনঃ করে সৈন্যের সাজন। অবশিষ্ট
যত যোধ যে যথায় আছে, যত দুর্গে
যত প্রহরায়, প্রজাগৃহ হতে যুবা
যত আছে, সকলে লইয়ে একত্রিতে
কহিবে, কহিবে রাজ্য পালে কারাবদ্ধ
কুমারে আমার, কারামুক্ত করি ত্বরা
নূতন বাহিনী-ভার দিবে তার করে।
বলো সবে, পৃষ্ঠ আমি না দিনু সমরে।
চূর্ণরথ, শূন্য অস্ত্র, সক্ষত শরীরে
বক্ষ পাতি লইতে চলিনু শত্রুশূল।
প্রদীপ্ত রাখিতে রণবহ্নি বিভীষণ
দ্বৈরথ সমরে মত্ত রহিতে চলিনু,
দ্রুতপদে আসে যেন সবে, রবে
প্রাণ নব-বলপ্রাপ্তির আশায়। যাও,
যাও বৎস, দে'খে যাই আমি, পিতা তোর
প্রতিবারে এই ঘোর রণসন্ধিস্থলে,
সাধিত এ দৌত্যকার্য্য মোর,
কোথা গেল?
আহা। বৃদ্ধ, হয় তো সমরে দেছে প্রাণ,
রক্ষিতে সে শিবনামাঙ্কিত পতাকায়।

লম্বো। (উঠিয়া) উহু, উঁহু, মহারাজ। এখনও জ'াকড়ে, খানিকক্ষণ আছি ব'লে তো বোঝাচ্চে, যম চন্দোর এখন নি নি ক'রে ফেরৎ নেন নি, বোধ করি, ভুঁড়ি দেখেই বেটা মোষবাহন পেছিয়ে গেছে, পাছে আবার তার সিংহদরজটা কেটে বাড়াতে হয়, বুঝ্‌লেন, তাই মরি নি, আর আজ-কাল আগেকার মতন মরবার বড় একটা আয়েস নেই বলেই তো শুনচি, তাই তাড়াতাড়ি না ভেবে না চিন্তে, কাউকে না ব'লে কোয়ে, পাড়া-পড়সীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না ক'রে শলা-পরামর্শ না এটে ফস্ ক'রে মত্তে এগুলুম না, তা ছাড়া আমার এই সজীব নিশেনের নিরেট নিটোল ডাণ্ডা-গাছটীর গায়েও আঁচটী পর্য্যন্ত লাগ্‌তে দিলুম না। যখন দেখ্‌লুম, সাধের নাদাটী আর বাঁচে না, চাদ্দিকে ছোরা ছুরী চল্‌তে আরম্ভ হলো, তখন পাছে কোন বেটা আমার লক্ষ টাকার ভুঁড়িটী ফাঁসিয়ে দিয়ে বস্তাপচা ক'রে ছাড়ে, তাই তাড়াতাড়ি না নিশেন গুড়িয়ে দড়াম ক'রে পড়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে হাড়গোড়া-ভাঙ্গা দ'টী হয়ে, নিজের কোটে এসে আড় হয়ে পড়েছিলুম।

লম্বো-পুত্র। ওদিকে যেন মেঘের মতন ধূলো উড়িয়ে কারা আস্‌চে, যেন হাজার হাজার ঘোড়ার পায়ের শব্দ কাণে ঠেক্‌ছে মহারাজ!

জরাসন্ধ।—
তাই তো! কারা এ? তীর তারা উল্কাবেগে

আসে কোন্ বিরাটবাহিনী? অশ্বসাদী
অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, কাকে অস্ত্র রবি, করে
ছটায় ঠিকরে যেন বিদ্যুৎ অনল,
কি জানি, দেখিতে হলো শত্রু বা স্বদল।

[জরাসন্ধ ও লম্বোদরপুত্রের প্রস্থান।

লম্বোদর। ও বাবা, তাই তো। ওরা দেখ্‌ছি সেই মথুরার হ্যাংলা খেপার দল, স্বদল হ'লে ত এ তাঁবু পানে ঝুঁক্‌বে কেন? ওরে বাবা! বাচ্ছা সেপাই ওরা বেড়া আগুন জ্বালে, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়, ওই ওদিকে কেষ্টর রথ চকমক কচ্চে, ওই ওদিকে হ্যাংলা বলার রামশিঙ্গা ঝকমক্ ক'চ্চে। ওই যে যেন রাক্কসে নাঙ্গলখানা আকাশপানে পা ক'রে হাঁ ক'রে গিল্‌তে আস্‌চে। ও রাজা মশাই! আর কেন? আমার নেঁড়ে রাজ-নীতিটারই না হয় একদিন মান রাখ লেন? "যঃ পলায়ন্তি" কথাটা বড় যে সে লোকের কথা নয়; ইন্দিরের ব্যাটা চন্দোর, তার ব্যাটা নখিন্দর আর তার ব্যাটা গবেন্দর, আমার জন্মদাতা পিতে, সে বড় কম মন্দ নয়, একটা হাতী একলা খেতো, এক-খান ক্ষেতে একলা শুতো, এক ঘুমে এক যুগ ফেরাতো, এক তাড়ায় এক কোশ পেছুতো। ওরে ব্যাটা নকল রাজপুত্তুর লেজুড় বাহাদুর, তুই না হয় পালিয়ে আয়। উনি বড়লোক; ওঁর বড় কথা, বড় মাথা, উনি না এলেও এক তোপে ওঁর অত বড় মাথাটা টক্ ক'রে কেটে ফেল্‌তে পার্‌বে না, তোর আমার দুটো জোরে দাবড়ি দিলেই মাথা ছেড়ে কোমর পর্য্যন্ত খোসে পোড়্‌বে। পালিয়ে আয় পালিয়ে আয়! ওরে ব্যাটা ক্যাংলা পিতের হ্যাংলা পুতো, এসে পোড়্‌লো যে রে! এখন আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কি করি; গাছের আড়ালে কোঁ কোঁ—কোঁ, উহু হুহু! তাঁবুর ভেতর সাঁড়াক্‌সো।

[লম্বোদরের শিবিরমধ্যে গমন।

(জরাসন্ধ বিদ্বদেব ও লম্বোদরপুত্রের প্রবেশ)

জরাসন্ধ।—

মিত্রপক্ষ! একি গো দেবতা? পূজাগৃহ
ছাড়ি আপনি যে রণরঙ্গভূমে? কারা
এরা, পশ্চাতে ব্রাহ্মণ। কি কার্য্যের তরে
এত সৈন্য সহ হেথা কার সৈন্যবল?
কে দুর্ব্বিলে বল দিতে হৈল আগুয়ান?

বিদ্বদেব।—

বলীয়ান্! বীর্য্যবান্ তনয় তোমার,
সাথে সপ্ত অযুত সুধীর সুকুমার
উলঙ্গ কৃপাণ-করে রণে আগুসার।

জরাসন্ধ।—

তনয় আমার? তনয় কোথা পেলে
সহদেব আছে ত কারায়? এ কি দায়

বিদ্বদেব। না কহি প্রলাপ বচন। হের উচ্চে
উড়িতেছে মগধের বিজয়-কেতন।
বাজিরাজি চর্ম্ম বর্ম্ম কৃপাণ সায়ক
শেল শূল সকলি তোমার ভাণ্ডারের।
বংশধর তব বীর সহদেব শূর
পৃষ্ঠবল হইতে এসেছে—

জরাসন্ধ। কে দিয়েছে?
হে ব্রাহ্মণ কে দিয়েছে, কার আজ্ঞামতে
কারাগারদ্বার খুলিয়ে? কহ শীঘ্র,
কে নিজ মস্তক দিল শার্দ্দূলকবলে?
কোন্ মূর্খ ঝাঁপাইল জ্বলন্ত অনলে?

বিদ্বদেব।—

কেন প্রভু, ক্রুদ্ধ কি কারণ? কে এমন
আছে যে স্বজন বিপদ-বারতা শুনি
স্বজনের, নাহি করে মুক্তি-আয়োজন?
কেবা হেন আছে দাস, প্রভুর বিপদে
নিশ্চিন্ত হইয়া রহে? রণাঙ্গনে তব
অশুভ সংবাদ শুনি বার্ত্তাবহমুখে
মন্ত্রী সহ মন্ত্রণায়, সবাই আমরা
দিনু সায় মুক্ত করি তনয়ে তোমার
পাঠাইতে সৈন্যসহ রণরঙ্গভূমে,
উদ্ধারিতে, পৃষ্ঠবল হইতে তোমার।
তাই আসিয়াছে সুত। কারে কর রোষ?
অনিবার্য্য রাজকার্য্য কারো নাহি দোষ।

জরাসন্ধ।—

হা ধিক্ হা! ধিক্ রাজকার্য্য! কি বিপদ?

কে কহিল ? কে মম মন্ত্রীর দলে এত
মায়া এত যত্ন এত, প্রভুভক্তি-স্রোত
বহাইয়া দিল ? কার সাধ্য আজ্ঞা মম
করিল হেলন ? কেবা ছার মন্ত্রণার
ভাণে কারাবদ্ধ সুতে মম উদ্ধারিল
মমতা প্রকাশি ? কে হিতাশী সর্ব্বনাশী
বিজ্ঞতা বিকাশি জগৎ-সমক্ষে মোর
দর্প চূর্ণ করিয়া বসিল ? জানাইল,
নিজ রাজ্যে নাহি রাজা আর আজ্ঞা সেথা
না চলে আমার ; ওহো ছার মন্ত্রী, ছার
মন্ত্র তার, ক্রোধে মম নাহিক নিস্তার ;
রাজ-আজ্ঞাবাহী দাস কুক্কুর আমার ;
ইচ্ছা, আজ্ঞা, বিচারের ভার, সে আমার ;
তোমাদের নহে তা ব্রাহ্মণ! নাহি চাহি
সাহায্য পুত্রের, ফিরে যাক্ কারাগারে,
নাহি চাহি হেরিতে সে মুখ, নহে পুত্র,
শত্রু ব'লে মানি, পুত্র হ'লে বীরব্রতে
ব্রতী বীর হৃদয় থাকিলে, পিতৃ-আজ্ঞা
বিনা কভু কারাগার ত্যজি,কাপুরুষ
ক্রীতদাস কথা না শুনিত ; আত্মতেজে
তেজীয়ান্, নিস্তেজের সহ না আসিত,
যাও দ্বিজ, চ'লে যাও, লয়ে যাও সাথে,
পদাঘাত করি তার সাহায্যের মাথে।

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। প্রণাম ঠাকুর!

জরাসন্ধ। প্রণাম না লব তব
কুলাঙ্গার বংশনাশকারী! কুলমান
চরণে দলিল! অবহেলি পিতৃ-আজ্ঞা
কলঙ্কের পতাকা উড়ালি, ভাল কালী
শুভ্র যশে দিলি! ঘৃণ্য তুই, ঘৃণ্য মুখ
তোর হেরিতে না চাহি আর ; নরাকার
পাশব আচার, স'রে যা সম্মুখ হ'তে!
যথা ইচ্ছা চ'লে যা নারকী, বুঝিয়াছি
বিশ্বাসঘাতক, সাহায্যের ভাণে, প্রাণে
বধিতে আমায় বিদ্রোহী বাহিনী সাথে
এসেছিস্ এই সুযোগে ; ভেবেছিস্
পিতৃরক্তে হৃদি-জ্বালা করিয়ে নির্ব্বাণ,
সোণার মগধে মোর করিবি শশ্মান,
সিংহ-সিংহাসনে বসাইবি শিবাশ্বান।

সহদেব।—পিতৃদেব! অবিশ্বাস কেন হেন সুতে?
জ্ঞানে কভু অপরাধী নহি ও চরণে,
যে বিশাল বিটপী-ছায়ায়, শান্তি পায়
শ্রমতপ্ত কায়, কে হেন নির্ব্বোধ যে সে
করে তা ছেদন? আজীবন এ অধম
আশ্রিত ও পায়। বাঞ্ছা মনে, রণে বনে
সিংহাসনে রহিব সহায়, জানাইব
ত্রিজগতে, উপযুক্ত পিতার তনয় ;
সে সাধে সেধো না পিতঃ বাদ! আজ্ঞা কর,
পিতৃ অরি শির-সারি লুটাই ভূতলে
প্রমত্ত মাতঙ্গ যথা দলে পদ্মদলে।

জরাসন্ধ।—
আরে রে পাপিষ্ঠ! এত ভক্তি মায়া
কে শিখালে, এত ছলা কে বলিয়া দিলে ?
বিপদে পতিত পিতা—তাই বুঝি আহা,
পিতৃগত প্রাণপুত্র এসেছ ধাইয়া ?
ছি ছি ধিক্, ধিক্ মোরে, ধিক্ তোরে, ওরে
ধিক্ তোর সাহায্যের ভাণে! কি বিপত্তি,
বিপত্তি না আসে ত্রাসে আমা-সন্নিকটে।
জন্মে কভু চাহি নাই সাহায্য কোথাও ;
বিশেষতঃ এ সংগ্রামে প্রাণ যদি যায়,
তথাপিও নাহি লব সাহায্য সুতের।
বিন্দুমাত্র সহায়তা কভু বন্দী যে, সে
চক্ষুশূল মোর, কারাগার যোগ্য তার,
সাধ্য কি সে দেয় রণসমুদ্রে সাঁতার ?
ফিরে যা রে, ফিরে যা রে যথা ইচ্ছা তোর।
দেখা যাবে দুষ্ট মন্ত্রী, নষ্টামাত্য আর
দুর্গ-রক্ষাকারীর রক্ষিবে কেবা শির ?
সবংশে নাশিব সবে, তবে হব স্থির।

সহদেব।—
পিতৃদেব! কারো নাহি দোষ অসন্তোষ,
বিষবাণে বিদারিয়া ফেল বক্ষ মোর,
অনেক সহিছি, সব, না কব বচন,

গৌনে রব চিরদিন তরে, কভু আর
এ জনমে চাহিব না কোন ভিক্ষা, দেব,
এক ভিক্ষা দেহ মাত্র অভাগা তনয়ে,
পদে ধরি, ক'র না বঞ্চিত ; কর আজ্ঞা,
(পদধারণ) এ বিপত্তিকালে সজ্জিত অশ্বরথে
পিতৃ-অরি নাশি, রাখি পিতার সম্ভ্রম,
বংশমান রক্ষিতে করেছি প্রাণপণ।

জরাসন্ধ।—
ধিক্ পণে, ধিক্ প্রাণে, ধিক্ রে সন্তানে!
ধিক্ থাক সাহায্যের ভানে ! যে জ্বালায়
জ্বলিছে অন্তর মোর. অরি অপমানে,
এ অপেক্ষা শত গুণে দীপ্ত হুতাশনে
দহিলি দহিলি ওরে আজ্ঞা-অপালনে !'
নাহি চাহি পৃষ্ঠবল ; বিদ্রোহীর দল,
যথা ইচ্ছা চলে যা, হেরিতে ঘৃণা হয়,
বাহুবলে, বাহুবলে জিনিব নিশ্চয়।

সহদেব।—
ভাল দেব, ভালে যা আছে তা হোক্।
পিতৃ-আজ্ঞা পাতি শির করিয়ে ধারণ,
এখনি যেতেছি কারাগারে, আবার সে
লৌহের নিগড় পরিবারে। কিন্তু প্রভু!
এ মিনতি, এ রণসাগরে লহ সাথে
সৈন্যদল মোর সাথে সাথে রবে, সবে
মাতিবে আহবে, অনায়াসে সবে
দিবে অকাতরে প্রাণ, আবার চরণে ধরি,
অভাগা তনয়ে দেব দেহ ভিক্ষা দান।
ছাড়িব না শ্রীচরণ, নহে লহ প্রাণ।

(চরণধারণ)

জরাসন্ধ।—অবিশ্বাসী তনয়ের সহচর সবে
সাথে রাখি, নাহি চাহি মাতিতে আহবে,
শীঘ্র ছাড়ি পদ, দূরে কর পলায়ন,
নহে পদাঘাতে যাবি শমনভবন।

(পদাঘাত)

সহদেব।—
পদাঘাত অস্ত্রাঘাত নাহি করি ডর,
জন্মাবধি হে জনক সহেছি বিস্তর,
চূর্ণ করি ফেল মোরে তবু না ছাড়িব,
বিপদে বেষ্টিত পিতা হেরিতে নারিব,
সাথিতেই হবে সাথে সৈন্যদল মোর,
ছাড়িব না করিব সমর, পরাজিত
পিতায় করাব পার এ রণসাগর,
পিতৃকার্য্য কর পিতা, পুত্রকার্য্য মোর !

জরাসন্ধ।—ওরে ওরে বিশ্বাসঘাতক, এক্ষণে
বুঝিনু সকল। বন্দী বুঝি করিবারে
সাধ ? ওহো, বজ্র যেন বিনা মেঘে হাঁকে
ঘন ঘন, কে জানে কি পড়িব বিপাকে ?
শত্রু চারিদিকে অসি, শেল, শূল
দেরে ওরে কে আছিস ? বিশ্বে বুঝি আজি
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর স্থাবর জঙ্গম
চক্রান্ত করেছে দর্প দমিতে আমার ?
দে রে অস্ত্র—পরাভবি প্রথম আঘাতে,
বৃষ্ণি, ভোজ, যদুবংশ-কলঙ্ক কেশবে
সহ মূর্খ বলদেবে, বিজয়পতাকা
উড্ডীন করি উচ্চে, ঊর্দ্ধ শির তুলি
হর হর ব্যোমনাদে গগন বিদারি,
ধরাবক্ষে ঘটাইয়া প্রলয় ; দৈত্যশক্তি
জাগাই রে, জগতে ঠেলিয়া ফেলে দিই
মহাশূন্যে অনন্ত সাগরে ; রবি শশী
গ্রহে দেবতায় ফুৎকারে নির্ব্বাণ করি,
সূচিভেদ্য অন্ধকারে একা একেশ্বর
নির্ম্মাইব রাক্ষসী মেদিনী ; প্রেত ভূত
দৈত্য দানা প্রজাকুলে লয়ে বিশ্বে পুন
করিব বিহার ; বিকট লীলার রঙ্গে
অট্টহাসি হাসিব করিব মহামার,
মুছে দিব স্মৃতিপটে এ ছার সংসার,
ত্রিলোচন ত্রিভুবন হইবে সংহার ;
যাই, যাই, দিতে রণসমুদ্রে সাঁতার।

[বেগে জরাসন্ধ ও দামোদরপুত্রের প্রস্থান

সহদেব।—ওহো সর্ব্বনাশ ! শূন্য অস্ত্র রথ রথী
উন্মাদের মত, পশিলেন পিতৃদেব
অসংখ্য বাহিনীমাঝে একা অসহায়
পুত্র হয়ে স্থিরভাবে কেমনে নেহারি ?

নাহি পারি হোক্ পিতা পাষাণ আমার,
খেতে হলো পৃষ্ঠবল হইতে পিতার।

(প্রস্থানোদ্যত)

বিশ্বদেব।—
কোথা যাবে ? পিতা তব দম্ভ-অবতার,
মহাদর্পী, তৃণজ্ঞান করে এ সংসার,
নাহি লবে সাহায্য তোমার, ফিরে চল,
ভবিষ্যতে যা আছে তা হবে।

সহদেব।—ওহো! তবে
বৃথা জন্ম, বৃথা কর্ম্ম, বৃথা এ জীবন;
বৃথা বীর পুত্র নাম; কি কাজে রহিনু,
কি করিনু এ জগতে আসি? নাহি হলো
পূর্ণ মোর আকাঙ্ক্ষা প্রাণের। অনাদরে
অবিচারে শুষ্কপ্রায় আশার সাগর।
কাননে ফুটিনু ফুল কাননে ঝরিনু,
চক্ষে কেহ দেখিল না দেব, লইল না
করে তুলি, বাস গিয়া মিশায় আকাশে।
নৈরাশ্যে ভাসিতে সদা নয়ন-আসারে,
চল, গুরু চল যাই লুকাই আঁধারে।

[বিশ্বদেব ও সহদেবের প্রস্থান।

(সন্তর্পণে শিবির হইতে লম্বোদরের প্রবেশ)

লম্বোদর।—বাস্ বাবা! ছুটো ছুঠাই হ'ল, আমিও বাঁচ্লুম। পাশ ঘেঁষে এখন পালাবার পন্থা দেখ্তে পারব। ওই যে ছোড়া ঘোড়ায় উঠে দল-বল সমেত লম্বা দিলে, আর এদিকে, ও বাবা! কোস্তা-কুস্তি ধস্তা-ধস্তি যেন দুটো ধর্ম্মের ষাড়ে লড়াই বেধেছে, বিশ্বেশ্বানেক ভুঁই যেন দুটোতে চোষে ফেল্লে, বেঁধে ফেল্লে যে? তবেই তো কি হবে? আমি এখন ভুঁড়ি সামলাই কি নিশেন আগ্লাই? ওই যা! ধল্লে বুঝি! ঐ, আঙুল দিয়ে আবার কি দেখাচ্ছে! তাই তো, চার পাঁচ ব্যাটা ছুটে আসে যে, তবে বুঝি ধল্লে, ছুটে তো ব্যাটাদের সঙ্গে পারবো না; কি করি? নিশেন বুকে ক'রে তো মড়ার মত প'ড়ে থাকি, তার পর যা আছে বরাতে। (লম্বোদরের শয়ন)

(চারিজন মথুরা-সৈন্যের প্রবেশ)

প্রথম সৈন্য। কৈ রে, কোথা গেল?

দ্বি সৈন্য। ঐ বুঝি রে, ঐ বুঝি।

৩য় সৈন্য। আরে না, ওটা সেই ভুঁড়ো শালা, নেড়ে চেড়ে দেখ দেকি?

১ম সৈন্য। (লম্বোদরকে ঠেলিয়া) এই ওঠ, আরে! সেই তো, মট্কা মেরে পোড়ে আছে দেখ্ছি।

লম্বোদর। উহু, মোরে ভূত হয়ে আছি বাবা!

৪র্থ সৈন্য। ভূত বটে, দেতো ঠ্যালা।

২য় সৈন্য। টেনে তোল তো ব্যাটাকে।

লম্বোদর। মিছে কেন গোল কর বাবা? আমি নড়নচড়নহীন হয়ে শেকড় গেড়ে পোড়ে আছি, হাজার খোঁচাখুঁচি কর, উঠ্ছি না।

৩য় সৈন্য। ও ব্যাটা ত্যাঁদড়! তোমার ভিরকুটী বার কচ্চি দাঁড়াও, নে তো ব্যাটার নিশেনটা কেড়ে!

লম্বোদর। ঐ তো বাবা। বেরসিকের মতন আল্গা কথাটা কয়ে ফেল্লে। ও বাজে কথাটী বলো না বাবা! নিয়ে যেতে হয়, সবশুদ্ধ নিয়ে চল, নৈলে এই মরণ-কামড় কামড়ে রইলুম, কৈ টেনে নাও দিকি?

১ম সৈন্য। তোকে সুদ্ধ ই নিয়ে যাব, উ'ঠে আমাদের সঙ্গে আয়, তোর রাজার সামিল ক'রে দিই গে।

লম্বোদর। ও বাবা, আমি বেতো মানুষ, বাত চেগেছে, হাঁট্তে কি, উঠ্তেই পোড়ে যাব।

২য় সৈন্য। তাই তো, তবে কি তোকে পাল্কী ক'রে নিয়ে যেতে হবে নাকি? ব্যাটার আস্পা দেখ, যাবেন জেলে, তার কেঁড়েলা কত্তো!

লম্বোদর। না বাবা! পাল্কীও চাই না, গাড়ীও চাই না, আমি বরঞ্চ এই ডাণ্ডাগাছটা ধ'রে ঝুলি, তোমরা অনুগ্রহ ক'রে কাঁধে ক'রে—কি বল?

৩য় সৈন্য। তাই তো, এ ব্যাটা যে বড় জ্বালালে, কি করা যায়?

৪র্থ সৈন্য। কি আর হবে, কত আর দেরী করবি? চ, ব্যাটা যে হিসাবে যেতে চায়, তাই কর।

যাক; ধর্ ব্যাটা ভাল ক'রে ধর্, দেখিস্ যেন হাত
পা ছেড়ে কুমড়ো গড়ান গড়াস্‌নি।

[লম্বোদরকে ডাণ্ডায় ঝুলাইয়া চারিজন
সৈনিকের প্রস্থান।

(ভেরীবাদক ও রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।—কৈ, কোথা কর অন্বেষণ।

ভেরীবাদক।—হের প্রভু!
ঐ দূরে বন্দীভাবে বলদেব পাশে।

শ্রীকৃষ্ণ।—ভেরীরবে, কর আবাহন, শৃঙ্খলিত
কেশরীরে প্রাণ ভিক্ষা করাব এবার,
যাচাইব দাম্ভিকের, দর্প অবতার
অবনতমাথে লবে আদেশ আমার।

(ভেরীবাদক কর্তৃক ভেরীরব ও শৃঙ্খলিত জরা-
সন্ধকে লইয়া বলদেব ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

বলদেব।—লহ ভাই, বন্দী তব মগধরাজন্।

শ্রীকৃষ্ণ।—নর-প্রেতে কি হবে লইয়ে বলদেব!
একা নহে, আছে দৈত্য-অংশজাত বীর
বহুতর ভারত ব্যাপিয়া, একে একে
সবারে যে চাই; শৃঙ্খল খুলিয়া দাও,
যেতে দাও পিশাচে পাইতে নব বল,
এই সপ্তদশ বারে, সমর-সাগরে,
ধরার অর্দ্ধেক ভার দিছি বিসর্জ্জন;
এখনও সঞ্চিত অর্দ্ধ আর; যেতে দাও,
পুনঃ গিয়ে অবশিষ্টে আনি দিক্ ডালি,
ঘুচাই মা ধরিত্রীর কলঙ্কের কালী।

বলদেব।—(জরাসন্ধের শৃঙ্খল খুলিয়া)
যুদ্ধ-আশ মিটিল তো, যাও যথা ইচ্ছা যাও,
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ হয়ে বিবরে লুকাও।

[জরাসন্ধ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জরাসন্ধ।—
ওহে, এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল! এ যে
জ্বালা তক্ষকদংশন! দীপ্ত হুতাশন,
প্রাণ মন, হৃদি কায়, বেড়িল চৌদিক্;
পুড়ে গেল, পুড়ে গেল সব! আশৈশব
ঊর্দ্ধশিরে অভিমানভরে, ভারতের
অগ্রগণ্য ছিনু! কি গন্ধর্ব্ব, দেব নর
হেরিত সভীত-নেত্রে আমা পানে সদা।
আজ হায় কি হইল? দর্প অভিমান
অমশোধ গেল বুঝি চ'লে! সবে এবে
নেহারিবে ভ্রূকুটি করিয়া, দেখাইবে
ইঙ্গিতে আমায়; কাপুরুষ কবে, রবে
এ চিরকলঙ্ক কথা গ্রথিত গাথায়।
হায়, হায়, অবশেষে এই ছিল ভালে?
বালকে হরিল যশ? হইল অবশ
বিশাল এ যুগ্মবাহু মত্ত-করী-বল,
অটল এ দেহ-শৈল, নারিল বারিতে
প্রবল সে বলে, ছলে জিনিব সকল!
শূন্যপ্রাণে কোথা যাব? কারে দেখাইব
কলঙ্কিত কালামুখ আর? ত্রিসংসারে
টিটকারি দিবে, ভবে নাহি বুঝি ঠাঁই?
আত্মহত্যা—আত্মীয়ে কোথা দেখা পাই?
সব গেছে, নিভে গেল কলঙ্কের আলো,
ওহো, ওহো, এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।

[জরাসন্ধের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মথুরার রাজ-অট্টালিকা—তোরণ।

(শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত)

শ্রীকৃষ্ণ।—দিন যায় দিননাথ কিরণ গুটায়,
পশ্চিম আকাশে শোভে রক্তিম ছটায়,
ধীরি ধীরি বহে বায়, আঁধার মাথায়,
জাগ্রত জগতে জীব জীবন জুড়ায়,
কিছু পরে মগ্ন হবে গভীর নিদ্রায়,
শ্রমশ্রান্ত কলেবর হবে শান্তিময়।
কিন্তু হায়, একি দায়, রণ-ক্লান্ত কায়,
কেন না জুড়ায়? যেন জ্বলি কি জ্বালায়।
কত কথা আসে মনে, দূরস্মৃতি সনে
ভাসে যেন যমুনা-জীবনে! যেন কোথা
কে কাঁদে বিজনে, বহে ধারা দুনয়নে।
উন্মাদিনী পারা, আহা ওরা সকাতরা

ক্ষারা রে আমার, করুণার তন্ত্রীখানি
বাজাইয়ে দিল, নয়নসলিলে ভাসি
শান্তি হ'রে নিল? শূন্য প্রাণে কাঁদি তাই,
হেরিতে না পাই, পাষাণে গঠিত চিত,
এ কি রে বালাই. ভাবনায় মগ্ন হয়ে
যাই। কাঁদি, কাঁদি, প্রাণভয়ে কেঁদে তো না
পাই। ভাই, ভাই, কবে তুই ফিরিবি রে?
জ্বলন্ত আগুনে জল কবে ঢালিবি রে?
যশোমতি! আর কি মা ফিরে পাব তোমা?
ও মা, ও মা, অশ্রুজল কবে মুছাবি মা?

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

আমার শূন্য এ সংসার।
আমি শূন্য করে এসেছি
প্রাণ সে মহামায়ার—
ব্রজে শূন্য-প্রাণে আছে সবে শবেরি আকার॥
যত রতন কহিয়ে মোরে যতন করেছে,
তত কপট মায়ারি মোহে মোহিত রেখেছি,
যত লালনে পালনে প্রাণে মমতা ঢেলেছে,
তত কঠিন হয়ে বুক পাষাণে বেঁধেছি,
শেষে রাখিয়ে এসেছি হাহাকার।
কেঁদে কাতরে ডেকেছে
ফিরে চাহিনি কো আর॥

(গান করিতে করিতে উদ্ধবের প্রবেশ)

আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে এসেছি কেশব।
সাথে এনেছি সে গোকুলের হাহাকার রব॥
কেহ দিয়েছে দীর্ঘশ্বাস,
কেহ দিয়েছে হা হুতাশ,
কারো বা পেয়েছি শুধু রোদন নীরব।
কারো ক্ষীণ কণ্ঠরব নিদয় মাধব॥
কেহ পাঠায়েছে আঁখিনীর,
মমতা-মথিত ক্ষীর,
বিষাদ-ব্যথিত চিত হৃদয়-রুধির—
কিবা পিতা মাতা সখা সখী,
সম দুঃখে সবে দুঃখী,
তবাশায় নিরাশায় ভেসে যায় সব॥

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

আজি এ পাষাণ ভাঙ্গিল রে ভাই।
নাহি ঠাঁই জ্বলন জুড়াই,
ভাবে বুঝি-বুঝি আমার মা যশোদা বেঁচে নাই॥
কাঁদিত রে বুকে ধ'রে, ওরে কাতরে কাঁদিলে পরে,
ক্ষণে হারা ফিরিত মা পাগলিনী পারা,—
আজি এত কাঁদি মা মা ব'লে,
মা কৈ করে না কোলে,
করে ধরি দেরে ব'লে (কোথায় আমার)
দুঃখিনী মা'র দেখা পাই॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রাধাকুঞ্জ—কাত্যায়নীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা।

(রাধিকার প্রবেশ)

রাধিকা। কাত্যায়নি! কর মা করুণা, মাগো।
তোর—
অনাথিনী অভাগিনী দুঃখিনী সুতার
সহে না যে জ্বালা আর ছারখার প্রাণ!
শোকে ক্ষীণ-দীন জীর্ণ দেহতরীখানি
আর যে মা বহিতে পারি না। প্রতি অশ্রু
প্রত্যেক নিশ্বাসে, হা হুতাশের
বিষাক্ত শোষণে, বক্ষের শোণিত মাগো
শুকায়েছে বালকে বালকে। কাঁদিবার
আর শক্তি নাই, ইচ্ছা নাই, আশা নাই,
বাসনার ফাঁসি খুলে গেছে। দয়াময়ি—
দিন দে মা, কোল দে মা অকূল পাথারে!
কৃষ্ণ হেন পতি বাম, কাজ কি মা প্রাণে?
প্রাণ রেখে কারে দিতে রব? স্বামী প্রভু
ইষ্টদেব—পরকাল-সাথী, সকলি যে
শ্রীকান্ত আমার। ভিখারিণী ক'রে গেছে
মা গো জন্মশোধ কাঁদায়ে গিয়েছে চ'লে,

অনেক কেঁদেছি আর কাঁদিতে পারি না—
বড় কষ্টে ডেকেছি মা তোমায়,—কোল
দে মা—
মার কোলে লুকায়ে থাকিব—সাথে রব
সর্ব্বাণী গো দাসী হয়ে শ্রীকৈলাসে তোর
মর্ত্ত্যের এ জ্বালা হ'তে কর মা নিস্তার,
আনন্দময়ের রাজ্যে করি গো বিহার।
ভুলে যাই প্রাণেশের প্রেয়সীপীড়ন
ভুলে যাই শোক তাপ জ্বালা। কৃষ্ণপতি
দিয়েছিলি বৃন্দাবনে ব্রজবালিকায়,
কৃষ্ণপতি পরলোকে দিস মা ঈশানি।
কৃষ্ণপদাশ্রিতা মৃতা শুষ্ক লতিকায়!
বল্ মা বল্ মা তারা, নহে মা এখনি
বক্ষরক্ত যতটুকু আছে বিদারিয়ে
দিব মা চরণে তোর এ জন্মের শোধ।
কথা ক মা কাত্যায়নি। দে গো মা আশ্রয়
আসন করিয়া মহা-মৃত্যুযোগে বসি,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যা'ক্ কায়া-কারাগার
ধরায় ফেলিয়ে তোর কোলে মা মিলাই।
আত্মহা পাপের শাস্তি পাইব প্রবোধ—
পাষাণী পূজিতে শ্বাস করিয়াছি রোধ।

(যোগাসনের উপক্রম)

(সজীব প্রতিমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হস্তধারণে
অগ্রসর হওন)

কাত্যায়নী। সংবর মা শক্তিরূপিণি! মহামায়া
কেন হেন মায়ায় মোহিত। ধর তব
পুরুষ প্রকৃতি! নিবাও বিরহানল—
প্রেমানল জ্বালহ শ্রীঅঙ্গে পুনঃ মিশি
গোলোক আলোক থাক্ ভূলোক বিকাশি।

(রাধিকা অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের
করধারণ করিয়া গীত)

এস এস বঁধু মধুমাখা মুখে,
চোখে চোখে তোমা রাখি।
অনেক দিনের না দেখার শোধ,
নিতে চায় দুটী আঁখি॥

শ্রীকৃষ্ণ।—আর ত হব না দুজনে দুঠাঁই,
অঙ্গে অঙ্গ হব মেলা।
ক্ষণেকে হারাব, ক্ষণেকে ফিরে পাব,
খেলিব প্রেমেরি খেলা॥

রাধিকা।—বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে, যেথানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব॥
কালো কেশরাশি, নিগড় করিয়া
বাঁধিব পদারবিন্দ।
কে বা নিতে পারে, নিউক আসিয়া,
পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ॥

(বৃন্দা ও গোপিকাগণের প্রবেশ)

বৃন্দা। (নেপথ্য হইতে কাহতে কহিতে) ও রাজকুমারি! বুক বাঁধ, তোমার শ্যামসুন্দরকে এই আমরা মা যশোমতীর কোলে দেখে, ও মা, এ কি? এই যে হেথাও হাজির।

গোপিকাগণ। তাইত! ওমা, এ কি গো?

(নেপথ্য হইতে একজন রাখাল দৌড়িয়া
বলিতে বলিতে প্রবেশ ও গমন)

রাখাল। ভাই কানাই আমাদের গোষ্ঠে এয়েছেন, আমি সবাইকে বলি গে গো।

বৃন্দা। ও সুমঙ্গল! এই যে তোদের ভাই কানাই হেথা।

রাখাল। (ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া) অ্যা। তাই ত। ভাই! তুই এখনি আবার হেথায় কেমন ক'রে এলি? তা হোক্, আমি বলিগে গো।

(হঠাৎ পটপরিবর্ত্তন সঙ্গীতে নিত্যলীলা-
সনের দৃশ্য প্রকাশ)

(কাত্যায়নী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নিত্যলীলাসনে
দণ্ডায়মান করাইয়া)

রহ দোঁহে মিলাইয়ে আত্মা কায মনে।
রহ নৃত্য করিতে এ নিত্যলীলাসনে।
আহা মরি, ও রে, আর কে বলিতে পারে,

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দা-বনছাড়া, কে কহিবে
শ্রীহীন গোকুল ? হের চির অভ্যুদয়
বৃন্দাবন-ছাড়া কভু নয়, যে ডাকিবে
সে পাইবে, সাধনের লীলাক্ষেত্র হেথা,
অসংখ্য সাধক-হৃদে এক আত্মময়
অসংখ্য হইয়া রবে অসংখ্য আত্মায়—
অসংখ্য তরঙ্গ হৃদে একা দিবাকর
অসংখ্য হইয়া যেন প্রদীপ্ত রহিবে।
ভক্তিময় হবে, তবে ভক্ত কোলে পাবে,
প্রেমের ভক্তির স্রোত অনাহত রবে,
ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী অঞ্জলি পূরিয়া
যুগল-মিলনে নিত্য অমৃত পিয়িবে।
নিত্যলীলা মাধবের নিত্যই চলিবে।

(গোপিকাগণের নৃত্যগীত)

দাঁড়াল দাঁড়াল বঙ্কিম ঠামে
বামে শ্যাম-সোহাগিনী।
ঝলমল চূড়া ঢলিয়া পড়িছে
দোলে ফণিনী বেণী॥
চূড়া চরণ ছুঁইতে হেলিছে বামে,
বেণী হেলিছে তুলিছে বাঁধিতে শ্যামে,
শ্যাম নীলকান্তমণি (আমাদের) কাঁচা
সোণা কমলিনী॥
ভাল মিলেছে মিশেছে সেজেছে ভাল,
ওলো কালোতে ভালতে জ্বলেছে আলো,
শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গ ঢালি (আমাদের)
নিত্যলীলা-বিলাসিনী॥

যবনিকা-পতন।

(ন্যাসনেল থিয়েটারে অভিনীত)

প্রণয় কানন বা প্রভাস

প্রস্তাবনা

প্রেমিক ও প্রেমিকাগণ।

(গীত)

মিলে মিশে খেল্‌বো খেলা
প্রেমের খেলা-ঘর।
মাখামাখি কর্‌বি যদি,
আয় নারী আয় নর॥
প্রেম শিখাবে প্রাণের কিশোরী
কুঞ্জে কালার বাজ্‌বে বাঁশরী,
শুন্‌বি শুনে মর্‌বি যদি
আয় নারী আয় নর॥
বাস্‌বি ভাল বরণ কালিয়া
জাল্‌বি হৃদে অনল জালিয়া,
ঘোর-বিরহে কাঁদ্‌বি যদি,
আয় নারী আয় নর॥
হুতাশ প্রাণে মর্‌বি মরমে,
আঁধার ঘরে ভাসবি সরমে,
শেষ মিলনে হাসবি যদি
আয় নারী আয় নর॥

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক

দ্বারকা—রাজভবন।

(শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত)

শ্রীকৃষ্ণ।—(স্বগতঃ) পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি
করিব পালন,
যজ্ঞব্রতে করাইব ব্রতী,
পবিত্র প্রভাস তীর্থ
দেবতার বিচরণস্থান
তথা স্থান করিব নির্ম্মাণ।
তীর্থভূমে হইবে মিলিত,
মহোৎসবে মাতিব তথায়।
রচিব মণ্ডপ বেদী
যজ্ঞকুণ্ড কাটি' বৃহৎ—
অফুরান্ত ভাণ্ডার বসাব সারি সারি
যে যা চাবে পাবে তাই
আশা পূর্ণ করিব সবার॥

(গীত)

বিরসে না রবে রসে রসিব সবায়
প্রভাসে ডুবিব ঢালি মন প্রাণ কায়॥
যে যা চাবে পাবে তাই,
না রহিবে নাই নাই,
কল্পতরুরূপে সবে দেখিবে পিতায়।
বাসনা পূরিতে সবে মাতিবে আশায়॥

বলরাম।—কি ভাবনা ভাবিছ কেশব,
কেন ভাই কেন হেরি ভাবের অভাব,
স্থির তুমি হিমাচল মত,
কেন এত অস্থির এখন ?
কেন হেরি কুঞ্চিত কপাল—
কপোল কেন বা শুষ্ক, চক্ষে কেন জল ?

শ্রীকৃষ্ণ।—অচঞ্চল অটল অচল,
চিরস্থির আমি তো অগ্রজ!
কে কিসে হেরিলে অস্থির ?

বলরাম।—
গোলোক আলোক ভাই কি লুকাও মোরে ?
লুকাচুরি আমি জানি ভাল.
ক্ষীরোদসাগরে যবে বুকে ধরেছিনু—
দেবতার অনুরোধে অসুরদমনে,
বসুধার-ভার বিমোচনে—
এসেছিলে আছে ত স্মরণে
খেলেছিলে লুকাচুরি খেলা।
সে খেলার রহস্য ভেদিয়ে,
এসেছিনু সাথে সাথে,
চিনেছিনু চিন্তামণি তোমা।
এবে তবে কি লুকাও মোরে ?

(গীত)

ভেবেছিলে যে ভাবনা ভবে আসিতে।
সেই সে ভাবনা এবে পাই দেখিতে॥
এসেছে এসেছে চোর
না জানি কি ভাবে ভোর,
প্রাণ মম কাঁদে ছায়া হেরি আঁখিতে॥

শ্রীকৃষ্ণ।—সে ভাবনা নহে গো অগ্রজ!
এ ভাবনা ভাবিতেছি জনকের তরে,
আদেশ তাঁহার—
পালিতে না পারি যদি কি ছার জনম
কি ছার এ ভব-ভূমে জীবনধারণ ?
পিতৃমান পিতার সম্ভ্রম
বাড়াইব বাসনা হৃদয়ে
ঔরসে জনম লভি
সন্তানের যথাকার্য্য সাধিব সত্বর।
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতা পরাৎপর।

(নেপথ্য হইতে বীণাযন্ত্রে গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

"ভজহু রে মন, নন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ, জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধুরে॥
শীত আতপ, বাত বরিখন,
এদিন যামিনী জাগিয়ে॥
বিফলে সেবনু, কৃপণ দুর্জ্জন,
চপল সুখলাভ লাগিয়ে॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি পরতীত রে,
কমলদল-জল, জীবন টলমল
ভজহু হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদসেবন দাস্য রে,
পূজন সখীজন, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে॥"

শ্রীকৃষ্ণ।—হে দেবর্ষি দয়াময়,
বিধাতার মানস তনয়,
মহামন্ত্রী যন্ত্রী ভকতের
ভাগ্য মানি—ও পদস্পর্শনে।

নারদ।—মহা আপ্যায়িত আজি হইনু কেশব,
কহ এবে কেন দাসে করিলে স্মরণ ?

শ্রীকৃষ্ণ।—যজ্ঞ আয়োজন
মহাত্মন্!
করিয়াছি তুষিতে পিতায়
প্রভাসের তীরে হবে মহান্ উৎসব,
তব প্রতি মহাভাগ
ভার দিনু নিমন্ত্রিতে সব
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যে যথায় রয়,
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
দেব নর নাগ আদি করি,

সবে যেন আসয়ে প্রভাসে।
যাত্র তুঁহু যেও না শ্রীবৃন্দাবনধামে।
নারদ।—যথা আজ্ঞা হে কেশব পালিব সত্বরে।
শ্রীকৃষ্ণ।—এস তবে এস ঋষিবর !!
[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।
বলরাম।—বুঝিলে ত দেব-ঋষি
যেতে মানা বৃন্দাবন ধাম।
নারদ :—মানিব না মনে বুঝহ শ্রীরাম।

(গীত)

আমি যুগল ভাঙ্গা দেখ্‌বো নাকো আর।
আমার যুগল চরণ সার॥
আমি প্রাণ দে পূজি যাঁয়,
যাঁর নাম বাজে বীণায়,
তাঁরে আন্‌বো মানা মানবো না এবার॥

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

শ্রীবৃন্দাবন ধাম—নন্দালয়।
(নন্দ, উপানন্দ, যশোদা উপস্থিত)
(রাখালগণের প্রবেশ ও গীত)

ও মা রাখালরাজে
দাও সাজায়ে প্রভাত হয়েছে।
ধেনু বৎস সনে সবে হেতায় এসেছে॥
চাঁদমুখে ননী দিয়ে
মুখখানি দাও মুছাইয়ে,
মোদের সাথে যাবে মধুর নাচ নেচে নেচে।
বেণুর রবে ফিরবে ধেনু তার পিছে॥

যশোদা।—গোপেশ্বর হের কি বিপদ্ !
প্রতিদিন প্রাতে আসি
গোপাল গোপাল বলি
ডাকে সবে দুয়ারে আমার
প্রতিদিন প্রাতে উঠি
ভুলে যায় পলায়েছে সে নিঠুর হয়ে !
নাহি যে কহিলে কাঁদে মায় হয় এরা—
হায় হায় কি দারুণ দুঃখের পসরা
ভাবি মরি মরে যত সোনার বাছারা ! "

(গীত)

ও বাপ—
গোপাল কোথা পাব তোদের গোপাল
পাব কোথা।
গোপাল আমার পর হয়েছে
বুকে দিয়ে ব্যথা॥
তোদের গোপাল পাব কোথা॥
যেথায় গেছে সেথায় না কি সে,
বাপ্ পেয়েছে মা পেয়েছে সঙ্গী পেয়েছে
তাদের হয়ে তাদের নিয়ে সুখে আছে সেথা,
মোদের গোপাল পাব কোথা॥

সুবল।—
কি বলিলে মা যশোদা! রাখালরাজা ভাই
নাই হেথা চেলো গেছে ওহো চেল গেছে
চোলে গেছে ভুলেছিনু মোরা
হায় হায়
এ ভুল যে বড় ভাল ছিল
কেন ভুল ভেঙ্গে গেল—
কেন পুনঃ জানালি জননি ?
মনে হলো ভেঙ্গে গেল বুক
"চূর্ণআশা চকিতে মিশাল
সে হেন সোনার ভাই কোথা পাব আর,
কে আর বিপদাপদে করিবে নিস্তার ?

(গীত)

মোদের—
সকলি ছিল গো, সকলি গিয়াছে,
ডুবে আছি দুঃখসলিলে।
একার বিহনে, সকলি আঁধার,
বাঁচি বুঝি প্রাণে মরিলে॥
স্বপনের মত এসেছিল শ্যাম,
দিয়েছিল প্রাণে পূর্ণ প্রাণারাম,

না জানি কি দোষে, হযে শেষে বাম,
হেন শেল বুকে হানিলে॥
নাচিযে নাচাত, হাসিয়ে হাসাত,
ভালবেসে ভালবাসা সে শিখাত,
কোল দিয়ে কোলে, তুলিত উঠিত,
সে সব কেমনে ভুলিলে॥

নন্দ। ওরে বাপ রাখালিয়া,
নিদয় সে, নহে আমাদের!
এসেছিল মজাইতে মজাইয়ে গেছে
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সবাই ঝুরিছে
দিশাহারা লক্ষ্যহীন;
বক্ষের শোণিত ঢালি অশ্রুনীর-ধারে—
এ দেখায় যাতনা উহারে
কেহ কারে চিনিতে না পারে—
চিন্তামণি ডুবে গেছে অচিন্ত্য সাগরে।

উপা। ফিরিবে ত বোলে গেছে আসিবে ত ফিরে—
পিতা মাতার কোলে বসিবে সাদরে!

নন্দ। আহা ভাই, কি বিশ্বাস তারে?
হাসিতে হাসিতে যবে মথুরা হইতে
কাঁদাইয়া ফিরাইল তোমারে আমারে—
কি কথা কহিয়াছিল,
কি প্রতিজ্ঞা করেছিল,
সব তব আছে ত স্মরণে।

উপা। কহেছিল রাজকার্য্য সাধিয়ে সত্বরে
শূন্যব্রজে আসিবেক ফিরে।

নন্দ। কৈ এল কৈ ভাই,
সত্বর সে কতকাল পরে।
বর্ষশত কেটে গেল আজও তো এল না,
ভক্তি ভালবাসা তার সকলি ছলনা।

(গীত)

ওরে ছল্‌তে এসে ছ'লে সবায
চোলে গেছে সে।
ঘোর অনলে জ্বোল্‌তে
সুধু রেখে গেছে রে?
হা-হুতাশে ফাটাও পোড়া বুক
আঁধার কোণে একাও কালামুখ
(সদা) বুকভাসানো কান্না কাঁদ যত পার যে॥

যশোদা। গোপেশ্বর কত কাঁদি আর
ফুয়েছে যে কান্নার পাথার
জীর্ণ-শীর্ণ কলেবরে শক্তি কোথা আর?

(গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

(গীত)

ধন্য শূন্য ব্রজধাম পূর্ণ-শ্যাম নামে রে।
ধন্য নরনারী ধন্য ধন্য পূর্ণ কামেরে॥
ধন্য এ যমুনাজল,
ধন্য কদম্বেরি তল,
ধন্য দেখা নিত্য সত্য নৃত্য বঙ্ক ঠামে রে॥

নন্দ। হে দেবর্ষি। একি হেরি
দীনে এত দয়া কেন প্রভু?
দীননাথ ছেড়ে গেছে সবে
কেন তবে এ শুভাগমন?

নারদ। মহাত্মন্ মহা আয়োজন
প্রভাসের তীরে এবে।
যজ্ঞব্রতে ব্রতী নারায়ণ
প্রেরেছেন অধীনেরে
করিবারে সবে নিমন্ত্রণ।
ব্রজের যে যে আছে,
গোপ গোপী রাখালিয়া ধেনু বৎসগণ
সবে যেন করয়ে গমন
সবার তাপেতে সেথা তপ্ত নারায়ণ।

নন্দ। হে সাধুসত্তম! মোরা
নির্জ্জীব-শরীরে পুনঃ পাইনু জীবন।
হে রাখালগণ।
লয়ে যাও ঋষিবরে
যে যথায় করিছে রোদন।

(রাখালগণের গীত)

দেখিবে চল গো দেব এ ব্রজ শ্মশান।
হরি বিনে সবাকার কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কেহ আর বিনাযে কাঁদে না।
কাঁদে না কি কাঁদিতে পারে না,

ধীরে ধীরে বহে শ্বাস ভেদিয়ে পাষাণ।
অন্তিম সময়ে গায় হৃদিভেদী গান॥

[সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

—o—

বৃন্দাবন—রাধাকুঞ্জ।

(রাধিকা ও সখীগন উপস্থিত)

(রাধিকার গীত)

দিন ব'য়ে গেল সই,
দুখ কারে কই
আশা জলাঞ্জলি দিয়ে সব সই চিতা সই।
সকলি হয়েছে শেষ,
প্রাণমাত্র অবশেষ,
উদ্দেশে প্রাণেশপদে যাই গিয়ে মি'লে রই।
দিন বয়ে গেল সই॥

বৃন্দা। একি সখি একি কথা কও,
শতবর্ষ কাটাইলে,
কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে,
দশম দশায় পড় ঢোলে ?
জীর্ণ-শীর্ণ তনুখানি শুষ্কলতামত,
আছে এক পাশে প'ড়ে,
থাকো না পড়িয়ে রাধে যে কদিন বাঁচো;
যাবে তো প্রকৃতিখানি,
পুরুষের আগু বাড়াইয়ে
থাক তবু যে কদিন দেখে বাঁচি মোরা।

(গীত)

বিরহিনী ফিরে পাবি দিন।
প্রাণ রাখ লো দুদিন॥
এত সইলি যদি আশা কেন ছাড়্‌বি,
তিন পো পথে দেহ কেন পাড়্‌বি,
এগিয়ে চলো এগিয়ে চ বহিন্।
পথের শেষ যেমনি পাবি অমনি হবি লীন॥

রাধিকা। বৃন্দে তুই কি বলিস্
কি প্রবোধ দিস এতো শেষে।
জীর্ণ এই পঞ্জর ভিতরে,
হৃদয়ের গাঢ় অভ্যন্তরে,
অন্তর যামিনী যায় অন্তরে অন্তরে,
বুঝিয়াছি এতদিন পরে,
এ জনমে পাব না তাঁহারে।
তাই বলি কাজ কি এই জীর্ণ কায়াখান,
মায়া মোহে রাখি ফেলে আর;
ছেড়ে যাই পড়ে থাক্,
ভেসে যাক্ বক্ষে যমুনার
ভাল প্রেম করেছিনু,
ভাল বিষ খেয়েছিনু,
ভাল অগ্নি জেলেছিনু কাজ নাই আর,
মাথায় বইয়া প্রেম করি নমস্কার,
ধেয়ে যাই সেথা যেথাকার।

(গীত)

কি সুখে রব,
ভবে রব না, যাব চোলে যাব লো যাব।
ভালবাসা ভুলিব না কিন্তু পলাব॥
প্রাণে প্রাণে প্রাণনাথ,
আসিয়া দিবে সাক্ষাৎ,
এ জন্মে হলো না ফিরে জন্মে বর চাব,
পারি যদি পরজন্মে ভুবন ভরাব।
প্রেমে ভুবন ভরাব॥

বৃন্দা। যাবে যদি একান্তই রাধে,
আমরা কি লয়ে রব আর ?
আমাদেরও কৃষ্ণধন গেছে।
বড় ভাগ্যবতী মোরা,
আছি তাই প্রকৃতি লইয়া।
প্রকৃতি চলহ যদি লহ সাথে করি,
চিরসহচরী,
মরিতে না জানি তা নয়,
এস প্রাণ দিব যমুনার জলে।

(সকলের গীত)

এ জনমে এল না যদি,
ফিরে এলনা যদি,
নিরবধি কেন তবে কাঁদায়ে কাঁদি।
বাঁধা বুক খুলে গেল শেষ,
মুলে আশা রহিল না শেষ,
নিরাশায় তাই আজ শমনে সাধি।
হে। এসে শমন আর নই প্রতিবাদী ॥

(যমুনায় পতনোদ্যোগ)

(রাখালের সহিত নারদের প্রবেশ)

(নারদের গীত)

জয় রাধে জয় রাসেশ্বরী রাই,
বীণার তারে আর না তোরে গাই।
তুই পূর্ণ প্রেমের প্রতিমাখানি,
তুই ভালবাসার রাজার রাণী,
তোর প্রেম বিরহের একটুখানি পাই।
ডুব দিয়ে আর ঠাণ্ডা হয়ে যাই।

সুবল। কি দেখ ঠাকুর,
সামান্য এ বিরহিণী নয়,
প্রেমোন্মাদা বাহ্যজ্ঞান হয়েছে বিলয়।

নারদ। ঠাকুরাণী শুনেছ কি কথা,
এনেছি বারতা,
ঠাকুরের প্রেরিত এ দাস।

বৃন্দা। কৃষ্ণনাম কহ শুনি,
আর তুমি কি দিবে বারতা।
বারতায় আর বোলে তাঁরে,
রাধারাণী রাখেনি পরাণ।

নারদ। কৃষ্ণনাম শোনা শুধু নহে বার্ত্তা মোর,
শ্রীরাধা দেখিবে কৃষ্ণ,
শ্রীকৃষ্ণ রাধায়,
সেই হেতু এসেছি হেথায়।

বৃন্দা। এনেছ কি যন্ত্র কিছু,
দূরবস্তু যাহে দেখা যায়?
স্বর্গে আছে কালাচাঁদ মর্ত্ত্যভূমে রাই।

নারদ। আনি নাই যন্ত্র কিছু,
আনিয়াছি মাত্র নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞে ব্রতী শ্যামরায় প্রভাসের তটে,
ব্রজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-নিচয়ে
সবিনয় নিমন্ত্রণ তাঁর।
বিশেষতঃ পিতা মাতার আর শ্রীমতী রাধার
বাল্যসখী রাখালিয়া রাখাল রাজার।

রাধা। যাব সই প্রাণ রেখে যাব একবার,
সাজ সবে প্রভাসযাত্রায়,
হে দেবর্ষি হোন্ অগ্রসর,
বলিবেন—
চরণের দাসী তাঁর আসিছে সত্বর

[নারদের প্রস্থান।

(সকলের গীত)

নিদয় দয়িত কভু নয়।
দয়াময় তাঁরে সবে কয় ॥
নিত্য নিজ ধনে ব্যথা দেন,
ফিরে কোলে তুলে ন্যান,
বিরহ মিলনে হয় জয়,
যার ধন তারি হয়ে রয় ॥

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রভাস—যজ্ঞভূমির তোরণ।

দ্বারবান্ উপস্থিত।

(যশোদা, নন্দ, উপানন্দ, রাখালগণ
ইত্যাদির প্রবেশ)

দ্বার। ও গো মায়ী প্রবেশ নিষেধ।
রাজপুরী আজ্ঞা বিনা যাইবারে মানা।

(যশোদার গীত)

এত পথ এনু বেয়ে
কোথায় রে বাপ নীলমণি,
তোর দ্বারের দ্বারী করে মানা
শুকায় করে ক্ষীর ননী॥
অন্ধ আঁখি কেঁদে কেঁদে,
এসেছি রে প্রাণ বেঁধে,
দেখিতে না পাব তবু পরশিব দেহখানি,
বুকে রেখে জুড়াব,
আমার নব নীলকান্তমণি॥

দ্বার। ভিখারিণি, ভিক্ষা লয়ে যাও,
কাঁদ কেন—
কাঙ্গালিনী কাঁদিয়ে কি ফল?

(যশোদার গীত)

ধনের কাঙ্গাল নই রে দ্বারি,
আমি কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী;
শুধু চোখের দেখা দেখ্‌বো তারে—
খাওয়াব এই ক্ষীর ননী॥
সামান্য ধন ভিক্ষার তরে,
আসি নাই রে তোদের দ্বারে,
শুধু চোখের দেখা দেখ্‌তে তারে
রেখেছি এ পাঁজরখানি।

দ্বার। এ কি কথা কহ পাগলিনি?
শ্রীকৃষ্ণ মোদের রাজা,
পিতা তাঁর বসুদেব জননী দেবকী
কার ছেলে কে তুমি মা হইতে এসেছ,
ছি ছি এ কথা বলোনাক আর,
অপরে শুনিলে কথা রবে না নিস্তার!

(যশোদার গীত)

ওরে তোদের রাজন শ্রীকৃষ্ণধন,
আমার কি কেউ নয় রে।
বাপ দুঃখিনী প্রাণে এতই কি সয় রে।
এই দেখ বাপধন,
বিনা কৃষ্ণ প্রাণধন,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে গেছে দুটী নয়ন,
ও বাপ এই দেখ ক্ষীণ দেহ আর নাহি বয় রে।

দ্বার। আর কথা শুনিতে চাহি না,
কাঙ্গালিনী কর পলায়ন,
নহে কেন অপমান হবি!

(রাখালগণের গীত)

ওরে আয় রে আয় প্রাণের গোপাল
দ্বারে কাঁদে নন্দরাণী
ভূপাল হয়ে গেলি ভুলে,
কলি মোদের নানাস্থানী॥
আশার আসে আশ্বাসিয়ে,
এসেছিলি নিদয় হয়ে,
এখন সদয় হয়ে দেখা দে ভাই
দেখি চাঁদ বদনখানি॥

নন্দ। কৈ কোথা এল না তো,
তবে আর কেঁদে কিবা ফল!
অভাগিনী চল্ ফিরে চল!

যশোদা। ফিরে যাব কোথা যাব আর?
প্রাণ দেই এই দ্বারে তার।
সে আমার না হোক আমি ত রব তার।

(গীত)

আজি প্রাণ দেই দেখে যা গোপাল
ওরে যশোদা দুলাল।
কৃষ্ণ নাম কহি মুখে বয়ে যাক কাল॥
একবার দেখে যা গোপাল।

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

(গীত)

ও মা এলি মা আয় মা ধর মা
আহা কেঁদেছ যত,
আমি কেঁদেছি তত,
আঁখিনীর-ধারা এবে মা,
তুলে দে এ মুখে ননী সর মা।

(যশোদার কোলে উত্থান)

যশোদা। আঃ! প্রাণ হইল শীতল!
কত রাগ ছিল মনে,
মুখ দেখে ভুলিনু সকল।

শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞশালে যাও মা জননি।
যাও পিতা সখাগণে লয়ে,
যাইতেছি পশ্চাতে এখনি।

(শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ব্যতীত সকলের দ্বারমধ্যে প্রবেশ)

(সখীগণ সহ রাধিকার গান করিতে
করিতে প্রবেশ)

আমরা ঘোরে ঘোরে এসেছি হে শ্যাম,
শুধু চোখের দেখা দেখ্‌তে গুণধাম॥
তুমি নিঠুর হলে হলে হবে,
আমরা প্রেমে আছি গোলে,
বুকে বুকে লেখা তোমার মধুর নাম॥

শ্রীকৃষ্ণ। রাসেশ্বরী রাধিকা সুন্দরী
জান না কি এ জনমে হবে না মিলন।
যাও আগুবাড়ি তুমি,
সঙ্গে লয়ে অষ্ট গোপগোপী,
গোলক পড়িয়া আছে আলোকবিহীন।
যাও আমি যেতেছি পশ্চাতে।

রাধিকা। যাই হে পুরুষ,
জন্মশোধ দেখি ভাল ক'রে
প্রকৃতিরে থেকো নাক ভুলে।

(রাধিকা ও সখীগণের শূন্যে প্রস্থান।

বল। অপ্রকাশ হও স্বপ্রকাশ
এ রহস্য করহ প্রকাশ।
অন্ধকারে কেন রাখ আর।
অবতার,
খু'লে দাও ভবিষ্যৎ দ্বার
দেখ, বুঝি, কার হরি
ফুরাইতে চাহ যে প্রকার!

শ্রীকৃষ্ণ। কি আর করিবে ভবে
লীলা খেলা সাঙ্গ আমাদের।
যে জন্যে আসিয়াছিনু,
সাধি তাহা চল বলদেব—
দুষ্টের দমন হলো শিষ্টের পালন,
যুগান্তে হইল ভাই ধর্ম্মের রক্ষণ,
চল এবে করি পলায়ন।
এসেছি প্রভাস, ঘরে ফিরিব না আর,
এইখানে ধ্বংশ করি বংশ যাদবের
আত্মগণে লয়ে চল যাই।
ফুরাল ভবের খেলা গোলোকে পলাই।।

(উভয়ের গীত)

আর কি হবে ভবে রবে কে।
সাধ মিটেছে বিষাদ ঘুচেছে॥
নর নারী নবীন জীবন জন্ম পেয়েছে।
প্রেমোপবনে ধর্ম্মনিশান ধরায় উড়িছে

পটক্ষেপণ।

ক্রোড়াঙ্ক

গোলোক—রাসমণ্ডল।

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপ-গোপীগণ)

(গীত)

গোপীগণ—
জয় জয় জয় জগত-জননী
প্রধানা প্রকৃতি সতী গো।

গোপগণ।
জয় জয় জয় প্রথম পুরুষ
প্রধানা প্রকৃতি পতি গো।

সকলে—
জয় জয় জয় যুগল মিলন
তাপিত পাতকী গতি গো॥
জয় জয় জয় যুগল চরণে
সতত রহুক মতি গো॥

যবনিকাপতন।

(এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত)

বক্কেশ্বর

বা

সামাজিক নক্সা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

অজ্ঞানচন্দ্র কাস্তগীর	বিলাত ফেরত—I.ee I.vve-প্রবর্ত্তক।
চালাকদাস গড়গড়ি	ঐ বন্ধু ও সংবাদপত্র-সম্পাদক।
বক্কেশ্বর হ্যাংলা	মাষ্টার।
রামকিঙ্কর পলগাই	রাঁধুনী ব্রাহ্মণ।
চৌখসরাম	মেথর জমাদার।

চারিজোড়া স্ত্রী-পুরুষ ও মেথরগণ

স্ত্রীগণ।

রসময়ী কাস্তগীর	অজ্ঞানচন্দ্রের পত্নী।
অবলা কাস্তগীর	ঐ কন্যা।
চতুরা হ্যাংলা	বক্কেশ্বরের পত্নী।
গৌরবী	ঝি
চিকণ বিবি	চৌখসরামের মাতা।

মেথরাণীগণ।

বক্কেশ্বর

বা

সামাজিক নক্সা।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ।

অজ্ঞানচন্দ্র উপস্থিত।

অজ্ঞান। এবার? এবার পুরো চার্‌পো হ'লে তবে ছাড়ান্! স্ত্রী-স্বাধীনতা কথাটা বড় সহজ কি না? আহা! সোণার বিলাতে যা দে'খে এসেছি তা কি আর ভুলবো? সেথায় hypocrisy নেই! স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেবে, পূর্ণ মাত্রায় দাও! বিবাহ তো একটা civil contract মাত্র; তবে এত বাঁধাবাঁধি কেন? বিলাতী বিবিরা এখানকার বাঁধাবাঁধি অবস্থার ideaই form কোর্ত্তে পারে না। তাই সেথায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান উন্নতি—তাই western civilization এর মত মান। এখানেও আমি তাই কোর্ত্তে চাই। স্ত্রী-পুরুষে কোন একটা বন্ধনীর ভেতর বাঁধা না থাকে, এইটী দে'খে মোর্ত্তে পাল্লে জান্‌লেম যে, দুশো বছরের কাজ আমরা বিশ বছরের ভিতরে সেরে যাচ্ছি। Next genertionকে আর বড় বেগ পেতে হবে না। আমাদের এই নূতন আবিষ্ক্রিয়ার ফল তারা ভোগ করবে—আর বুঝ্‌বে যে, আমরা জগতের কত উপকার ক'রে গেলেম। গুরু Europe ও America তোমাদের নমস্কার! তোমাদের সমস্ত রকম সকম একে একে হেথায় আমরা Indent করবো! এ চালাকী না কোল্লে কি আমরা ঠাঁই পেতেম? আমরা ধর্ম্মে হিন্দু—কর্ম্মে christian বল আর যাই বল, তোমাদের ডউল তোমাদের সব—কেবল আমাদের সেই পুরাতন ব্রহ্মই বল আর হরিই বল, নামটামাত্র রেখে গোঁড়াদের চ'খে ধুলা দিয়ে কাজ হাঁসিল করে নেওয়া। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী pioneer কজন তাই ক'রে গেছেন, আমরাও কচ্চি, আমাদের ছেলেপুলেরাও করবে।

(চালাকদাসের প্রবেশ)

অজ্ঞান। কি হে! আমার এই নূতন অথচ আবশ্যকীয় Free loveএর গভীর ভাবটা বাবুদের বুঝাতে পাল্লে?

চালাক। বাঙ্গাল portion ঠিক take up করেছে। আমরা এদেশী এরা নানান্ বায়না তুলছেন,—বলেন, দলপতি মশাই যখন কিছু বোল্‌ছেন না, তখন ওঁর কথা কে শোনে? এমন কি, কেউ কেউ আপনার মাথা খারাপ হয়েছে ব'লে সন্দেহ কোচ্ছে।

অজ্ঞান। বলি এoppsite দলের ভেতর আমাদের monied man কেউ আছে, না—ক্ষুদ্দুর নবাবের দল এই বাধা তুলেছে?

চালাক। আপনি ঠিক ঠাউরেছেন—সাধে কি আপনাকে Inspired prophet বলি! আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, তাদেরই clamouring বেশী।

অজ্ঞান। Dam'n'd Brutes! আমি তো সে বেটাদের কুকুরের চেয়েও ছোট নজরে দেখি। ঐ বেটারা আমাদের দল খারাপ করবার মূল। দলপতি মশাই এ কথা রোজ বলেন শোননি? যাই হোক ভাই! আমার ধারণাকে ভিত্তিহীন ক'রে ঠেলে ফ'লে চাই, দেওয়া বড় যে সে লোকের কাজ নয়, Female emancipation এর চূড়ান্ত আমি This is my order—this is my fiat! সকলকে অবনত-মস্তকে বহন কোত্তে হবে! পয়সাওয়ালা দল যখন আমার পেছনে—আর কর্ত্তাও যখন এতে নিমরাজি হয়েছেন—তখন আমি কোন বেটার তোয়াক্কা রাখি না! চালাকদাস! তুমি তাদের বোঝাতে পাল্লে না যে, আমি কে? আমার মূলভিত্তি কত সুদৃঢ়? আমার প্রত্যেক কথা স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হওয়া উচিত কি না? হা নির্ব্বোধদল! আমি যা করি, তোদের উপকারের জন্যই করি; আমার এতে স্বার্থ কি?—কিছু না। আমি যখন এতদিনে এত কায়দা ক'রেও পঞ্চাশ হাজার জমাতে পাল্লেম না—তখন ত আমি কেবল চিনির বলদমাত্র।

চালাক। অবশ্য! This is true to the letter এই দেখুন না— আমি? আমি বেটা মাথার ঘাম পায়ে ফে'লে হ্যান্ ত্যান্ সাত সতের লিখে লিখে brain খারাপ কোর্ত্তে বসেছি, কিছুতেই নাম নেই—উল্‌টে বলে, অমন এক এক কাঁড়ি টাকা মাসে মাসে পেলে অমন খবরের কাগজ আমরাও দশখানা চালাতে পারি। হায় রে মূর্খ! এটা বুনিস্ না যে, আমার মতন লেখার ধার কোন্ বেটা journalist এর আছে? বিলেত হ'লে, আমার লেখা সোণার ওজনে বিক্রী হতো।

অজ্ঞান। হতোই তো। তা ও বেটারা কি বুঝ্‌বে? যত বেটার "উদ খেতে ক্ষুদ নেই বাতাসে নড়ে হাঁড়ি"—আশ্রয় দিতেছি, তাই বেঁচে গেছে—জেতের খপর কোন বেটার ত পাবার যো নেই। এ আকৃড়া না থাক্‌লে বেটাদের বোষ্টম হয়ে ভিক্ষে ক'রে খেতে হতো। সব দূর কোরে দাও, দূর কোরে দাও, বেটারা—গেলে বাঁচি। কর্ত্তা বোল্‌ছিলেন, পয়সা দিয়ে দিয়ে ধর্ম্ম চালান আর চলছে না—যাও, গিয়ে বল গে, হুকুমমত কাজ করা চাই—যার ভাল লাগে থাকো, না লাগে গিয়ে লাঙ্গল ধর গে! I authorize you to utilize a Sinceere party of Socio radicals, radicals to the back bone।

চালাক। আমি তাদের এক রকম চুপ করিয়ে এসেছি—তবে বেটারা মনে মনে গরজাবে, এর তার কাছে নিন্দে ক'রে বেড়াবে, বাগে পেলে কর্ত্তার কাছেও লাগাবে।

অজ্ঞান। বাগে পেলে তো? তুচ্ছ কথা! করুক গে। আমি কাজ চাই—কথা চাই না। আমার লিষ্টমত আজকের দল ঠিক আছে তো?

চালাক। সব ঠিক, আপনি জোড়া জোড়া ক'রে call করুন।

অজ্ঞান। All right! (চোঙা ধরিয়া নাম ডাক) ;রাসবতী বটব্যাল come সন্ন্যাসী চরণ সাদুখাঁ! (উভয়ের আগমন)—come my dear pair! Glory to the first and fairest specimen of free love in India. হে ভ্রাতঃ! তুমি পরের স্ত্রী ভাবিয়া এমন সন্তর্পণে রহিয়াছ কেন? এখনি ওই স্ত্রীর স্বামী আবার তোমার স্ত্রীকে লইয়া জোড় বাঁধিয়া আসিয়া love এর চূড়ান্ত দেখাইবে। সুতরাং হয় কোমর বেড়িয়া বাগাইয়া ধরিয়া, না হয় হাতের ভিতর হাত লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে, চারি চক্ষে চাহিতে চাহিতে জগৎ-

ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া প্রেমস্বর্গে স্বত্ববান্ হইয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ দখল করিতে রহ। Next Mrs কুন্দনন্দিনী সাধুখাঁ and খ্যাঁদারাম বটব্যাল। (উভয়ের আগমন) Next Mrs আদরিণী পাকড়াশি and Dr. ভজহরি ভড়! (উভয়ের আগমন) and then Mrs উল্কামুখী ভড় and প্রেতেন্দ্র পাকড়াশি! (উভয়ের আগমন) No more! অদ্য এই চার জোড়াতেই পরক করা হোক। হে ভ্রাতা ও ভগিনীচতুষ্টয়! আর্য্য জগতে তোমরা অষ্টজন এক নূতন সৃষ্টির pioneer হইতে চলিল! Free-love এর প্রচলন করিতে তোমরাই বদ্ধপরিকর হয়েছ—তোমাদের লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ! ইংলণ্ড ও আমেরিকা নামক অপূর্ব্ব উদ্যান হইতে যে Free-love নামক অমৃতময় ফল আহরণ করিয়াছি, তোমরা আজি সেই অমৃতফল ভক্ষণ করিয়া Asiatic Soilএ বীচি পুঁতিলে, তোমাদের ছেলে মেয়ে নাতি নাতিনীগণ এই বৃক্ষের ফল এর পর কোঁচড় ভরিয়া পাড়িয়া খাইবে ও বিলাইবে। হায়! সেদিন কবে আসিবে? বাঙ্গালায় সে সুবর্ণযুগ কবে প্রবর্ত্তিবে? কবে হায়! না জানি, কবে—আর কত বৎসর পরে—ঘৃণিত বিবাহপ্রথা উঠিয়া গিয়া নরনারীর মধ্যে স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে? কবে—যে পুরুষের যে রমণী ও যে রমণীর যে পুরুষ বাঞ্ছা হইবে—সে তাহাকে নির্ব্বিবাদে পাইবে ও প্রেমলীলার চূড়ান্ত অভিনয় দেখাইবে?

চালাক। Beg your pardon for this interruption আপনি অভিনয় কথাটা ব্যবহার করিবেন না। ও কথাটা অশ্লীলতাবাচক—immorality ও obscenity পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ তথায় অশ্লীল ভ্রাতা ও ভগিনীগণ যাতায়াত করিয়া থাকেন।

অজ্ঞান। অবশ্য। আমি তা মান্য করি—এই কাণ মলিলাম—গালে চড় মারিলাম—আর ও কথা উচ্চারণ করিব না।

চালাক। অহো! Free love রূপ যে সুখসূর্য্য আজ এই এক কাঠা পরিমিত ভূম্যাকাশে উদিত হইল, ইহার ছটায় সমস্ত জীবজগৎ আলোকিত হইবে, ও এ সুখ-সূর্য্য আর অস্তমিত হইবে না। এই প্রথাপ্রচলনে কাহারও আর সংসারের টান থাকিবে না, সুতরাং সকলেরই হৃদয়বল দ্বিগুণ হইবে। এমন কি, ঈশা, মুসা, শাক্যসিংহ, মহম্মদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, চৈতন্য ইত্যাদি ঘরে ঘরে ফুটিয়া উঠিবে—ঈশ্বরকে হয় ত নামিয়া আসিয়া প্রত্যক্ষ দেখা দিতে হইবে—আর তাহা হইলেই আমরা ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে জিতিয়া যাইব।

অজ্ঞান। হে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! এখন আর একটীমাত্র শিক্ষা দিয়া তোমাদের ছাড়িয়া দিব। তোমরা যে কার্য্য করিতে বসিয়াছ, ইহাতে অনেক বাধা আসিয়া পৌঁছিবে। কিরূপে সেই বাধা অতিক্রম করিবে—তাহাই শিখাইব। প্রথমতঃ দলস্থ হতভাগাদল তোমাদের পাছে লাগিবে—হাসিবে, হাততালি দিবে—তখন কি করিবে? তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া জোড়া জোড়া গলায় চীৎকার করিয়া love song গাইবে—সেই চীৎকারে তাহাদের টিট্‌কারীর—শব্দ ঢাকিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ—হিন্দুদল নানান্ বদ্‌নাম রটাইবে—তখন কি করিবে? নিজেদের খবরের কাগজে লিখিয়া জানাইবে যে, "আমরা আমাদের ছাগল লেজের দিকে কাটিব—তো শালাদের কি?" বস্ এই পর্য্যন্ত! তৃতীয়তঃ বড় শক্ত কথা হইতেছে—আপনা আপনি একটু গোল বাধিবে। নিজের পরমা সুন্দরী স্ত্রী অপরের সঙ্গে love করিবে, এই হিংসায় প্রাণ ফাটিয়া উঠিবে—তখন কি করিবে? অপর কারো খুব সুন্দরী স্ত্রীকে লইয়া খুব প্রগাঢ় love এ মত্ত হইবে—বস্—সব জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে। এই হলো তোমাদের Elementary lessons; ইহার পর যেমন যেমন পড়া পড়িবে, তেমনি তেমনি

শক্ত শিক্ষা দিব। এক্ষণে আইস, সকলে এই শুভ কার্য্যের সংঘটন জন্য আমাদের মাথার উপরি-ভাগস্থিত—মনুমেণ্টের চেয়েও উচ্চ, সেই অ-হাত, অ-পা, অ-মুখ, অ-বুক, অ-নাক, অ-চোখ, অ-পুং, অ-স্ত্রীং ইত্যাদি বিশেষণ-বিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁকে একবার মিশ্রকণ্ঠে ধন্যবাদ দিই।

(সকলের গীত)

আমরা সবাই তোমার বেটা।
তোমার মেয়ে বেটা, ও বেটা,
কেউ ঠেঁটা কেউ ঠ্যাটা।
তুমি চৌদ্দ পুরুষ বাপ্ পিতামো জ্যাঠা।
এবার মদ্দা মাগী এক হয়েছি জুটে,
ভাই ভগিনী সবাই মিলে
বোল্‌বো গো মুখ ফুটে ;—
যারে দেখ্‌বো ভাল, বাস্‌বো ভাল
মেরে বিয়ের মুখে ঝাটা।

অজ্ঞান। All right । ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, এইবার তোমরা যথাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিতে পার।

(জোড়াচতুষ্টয়ের গীত)

হাঁটি হাঁটি পা পা, গায়ের উপর দিয়ে গা।
গুটী গুটী চল ভাই, জোড়া গেঁথে বাড়ী যাই ॥

[প্রস্থান।

অজ্ঞান। বাঃ বাঃ—কি মনোহর দৃশ্য! আঃ! এই দৃশ্যের পূর্ণতা দেখ্‌তে আর যেন ভুবৎসরও বেঁচে থাকি।

চালাক। এতো হলো, এখন ওদিক্‌কার কি? ওদিকে যে তোমার উচ্চ মাথা হইল হেঁট।

অজ্ঞান। তাই ত চালাকদাস—আমার যে মুখ দেখানো ভার হবে! আমার ছাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম! তাই ত—কি হবে?

চালাক। হবে আর কি? এমন সব ঘরেই তো মেয়ে ডাগর হয়ে থাকে। শীগ্‌গির বে-টা দিয়ে ফেলুন।

অজ্ঞান। তা হলে ভাই আমার Free love এর advocacy কোথায় থাকে?

চালাক। আরে মশাই—মুখে যা বলা যায়—সব কাজে কি হয়? এতে আর লজ্জা কি? আপনার কাজ আপনার হিসাবে করা চাই। আর সব সময়ে কি নিয়ম রক্ষা কোর্ত্তে গেলে চলে—নিয়মভঙ্গের উপমা দেবার অনেক বিশেষ ঘটনা তো রয়েছে।

অজ্ঞান। তাই তো! এ বড় বিষম বিভ্রাট হলো। আচ্ছা ভাই! তোমার পরামর্শই নেওয়া যাক্। কি করা যায় বল দেখি? অত বড় মেয়েকে বে করবে কে?

চালাক। এখনও টের পাওয়া যায় না। এই সময় আমি একটা মতলব বলি কি—একটা লোক—বেশ পয়সাওয়ালা লোক—আমাদের দলে আস্‌তে চাচ্ছে—তার সঙ্গে বে দিলে সে বোত্তে যাবে।

অজ্ঞান। কে?—কে ভাই?

চালাক। জাতে বড় ছোট—মেথর—কিন্তু বেটার টাকা অঢেল—এক বুড়ো মা—আর কেউ নাই—ওই যে আমাদের বক্কেশ্বর মাষ্টারের পাশের বাড়ীটে কিনেচে—মস্ত লোক—অথচ ছোক্‌রা বয়েস, কি বল?

অজ্ঞান। তাই ত—মেথর!

চালাক। হলোই বা মেথর! আমাদের তো জাতিভেদপ্রথা নাই।

অজ্ঞান। আচ্ছা,চল,একবার কর্ত্তাকে জিজ্ঞেস ক'রে, তার পর এ বিষয়ের পরামর্শ করা যাবে। এখনই সেই হতভাগা ছুঁড়ীকে আর তার মাতাকে রীতিমত দমন কোত্তে চাই। মেয়েমানুষ যত বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বে—তত বশে থাকবে।

চালাক। শুধু তাই? মাঝে মাঝে প্রহারটা আস্‌টা না দিলে কিছুতে পেরে ওঠা যায় না।

অজ্ঞান। মাঝে মাঝে কি হে?—উঠ্‌তে বোস্‌তে জুতো মারা চাই। আর ঘর থেকে চৌকাঠে পা দিলে পা ভেঙ্গে দিতে হয়।

চালাক। তা হলে যে আবার আমাদের সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে একটু আলগা দিতে হয়। আমরা হলেম দলপতির প্রধান, পৃষ্ঠপোষকের দল, তাঁর যাতে কোন বদ্‌নাম না হয়—সেটা লক্ষ্য রাখা উচিত। আমি বলি, প্রকাশ্যে পুরো সাহেবী সভ্যতা দেখিয়ে—ভেতরে ভেতরে শালী-দের অন্তটীপ্পী বেড়ে চুরন্ত রাখ্‌লেই হবে।

অজ্ঞান। সেই ভাল, তাই করা যাবে। এখন থেকে ওই পক্ষ প্রণালীই ধরা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(রসময়ী ও পুঁটুলি বাঁধিয়া রামকিঙ্করের প্রবেশ)

রসময়ী। বেরো বেটা বেরো। তোর বাপের মাথায় এই আমার মেয়ে slipper এর বাড়ী মারি—হতভাগা—লম্পট বেটা। আমার বদ-নাম করা? দুধ দিয়ে বেটাকে কালসাপ পুষেছিলেম—আমার খেয়ে আমারই নামে কর্ত্তার কাছে চুকুলি খাওয়া? বেরো ব্যাটা!—তোর কাপড়-চোপড় টাকা কড়ি নিয়ে বেরো!—আমি আর তোর মুখ দেখতে চাই না।

রাম। মা ঠাকরুণ! তুমি দু ঘা মারলেও তো আমি কথা কব না। তোমার দৌলতে আমি বেটা রাজার হালে বাস কচ্ছিলেম, দুবছর জামাই আদরে কাল কাটিয়েছি, এখন যাই, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভালোয ভালোয় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি, বামুনের ছেলে এক কাজ করেছি—বাবা ঠাকুর ক্যামা-ঘেন্না ক'রে কেন এ গরীবের সঙ্গে বে-টাই দিয়ে ফেলুন না—আমারও দাবী-দাওয়া যায়—আপনারাও মেয়ে জামাই নিয়ে ঘর ঘরকন্না কোর্ত্তে পারেন।

রস। আ মর্‌ বেটা—কাঙাল হয়ে ঊঁচু সাধ দেখ—যা কচ্ছেন, এতেও মন উঠ্‌ছে না, আবার জামাই হবার সাধ। শুনছি, কর্ত্তা যে রকম রেগেছে—তোকে দেখ্‌তে পেলেই চোর ব'লে পুলিশে দেবে।

রাম। তা দিন না—তাতে ডরাই না—আমিও কাছা দিয়ে কাপড় পরি, তাঁর মত তিনটেকে সাত ঘাটের জল খাওয়াতে পারি—তিনি যাবেন কোথা? রামকিঙ্কর আর মা ঠাকরুণ বামুন ঠাকুর নয়—এখন থেকে পাড়ায় রোট্‌বে, রাম-কিঙ্কর জামাই বাবু! একবার চোর বোলে দেখ্‌ না, বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবো না!

রস। এই রে! হতভাগা বেটা রুকেছে—আর বেটা কাকর নয়—দেখ্‌ বেটা—তোর মরণ-পাড় বেড়েছে—আমি কোথায় ভাব্‌ছি, আ টি-কুড়ীর ছেলেকে সামখানেকের জন্যে কর্ত্তার সামনে থেকে সরিয়ে দি—তার পর গোলমাল চুকুলে টুকুলে—কর্ত্তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার বেটারে ঘরে আনি—হুড়্‌কো বেটা তা বুঝ্‌বে না—কেবল রেগেই মর্‌বে। ওরে হতভাগা! তোর ভালোর জন্যেই বল্‌ছি—এখন তুই বাড়ী থেকে বেরো—বেরো—বেরো!—

রাম। বটে? বটে? ও মা ঠাকরুণ—তবে আমি বাপের সুপুত্তুর হযে বেরুচ্ছি! যাবার সময় কর্ত্তাকে তোমার বাবু দু-কথা খুব জোর জোর্‌ শুনিয়ে যাব বোলে কোমর টোমর কসে বেঁধে নিয়েছিলুম—তা তুমি যখন আমার সহায় আছ—তখন আর সে মুখো হচ্ছি না। তিনি দামড়া লাফ ছাড়ুন—আমিও খিড়কি দিয়ে লম্বা দিই। মা ঠাকরুণ—একবার তোমার মেয়েকে যদি বাবু ডাকিয়ে—

(অজ্ঞানচন্দ্রের বেগে প্রবেশ)

অজ্ঞান। দূর কোরে দাও—দূর কোরে দাও! ও ব্যাটাকে জুতো মার্ত্তে মার্ত্তে তাড়িয়ে দাও।

রাম। কেন বল দেখি ঠাকুর? আপনার ঘর

শাসিত কোর্ত্তে পার না? আমি তোমার বাড়ী ৭৩ সালের বাণে ভেসে এয়েছি না কি—দূর করে দাও—দূর করা বড় সহজ কথা কি না?

অজ্ঞান। হাঁ—বেটা রাঁধুনী বামুন! যত বড় মুখ, তত বড় কথা?

রস। আঃ! কি কর? মারামারি কেন? (ধারণ)

রাম। হোক্ না মা ঠাকরুণ, হোক্ না—ধরেন কেন? দেখি না, বাবাঠাকুর বিলাতী এঁড়ে গরু খেয়ে কেমন জোয়ান হয়ে এসেছেন।

রস। চোপ্‌রাও—হারামজাদা! আমি বল্‌ছি—নেকাল যাও।

রাম। তা যাচ্ছি। কিন্তু বাবা এ গয়লার গাই আমায় দিতেই হবে—এ দাবী আমি সহজে ছাড়্‌ছি না।

[প্রস্থান।

অজ্ঞান। বেটা পালাস্ কেন? তুই তো একটা গুণ্ডা ruffian আমার spirit আর moral courage সহ্য করা তোর পক্ষে অসম্ভব। দরোয়ান—পাক্‌ড়ো শালাকো!

(নেপথ্যে।) তোমার ঝিয়েভাজা দরোয়ানকে ট্যাকে গুঁজে নে যাবো।

অজ্ঞান। হু, বেটা—দরোয়ান—দরোয়ান—

রস। কি কর? মোড়লের কাণে উঠবে, পাড়ার সবাই শুনতে পাবে, বাহিরে পর্য্যন্ত খবর যাবে—একেবারে মাটী হবে! বেটা যে তেজী-য়ান্—সহজে বেরিয়ে যাচ্ছে যাক্—আর ওকে ঘেঁটিয়ে কাজ কি?

অজ্ঞান। কেন বল দেখি? তোমার যে ও বেটার উপর আন্তরিক টান দেখ্‌ছি। ও বেটাকে ছাড়্‌বো? ওকে জেলে ঠেলে—কুটনীর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে পদ্মাপারে রেখে আস্‌বো, তবে ছাড়্‌বো।

রস। দেখ, সাবধান! তুমি আমায় ঠেস্ দিয়ে কথা বলো না। আমি ত এ কাজ করিনি। আর যদিই কোরে থাকি—কি মন্দ কাজ করেছি? তুমি যে অবস্থায় আমাদের ফেলে গেছিলে, তাতে যে হোক্ না, একটা না একটা ভুল কাজ কোরে ফেল্‌তে পারে। আর এমনই বা ভুল কি? আইবুড়ো বুড়ো মেয়ে—আপ-নার খবর যদি আপনি না রাখে তা কে আপ-নার কাজকর্ম্ম ছেড়ে আগ্‌লে নিয়ে বেড়ায়? সভায় সভায় সবে বেড়াবো ঘোমটা খুলে খ্যামটার নাচ দেখাবো—না ওই কুলকাঠের আংরা কাপড়ঢাকা দিয়ে রাখ্‌বো?

অজ্ঞান। তোমার সভায় যাওয়া ঘোচাচ্ছি। বড্ড বেড়েছো! কোণের বউ থেকে বাজারের স্বর্ণ-বাই হয়ে উঠেছো! একটা মেয়ে—এর খবর তুমি রাখ্‌তে পার না? এমন নচ্ছার মেয়ে মানুষ তো কখন দেখিনি। তোমায় ঘরে পুরে ধানে ভাতে খাওয়াচ্ছি দাঁড়াও!

রস। তা আর ঠাকুর পাত্তে হয় না—তা হ'লে আর সমাজে তোমায় মানবে কে? আমায় না বেরুতে হয় তো বাঁচি, ঘরের বউ ঘরেই থাকি। তোমার ওই পোড়ার মুখ খাতে দশজনে না পুড়িয়ে দেয়, তাই তো আমি সবার কাছে তোমার গুণ গাইতে ঘুরে বেড়াই। যে সব নূতন নূতন মৎলব বাৎলাও, তোমায় লোকে পাগল বলে, তা জানো!

অজ্ঞান। পাগল বলে—বেশ করে, তোর বাবার কি?

রস। এই রে, রোগে ধোরেছে—গোবর গুঁজে দেবো যে!

(নেপথ্যে।) এ দিকে একবার আসুন—আমি সেথা থেকে ফিরে এসেছি।

অজ্ঞান। হ্যাঁ, যাই ভাই। আস্‌ছি, চাঁদাদাস এয়েছে, একটা কথা কয়ে আসি। যদি মনের মত খবর না পাই, তোদের মাকে ঝিকে—হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেল্‌বো, আর ঘরে দোরে আগুন দিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবো।

রস। চল না, আমিও যাই। কি কথা হয়, শুন্‌-লুমই বা?

অজ্ঞান। না না—তোমার গিয়ে কাজ না। তোমার সাক্ষাতে সব কথা শুন্তে আমি বাধ্য নই।

রস। বাধ্য নও বই কি? কৈ, যাও দেখি, কেমন একলা গিয়ে কাগুচে পোড়ারমুখোর সঙ্গে পরামর্শ আঁট্তে পার? এই হাত চেপে ধল্লুম—কৈ যাও দেখি—(হস্তধারণ)

অজ্ঞান। উঁহুঁ, ছেড়ে দাও! আচ্ছা—আচ্ছা যাবে চল! হাত ছেড়ে দিয়ে চল না! (হাত ছাড়াইয়া দেওন)

রস। তাই বল, সহজের কেউ নও—

[উভয়ের প্রস্থান।

(অন্যদ্বার হইতে মিস্ অবলা ও বক্কেশ্বরের প্রবেশ)

মিস্ অবলা। না ভাই মাষ্টার, তুমি ঠিক আমার প্রাণে সে দিয়ে আমার মতন হয়ে কথা কইছ না। তুমি বুঝ্ছো না যে, আমি তোমার আয়েসার ভালবাসা, কুন্দনন্দিনীর ভালবাসা, আরও কমলিনীর ভালবাসা, আরও অন্যান্য নাটক নভেলের heroine এর ভালবাসার চেয়েও বেশী—মাষ্টার হে! ঢের বেশী ভালবাসি। কিন্তু ভাই, জীবনসর্ব্বস্ব বন্ধু আমার—কিন্তু ভাই, ওই বিষম অন্তরায় থাক্তে আমার দেহ মন সমস্ত সমানভাবে পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব! ওই অন্তরায়টাকে পরিত্যাগ কল্লে ত আমার প্রেমের ঢেউ গায়ে লাগাতে পাবে, নতুবা (হস্ত ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া) নতুবা নদী বোয়ে চোল্লে ত আমায় কারুর মুখ চেয়েআর ফির্বের—আর এক মুহূর্ত্ত মাত্র সময় —মাগটীকে ভাসাও, আমায় নিয়ে ঘর কর। নইলে এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর এসো না —এলে পাড়ার লোক ডেকে জড় করবো।

বক্কে। ওঃ, কি তৃপ্তিকর তেজস্বিনী মূর্ত্তি! Darling dear তোমার স্থির সংকল্পের কাছে আমায় হার মান্তে হ'লো! কিন্তু কথা হচ্ছে, ওকে ফেলি কোথা?

মিস্ অবলা। কেন, ফেল্বা ওতো তোমার খুব রোজগারী মাগ। যাকে দেবে, সেই লুফে নেবে! পুরুষের বাজারে—অমন চালাক চতুর মেয়েমানুষ যে পোড়্তে পায়—এ তো আমাদের সমাজ দেখে বুঝ্তে পারি না ভাই।

বক্কে। চালাক হোলে কি হয়—এদিকে যে তিরিশের কোটা পেরুলেন বোলে—আর রূপ তো তোমার অবিদিত নাই? আমি তাড়ালে ভিক্ষে কোরে, না হয় গোলা বোড়ে খেতে হবে।

মিস্ অবলা। হুঁঃ—অমনি আর কি? লেখাপড়া জানে—রসিকতা জানে—নাচ্তে গাইতে বাজাতে সহচরী-সভার একজন প্রধান মেম্বর। কিছু না হয়, বারাণ্ডায় চিক্ ঝোলালেও তো বাবু ভায়ের নজরে পোড়্তে পারে।

বক্কে। আমার তো বিশ্বাস হয় না—তা নাই হোক, আমি তো তাড়িয়ে দিয়ে তোমায় বিয়ে করি, তার পর ও মরুক্ বাঁচুক্—আমার অবিচ্ছিন্ন সুখের তো কণ্টক হতে পারবে না! আমার এমন গজমতির মালা তো গলা থেকে খুলে নিতে পারবে না! অবলা সুন্দরি! তাই স্বীকার—তোমার মুখের অনুরোধে—শুধু মুখের কেন—তোমার সর্ব্বাঙ্গের অনুরোধে আমি আজ তাকে বনবাস দিয়ে তোমার আনন্দবর্দ্ধন করবো। কিন্তু প্রাণময়ি! তুমি শেষ রেখো, হাতে হাত দিয়ে, প্রাণে প্রাণ দিয়ে, আমায় সপ্তস্বর্গে তুলে দিও! তোমায় পুণ্যবতী ব'লে পূজা করবো।

(অবনতজানু হইয়া হস্ত চুম্বন)

মিস্ অবলা। ভাল স্বীকার কল্লেম। এখন রাত হয়ে গেছে, এই ক্ষুদ্র প্রাণটী নিজের প্রাণের সঙ্গে বিনি সুতোয় গেঁথে নিয়ে, ঘরের ছেলে ঘরে যাও তো ভাই। আমার আজ আর ঘুম হবে না—জেগে রাত কাটাব। কাল তোমার মুখে ঐ কথাটী শু'নে ঘুমুবো—ঘুমুবো আর মিলনের সুখস্বপ্ন দেখবো।

বক্কে। আঃ! আশ্বাসে তৃপ্তি কোল্লে ভাই। এখন এই চক্ষের জল চক্ষে মেরে—মনপ্রাণ সব এইখানে ধোরে, গুটি গুটি যাই ঘরে।

[প্রস্থান।

(অন্যদিক্ হইতে অজ্ঞানচন্দ্রের প্রবেশ)

অজ্ঞান। এই যে কালামুখী বেটী! ও বেটা কে ধাঁ ক'রে ঐ দোর দিয়ে বেরিয়ে গেল? ও আবার তোর কোন বাবা রে বেটী!

মিস্ অবলা। সোরে যাও! সোরে যাও! ও গো, মা গো, বাবার কি হয়েছে দেখে যাও, পাগলের মতন আচাল পাচাল পাড়ছেন, আমার উপর কু-নজরে চাইছেন! সোরে যাও বেরিয়ে যাও! অনধিকার প্রবেশ! Tresspass!!

অজ্ঞান। চুপ্ কর্ বেটী! আবার মুখ নেড়ে কথা কোচ্ছিস্? বল্ ও বেটা কে গেল?

মিস্ অবলা। তাই ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা কর না! ওতো মাষ্টার বাবু!

অজ্ঞান। কে? আমাদের বক্কেশ্বর?

মিস্ অবলা। তা না তো আর কে?

অজ্ঞান। তা হোক্ না বক্কেশ্বর? বক্কেশ্বর কি পীর না কি? রাত্তিরে ও বেটা তোর কাছে কি দরকারে এসেছিল রে বেটী বল্ তো?

মিস্ অবলা। ওঃ—পিতঃ! তুমি ভুল বুঝেছ, আমার কাছে একখানা বই ছিল, তাই নিতে এসেছিলেন। উনি তেমন নন। ওঁর চরিত্র খুব ভাল।

অজ্ঞান। ভাল কি মন্দ, তা আর তোকে বোঝাতে হবে না। আমি সব শালাকেই চিনি। ওর সঙ্গে ফের যদি কথা কইতে কি শালাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখি, তা হ'লে তুজনকেই গলা ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেবো।

মিস্ অবলা। কেন, এখান দাও না! আমায় তো আর ভালবাস না। বিলেত থেকে এসে অবধি আমায় কু-নজরে দেখেছ। আমি যদি এতই চক্ষুঃশূল হয়ে থাকি—তো আর—কেন, আমায় পরের ঘরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোন না?

অজ্ঞান। এইবার তাই দিচ্ছি। তুই পাপিষ্ঠা, তোর মুখ দর্শন কোত্তে ঘৃণা হয়—তোর সব নষ্টামী ধরা পড়েছে।

মিস্ অবলা। কেন?—কেন? কেউ বুঝি কিছু লাগিয়েছে? মাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর না কেন?

অজ্ঞান। তোর মা-ই তো তোর যম রে! কালামুখী। তোকে বিসর্জ্জন না দিয়ে আর সোয়াস্তি পাচ্ছি না। তুই তোয়ের থাক্; হয় তোর গলায় দড়ী কলসী বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দেবো, আর না হয় তোর মীগ্ গীর বে দেবো।

মিস্ অবলা। বাবা! আমিও তা হ'লে বাঁচি। তোমার মত নির্দ্দয় বাপের ঔরসে যার জন্ম, তার সকল বৃথা! মেয়ে জন্ম জন্মে অবধি জ্বলছি! এত বয়েস হলো, মা বলেন, বে দিলে চার ছেলের মা হতুম—এত বয়েস হলো, তোমাদের একটা উলটো শাস্ত্রের হ্যাপায় পোড়ে প্রাণ যাচ্ছে—আর সয় না বাবা! যোড়হাত করি, বে দাও। বাবা, বে দাও। তোমারও জঞ্জাল সাফ হোক্, আমারও হাড় জুড়োক্!

অজ্ঞান। মর্ বেটী—আমায় lecture দিতে এসেছে—এ চড়ে পেকেছে—হতভাগী বেটী এ চড়ে পেকেছে—বেটীকে জবাই কোল্লে তাপ যায়।

(রসময়ীর প্রবেশ)

রস। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ব্যাগত্তা করি—মেয়েটা একে আপনা আপনি মোরে আছে, তার উপর আর ঐ দুর্ম্মুখের মতন কড়াকথাগুলো বোলো না—এস—ঘরে এস।

অজ্ঞান। না বোল্‌বে না? তোমার মেয়েকে ক্ষীরতক্তি খাওয়াতে হবে!

[উভয়ের প্রস্থান।

মিস্ অবলা। (করতালি দিয়া) বাবা বেটাকে কথায় খুব ঠকিয়েছি।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

বক্কেশ্বর মাষ্টারের বাটী।

মিসেস্ চতুরা হাঁস হারমোনিয়া বাজাইয়া—
গান গাহিতেছে, পার্শ্বে চৌখসরাম
বাবু সোফায় উপবিষ্ট।

(গীত)

তোমার ভাল তোমারি থাক্।
আমায় তো তার ভাগ দেবে না।
যে আগুনে জল্‌ছি যাদু
তুমি তো তার ভাগ নেবে না॥
ইসারাতে বল্‌ছি যত,
বুঝেও তুমি বুঝ্‌ছো না তো,
কাঁদ্‌ছি যত হা ছো তত,
ভাব্‌ছো কেন বাক্ সরে না।
জান না কি ডবকা ছুঁড়ীর
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না॥

চৌখস। বাঃ বাঃ বিবি! তুমি বহুতাচ্ছা গান শোনালে—তোমার গানের সাথে সাথে হামার নাচ করতে দিল চাচ্চে, বাঃ বাঃ! এমন মিঠে গান তো হামার বাপের জনমেও শুনিনি, যেন কোয়েলের ডাক মালুম হলো।

চতুরা। হ্যাঁগো বাবু হ্যাঁ—খোসামুদীর কথা গুলি তো খুব শিখেছ দেখ্‌ছি—কাজের কথার বেলা তো মুখ দে এমন খইও ফোটে না—কোকিলের ডাকও শুন্‌তে পাও না? জানি গো জানি—যারা টাকার কাঁড়ির উপর বোসে থাকে, তাদের প্রাণে মায়া-দয়া কিছুই থাকে না, মেয়েমানুষ কেঁদে মোলেও তারা ফিরে চায় না।

চৌখস। এ বিবি, এমন কথাটী বলিও না—হামার প্রাণে দরদ নেই? আমি বেটা কি তবে—বেয়াকুব সমঝ কর্‌ছো? আমি—তোমার জন্ত হামি বেটা জান দেনে মোস্তায়েদ—তা কি সমজ কোর্ত্তে পারো না?

(গীত)

আরে তেরে আঁখিয়া মেরে জান।
নজরমে গিরিজায়া হাজারো পাহালোয়ান॥

চতুরা। ঐ বুঝি বাবু আস্‌ছেন—(পদশব্দ)

চৌখস। এঃ! শালা আস্‌ছে? হামি তবে সরচি দিদি!

চতুরা। সরবে কেন? তুমি এই Screen এর পাশে খানিক দাঁড়াও—আমি একটা ছুতো ক'রে ওকে তাড়াচ্ছি—কত খোসামুদীর পর আজ যখন তোমায় ঘরে পেয়েছি, তখন কি আর সহজে ছেড়ে দেবো?

চৌখস। বাঃ বাঃ!—বড় মিষ্টি কথা তোর দিদি—দে ভাই, পরদাটা একটু টানিয়ে দে—শালার নজরে না প'ড়ে যাই।

(পরদার আড়ালে গমন)

(বক্কেশ্বরের প্রবেশ)

বক্কেশ্বর। এ কি? তুমি এখনও এত রাত পর্য্যন্ত জেগে রয়েছ? ঘুমোওনি কেন?

চতুরা। এ কেনর মানে কিছুই নাই।

বক্কে। অবশ্য আছে—অবশ্য তুমি কোন হতভাগা লম্পটের বিষয় ভাব্‌ছিলে বা তাকে love letter লিখ্‌ছিলে—আমার দেখে লুকিয়ে রাখ্‌লে! জানো, তোমার মুখ দেখে আমি তোমার কৃষ্ণবর্ণ অন্তঃকরণের সব কথা ব'লে দিতে পারি?

চতুরা। তা পার বৈ কি! তা না হ'লে রাঁড়-মহলে গণৎকার বোলে সুখ্যাতি পাও? এখন ভাব্‌ছি, আমার এত গুণের তুমি—তোমার লেজ বেরুবে কবে?

বক্কে। এ কি? ঠাট্টা কোর্ত্তে সাহস কোচ্ছ?

চতুরা। বাপ্ রে, তা কি পারি? মাইরি বোল্‌ছি, সত্যি সত্যি তোমার লেজ দেখ্‌তে আমার বড় সাধ! আর শুধু আমার কেন? তোমার আলাপী কি পুরুষ কি মেয়েমানুষ—সকলেই—

বক্কে। damned আলাপী, I kick them & you too cadavarous Imp of Satan তোর মুখ দেখ্‌লে আমার ঘৃণা হয়।

চতুরা। তা তো নয়—যেমন তো তোমার শরীরে নেই। তুমি যখন ও. স্ু taste কোরে পেয়েছ —তখন তো তোমার বোঝা যে ... । আসত কথা তা না—একটা কিছু হেসে উঠে এয়েছ—তাই বল।

বক্রে। হ্যাঁ বড়লোক! অবশ্য বড়লোক! কিন্তু এই বড়লোক! ওবর ঐ জড় তোমার শরীর দুর্মুখা দুর্ভাগা, দুশ্চরিত্রা স্ত্রী থাকায় যেন আমার সর্বনাশ হ'চ্ছে। আমি বিশেষরূপে বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি থাক্‌তে আমার কপালে সুখ নেই।

চতুরা। Now to the point এই এতক্ষণে পেটের কথা বেরিয়েছে। তাইতো বলি, অ মার শাশুড়ীর মাত ঠাকুরের দোষ ধরা নেড়ে ভোলা মেয়েটির আজ এত হুঙ্কার কেন? হ্যাঁ গা! আজ বুঝি ইস্কুলের কোন মস্ত মেয়ে—রাস্তার মোড়ে গলায় কাপড় দিয়ে আচ্ছা কোরে পুঙ্গিয়ে দিয়েছে, তাই মড়ন্দি খেয়ে পায়ের ব্যথা ভেঙ্গে —গরীব মেয়ের উপর ঝাল ঝাড়তে এয়েছ? আহা!—এমন সোণার চাঁদ ভাতার কি আর কারো কপালে জোটে?

বক্রে। জুটুক আর না জুটুক—আমি সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসিনি।

চতুরা। তবে কি—ঘরের মাগকে মেছোবাজারে বেচে দু'বেলা খেয়ে পরামোদ কোরে এয়েছ নাকি?

বক্রে। আমি অত বুঝি না—I tell you plainly তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে আর বড় বোনুচে না। I wish to see you off in a day or two.

চতুরা। তা ভাই বেশ ভেঙ্গে বল না— আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচো! তা Day or twoএ কাজ কি—এখন থেকেই ফয়সালা হোক্‌ না।

বক্রে। বটে? তবে তুমি দেখ্‌ছি ready আছ?

চতুরা। আছি বৈ কি? I can clear the house in a minute, কারণ, আমার দু'একজনের মধ্যে আর একটা তোমার মত পাড়ুল দেখে শুনে পছন্দ কোরে নিতে হবে তো। তা কি মশ? কাজটে হবে কি?

বক্রে। ...—ওটি ... ... অমনি— ...টি আমাতে যাবে।

চতুরা। তা হবে না—আর এ ... দিদিই বেশীর কথা বল্লে তোমায় Shoot কর্‌ব, তা জানো?

বক্রে। ... ও কি কথা, কোথা থেকে খোসা নাকি?

চতুরা। খুব কথা এই দেখ কি।

(চৌথমলকে নিয়া বাহির করণ।)

বক্রে। By jove এ কি, এ যে গোটেকাফান!

চতুরা। কেমন হে চৌথমল বাবু! তুমি তো পরদার আড়াল থেকে সবই শুন্‌লে—আমার পোড়ার বাঁদরটি আমায় Divorce কোল্লেন—এখন এই publicly তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি—আমায় ভাত কাপড় দে পুষ্‌তে পারবে তো? উত্তর দাও ভাই, আমি তোমায় Sincerely জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

চৌথম্। আরে দিদি! তুমি তো আমায় বড়ই মুস্কিলে দিলি—তোমার বাবু বুঝ্‌ছেন—হামি বুঝি তোমায় কাড়িয়ে লিচ্ছি, না বক্রেশ্বর বাবু! হামি কেবল গান শুন্‌তে এসেছিলেম।

বক্রে। যা কোত্তেই এসে থাকুন—আমি আপনাকে তা জিজ্ঞাসা কচ্ছি না—এখন আপনি আমার বাটী হ'তে চলে যান—নতুবা একটা বিরোধ হবে।

চৌথম্। বিরোধ বাবু! কি? আপনি কি হামার সাত দাঙ্গা কর্ত্তে চান?

চতুরা। আরে না না, বড়ত মর্দ্দ—তা আবার দাঙ্গা কর্‌বে! এখন বল না—আমায় পুষ্‌তে পাবুবে তো?

চৌথম্। আরে দিদি! কি বলিস্? পুষ্‌তে পার্‌বো না? হামার বাড়ী দশটা গরু, পাঁচশটে বকরী, ৭।৮ টা নওকর চাকরাণ, সবাইকে খোরাক দিচ্ছি, আর তোর মত একটা খোপ্‌সুরত আওরাৎকে হামি পেট ভর্‌ দিবো? এই কি

কথা হলো দিদি? তোর ডাক্তারের মুখে লাথি মেরে আমার সঙ্গে চল্, তোর জন্যে দশটা নৌকর, দাসী, দরোয়ান রাখিয়ে দিব।

চতুরা। ওগো বাবু—ভাত দেবার ভাতার নও কিল মারবার গোঁসাই! এই তোমার মুখে কলা ঠেকিয়ে বাগ্‌নাপাড়ায় চল্লুম। আঃ! হাড়ে বাতাস লাগ্‌লো! চল, চল! হ্যাঁ শোন্—আমার টাকাকড়ি, কাপড় চোপড় সব নিজে মাথায় কোরে ওই সুমুখের বাড়ীতে পৌঁছে দেবে—আর আমার work টেবিলটা গৌরবীকে দিয়ে পাঠাবে, নইলে পরশু নালিস হবে—ঠিক জেনো।

বক্কো। very good এখন যে বেরুলে বাঁচি।

চতুরা। চল গো নতুন ডাক্তার! চল—তোমার ঘরে একেবারেই ঘর কোর্ত্তে যাই।

চৌখস। হাঃ হাঃ! চল্‌বি তো চল দিদি—তোরে মাথে কোরে লে যাই। বাবু সাহেব! বন্দিগী। হামরা চল্‌ছি—চোরের উপর গোঁসা কোরে যেন অমিনে খাইও না।

[প্রস্থান।

বক্কে। আঃ! মহাজঞ্জাল clear হলো, বাঁচলুম, সুখের পথের কাঁটা সরে গেল। Nonsense গজগিরি পুকুর বোলে ডুব দিলুম, পাঁকে পা ভোরে গেল, আট বছরে আমার আট হাল করেছে—মায়াবিনী ডাকিনী বেটী কেমন সভ্যাবভ্যা—সরলা সুবিজ্ঞার মতন হয়ে আমার চোকে ধাঁধা লাগিয়েছিল, তার পর ঘরে এনে নেড়ে চেড়ে দেখি বিকটমূর্ত্তি। পুড়্‌নোর ব্যবহার—সহজে যে ছেড়ে গেল, এই ঢের; তিনটে ডাক্তারের মাথা খেয়ে আমায় এসে গিলেছিলেন। উঃ! মেথর বেটা খুব ঠকেছে, খুব ঠকিয়েছি বেটাকে, বেটা আবার চোটে সহর না ছাড়্‌লে বাঁচি। আঃ! বাঁচলুম, হাড়ে বাতাস লাগ্‌লো, অলক্ষ্মী বিদায় হলো, এখন ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এলে শেষে দুবর্ত্তে পারি। হাঁ, এই এরে বলে যথার্থ সরলা সুবিজ্ঞা বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী সচ্চরিত্রা, আর যা বল, তাই শোভা পায়—আহা! রূপ—রূপ তো নয় যেন সরস্বতী—Dam'n সরস্বতী-রূপে cleopatra, এমত না হ'লে কি আমাদের মন উঠে? যা বেটী আমার পেৎনী ছেড়ে গেল, আজ হিন্দুর ঘর হ'লে গোবর-জল দিয়ে বাড়ী পবিত্র কোরে নিতুম!

(নেপথ্যে)—মাষ্টার বাবু। আমি এসেছি, ঘরে যেতে পারি কি?

বক্কে। ওরে বাপ্‌রে তুমি? তুমি? তুমি আস্‌বে না? এতো তোমারি ঘর—(মিস্ miss অবলার প্রবেশ) oh! my dear darling! কি ঐশ্বরিক coincidence দেখ। এইমাত্র সেই সয়তানীকে দূর ক'রে দিয়েছি, আর অমনি তোমার উদয় হ'ল—আমার অলক্ষ্মী গিয়ে লক্ষ্মী এলো। কি করি, কোথায় রাখি? কোথায় বসাই? আমি যে কিছুই যোগাড় কত্তে পাচ্ছি না? কেমন ক'রে তোমায় আদর করবো? ঐ চেয়ারে না হয় সোফায় বসো—হারমোনিয়াম বাজাবে কি?—

মিস্ অবলা। মাষ্টার, অত ব্যস্ত কেন? এত রাত্রে আমি কেন হেথায় Intrude কোল্লেম—তার একটা কারণ জান্‌তে কি তোমার ব্যগ্রতা হচ্ছে না?

বক্কে। কেন—কেন darling? তোমার জন্যে কি ভয়ের কারণ কিছু আছে?

মিস্ অবলা। ভয়ের কারণ? না—না, এক বিন্দুও নয়—তুমি আমি এ জগতে যে মাষ্টার একটী বোঁটায় দুটী ফুল হয়ে দোল্‌বার জন্য জন্মেছি ভাই! শোন—বাবা ও কোট ক'রে বসেছেন—কাল যেমন ক'রেই হোক্ আমার বিবাহ দেবেন—চালাক কাকা বর খুঁজ্‌ছেন—বাবাও ঠাওরে রেখেছেন, মাও দুটো চারটে নাম কচ্ছেন—

কিন্তু ভাই প্রাণের মাষ্টার—আমার চক্ষু যে আর কাউকে দেখ্‌তে চায় না—আমি যে তোমার জন্য মোরিয়া হয়ে রয়েছি। কি হবে? এখন এর উপায় কর—নইলে কাল ভোরের বেলা কুন্দনন্দিনীর মতন পুকুরের সিঁড়ির এক এক ধাপ নাব্‌বো—আর এক একটী 'না' বোল্‌বো—তখন গেলে আমায় পাবে না, তখন মিথ্যা 'না'—সত্য হবে, টুপ ক'রে ডুব্‌বো, আর উঠ্‌বো না;—মাষ্টার, আর উঠ্‌বো না।

বক্কে। তা ভালই হয়েছে ত—কাল সকাল বেলা আমি গিয়ে আমার স্ত্রীকে divorce করেছি বলে—তোমায় বিবাহ কর্‌বার propose করি গে; আমার moral character সম্বন্ধে তাঁর খুব high opinion আছে, আর তার ওপর তুমি যদি openly আমায় recommend কর, তোমার মাতা যদি এই ছুতাম ধোরে courtship এর কথা প্রকাশ কোরে বলেন—তা হোলে হাজার claimant থাক্‌লেও আমারই জিত হবে।

মিস্ অবলা। অহো! কাল সকাল পর্য্যন্ত দেরী হলে মাষ্টার সব ফোস্কে যাবে—চালাক নাকি কাকে যোগাড় করেছে—তুমি এই রাত্তিরে—এখুনি গিয়ে এর একটা বিলি-ব্যবস্থা কোরে এস—নইলে আমার উদ্বেগ যাবে না, আর আমি বাড়ীতেও ফির্‌বো না, উদাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাব! ঠিক জেনো মাষ্টার, বেরিয়ে যাবো।

বক্কে। আচ্ছা, আজই—এখনি যাচ্চি—কিন্তু সব কাজের Dark sideটে অর্থাৎ কালো দিক্‌টা আগে ভাবা উচিত। যদি না হয়—

মিস্ অবলা। সহজে না হয়—তুমি পুরুষ মানুষ—যথার্থ ভালবেসে থাকো ত—আমায় নিয়ে আজ রাত্তিরেই বোম্বাই চোলে যাবে—তুমি সেথায় মাষ্টারী কর্‌বে, না হয় বিনা মূল্যে ঘরের মাগটীকে পর্য্যন্ত ভ্যালুপেয়েবেলে পাঠাবার বিজ্ঞাপন দিয়ে একখানা পচাপাঁচকো খবরের কাগজ বার কোর্‌বে—সময়ে সময়ে চাবুকও খাবে—হজমও কর্‌বে। আর আমি রেজেষ্টারী-করা ধাত্রী হয়ে সাইনবোর্ট ঝোলাব।

বক্কে। এই সাহসের কথার দরুণ আর তোমার অকৃত্রিম ভালবাসার এই চূড়ান্ত নিদর্শনের দরুণ তোমায় শত শত ধন্যবাদ, সহস্র সহস্র আলিঙ্গন ও লক্ষ লক্ষ চুম্বন! তবে কি তুমি এইখানে আমার জন্য wait কর্‌বে?

মিস্ অবলা। না ভাই—আমি লুকিয়ে এসেছি—যদি খোঁজ পড়ে ত বাবা বড় কড়া কথা বোল্‌বেন—তিনি আজকাল তোমাদের দলপতির চেয়েও strict হয়ে এসেছেন—আমিও চল তোমার সঙ্গে যাই, পাশ থেকে দাঁড়িয়ে শুন্‌বো এখন, ভাল হয় ভাল—নইলে অমনি খিড়কি দিয়ে তোমার গাড়ীতে।

বক্কে। All right সেই ভাল, তবে চল।

(নেপথ্য হইতে চীৎকার করিতে করিতে গৌরবী ও তৎপশ্চাতে রুল হস্তে রাম-কিঙ্করের প্রবেশ)

গৌরবী। ও বাবা রে—রাক্কুসে বেটা খুন কোল্লে রে—মেরে ফেলে রে—ওগো বাবু! রক্ষা কর, রক্ষা কর!

বক্কে। ও কি হে! কর কি?

রাম। বেশ কচ্চি—ক্ষমতা থাকে ছাড়িয়ে দাও না! এই যে ইনি হেথা? তবে আর কি—যা বেটী, তোকে ছেড়ে দিলুম—এখন এসো তো যাদু, দেশে নিয়ে গে ধান সেদ্ধ করাই গে!

মিস্ অবলা। মাষ্টার, দেখ্‌ছো কি? গোঁয়ারের হাতে পড়ি গে, ও যে আমাকে লক্ষ্য কোরেই বোল্‌ছে।

বক্কে। দেখ্ বামুন, মুখ সাম্‌লে কথা কোস্; তুই কাকে কি বল্‌ছিস্? আমার বাড়ীতে আমার letrothed প্রণয়িনীকে তুই অপমানের কথা বলিস্?

রাম। তোর প্রণয়িনী না আমার প্রণয়িনী হে বাবু? ও সব বাজে কথা শুনি না—আজ ওর জন্যে আর এই বেটার জন্যে আমার বাপের মতন চাকরী হারিয়েছি—যখন বাগে পেয়েছি—তখন ওর নড়া ধরে নে গিয়ে উলুবেড়ের জাহাজে চড়াব,—তা চোকই রাঙ্গাও আর মুখই ভ্যাঙ্গাও—রামকিঙ্কর মরদ বাচ্ছা, এক আঙ্গিতে—এ ঘর শুদ্ধ চাপা দিতে পারি।

মিস্ অবলা। মাষ্টার, ও বড় গোঁয়ার।

বঙ্কে। চোপরাও you শুয়ারকা বাচ্ছা! তুই Honourable Damselকে অকথা বোলে তার modesty outrage কর্‌লি?

রাম। চোপরাও ইউ—ড্যাম্ শালা—ইউ ব্রুট—তোর ইংরাজী গালাগালের বাপ নির্ব্বংশ করি—শালা, সনিয়র বিচ!

বঙ্কে। এ কি, বেটা পাগল নাকি?

মিস্ অবলা। হ্যাঁ, একটু একটু বায়ের ছিট আছে বৈ কি!

রাম। এখন বোল্‌বে বই কি হে! গলার ঘাঁটি উঠে গেছে কি না—কাজেই বায়ের ছিট হলো—তা হোক্—আমি কিন্তু বাবা তোমায় ছাড়চি না, ভাল চাও তো এসো!

বঙ্কে। এমন কোরে বল্‌বার তোর কি ক্ষমতা আছে?

রাম। নইলে কি সাহেব—অম্‌নি শুধু শুধুই এত জোর কচ্ছি?—আমার দখলি জমি—বেদখল কোত্তে চাও না কি?

বঙ্কে। অবশ্য বেদখল কর্‌বো—তোর মতন বওয়াটে ছোটলোকের জন্য এ সোনার কমল তোয়ের হয় নি।

রাম। আহা! বেটা আমার কি ভদ্দর লোক গা! দেখ্‌ ঝ্যাটা ফেকো না হবে, সোনার কমলই হোক্ আর ঘেঁটুফুলই হোক্—ও এখন আমার দখলে—

বঙ্কে। Nonsense—তোর demandএ আমি পদাঘাত করি!

রাম। আমিও তোর মুখে বাহ্যে কোরে দিই।

বঙ্কে। দেখ মিস্, আমি আর সহ্য কোর্‌তে পারি না—ও বেটার যদিই তোমার ওপর কিছু demand থাকে—তা হ'লে ও বর্ব্বর জানুক যে—এক জনের দুজন claimant থাক্‌তে পারে না—অতএব আমি ওর সঙ্গে duel কোর্‌তে প্রস্তুত আছি—ওকে বুঝিয়ে দাও, আমার দুজন second দিয়ে সব arrange কোরে আস্‌বে। much secondএর সাহায্যে যে জিত্‌বে—সেই তোমায় লাভ কর্‌বে। আর জোর জবাবটী কয়ে তো এখনি এক চিঠিতে জেলে পাঠাব।

গৌরবী। ওরে বেটা হারামজাদা—শুন্‌লি? এখনি এক চিঠি লিখে তোকে জেলে পুরবে—বুঝ্‌লি? পারিস্ ত এই সময় পালা, কেন বেটা বিদেশে প্রাণ হারাবি?

রাম। পালাব কি? ও শালার শ্রাদ্ধ কোরে যাব না? আয় শালা, তোর একটা ঠ্যাং ভেঙ্গে যে যাই—তার পর আমায় জেলে পাঠাস্।

বঙ্কে। আরে—আরে মারে রে—মারে রে! উহুঃ হুঃ (রামকিঙ্কর কর্ত্তৃক পায়ে রুল মারণ ও বঙ্কুধরের পতন)

রাম। আয় অবলা! তোকে কাঁধে ক'রে নে পালাই।

গৌরবী। নে যা দিকি—কৈ কেমন ক'রে নে যাবি? এখনি পাহারাওয়ালা ডেকে দোব না। পাহারাওয়ালা! পাহারওয়ালা! খুন্ কোল্লে, খুন্ কোল্লে, খুন কোল্লে! (দৌড়িয়া গমন।)

রাম। যা ছুঁড়ি! আজ ছাড়ান্ পেলি।

[প্রস্থান।

মিস্ অবলা। আহাদো! সত্যি সত্যি পা ভেঙ্গে গেল না কি? ও গৌরবী, কি হলো রে? মাষ্টার যে নড়ে না চড়ে না,—চ—চ—গৌরবী চ—চ নন্দ মার কাছে নে গিয়ে জল ঢাল্‌গে চ—চ!

বঙ্কে। (উঠিয়া) বেটা গেছে কি? উঃ! পা'টা খোসে গেল বুঝি, চল চল, আমায় ধোরে নিয়ে চল। উঃ—আঃ—ওঃ!

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

বাটীর দালান।

অজ্ঞানচন্দ্র উপবিষ্ট।

অজ্ঞান। আঃ! কাজটা হয়ে গেলে যে বাঁচি। একটা টাকাওয়ালা লোক হাতে আসে, মেয়েটারও গতি হয়, খোদ দলপতির কাছেও নাম নিতে পারি। বড় আবশ্যকের সময়ই বেটা জুটে গেছে। বোকা বেটাকে জামাই কোরে ক্রমে ক্রমে মাথায় হাত বুলিয়ে সমস্ত বিষয়টা আত্মসাৎ কোত্তে পাল্লেই আমার এত পরিশ্রম সার্থক হয়, টাকার আশায় আর মোড়লের দৃষ্টান্তে পইতে পুড়িয়েছি, বাপের ত্যাজ্য পুত্র হয়েছি—ক্রমে ক্রমে দেশের টাকায় ভুঁড়িটাও বাড়াচ্ছি। মিছামিছি এক একটা বাজে হুজুক তুলে চালাকদাস তারা আমার মাঝে মাঝে দুহাজার চার হাজার টাকায় আদায় ক'রে দিচ্ছে—অথচ কেমন ভদ্রলোকের মতন আমায় সিকি ভাগ দিয়ে—সিকি আপনি নিয়ে—অর্দ্ধেকটা দলপতির তহবিলে অর্থাৎ খাড়া Eund এ জমা রাখছে। যেন তেন প্রকারেণ টাকা রোজগারই আমাদের মূলমন্ত্র! তা Female imancipation বল, Free-love বল আর Social-reformationই বল, সকলের মূল—সেই অর্থ Nineteenth centuryর সমস্ত কাজই অর্থকরী বিদ্যার আয়ত্তাধীন—সুতরাং ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম, অর্থই সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

(রসময়ীর প্রবেশ)

রস। ওগো সর্ব্বনাশ হয়েছে—মেয়ে কোথায় পালিয়েছে।

অজ্ঞান। সে কি—সে কি? আমি যে পাঁচ হাজার টাকা হজম ক'রে বোসে আছি—সে ভালমানুষের ছেলেকে কি বোলে জবাব দেবো? কাল সাহেব পুঁটিমাছের মত টাকা গুণে নিয়েছে—আজ যদি না মেয়ে পায়—তা হ'লে যে সব গোলমাল বাধাবে দেখছি—আবার যেমন তেমন লোকের নয়—আদ্‌কোরা মেয়ের কাঙ্গাল—না পেলে বেটা হয় আদালতের ডেকে এনে—সবাকে বলে বাঁক দেটা বয়ে—না হয় জোচ্চোর বোলে পুলিসে দেবে।

রস। তাই তো! তবে কি হবে? এখন উপায় কি?

অজ্ঞান। উপায় তুমি। ভাল কোরে খুঁজে দেখ যদি—না পাওয়া যায়, পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা তো আর ফি ধ'রে উগরে দিতে পারি না, দিন কতকের জন্য তুমিই কোনে-বৌ হ'য়ে তার ঘর কর গে—শেষে একটা মিছে আছিলে তুলে তাকে divorce কোরে যার ধন তার কাছে এসো।

রস। ও মা গো!—মেথরকে ছোঁবো কেমন ক'রে? তা বাবু আমি পারবো না।

অজ্ঞান। সে কি? তুমি আমার স্ত্রী হয়ে এমন কথা মুখে আনো না—হলোই বা মেথর? আজ-কেল যখন আমরা তুলে দিয়েছি, তখন কে জানে মুচি—কে জানে মেথর—সকলজাতে সমান দৃষ্ট চাই।

রস। বলি, তোমার রাঙ্গা বিধবা বোনকে কেন সাজিয়ে পাঠাও না?

অজ্ঞান। না না—আর কাউকে পাঠালে হবে না—ওই যে হতভাগা মাষ্টারের হাত ধোরে আসছে!

(বঙ্কেশ্বরের হাত ধরিয়া অবলার প্রবেশ)

অজ্ঞান। বিয়ে—ব্যাপার কি? এই না কাল তোকে বারণ করলুম, মাষ্টারের সঙ্গে কথা কবিনি—আবার হাত ধোরে এসে হাজির হলি?

বঙ্কে। আহে—আমায় বোলতে দিন—অবলা! হাত ছেড়ে দাও।

মিঃ অবলা। আর যদি তুমি পোড়ে যাও? বাঁ পায়ে তো আদতে জোর নেই, খুঁড়োচ্ছ, টাটিয়েছে।

বক্কে। না—এই লাঠি ধোরে ঠিক থাক্‌বো। মহাশয়! আপনি আমার উপর কোন সন্দেহ না কোরে আমার আবেদন শুনুন—আজ প্রায় ছ মাস ধোরে আমি অবলার সঙ্গে courtship কোরে আস্‌ছি, আপনার শ্রদ্ধেয় পত্নী তার সাক্ষী, অবলাও আমায় পছন্দ করেছে, অতএব আপনি আমার সহিত উহার বিবাহ দিন।

অজ্ঞান। আ মরি—বিবাহটা অমনি কথার কথা কি না, দিলেই হলো! আর তাই বা তোমার সঙ্গে কি ক'রে সিদ্ধ হ'তে পারে? তোমার এক স্ত্রী বর্ত্তমান। তাইতো—মাষ্টার, তোমার আস্পেদ্দা যে আর ধরে না—আমার ও অমনি একটা হেঁজি পেঁজি মেয়ে কি না—যে হোচ্ছে না, তাই তোমায় ধ'রে দেবো—একজন ৫০০০ হাজার টাকা দিয়ে—কত খোসামুদী কোরে—তবে আজ ওকে বে কচ্চে তা জানো? যাও—স'রে পড়।

বক্কে। সে কি মহাশয়! আমি ওর কথায় আমার স্ত্রীকে বিনা দোষে divorce করেছি।

অজ্ঞান। বেশ ক'রেছ—সে বেটী বেঁচে গেছে, এখন যাও ভাই, অপর কোথাও চেষ্টা দেখ গে।

বক্কে। অবলা! আমায় ধর ভাই—আমার মাথা ঘুরে উঠ্‌লো, সর্ব্বশরীর কাঁপছে বুঝি পড়ে যাই।

অজ্ঞান। না না—আর ধরে না—যা ছুঁড়ী সোরে যা—পড়তে হয় পড়ুক—মোত্তে হয় মরুক্—অমন ঢের Love-sick বক্কেশ্বর দেখা আছে—এই যে ভায়া আমার বর সঙ্গে ক'রে হাজির।

(চৌখসরামকে সঙ্গে করিয়া চালাকদাসের প্রবেশ)

বক্কে। এই বর? হা হতোস্মি! (মূর্চ্ছার ভান)

চালাক। ও কি! ও কি মাষ্টার, অমন হয়ে পড়্‌লে কেন?

চৌখস। আরে ভাই ও—দেখি? এ যে হামাদের বক্কেশ্বর বাবু! বেচারার কি কিছু হ্যামো ট্যামো হয়েছে না কি?

অজ্ঞান। আরে না না, ও বেটার ঐ এক ঢং—থাক্ পোড়ে। আমাদের শুভকার্য্যে আর বিলম্বের দরকার কি?

চৌখস। কুছ্ না বাপু, আপনার মেইয়া কোন্‌টী দেখি? এইটী না ওইটী?

অজ্ঞান। এই যে—এইটী আমার কন্যা। অবলা! এদিকে এসে তোমার বিবাহার্থীর সহিত সদালাপ কর।

চৌখস। আরে আসো না গো বিবি! হামি তো আর বাগ-ভালুক নই যে কামড়িয়ে দিব। আসো—আসো—হামার সাম্‌নে আসো—পসন্দ করি—দুচারটে বাৎ জিজ্ঞাসা কারি।

(অবলার সরিয়া আসন।)

চৌখস। বাঃ বাঃ বাবু! খুব খোপ-সুরৎ লেড়কী তোঁহার। বাঃ! বাঃ! যেন বিজলী জ্বোল্‌ছে, হামার আখ ঝল্‌সাচ্ছে বাবু! ও বিবি! দুটা মিঠা বাৎ শুনাও।

বক্কে। (উঠিয়া) অবলা! এই তোমার ধর্ম্ম? তুমি স্বচ্ছন্দে বিনা আপত্তিতে আমার ঘৃণিত Rivalএর কাছে সোরে দাঁড়ালে? আমার মুখ দে'খে তোমার দয়া হলো না?

অজ্ঞান। মাষ্টার! থামো বল্‌ছি! তোমার যে সব জোরের কথা দেখছি, অবলার তুমি কোড়ে আঙ্গুলের যুগ্যি নও, তা জানো?

চালাক। কি হে—বক্কেশ্বর মাষ্টার অবলাকে বিয়ে কর্ত্তে চায় নাকি?

অজ্ঞান। হাঁ,—হাঁ,—উনি মাগ তাড়িয়ে—বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে এসেছেন।

চৌখস। ও বক্কেশ্বর বাবু, হাঃ হাঃ হাঃ—সাদি কোর্ব্বে নাকি? বিয়ে? ফের বিয়ে কোর্ব্বে?

বক্কেশ্বর। চৌখসরাম বাবু, ঠাট্টাই কর আর যাই কর—তুমি ভদ্রলোক, কাল তুমি আমার মাগটীকে নিয়েছ, আজ আবার আমার betrothed brideকে বিবাহ

কোর্ট্ঠে এসে উপস্থিত হয়েছ। এই কি তোমার উচিত? আমার এ পথে আবার কেন ভাই কাঁটা দিতে এসেছ? তোমার পায়ে ধরি ভাই—আমায় ভিক্ষাটী দাও।

চৌথস। আরে ছিঃ ছিঃ—কি কয় বক্কেশ্বর বাবু? পা ধরিও না! হামিতো ভাই তোঁহার আওরাতকে কাড়িয়া লিইনি—সে শালী আপনি আপনি হামার কাছে এসেছে, হামি বেটাতো পুরুষ মানুষ, তাই তাকে ধরে লিইচি, তা ভাই, সে তো হামার সাদি করা মাগ নয়, হামার যেমন আর এই একে বিয়ে করবার লেগে হামি ৫০০০ হাজার টাকা এয়ার এই বাপকে নজর দিয়েছি। কেমন বাবু?

অজ্ঞান। অবশ্য দিয়েছেন। অবশ্য আমি স্বীকার করি।

বক্কে। আচ্ছা ভাই, আমি যদি যোগাড় ক'রে তোমায় ঐ পাঁচ হাজার টাকা ফেরত দিই, তা হলে ত কোন ক্লেম রাখ্‌বে না? বল ভাই, এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর, আমি বড় বিপন্ন, এই দেখ, আমার প্রাণ ঠোঁটে বরাবর এসে হাজির হয়েছে, আমায় আর মেরো না, আমি তোমায় তিন দিনের ভেতর খুব সুন্দর দে'খে মেয়ে দেবো।

চৌথস। আচ্ছা দাদা—তাসেই কেন তুই দিস্ না?

বক্কে। না ভাই, তা হোলে আমি মোরে যাব, এই ভিক্ষাটী আমায় দাও—চল বাড়ী গিয়ে এখনি তোমায় টাকা দিচ্ছি, আজ বারো বছর ধরে চাকরী কোরে চারিটী হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ করেছি, আর জিনিসপত্র বাঁধা দিয়ে ১০০০ হাজার টাকা কোরে চল তোমায় দিই গে—অবলার পানে আর চেয়ো না, অবলা আমার সাত রাজার ধন।

চৌথস। আচ্ছা দাদা—তোর মাগ লিইচি, তার ওপর তুই কাঁদাকাটী করছিস্—ভাল, টাকা দে—তোর অবলাকে হামি ছাড়িয়ে দিচ্ছি।

বক্কে। তবে আর কি? আপনারা এক্ষণে সম্মতি দান করুন—

অবলা। ওঁরা নাই দিলেন—ওঁরা তো আমায় ৫০০০ হাজার টাকায় বেচেছেন, তুমি খদ্দেরের ঠেঙ্গে কিনে নিচ্ছ—ওঁরা যেমন তেমনি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ কোরে চেয়ে থাকুন, তুমি শীগ্‌গির টাকা নিয়ে এসে আমায় ড্যাংডেঙ্গিয়ে নিয়ে যাও।

বক্কে। কেমন, এই কথাই তো ঠিক?

অজ্ঞান। যা ইচ্ছে করগে যা, আমার মেয়ে পার হলেই হলো! সেই টাকা না ফেরত দিতে হোলেই হলো—দু একশো এর ওপর পেলে আরও ভাল।

বক্কে। আর কোন বাধা ত নাই, কারো কোন বাধাবিঘ্ন বা এতে প্রতিবন্ধক ত হবে না?

(নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে রামকিঙ্করের প্রবেশ)

রাম। খোঁড়া ঠ্যাং, ঠ্যাং, ঠ্যাং, কার হাঁড়ীতে ভাত খেয়েছ কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং? শালা বাধা নেই কিরে? আমি থাকতে অবলাকে কার বাপের সাদ্দি যে করে? লাঠীর চোটে মাথা দুফাঁক কোরে ফেলাবো না! কই? আমার সুমুখ থেকে কোন্ শালা নিয়ে যায় দেখি দিকি? এই ছোরা বুকে বসিয়ে দেব জানিস্?

অবলা। ও বাবা রে, সত্যি সত্যি ছোরা যে?

অজ্ঞান। তাই তো! এ রাক্ষসে বেটা আবার কোথা থেকে এলো?

চৌথস। আরে এ বামুন শালা কি খুনে না কি?

চালাক। এ যে ভীমে মূর্ত্তি দেখ্‌ছি!

রাম। দেখ্‌ছো তো! এখনি বিষম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে—বাবা ঠাকুরকে বল, মেয়েটীকে ছেড়ে দিন, আমি নিয়ে ঘর ঘরকন্না করি গে।

মাঠাকরুণ। তুমি ত সকলি জান, আমার হয়ে দুকথা বল না।

যজ্ঞে। কি বললে রে বেটা? এখনি পুলিস ডেকে দেবো জানিস্?

রাম। ফের বেটা কথা কচ্ছিস? জান না পা ভেঙ্গে দিয়েছি, এখনি ভাল চাস্ত দফা রফা কোর্বো, সরে য—হুমুখ থেকে সরে য বলছি—অবলা, সহজে আস্বি ত আয়—নইলে চুলের ঝুঁটি ধ'রে হড় হড় ক'রে টেনে নিয়ে যাব।

অবলা। তা বড় মিছে নয়, সত্যি সত্যি ধ'রে নে যাবে যে?

যজ্ঞে। বেটাকে গুলী করবো!

রাম। থাম্। বেট দুর্গাদাস সিং (লাথি মারণ ও যজ্ঞেশ্বরের পতন) আয় অবলা আয় বলছি, তবু আস্বি না? তবে দেখি, তোকে কে রক্ষা করে?

[অবলাকে লইয়া প্রস্থান।

অবলা। ওগো বাবা গো!

যজ্ঞে। ওগো ধর না গো, বেটা নে গেল যে?

অজ্ঞান ওরে বেটা কোথা যাস ওহে সকলে মিলে এস না, বেটাকে ধরা যাক্ গে!

(গৌরবার সহিত চিকণবিবির প্রবেশ।)

(পশ্চাতে মিস চতুরা ও সেবদাসীগণের প্রবেশ)

গৌরবা। এই যে সব।

চিকণ। আরে বেটা সর্বনাশটী কোরে বসেছিস, হামার ৫০০০ হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়ে একটা বুড়ো মেয়ের সাথে তোর সাদি দিচ্ছে, জুয়াচোর বেটারা হামার সর্বনাশ কোল্লে।

চৌখস। আরে না না, তুই থাম বেটী, হামী বেটা কি তোর বোকা ছোলিয়া আছি—হামি সাদি কর্‌ছি না—সাদ উলটিয়ে দিয়েছে—লেকেন বড় মুস্কিল হয়েছে।

চিকণ। সাদি করিস না—এ বেটারা সব জুয়াচোর—হামি সব শুনেছি, এ সব জুয়াচোরের দল আছে, এই গৌরব হামায় সব বোলেছে। আর তোর রাম বাবু এসেছিল, সে পালিয়ে গেল, তোর টাকা লেবে, ঠকিয়ে লেবে—আর একটা কসাব বৌয়ে তোর ... দেবে হামার সর্বনাশটী কোর্বে! সাদি কাজ নাই তুই এমন লক্ষ্মী মেয়ে রেখে গেছেলিস, বেশ কোরেছিস, হামার মনের মতন হইয়েছে—আর সাদি করিস না, টাকা আদায় কোরে চল ঘরে লে যাই।

চৌখস। কৈ যজ্ঞেশ্বর বাবু! আসো, হামার টাকা দিবে আসো।

যজ্ঞে। ও বাপ রে! আমি সুধু সুধু কেন টাকা দেবো? যে কোত্তে পেতুম তো টাকা গুণে দিতুম—হায় হায়! আমার এ কুল ওকুল দুকুল গেল। আমার মুখের গ্রাস শালা জোর করে কেড়ে নে গেল—কেউ সহায় হলো না।

চতুরা। কি হে? এখন কাঁদ্‌ছ যে?

যজ্ঞে। চতুরা! পায়ে ধরি—চ ভাই, আমায় ধরে চ—আমার সব গেল, পা গেল, প্রাণ যায় যায় হয়েছে, চ ভাই চ!

চতুরা। তাই তো! গেলুম এতক্ষণ, এমন ধন-দৌলত রেখে কে তোর ঘরে মোত্তে যাবে? বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে!

চিকণ। আর টাকা কে দিবে? হামি ত কিছু সমঝ কোত্তে পাচ্ছি না, তোর টাকা লিয়েছে কে?

চৌখস এই যে এনার হাত দিয়ে হাম দিয়েছেন। এ বাবু! হামার টাকাটা চুকিয়ে দাও, হামি বেটি চল্‌লাম, তোমরা ঝগড়া লড়াই কর।

অজ্ঞান। টাকা? টাকা কিসের? তোমায় মেয়ে দিলুম, আবার টাকা চাচ্ছ?

চৌখস। এ বাবু সব জুয়চুরী কথা কইছে। তোমার মেয়ে লিয়ে গেল যে শালা আগে চুপি চুপি সাদি কারিয়েছে আর হামি বেটার টাকা পয়মাল হোবে?

চিকণ। এ বাবু! তুমি ত দেখছি ভদ্রলোক আছে, টাকা পাঁচ হাজার হামায় ফেরত দিয়ে দাও, নইলে সহজে আমি ছাড়্‌বো না।

অজ্ঞান। সে টাকা কি আর আছে? খরচ হয়ে গেছে।

চোখস। আমার টাকা কোন্ শালা খরচ কোরেছে? মাগি, এ সহজে হোবে না—তোর বাপ দাদাকে খবর দে—দেখি শালাদের জুয়াচুরী তোড়াতে পারি কি না?

গৌরবী। ও বাবাঠাকুর, কেন ওদের টাকা নিয়ে গোল কচ্চো? বাপের সুপুত্তুর হয়ে টাকাগুলি ফিরিয়ে দাও, ওরা চ'লে যাক্।

অজ্ঞান। যা বেটী! তোর আর মধ্যস্থ কোর্ত্তে হবে না।

গৌরবী। বটে! পুড়ী যাই—তোর বাপ দাদাকে তবে বাইরে থেকে ডেকে আনি।

চিকণ। হাঁ বেটী, ডাকিয়ে নে আয়।

[গৌরবীর প্রস্থান।

অজ্ঞান। চালাকদাস! Wht's to be done?

চালাক। The money must not be refunded.

(গৌরীর সহিত বাপ্ ও দাদার প্রবেশ।)

বাপ্। কোন্ শালা রে বেটী!

চিকণ। এই বাপ্, এই শালা জুয়াচোর!

দাদা। বাবু! টাকা ফিরে দাও, নইলে আমরা সহজে ছোড়্ছি না। বাইরে আমাদের শওখা আদ্মি মজুত।

চতুর। (চৌখসের কাণে কাণে) যে টাকা হজম করেছে—সে টাকা বড় সহজে দিচ্ছে না, ও দু'বেটাকে জব্দ কর, তোমার তো ৫০০০ হাজার টাকা বড় গায়ে লাগবে না, বেটাদের ময়লার ভার বইয়ে নে চল।

চৌখস। (জনান্তিকে) হাঁ দিদি—রামবাবু আমেরি বি—ওই কথা বলিয়েছিল, পেঁচ কো'রে শালাদের জাহান্নমে ঠেস্তে পারে রাম বাবু বড় খোস হবে। এ শালাদের সব ঝুটা হয়ে যাবে, কৈ মানবে না। (প্রকাশ্যে) এ দাদা! ! শালারা টাকা দিতে পারবে না,

গরীব বেচারা টাকা হজম করিয়ে লিয়েছে। আমি বলি খাটিয়ে নিয়ে ছাড়িয়ে দে!

চিকণ। আচ্ছা—তবে নওকরি করুক্!

চৌখস। এ বাবু—তোমরা ত টাকা দিতে পারছো না দেখ্‌ছি?

অজ্ঞান। কৈ আর পাচ্ছি।

চৌখস। ভাল, আমরাও টাকা ফেরত দিচ্চি না, লেকেন—আমাদের থোড়া কাম কোর্ত্তে হোবে—তবে ছাড়ান্ দিব।

অজ্ঞান। ও চালাক! কি? কি? কি কাজ?

চৌখস। দু'টা ময়লার ভার কাঁধে দিয়ে—ডিপোয় ফেলিয়ে আস্‌বে—ছাড়ান!

অজ্ঞান। (চালাকের প্রতি) কি বল?

চালাক। হোক্ না—ক্ষতি কি?

অজ্ঞান। আচ্ছা চৌখস বাবু, আমরা রাজী আছি।

চালাক। কিন্তু মুখ খুলে তো আমরা রাস্তায় বেরুতে পারবো না।

চৌখস। ভাল দু'টা বান্দরের মুখস পরিয়ে দিচ্চি। দাদা! দু'টা বাঁক লে আস্‌তে বলিয়ে দে, হামি শালাদের মুখস লাগিয়ে দি।

(চৌখসরাম কর্ত্তৃক মুখস আঁটিয়া ভার লইয়া মেথরগণের প্রবেশ।)

রসময়ী। উ হু হু হু গন্ধে মলুম! মর পোড়ারমুখো মিন্‌ষে—এত টাকার লোভ, অমন ছুঁচোপোড়ার মুখে ঝাঁটা মেরে চোলে যাই না?

[প্রস্থান।

বক্কে। বাঃ বাঃ! এরা তো দেখ্‌ছি খুব চমৎকার Free-love প্রবর্ত্তক। আমি ত খুব টনকো লোকদের দলে মিশেছিলুম? কে জানে বাবা—হয় ত এও এদের এক লীলা—এও এক নূতন ধরণ!

গৌরবী। ও বাবু, এখন এই শেষ দশায় কি বুঝে ঠাওরাচ্ছ?

বক্কে। আর ছাই কর্‌বো। আমায় হওয়া যায়

গেছে—হবু মাগ গেল—এখন জাত হারিয়ে ভেক নিয়ে বষ্টুম হইগে - বলি ও গরল। দুঃখ কেন আর না, ১।০ সিকি খরচ কোরে কণ্ঠী বদল করা যাক্ গে। তোর তো এখনো বয়েস আছে। কি বলিস্?

গৌরবী। হা, তা মানাবে ভাল! আমায় কি জানো বাবু - সেধো ভাত খাবি, না—হাত ধুয়ে ব'সে আছি। তা চল—ছেলেপুলে নেই—তোমায় নিয়েই ভুলে থাকি গে।

বঙ্কে। আচ্ছা—তবে দাঁড়া, এই hypocrite outcast দুজনকে দু কথা বোলে যাই। ওহে ভায়া—তোমাদের দেখ্‌চি—

ধর্ম্মকর্ম্ম সকলি ফ কি শুজেতে রোজগার। টাকার লোভে—হোচ্চ খাড়া বইতে গুমের ভার॥
পরের ঘরের স্বাধীন পীরিত কোর্চ্চে চালাচালি।
নিজের ঘরে উথলুলো প্রেম,—
পোড়ালো কুলে কালী॥
স্ত্রীস্বাধীনতায় কেলেঙ্কারি ঘটেছে বারম্বার।
লজ্জা সরম নেই—তবুও কচ্চো কদাচার॥
ছি ছি তোদের সকল ফক্কিকার!!
ও পোড়ামুখ দেখিও নাকো আর!!

[উভয়ের প্রস্থান।

গৌপদ্। নাঁক—কাঁধে নিয়ে নাও বাবু!

অজ্ঞান। ও চালাক! (কাঁধে লইয়া) উঃ! নাড্ড ভারী যে?

চতুর। পাঁচ হাজার টাকাটাও বড় হালকা নয় তো।

(সকলে ঘরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য-গীত)

রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল।
আরে আবে দুনিয়া ভরমে রূপেয়া সেরা মাল।
রূপেয়া'অলা সব সে বাড়িয়া উঁচা চাল।
রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল॥
রূপেয়া লেকে দুনিয়াদারি দিল ধরিয়া চালে
ঝুটা আদমি সাচ্চা হো যায়
রূপেয়াকো এ হাল।
রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল॥
ধর্ম্মী কর্ম্মী সবকোই জানি রূপেয়াকো কাঙ্গাল।
রূপেয়া লেকে বুড্ঢা লেড়কা—
জোয়ানি হোয় ছাওয়াল।
রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল॥
হামার হামার সবকোই বোলে
সবকোই হোয়ে লাল।
বাহবা রূপেয়া কোইকো
নেহি ইয়ে মেরে সওয়াল।
রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল॥

[গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে অজ্ঞান ও চালাককে লইয়া সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

(এমারেলড থিয়েটারে অভিনীত)

আমোদ প্রমোদ।

গীতিনাট্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আমোদলাল ও প্রমোদলাল	— —	কাশ্মীররাজের যমজ পুত্রদ্বয়।
আদর	— —	লীলার পিতৃভ্রাতা।

কামদেব, বসন্ত, মলয়া ও যমদূতগণ।

স্ত্রীগণ।

লীলা	— —	গন্ধর্ব্বকন্যা।
ললিতা	— —	আমোদলালের স্ত্রী।
অপ্সরাগণ	— —	লীলার সহচরী।

প্রস্তাবনা

নন্দন-কানন।

(কামদেব, বসন্ত ও মলয়া উপস্থিত)

(গীত)

কামদেব।—
কাম নাম মম, ধাম ধরণীপর—
নরনারী হৃদয়-নলিনে।
ফুটন্ত যেথা কলি, জাগন্ত যেথা অলি,
সেথা ভালবাসাতে হাসাতে আসি,
কাঁদাইতে আসিনে॥
ফুলে অলি ঢলে প্রাণ,
ফুটে উঠে ফুলকলি দেয় প্রতিদান,
চায় ফুলবাণ বুকে পায়—
কভু না চাহিলে হানিনে॥

বসন্ত।—আমি বসন্ত ভালবাসি তাই,
আবেগে উল্লসে প্রাণে আবেশে জাগাই।

মলয়া।—আমি মলয়া বহাই,
কুহরিত পিকমুখে পিরীতি শিখাই।

সকলে।—
সদা জীবন্ত অনুরাগে, সুমন্ত প্রেম জাগে,
প্রাণে প্রাণে মিশাতে কামনা যায়,—
দাগা দিতে জানিনে॥

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য—হিমালয়পর্ব্বতের উপত্যকা।

(গন্ধর্ব্বরাজের বিরাম-বাটিকার উদ্যান।)

(গবাক্ষে লীলা দণ্ডায়মান।)

(পাখীহস্তে লীলার গীত)

সোণ মুখী পাখীটা আমার!
সুখে দুখে পাখীটা আমার নিরাধার॥
পাখা দুটী বিছাইয়ে,
ওড়ো তো উধাও হয়ে,
বোলো তাঁরে আমি যারে জানি আপনার।
নীরব সে বাণী বিনা এ বীণা তার॥

(হস্ত হইতে পাখীর উড়িয়া যাওন)

লীলা। (স্বগত) পাখী আমার যাবে—তাঁর হাতে গিয়ে বোসবে—মুখের পানে চেয়ে নীরবে যেন কত কথাই কবে। তার পর তিনি বুঝবেন, আমার প্রাণে যে তাঁর দারুণ অভাব হয়ে পোড়েছে, তা বুঝতে পেরে তবে দেখা দিতে আসবেন। অন্য দিন আসতে একটু দেরী হলে—মন একটু একটু উচাটন হয়! আজ যেন এলে বাঁচি—প্রাণের বোঝা নামিয়ে বাঁচি। এ আবার কি জ্বালা হলো? আমাদের এ সরল ভালবাসায় অপরে কেন বাদ সাধ্তে চায়? আমার আদর পাবার জন্য আমি যাকে চাই না—সে কেন চায়?

(অপ্সরাগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

ও কে ভালবাসে যদি তবে বলে না কেন—
মুখ ফুটে বলে না কেন?
আসা যাওয়া ভালবাসা স'য়ো না যেন
আহা সই স'য়ো না যেন॥
দেখাও দেখ সে প্রাণ লও কর প্রেমদান,
চেনা দিয়ে চিনে লও চতুরে হেন।
চিত-চোর চতুরে হেন॥

লীলা। ও সই! কার কথা বল্ছ? কে চতুর মুখ ফুটে বলে না? আমার তিনি তো চতুর নন! আমার তিনি যে প্রেমিকের শিরোমণি, পুরুষের মধ্যে পরেশরতন!

১মা অপ্সরা। আহা! তিনি কেন সই? তিনি কেন সই? যিনি তোমায় এই নূতন ফাঁদে পা দিয়েছেন। তিনি নন, কিন্তু তাঁর যমজ ভাই তো বটে!

লীলা। তাই বটে সই! কিন্তু আমার ইনি এখনও ছাই চাপা আগুন, আর উনি আগুন নিয়ে

নিবো প্রায় না হ'লে একেবারে অমন দপ্ করে জ্বলে উঠবে কেন? ও জ্বালা যে নিরন্ত আগুনের জ্বালা নিরন্ত আগুনের কাছে গেলে, আমি কি আমার এ প্রাণের ভালবাসার দীপটা নিবিয়ে দেবো না? সই! ও সব আমি যত না বুঝি, ততই ভাল, আমায় দেখে কোন পুরুষ ভালবাসে শুনলে গা যেন জ্বলে যায়।

২য়া অপ্সরা। ও কথা তো নয় সই। ভালবাসার আঁচ যে আমরা পেয়েছি। আমাদের হাত দিয়ে তোমার নবীন নাগরের প্রাণের ভেতর পাঠানোর কথা যে আমরা শুনেছি!

লীলা। ও সই! শুনেছ? আমি বুঝি এমনি যে আমি কাউকে না জানি, কথা না—বই নবীন নাগর ধরে বেঁধে দিয়ে বোসে পড়েছি?

৩য় অপ্সরা। তাই তো বুঝেছি! তোমার নাগরেতে আর ওঁতে যমজ ভাই তো বটে, আবার তোমার মনটা এখন দুনোকায় পা দিয়েছে। একবার ভাবছো, আমার প্রমোদলালটা বেশ শিষ্টশান্ত ভালমানুষটার মত, মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়—ভালবাসতে পেলে গা এলিয়ে বসে। আবার ভাবছো, এ আমোদলালটী তো কম গুণী নয়। কম ভাল বাসতে জানে না! তবে কি না বীর পুরুষ। মিষ্টি কথার ধার ধারে না, গা এলিয়ে ভালবাসতে জানে না! তাই বোলছি সই! তোমার হয়েছে এখন উভয় সঙ্কট।

লীলা। আমার ভালবাসা সঙ্কটের পার দিয়েও যায় না। আমার প্রাণ আমার—অপরের নয়। আমি যাকে চাই—সে আমার—অপরের নয়। আমা। আমি, আর কোন দিকে যাব না—আর কারও পানে চাই না। উঠতে বসতে সে আমার প্রাণে প্রাণে চাওয়া চাই চলে—সে চাউনির সামনে থেকে আমি আর কার পানে চাইবো সই?

১মা অপ্সরা। তুমি কি আর সহজে চাইবে সই? তার চাইবার ক্ষমতা থাকে তো সে তোমায় চাইয়ে নেবে। বলে—

চাইতে পারি চাউনি ভারি পাড়নয়নে চাই।
ভ্রমর অমর চোকদুটী নে চাইতে আমি তাই॥

লীলা। ও চাউনিতে মন ভেজে না সই! আমার পানে চাইতে হ'লে চাউনি শিখতে হবে। আমি ... স্বাধীনভাবে চাইতে শিখেছি—তবে ছেড়েছি।

৩য় অপ্সরা। বটে! বড় ... ভাল!

(অপ্সরাদের গীত)

আ-মা-নার মরি! বেশ যে সাজিয়েছ।
বেশ বেশ বেশ কোরেছ,
বাসতে ভাল শিখিয়েছো॥
দুটো চোখ পানে চ'ও,
মুখ ভরা হাসি প্রাণ ভরা প্রেম
... পাখ,
বেশ বেশ বেশ বেশ মিশেছো,
প্রেমালাপ শিখিয়েছো।

[অপ্সরাগণের গাইতে গাইতে প্রস্থান।

লীলা। (স্বগত) আসছেন না কেন? অন্য দিন আসতে তো দেরী হয় না। পাখী বুঝি খায় নি? না, পাখী তো আমার তেমন নয়। পাখীও যে তাকে ভালবেসেছে—পাখীও যে তাঁর কাছে খেতে পেলে বাঁচে। সে খেয়ে—হাতে বোসেছে—মুখ পানে চেয়ে আছে। তবে হয় তো আসতে চাচ্ছেন না। না—তাও তো নয়! পাখী গেলে তিনি যে সকল কাজ ত্যাগ করে ছুটে আসেন। তবে বুঝি পথে কোথাও আটক পোড়েছেন! না—তাও তো নয়—প্রেমিককে ধরে কেউ ত আটকায় না! সরল প্রেমময় যে সাধনা করে—তার জন্য পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে পথ দেয়, নদী শুষ্ক হয়ে পথ দেয়। ভালবাসার জগতে কেউ তো আটকায় না।

(নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে পাখী হস্তে প্রমোদলালের প্রবেশ)

লোক দেখাতে শিখেছি প্রেম খাঁচা।
ভালবাসাবাসি নহে নটুয়ার নাচ॥
সরল পিরীতি খেলা
প্রাণ ধরাধরি খেলা,

ক্ষণে ধরা—বাঁধাবাঁধি—খসিবে না ঝাট ॥
জীবনে মরণে দুত চলে এক বাট ॥

(গবাক্ষ হইতে লীলার নিয়ে আগমন)

লীলা। তুমি এয়েছো। শীগগিরি শীগগির এয়েছো—বেশ কোরেছো। আর একটু খানিক না এলে আমি কত রাগ কোত্তেম, কেন রাগ কোত্তেম জানো?

প্রমোদ। না, কেন লীলা? কেন রাগ কোত্তে?

লীলা। রাগ কোত্তেম কেন—বোল্‌বো, শুনবে?

প্রমোদ। হুঁ শুনবো! বল না লীলা?

লীলা। শুনবে? সর্ব্বনাশ হয়েছে।

প্রমোদ। সে কি? সর্ব্বনাশ কি? তোমার পিতার তো কোন বিপদ হয় নি?

লীলা। না, না, সে কথা কেন? সর্ব্বনাশ হয়েছে কি, বোল্‌বো? তোমার সেই ভাইটী আমায় ভালবেসে ফেলেছেন।

প্রমোদ। কি রকম?

লীলা। সেই যে, যিনি যুদ্ধ থেকে সবে ফিরে এয়েছেন, তোমাদের বাড়ী একদিন যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে, সেই যে তোমার যমজ ভাই।

প্রমোদ। তা বুঝেছি, কিন্তু ভালবাসাটা কিসে বুঝলে?

লীলা। ও মা! তা জান না বুঝি? কাল যখন আমরা তোমাদের বাড়ী থেকে আসি, তখন তিনি আমার ভাই আদরের হাতে একটা মস্ত ফুলের তোড়া দিয়ে আমায় দিতে বোলে দিয়েছিলেন। তাতেই তো বুঝতে পারো।

প্রমোদ। ফুলের তোড়া দেওয়ায় ভালবাসা নাও বোঝাতে পারে?

লীলা। ও মা, শুধু ফুলের তোড়া কি? সখীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারা বোল্লে, একেবারে পরিষ্কার, আরও কত কি। এই দেখ না আমি আদরকে ডাকুচি। আদর! আদর! একবার এই দিকে আয় না ভাই!

(নেপথ্যে আদর।) না, আমি যাব না! অমন শুকনো কথায় আদর ডাকলে যায় না।

প্রমোদ। আদর। আদর! লক্ষ্মী ভাই আমার এসো তো!

লীলা। এস তো! এস তো দাদামণি! ফুলের তোড়াটা নিয়ে এসো তো!

(ফুলের তোড়া হস্তে গাইতে গাইতে প্রবেশ)

আদর কোরে আনলে আদর আপনি দেয় ধরা।
পরের আদর পরকে দিতে আদর দেয় ত্বরা ॥

লীলা। আদর! চিঠিখানা দাওনা ভাই!

আদর। তোমায় তো দোব না দিদিমণি! চিঠি দেব তোমার বরকে। ও বর! দিদির আর এক বরের চিঠি পড় তো—ধর।

প্রমোদ। চিঠি কি রকম?

লীলা। তা বুঝি জাননা? ফুলের তোড়ায় প্রেমের লিপি।

প্রমোদ। সে কি লীলা? আমোদলালের যে স্ত্রী বর্ত্তমান।

লীলা। তবে আর বল্‌ছি কি! তোমাদের পুরুষজাতই স্বতন্ত্র। তুমি না বোলে থাক, পুরুষের প্রেম স্থায়ী হয় না, পুরুষে শুধু রূপে ভোলে না, পুরুষ পবিত্র ভালবাসা পায়ে থেৎলায় না। এখন দেখ—শেষ, তোমার ভাইয়ের দুষ্টমত ফিরিয়ে নাও।

প্রমোদ। (চিঠি দেখিয়া) তাই তো! স্ত্রী সত্বে এ পরকীয়া প্রেমলালসা কেন?

লীলা। শুধু লালসা হোত তো বাঁচতেম। বীর-পুরুষ যে আমায় না পেলে, প্রাণবলি দিতেও প্রস্তুত। লেখার ভঙ্গী বুঝতে পেরেছো তো?

প্রমোদ। বুঝতে পেরেছি! বুঝতে পেরেছি যে, ভায়া আমার রূপজ মোহে মুগ্ধ হয়েছেন, এ প্রেমের ভিতর প্রাণের গন্ধ মাত্র নাই।

লীলা। তা তো বটে; এখন তাকে ফেরাবার কি?

প্রমোদ। যে কোন উপায়ে হোক ফেরাতে হবে। ভায়ার গায়ে আঁচড় লাগবে না, তুমিও আমার

হাতছাড়া হবে না, বোনের চক্ষেও জল ফেল্‌তে দেব না।

লোভ। মুখে যত সহজে বোল্লে, কাজে কি তত সহজে হবে?

প্রমোদ। তুমি আমি এক থাক্‌লে এমন কি কাজ আছে, যা সহজে না সম্পাদিত হবে? তোমার প্রাণে আমার প্রাণে তো আর চোক্‌ ঠারাঠারি নাই।

লীলা। তা কই?

(লীলার গীত)

প্রাণে ভালবাসাবাসি বাসনা আমার।
স্ববশে বিবশা বঁধু সোহাগে তোমার॥
ভাব যা ভাবনা মোর,
দোঁহে দোঁহে ভ'বে ভোর,
মিলে মিশে মিটে যায় আশা লালসার॥

আদর। যে যার আপনার আদর নিয়েই ব্যস্ত, আদরকে আর কেউ আদর করে না। আদর আর থাক্‌বে কেন? আদর তবে পালিয়ে যাক্।

(আদরের গীত)

না পেলে আদর, আদর থাক্‌বে কার তরে।
যার আদরে আদর, আদর চল্লো তার ঘরে।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

লীলা। এই যে সখীরা সব আস্‌চে! ও সই!
ভালবাসার চাউনি শিখ্‌বি তো আয়—
ভালবাস্‌তে দেখ্‌বি তো আয়!

(অপ্সরীগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

ভাল ভেবে বড় ভালবেসেছে সখি।
ভাল বঁধু ভাল তুমি বাসতো দেখি॥
মানে মানে ত্যজ মান,
প্রাণে কর প্রাণদান,
ভাবিনীর ভাবে প্রেমভাব নিরখি।
ভাল ভাল ভাল বঁধু বাসতো দেখি॥

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য— কাশ্মীর; আমোদলালের প্রাসাদের ছাদের উপরিভাগ।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। (স্বগত) সোণার স্বামী আমার! এত দিন প্রাণ ধ'রে পূজা ক'রেছিলাম বোলে কি, আজ এই ফল দিলেন? এমন শেল বুকে মাল্লেন যে, যার ব্যথা ইহজন্মে ভুল্‌তে পার্‌ব না। স্বামীর চক্ষুশূল, স্বামীর অভক্তির পাত্রী হয়ে কেমন ক'রে মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়ে মর্‌তে হয়, তা তো আমি জানি না প্রভু! তা তো আমি শিখিনি! হায়! হায়! কে আমায় জানাবে? কে আমায় শেখাবে?

(প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে লীলার প্রবেশ)

ললিতা। লীলা! তুমি গন্ধর্ব্বকন্যা, আমি অভাগী মানবী! আমায় চিরদিনের জন্য কিনে রাখ, আমায় স্বামী ভিক্ষা দাও। দেখ, গর্ভে আমার স্বামীর সন্তান, তা না হ'লে এ কথা শুনে কি আর বোন এক দণ্ডও বেঁচে থাক্‌বার সাধ রাখ্‌তেম? যখনি আমায় তুমি এসে, আমার এ সর্ব্বনাশের কথা দয়া করে শোনালে, সত্য আমি বোন! তখনি আমি এ সংসার থেকে চলে যেতেম। গর্ভে জীব, এখন আমায় আত্মহত্যা কোর্ত্তে দিও না। বোন! তোমার হাতে ধরি, আমায় স্বামী ভিক্ষা দাও।

(ললিতার গীত)

আহা আমার যে বোন্ সকলি ফুরায়।
যত সাধ মনে আজ মনেতে মিলায়॥
আপনায় দিয়ে পরে,
পরেরে আপনা ক'রে,
মগ্ন প্রেমে স্বপ্ন-সুখে ছিনু এ ধরায়।
ভাঙিল স্বপন সব ধুয়ে মুছে যায়॥

লীলা। সতী তুমি বোন! পতিব্রতা তুমি—বীরাঙ্গনা তুমি—তোমার ভেয়ে তাঁকে আত্ম-ভূত হ'তে হবে। তোমার অপার বিশ্বাস আবার তুমি ফিরে পাবে—বিশ্বাসহারা হয়ো না। আমি যা বোলেছি, তা ক'রো। তোমার স্বামী তোমারই হবে, তোমার স্বামী তোমারই রবে। ভয় কি?

(লীলার গান করিতে করিতে শূন্যে উত্থান)

প্রেমরণে প্রাণ হারিয়ে হারাবে।
প্রাণ-বঁধুয়ারে ফের পায়ে ধরাবে॥
ম'রে বাঁচার সাধ হবে,
সাধে বিষাদ না রবে,
সুধা পিয়ে পিয়ে প্রাণ ভোরে পিয়ে,
ফিরে নাগরচাঁদ পাবে॥

(লীলার শূন্যে অদর্শন হওন।)

ললিতা। (স্বগত) ফিরে পাবার তপস্যা কি করেছি? ফিরে পাব কি? প্রাণ ভেঙ্গে গেল—তা জোড়্বার ওষুধ কে জানে? ভগবান্! কেউ জানে যদি আমায় জানিয়ে দিন, আমি তাঁর চরণে ধরে মুখে কুটা ক'রে ভিক্ষা ক'রে নেব। আমার সর্ব্বস্বধনের যে—মন ভেঙ্গেছে, প্রভু! সে মন আমায় ফিরে আনতে দাও! আমার সোণার স্বামীকে ফিরে পেতে দাও!

(ললিতার গীত।)

দীননাথ! আর দিন কি পাব না?
সাধনা কামনা,
সকলি কি প্রভু ফুরায়ে যাবে?
খেলা ধূলা ফেলে,
কেঁদে যাব চলে,
করুণ-নয়নে ফিরে না চাবে?
দয়া যদি দাতা না কর দীনায়,
অনাথায় যদি নাহি নাথ পায়,
দয়া ধর্ম্ম দান তা হ'লে ধরায়,
কে শিখাবে কে শিখিতে চাবে?
দীননাথ নামে কলঙ্ক রটিবে,
সান্ত্বনা না দিলে বেদনা পাবে॥

(অন্য পার্শ্ব হইতে আমোদলালের প্রবেশ।)

আমোদ। আঃ। কাঁদ কেন? কি চাও স্পষ্ট ক'রে বল?

ললিতা। কাঁদি কেন? প্রভু! কাঁদি কেন, তা কি জান না?

আমোদ। কি ক'রে জানি, কখন তো কাঁদ্তে দেখিনি?

ললিতা। আর কখন তো কাঁদিনি। মাথার মণি আমার! তুমি তো আমায় কখন কাঁদ্বার অবসর দাওনি? চিরদিন ঐ বিশাল বুকে রক্ষা ক'রে আজ আমায় টেনে ছিড়ে ফে'লে দিচ্ছ, তাই ত এ কান্নার ঢেউয়ে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে!

আমোদ। আমি ফেলে দিইনি, তোমার উপর ভালবাসা ফুরিয়ে গেছে, কি করবো? প্রাণকে চোকঠেরে রেখে লুকিয়ে লুকিয়ে পরদারপাপে মগ্ন হব আর এদিকে তোমার পাছু পাছু সোহাগ ক'রে বেড়াব, সে ধারার নীচ প্রাণ আমার নয় ললিতা। আমি স্পষ্ট কথা কই, স্পষ্ট কাজ করি, স্পষ্ট প্রাণ নিয়ে ঘর করি। এখন আমার স্পষ্ট কথা এই, তোমার কাছে প্রাণটা ছিল, লীলা সেটা নিয়ে ফেলেছে, তার মতও পেয়েছি, আমার স্পষ্ট প্রেম প্রার্থনায় সে প্রেমিকা স্পষ্ট উত্তর দিয়েছে। আমি স্পষ্টভাবে ভালবেসেছি, বুঝ্তে পেরে সে আমায় স্পষ্টভাবে ভালবাস্তে চেয়েছে; তাই বল্ছি, তুমি কেঁদ না—আস্তে আস্তে আমার আশাটা ত্যাগ ক'রে ফেল। আমি তোমাকে ভুলে গেছি—ঠিক ভুলে গেছি, সত্য বল্ছি, তোমার এক বিন্দুও আমাতে নাই। (ললিতার মূর্চ্ছা) মূর্চ্ছা গেলে—গেলে কি

কস্‌বো? সম্মুখে একটা অপর স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হ'লেও যা কোত্তেম, তাই—করি! (শুশ্রূষা-করণ)

ললিতা। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) নিষ্ঠুর! পাষাণ! আজ আমি অবলা ব'লে—আমার হৃদয়ে—এত বেদনা দিতে সাহস পেলে। এক দিনের একবার চাউনিতে প্রাণ দিয়েছিলেম, একটী মুখের কথায় হাতে স্বর্গ এনে দিয়েছিলে, আজ সে কথা কোথায়? সেই একটী কথায় ভিখারিণীকে আজ তুমি এক কথায় বিসর্জ্জন দিচ্চো?—দাও। নির্দ্দয়! বিসর্জ্জন দাও, প্রাণ থেকে জন্মের মত এ অভাগিনীকে মুছে ফে'লে দাও!

আমোদ। তাই তো দিয়েছি। তবে আর বোল্‌চি কি? এ প্রাণে তোমার তো আর ঠাঁই নাই ললিতা! আমি জানি, তুমি মহা অভিমানিনী, এ অভিমানে তুমি কিছুতেই প্রাণ রাখ্‌বে না। কেমন—রাখ্‌বে কি?

ললিতা। কি বল, প্রভু! কি বল? তোমার তাচ্ছিল্য সইবো, আর হাসিমুখে এ প্রাণের ভার বোয়ে নিয়ে বেড়াবো? এ জ্বালা জুড়ুতে তো হিঁদুর মেয়ে কখন ভরায় না।

আমোদ। তবে মরবার পণ তুমি করেছো? দাদাও বলেছে,—"ললিতা এ শুনে প্রাণ রাখ্‌বে না। তার যা হয় একটা হোয়ে গেলে তোমায় বরমাল্য দেব।" আমার স্পষ্টকথা! তা মরণই যদি ঠিক ক'রে থাক, আমায় ভেঙ্গে বল, কি উপায়ে আত্মঘাতিনী হবে? বিষে না ছুরিকায়? তা হ'লে বল, বিষও আছে ছুরিকাও আছে। এই দেখ বিষ (বিষের পাত্র প্রদর্শন), এই দেখ ছুরিকা, (ছুরিকা প্রদর্শন) যেটা ইচ্ছা, সেইটে নিতে পার।

ললিতা। রাক্ষস! পিশাচ! সোরে যাও! তুমি অধর্ম্মী, কামের ক্রীত দাস! পিশাচিনী তোমার যোগ্যা সহচরী! তুমি সোরে যাও, আমায় আর ছুঁতে এসো না! তোমার স্পর্শেও পাষাণ হয়ে যাবো! তোমার স্পর্শে পবন কলুষিত হয়ে বইছে, কলুষের ভারে আমি জলে মলেম—জলে মলেম!

আমোদ। তা তো জানি। এ সব সম্বন্ধ দাদার জন্যে হবে, মনো সাধেই তো এ মুখে ছাই দিয়েছি। সুখদায়ের জন্যে আমি সকলই ছেড়ে দিতে পারি, সকলই সইতে পারি; সকলই করতে পারি। সকলই সইবো। তুমি অন্তরায়—হয় ছেড়ে যাবে—নয় মোরে যাওয়াবো।

ললিতা। পাষণ্ড! নরাধম! গর্ভে যে তোমার সন্তান রয়েছে।

আমোদ। তোমার প্রাণ পাষাণ, সে পাষাণে মায়া মমতা টেনে আন্‌তে হ'লে সুকৃবিকা চেয়ে দিয়ে, তলোয়ার ভেঙ্গে ফে'লে স্ত্রীলোকের সঙ্গে অন্তঃপুরে গিয়ে বোসে থাক্‌তে হয়।

ললিতা। আমি পাষাণ?—ভাল, তবে দাও! দাও, তোমার বিষ দাও! অন্ধ তুমি—ভালবাসার পবিত্রতা চরণে দলিত ক'রে চরণের চিরদাসীকে বিষপাত্র দাও!

আমোদ। এই নাও।

ললিতা। দাও! কেঁপো না! কাঁদ কেন পাষাণ?

আমোদ। কাঁপ্‌চি কি? কাঁদ্‌চি? না!—কাঁপিনি! কাঁপ্‌বো না। এ জীবনের মত বিষপাত্র ধর! (বিষপাত্র প্রদান)

(বিষপানান্তে ললিতার গীত)

আহা নিরদয় দয়িত তুমি চিরতরে বিদায় দিলে।
মথিয়ে মমতা-মায়া রূপমোহে মোহিত হলে॥
গর্ভে সুসন্তান স্থান নাহি পায়,
মাতৃকায়া সহ যাতনা তার যায়,
জ্বলিতে না জ্বলিতে দীপ,
অবহেলে নিভায়ে দিলে।
খেলিতে না খেলিতে খেলা,
জীবলীলা হরিয়ে নিলে॥

(অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পতন)

আমোদ। মৃত্যু হয়েছে! এ দৃশ্য আর দেখি কেন? ও পদ্মভূতে মিশে যাক্। (নেপথ্যাভিমুখে)

ব্রাহ্মণগণ। যেরূপ বলা আছে যথাবিধি সৎকার কর গে।

[ললিতাকে লইয়া ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রস্থান।

আমোদ। (স্বগত) এ বাধা সহজে গেল, আর তো কোন বাধা নাই। এ বাধা শেষ হবার পরেই তো লীলার আসবার কথা আছে। রূপেশ্বরী, গন্ধর্ব্বকুমারী, সে তো মিথ্যাবাদিনী নয়। তার এক একটী কথায় অগাধ ভালবাসার পরিচয় পেয়েছি। সে দেবকন্যা, না জানি, দেবকন্যা কত ভালবাস্‌তে পারে! এখনো আস্‌ছে না কেন? আর যে বাঁচি না, এক মুহূর্ত্তও সইছে না। প্রাণে বড় অভাব। একলা প্রাণে আর এক মুহূর্ত্তও যে থাক্‌তে পারি না। এতো ভালবাস্‌তে জানে, এতো ভালবাসে, তবে লীলা আসে না কেন? এ সময়ে একবার আসে না কেন?

(লীলার শূন্য হইতে ক্রমে অবতরণ)

লীলা। কি গো বীরপুরুষ! ঐ করে এক নারী হত্যা ক'রে আবার এক নারীর করধারণে সাধ হয়েছে না নাকি? ছি ছি ছি! সরলা পতিব্রতা রমণীবধে তোমার যে সুখ, নিজের প্রাণ বলি দিয়ে তোমার মত কাপুরুষের হাতে জীবন সমর্পণ ক'রে আমি তো সে সুখ চাহি না। নরপিশাচ! ধিক্ তোমায়! রাক্ষসেও যা পারে না তা তুমি অনায়াসে কর্‌লে! স্বচ্ছন্দে নারীহত্যাপাতকে পাতকী হোলে! আবার সেই কলুষিত প্রাণে আমায় পেতে সাহস কচ্চো!

আমোদ। লীলা! ও কি কথা বল? পাগলকে আবার পাগল কর কেন? তোমার কথাতে আমি এতদূর এগিয়েছি, স্বর্গের কাছে নিয়ে এসে কি আমায় ফিরিয়ে দিতে চাও লীলা? আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, তুমি এ ভাবে কথা বোল্‌চ কেন?

লীলা। মূর্খ তুমি! যে তোমায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, শুধু তোমার মুখপানে চেয়ে জীবন ধারণ কোরেছিলো, যার ভালবাসার জ্যোতিতে তোমার জীবন দিন দিন উজ্জ্বল হচ্ছিলো, তুমি যখন সে হেন রাজকন্যাকে চরণে দলন কর্‌লে, তখন কোন্ রমণী আর তোমার কাছে অগ্রসর হতে পারে? কে সে যাকে দেখে হিংস্র জন্তু বোলে দূরে পলায়ন না ক'রে থাক্‌তে পারে? তুমি নরাধম! আত্মকৃত পাপের ফলভোগ কর। আমি তোমার মত নারকী নরের ভোগ্যা হবার জন্য জন্মাই নি। আমার আশা তুমি ত্যাগ কর, আমায় তুমি ইহজন্মে পাবার ভাগ্য কর নি।

আমোদ। তাই কি? তাই কি? লীলা! তাই কি? লীলা! এ কি সেই তুমি? এই যে তুমি ভালবাসার ছলনা ক'রে ভুলিয়ে গেলে! এ কি সেই তুমি?

লীলা। হাঁ—সেই আমি! ললিতার পাষণ্ড পতি তুমি, তোমার ঐ পাপবক্ষে সেই দেবী প্রতিমার স্থান হ'তে পারে না ভেবে, রমণী আমি—সেই অনাথিনী রমণীকে তোমার গ্রাস হ'তে রক্ষা করেছি। সে স্বর্গে গেছে,—তুমি নরাধম নরকে যাবে।

আমোদ। উঃ! কি ভ্রম! পাষাণি! তুই যে আমার চক্ষের যবনিকা ফেলে দিলি। রূপগর্ব্বিণি! তোর সে সুললিত বাণী কোথা গেল? এ কর্কশার মূর্ত্তি তুই কোথা পেলি? পাপীয়সি! বল্—কেন রূপের মোহে ভুলালি? সুখের সে প্রেমস্বপ্ন কেন ভাঙলি? কেন আমার সর্ব্বস্বধন ললিতাকে ভুলিয়ে দিলি? নারীহত্যা-পাপে কেন আমায় পাপী কল্লি? কেন আমার এ বিশাল বক্ষ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলি?

লীলা। কেন কল্লেম? জগৎ সমক্ষে তোমার মত পিশাচকে প্রকাশ ক'রে দিতে কোল্লেম; অগাধ প্রেমশালিনী শত সহস্র কুলকামিনীকে সাবধান ক'রে দিতে বোল্লেম, ঐ কলঙ্কিত

কালামুখ নিয়ে জগৎ-সমক্ষে কুষ্ঠরোগীর ন্যায় তোমায় অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করাতে কোত্তেম।

আমোদ। কার মাথা? সবে না! যাতনা সবে না। ললিতার প্রেম গেছে—প্রাণ গেছে! আমারও প্রেম গেল, প্রাণ কেন যাবে না? ওরে পিশাচিনি! তুই দেখা লোস, সোবে যা! উহু হুঃ। যৌবনে ভুল বুঝিনি—রণে নয়—রাজ্যে নয়—পিতার মন্ত্রগৃহে নয়—কোথাও কখন ভুল বুঝিনি। কিন্তু রে পাষাণি! তুই আমায় কি দারুণ ভুলই বুঝিয়েছিলি! আমার শান্তি গেল, সুখ গেল, সর্ব্বস্ব গেল, প্রাণ কেন যাবে না? প্রাণ যাবে। দে রে—বিষ দে! ঐ বিষে প্রাণ যাবে। ললিতা আমার যে বিষে প্রাণ দিলে—আমারও সেই বিষে প্রাণ যাবে। তুই বিষময়ী! নিকটার বেশে—বিষাক্ত হস্তে ঐ বিষ আমায় দে!

লীলা। বিষ খাবে? ঐ খাও! আমি হাতে ক'রে বিষ দেব না।

আমোদ। প্রাণে সো বিষ ঢেলে দিতে পারি। ভাল, চাই না, নিজেই খাই। (বিষপান।)

লীলা। ঐ দেখ! ঐ তোমার ললিতার মৃতদেহ চিতার বক্ষে আছে। নিজের বক্ষে চিতা সাজাও! প্রাণ তোমার পুড়ে ছারখার হয়ে যাক্। ও প্রাণহীন দেহ নিয়ে জগতের কোন উপকার হবে না।

আমোদ। ও হো হো! সুবর্ণনলিনী আমার পুড়ে যায়! ওরে—একা পুড়তে দেব না! আমিও ত বিষ খেয়েছি। প্রিয়তমে! এ হতভাগ্যকে এই জ্বলন্ত চিতায় তোমার পার্শে যেতে দাও। অস্থিরমতি কাপুরুষ পশুবৎ কার্য্য ক'রে ভাল ফল পেলেম। ভগবান্! পাপের উপযুক্ত ফলই পেলেম। অনুতাপের তো অবসর নাই প্রভু! আমার সুবর্ণনলিনী যে পুড়ে যায়। একত্রে এক চিতায় পুড়বো বলে পণ করেছি, সে পণ আমায় রক্ষা করতে দাও।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

(অন্যদিক্ হইতে প্রমোদলালের প্রবেশ।)

প্রমোদ। তাই তো! গিয়ে ঝাঁপিয়ে যদি ও আগুনের কুণ্ডে পড়েন?

লীলা। না, তা পড়বেন না। অত দূরে যেতে হবে না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতে শুয়ে পড়বেন। সেখানে আমার দু'জন গন্ধর্ব্ব আছে, তুলে নিয়ে যাবে এখন।

প্রমোদ। তাই তো, রাত শেষ হয়, নাটক শেষ হ'লে যে বাঁচি।

লীলা। বোলেছিলাম তো! ভোর না হ'লে ফুরুবে না।

প্রমোদ। ভাল, তাই যেন হলো। এখন রাত জাগা না সার হয়।

লীলা। ও, আর হতে হয় না। যা যা বলেছিলেম, তা সব ঠিক ঘটেছে তো? এক ঘণ্টায় যার মন টলে, এক রাতে তার টলা মন ফিরেও যায়। তোমাদের পুরুষজাতের ধারা স্বতন্ত্র, তা আর বোঝা নাকো?

প্রমোদ। ভাল, বোঝা যাবে। আগে শেষ পর্য্যন্ত বুঝি তো।

(প্রমোদলাল ও লীলার গীত)

প্রমোদ। নারী কি বুঝাতে নারে বুঝিতে নারি।
লীলা। নরে যা বুঝাতে পারে বুঝাতে পারি॥
প্রমোদ। বুঝি না বুঝিতে পারি,
বুঝা মায়াময়ী নারী,
মহানাটকের মহা নায়িকা নারী,
মহা আঁধারের মহা দীপক নারী,
মহাসাগরের ধ্রুবতারকা নারী,
মহাপ্রবাসের চিরসান্ত্বনা নারী,
নরহৃদি-বেদনা-নিবারিণী নারী।
উজলে মধুরা ধরাধারিণী নারী॥
লীলা। নরে না বুঝিলে নারী,
নরে না বুঝাতে পারি,
নারী নয়নের নর আঁধারহারী,
নারী বেদনায় নর নয়ন বারি

নারী জীবনের নব জীবনধারী,
নারী নাটকের নব নটবিহারী,
নারী প্রতিমার নব গঠনকারী,
নারী সাধনার নর—নরেরি নারী ॥

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—সতীস্বর্গের তোরণ।

আমোদলাল নিদ্রিত, যমদূতগণ উপস্থিত।

(যমদূতগণের গীত)

ধরায় মরণ প্রাণের স্বপন,
ঘুম ভেঙ্গে যায় ধরার পার।
জীব জাগো জীব জাগো
বোলে ডাক্‌ছে কালে অনিবার ॥
কর্ম্মফলে দুখ জনে হয়,
কর্ম্মে জীব জন্ম পুন লয়,
কর্ম্মগুণে জন্ম-জয়ী জীবন্মুক্ত সবার সার ॥

(গীতের মধ্যে আমোদলালের চৈতন্য।)

আমোদ। (স্বগতঃ) এ কি? এ অদ্ভুত মহানু গান কে গায়? গম্ভীর গানের রোল যেন বাতাসে ভাস্‌ছে! আমি এ কোথায়? মরণ কি হয় নি? না, মরণের পর এখানে আসে? হাসে,—কে হাসে?

(নেপথ্যে বিকট হাস্য)

না বিদ্রূপ করে? এ কোথা আমি?

যমরক্ষী। (বিকট হাস্যের সহিত অগ্রসর হইয়া।) এই হেথায় তুমি, আমরা তোমায় এনেছি।

আমোদ। কে তোমরা? কেন আমায় এনেছ? এ কোথায়?

যমরক্ষী। কে আমরা? দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? আমরা যমদূত। কেন তোমায় এনেছি? তুমি বিষ খেয়ে আর চিতায় পুড়ে পুড়ে মরেছ, মনে নেই? এ কোথা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? মানুষ মর্‌বার পর যেখানে আসে, হয় স্বর্গে, নয় নরকে। তুমি এখনও তুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় আছ।

আমোদ। মরে গেলে দেহ থাকে না। আমার এ দেহ রয়েছে কেন?

যমরক্ষী। দেহ? এই যে আমাদেরও দেহ রয়েছে। এখানে যে আমরা যে দেহ ইচ্ছা সেই দেহ ধর্ত্তে পারি—ধরাতে পারি। তোমায় দেহ ধরিয়ে এই সতীস্বর্গে আন্‌বার হুকুম ছিল—তাই তোমায় এনেছি। এখানকার কার্য্য সাঙ্গ হ'লে, তোমার ঐ জড় দেহ থেকে সূক্ষ্ম দেহটা টেনে বার কোরে নিয়ে পত্নীহা পাপীর জন্য যে নরক আছে, সেইখানে নিয়ে যাব। সে নরক কেমন জানো? এইমাত্র যে পৃথিবী ছেড়ে এলে—সেই পৃথিবীর সবগুলো সমুদ্র এক কোরে যত বড় হয়, তার চেয়ে শতগুণে বড় একটী অতলস্পর্শ প্রকাণ্ড গহ্বর আছে, তাতে জল নেই—আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্নিগর্ভের ন্যায় শুধু শুধু গলিত ধাতুস্রাব—যেন বিদ্যুৎ গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে। বড় বড় বিরাট মেঘের মতন ধোঁয়ার রাশি ঘুর্ণী বায়ুতে ঘুরতে ঘুরতে উঠচে আর শত সহস্র ভূমিকম্পের মতন চারিদিক অনবরত কাঁপছে। আমরা সেই মহাসাগরের ধারে নিয়ে গিয়ে পাপী গুলো ফেলে দিই—আর ভিতর থেকে এক একটী বিদ্যুতের হল্‌কা উঠে এসে এক এক পাপীকে গ্রাস করে নিয়ে যায়। পাপী ডুবে যায়—আবার উত্তাল তরঙ্গের মুখে ফুটে উঠে—উপর থেকে অমনি আমাদের তাড়নের ঘা পড়ে। পাপী আবার ডোবে—আবার ঠিক্‌রে উঠে—আবার মারি তাড়ন—পাপী আবার ডোবে—আবার উঠে।

আমোদ। উঃ! আর না, আর শুনতে পারি না! কি বিকট! কি বিকট!

যমরক্ষী। বিকট কার্য্য করেছ—জগতের বাইরে যে একজনের কাছে বিকট কার্য্যের বিকট বিচার আছে, পাপের বিকট ফল আছে, এ কথা মনে ভাব নি কেন? পশুত্ব করেছ—এ নরক-যন্ত্রণার পর আবার পশুযোনিতে জন্মাতে হবে, তা জানো? পশুবৃত্তির প্রলোভনে পোড়ে তুমি আপন পর করেছ—পরনারীর প্রেমে মজে নিজের নারীহত্যা করেছ! স্ত্রীহত্যা-পাতকীর কোটি বর্ষ নরকবাস—পরে পশু-যোনিতে জন্ম—এ কথাটী যেন মনে থাকে।

(যমরক্ষীগণের গীত)

ছি ছি ছি নরের জন্ম নরের কর্ম্ম
নরের ধর্ম্ম বোঝা ভার।
জয়ে নর প্রাণ-পুরুষে কারায় পুষে
করছে সদা হাহাকার।
কারুর হাসি কান্না, কান্না হাসি,
কেউ তোষে কেউ রোষের রাশি,
স্বর্গ নরক পুণ্য পাপে
কেউ বোঝে না নাই বোঝাবার॥

(গীতান্তে বিকট হাস্য)

আমোদ। নরকযন্ত্রণার দোসর তুমি যমদূত, বল—এ কি? এ তীব্র বিদ্রূপ-শেল কোথা হতে আসে? পৃথিবীর দেহ তো পৃথিবীতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! তবে এ শেল বুকে বাজে কেন? নরকের অগ্নিতে যদি এ কলুষিত আত্মার পাপপ্রক্ষালনকার্য্যে সমাধা হয়, নরকের নারকীয় দূত! তবে তাই হোক্! পাষাণ পাপী! মৃত্যুর পর নরকে আমার স্থান, তবে আমি এখানে কেন?

যমরক্ষী। এখানে কেন? এখানে অনুতাপের জন্য। অনুতাপের জন্য এই সতীস্বর্গের দ্বারে এনেছি। পতিব্রতা সতী প্রতিমা ললিতা সতীর অনুরোধে কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে তোমায় এখানে এনেছি। প্রাণের প্রাণ দিয়ে সাধনা কর। অনুতাপের অশ্রুজলে ও পাপ-বক্ষ প্লাবিত ক'রে ফেলে—কাতর-কণ্ঠে তোমার সেই জীবনমরণসঙ্গিনীকে আরাধনা কর। একবার—বিদ্যুল্লতার মত তিনি তোমায় দেখা দিবেন। একবার তোমাকে তোমার জীবনের জীবন্ত ভুল দেখিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হবেন, একবার সে পবিত্র মূর্ত্তি দেখতে পাবে! তার পর তুমি পাপী নরকে যাবে। সেই নরকে যাবার সময় স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া সতীত্বের পবিত্র প্রতিমা একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি দেখে যেতে পার, তা হ'লেও তোমার কথঞ্চিৎ মঙ্গল হতে পারে।

আমোদ। কোথা? কোথা? পাব কি? একবার আর তাঁকে দেখতে পাব কি? ওহো হো! পাব কি? বড় অপরাধী যে আমি! বড় মহা-পাতকী যে আমি! বড় দাগা দিয়েছি যে আমি! ওহো! পাব কি? বড় দাগা দিয়ে—বড় দাগা দিয়ে প্রাণ দিয়েছি—প্রাণ দিয়ে তাঁকে পাব কি?

যমরক্ষী। পাবে,—পাবে, প্রাণ ঢেলে পূজা কর, একবার দেখা পাবে—একবার দেখা পাবে বোলেই তো তোমাকে এখানে এনেছি।

আমোদ। তবে ডাকি! প্রাণ ভোরে ডাকি! ভাই যমদূত! জগতের জীবন গেছে—সংসারের মোহের আঁধার ঘুচেছে, এখন একবার ভক্তির সাহসে ভর ক'রে এই পবিত্র লোকে আমার পবিত্রা পতিব্রতাকে প্রাণ ভোরে ডাকি।

(আমোদলালের নতজানু হইয়া উপবেশন)

পতিতে এ পাতকী ডাকে।
পতিব্রতা পুণ্যবতী সতী-পতি বিপাকে॥
পাপে তপ্ত চিত্ত হায়,
অনুতাপে না জুড়ায়,
পবিত্রে প্রাণারাম দেখা দাও আমাকে।

প্রাণ নিচ্ছি প্রাণ দিচ্ছি আমা ভেবে তোমাকে।
(প্রিয়ে) পতিত এ পাতকী ডাকে ॥

(অলক্ষিতভাবে অপ্সরাগণের গীত)

ছি ছি কি লাজের কথা লাজের মাথা খেয়েছো।
পায়ে দোলে কাল সোণার কমল
আজ পেতে সাধ কোরেছো ॥

আমোদ। কোথায় ললিতা? এ তীব্র ব্যঙ্গস্বরে কারা আমার এ শেষ আশায় নৈরাশ করার কল্পনা কচ্চে?

যমরক্ষী। জান না? ওরা দেবকন্যা, সতী রাজ্ঞী ললিতা দেবীর সহচরী।

আমোদ। সহচরী যদি, তবে আমায় দেখা দেন না কেন? আমি ওঁদের চরণে ধরে এক মুহূর্ত্তের তরে আমার সতী-প্রতিমার দর্শনভিক্ষা করে নেব।

(অপ্সরীগণের গাইতে গাইতে প্রকাশিত হওন)

অপ্সরীগণ। নিলাজ বঁধু হে—
যদি চাইতে পার চেয়ে
দেখ সতী এলো ওই।
ও চোখে চাহনি নাই—
প্রাণের চাহনি চাই—
চোখের দেখায় আশ মেটে না
প্রাণের দেখা বই ॥
নিলাজ বঁধু হে
যদি চাইতে পার চেয়ে দেখ সতী এলো ওই ॥

(জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনোপরি
জ্যোতির্ম্ময়ী ললিতার আবির্ভাব)

আমোদ। ঐ যে! ঐ যে আমার ললিতা! ললিতা! আমায় ক্ষমা কর। ললিতা! তোমার এই পাতকী স্বামীকে মুক্ত করে দাও!

(জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির অদৃশ্য হওন)

কৈ? কোথা গেল? সে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী কোথা লুকালো? ওহো! একবার প্রাণ ভোরে দেখতে পেলেম না যে!

যমরক্ষী। আর দেখতে পাবে না। চল, তোমার ও শূন্যের কায়া শূন্যে মিলিয়ে দিয়ে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে চলে যাই।

আমোদ। আর একবার দেখবো। সে জ্যোতির্ম্ময়ীকে আর একবার দেখবো। একবার অনুতাপ-অশ্রুজল দিয়ে সে সতী দুটী চরণ ধুইয়ে দেব। দেবকন্যাগণ! পায়ে ধরি, আর একবার আমায় দেখাও।

১মা অপ্সরী। তিনি বোলেছেন, মর্‌বার পূর্ব্বে তিনি দুটী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা তাঁর যদি রক্ষা হয়, তা হ'লে তিনি দেখা দিতে পারেন।

আমোদ। কি প্রতিজ্ঞা? কৈ তিনি? কৈ তিনি বল্‌ছেন? একবার আমায় দেখাও, কৈ তিনি?

১মা অপ্সরী। এই যে তিনি! এই যে তিনি আমাদের পাশে রয়েছেন। আমরা সকলে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'লে আপনিও দেখা পাবেন।

আমোদ। কি প্রতিজ্ঞা? এখনি রক্ষা হবে; যদি সব প্রতিজ্ঞা রক্ষা কত্তে হয়, তাঁর একবার দর্শন পেতে, তা এখন কোত্তে প্রস্তুত আছি।

১মা অপ্সরী। (রক্ষিদিগের প্রতি) তোমরা একবার সোরে যাও তো।

[যমদূতগণের প্রস্থান।

১মা অপ্সরী। ইনি বোল্‌ছেন, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'লে আপনি একবার দর্শন কেন, চিরকাল দর্শন পাবেন। নরকের পথ রুদ্ধ হবে।

আমোদ। কি প্রতিজ্ঞা বলুন?

১মা অপ্সরী। প্রথম প্রতিজ্ঞা, এ মিলনের পর চিরদিন আপনাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাছছাড়া হতে পারবেন না।

আমোদ। প্রতিজ্ঞা অবনতমস্তকে রক্ষা কর্‌বো।

১মা অপ্সরী। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, পৃথিবীতে একদিন একবার মাত্র চেয়ে, যে চক্ষের দোষে

সতী নারীকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরনারীতে আসক্ত হয়েছিলেন, এইখানে আজ সেই চক্ষু নিজের হাতে তুলে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। এ যদি পারেন, তা হ'লে এই সতী-স্বর্গে চিরকাল তাঁর সঙ্গে একত্র থাকতে পারবেন।

আমোদ। পাপচক্ষুই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এ চক্ষু উৎপাটন কল্লে যদি পাতক যায়, মহাপাতকের হাত হতে যদি নিস্তার পাই, আর সেই পতিব্রতার বক্ষে যে শেল মেরেছি, সে শেল যদি তুলে নিতে পারি, ত' হলে আর বিলম্ব কি? পতিব্রতা সতী ললিতা! একবার দেখা দাও—তোমার পবিত্রমূর্ত্তি আর একবারমাত্র দেখে নিয়ে তোমার সত্য-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবো। পতিব্রতে! একবার দেখা দাও!

১মা অপ্সরী। চক্ষে আর দেখা পাবেন না, প্রাণে দেখা পাবেন।

আমোদ। ভাল, তাই হোক্। এ কলঙ্কের চক্ষু কলঙ্কক্ষালনে অর্পিত হোক্। যে মহাদেবীর অবমাননা করেছি, সেই মহাদেবীর চরণের তলে এ উৎপাটিত চক্ষু দলিত হোক্।

যে ভুল চাহিনি চাহি যে আঁখি মজিল,
হায় মজালে আমায়।
যে ভুল চাহিতে আর চাহি না—সে আঁখি,
আজ উপাড়ি হেলায়॥

(চক্ষু উৎপাটনের উদ্যোগ।)

(ললিতার প্রবেশ ও আমোদলালের হস্ত ধারণ করিয়া গীত)

যে ভুল বুঝিবে ভুলে পায়ে ঠেকেছিলে হায়,
অকালে আমায়।
সে ভুল ভুলিয়ে গেছি চেয়ে আছি জগের সে
চাহনি আশায়॥
যে তাপ দিয়েছ প্রাণে যে পাপ বরেছ
পাপ্রেম লালসায়।
সে পাপ গিয়েছে প্রাণে সে পাপ ধুয়েছো
অনুতাপের ধারায়॥

(অপ্সরীগণের নৃত্য ও গীত)

ভাল চাও তো হে নাগর, বড় চাইছে নাগরী
ফিরে চাও চাও ফিরে চাউনি দিতে
চাও সোহাগ করি।
ভুরু-ধনুকে দিয়ে টান, হান বাঁকা নয়নবাণ
ফিরে বাণ মেরে বাণ বুক পেতে
নাও ত্বরাত্বরি॥

ললিতা। দেখ, চারি চক্ষের আর দুই মুখের একত্র মিলনে প্রাণের পুনর্মিলন তো হলো। তোমার এ আদরিণী অভিমানিনীর মান তো রক্ষা কল্লে! হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দিলে। তার যে কখন জ্বালাবে না, তাও প্রতিজ্ঞা কোল্লে। তুমি বীরপুরুষ, তোমার প্রতিজ্ঞা অটল। তুমি আমার দেবতা। দেবতার মত কার্য্য করলে, এ বুঝতে পাল্লেম। এখন একটী কথা বলি, শোন।

আমোদ। কি বোলবে ললিতা বল! তুমি যা বলবে, তাই শুনবো।

(নেপথ্যে লীলা ও প্রমোদলালের গীত)

জনমে প্রেম, মরণে প্রেম, প্রেম চরমে সাথী।
পরমপুরুষ প্রকৃতি প্রীতে প্রেম মিলন [illegible]তি॥

(গাইতে গাইতে একান্তে প্রবেশ)

আমোদ। কে গান গায়?

ললিতা। ঐ কথাই বোলছিলেম, ও লীলা আর প্রমোদলাল।

আমোদ। সে কি? লীলা,প্রমোদ কি ক'রে এল?

ললিতা। তাই বলছিলাম, আজ ঐ লীলার গুণেই তোমায় ফিরে পেলেম। এ গুণ নয়, তাঁরই লীলা দিবেন। আমাদের বিষপানেও মৃত্যু হয় নি। সে বিষ নয়, লীলার প্রদত্ত ঔষধের গুণ—চার পাঁচ দণ্ড মৃতবৎ অচেতন ক'রে রাখে।

আমোদ। সে কি ললিতা? তোমায় যে পুড়তে দেখেছি।

ললিতা। সে শুধু কাঠের চিতা, তোমায় দেখাবার জন্য করেছিল।

আমোদ। ওঃ! এতক্ষণে বুঝতে পাল্লেম। ললিতা! তুমি লীলাকে ডাক। আমি ও বুদ্ধিমন্তকে ধন্যবাদ দিই। আমার মহা-মোহের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে। ও সাধ্বী পতিসুখে চিরসুখিনী হবে। প্রমোদলাল! তোমার সুপবিত্রা প্রেমিকার সঙ্গে একবার এদিকে এসো।

(লীলা ও প্রমোদলালের অগ্রসর হওন)

আমোদ। লীলা! আমায় আজ মহাবিপদ হ'তে উদ্ধার কোল্লে—এ কৃতজ্ঞতা ইহজন্মে ভুলবো না।

লীলা। তা ভুলুন আর না ভুলুন, এক ফুলের তোড়া নিয়ে এই ভোরের সময় আপনার ভালবাসা ফিরিয়ে নিন (ফুলের তোড়া দেওন) আমি যাঁর তাঁর হই—আপনি যাঁর তাঁর থাকুন।

(লীলার গীত)

তুমি যাঁর তাঁরি থাক আমার
আমায় নিতে দাও।
চিনিয়ে দিচ্ছি নে নিচ্ছি সখা,
আমি নিই তুমি নাও॥
তোমরা ফুটে থাক দুটী ফুল,
আমরা দেখে শিখে সাধে ফুটে উঠি
দুটী নবীন মুকুল;
আমি আমার পানে চাই—
তুমি তোমার পানে চাও॥

প্রমোদ। যে যার সে তার যে হবে। এবং আমাদের আদর না হ'লে যে আমাদের ঢেউ ওঠে না।

(ফুলের তোড়ার মধ্য হইতে আদরের উত্থান ও গীত)

অনাদরের আদর—আদর পায় না অনাদর।
ধর ধর আদর ধর, ফের ফিরিয়ে দাও আদর॥

(সকলের গীত)

আমোদ ও প্রমোদ।—
কাম-কামনা পর-প্রেমলালসা মোহ টুটিল রে।

লীলা ও ললিতা।—
প্রেম-নায়কে পুন প্রেম নায়িকা
প্রাণ সঁপিল রে॥

অপ্সরাগণ।—
ভাল মিলিল রে।
পুন হারাণ প্রাণে প্রাণ ফিরিল রে॥
রূপ—মোহিল দহিল মহাপ্রাণী,
গুণ—সে দাহ জুড়াল প্রেম-অমৃত ঢালি,
রূপ-গরিমা গেল,
গুণ-মহিমা হ'ল,
পিরীতে প্রিয়া প্রিয় পুজিল রে॥
ভাল মিলিল রে॥

যবনিকাপতন।

(এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত)

বুড়ো বাঁদর।

প্রহসন।

"বুড়ো বয়সে বিয়ে করা"
আপনা হ'তে জ্যান্তে মরা
[দীনবন্ধু মিত্র।

অভিনয়োল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বাঁড়েশ্বর	...	...	.	জনৈক কলিকাতাবাসী।
হরিদাস	..	...	...	ঐ প্রতিবেশী যুবক।
ভোলা ভৃত্য	..	..	...	হরিদাসের ভৃত্য।

স্ত্রীগণ।

বড়গিন্নী	.	—	—	বাঁড়েশ্বরের পত্নী।
পুঁটে গিন্নী	—	—	—	ঐ
নলিনী	—	—	—	হরিদাসের পত্নী।
হরিদাসী	—	—	—	হরিদাসের যমজ ভগ্নী।

প্রথম দৃশ্য।

বাড়েশ্বরের বাটীর বৈঠকখানা।

বাড়ে।—(স্বগত) না, টেঁকতে দিলে না, এ পাড়া থেকেও বাস উঠাতে হ'ল। এই পাঁচবছর বে করেছি—পাঁচ বছর ধরেই বেরালপাড়ানাড়ি চোলছে,—আজ এ পাড়ায়, পরশু ও পাড়ায়, কল্‌কাতার তো আর কোন পাড়া বাকী নেই। গিন্নীর তো আমার কোন অপরাধ দেখতে পাই না পাড়ার যত গুয়োটা বখাটে ছোঁড়ার জ্বালাতেই আমার জ্বালা। আমি বুড়ো বয়সে বে করেছি সে ব্যাটাদের মাথায় যেন টনক পড়েছে। সকল বেটাই বন্ধু হয়ে আসেন। এত বন্ধুত্ব কেন বাবা। আমি তো কোন বেটার কাছে পরামর্শ চাইতে যাই না, তবে সেধে গুয়োটাদের এত পরামর্শ দেওয়ার দরকারটা কি? চোর বেটারা। দাগাবাজ বেটারা। নচ্ছার বেটারা। অবশ্যি কোন চোরাই মৎলব আছে, নইলে এত কেন? মনে করেছে, বুড়ো বেটা কিছু বুঝতে পারে না। আরে মোলো, বুড়ো বয়সে বে ক'র্ত্তে পাল্লেম—আর এই নোটো বেটাদের কু-মৎলবের ভেতর সেঁদুতে পার্‌বো না? অবিশ্যি পার্‌বো। এবার যদি এ পাড়া ছাড়তে হয়—

(নেপথ্যে হরিদাস।) বাড়েশ্বর বাবু বাড়ী আছেন?

বাড়ে। এই। শেষ দেখছি, বেটারা বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া কর্‌লে এত দিন চিঠিপত্তরে জ্বালাতন চোল্‌ছিল, এইবার দেখছি, বুকে ব'সে দাড়ী ওপ্‌ড়াবার যোগাড়ে বেটারা এসেছে—যাক্‌, বেটা ডেকে ডেকে চ'লে যাক্‌।

(নেপথ্যে হরি।) বাড়েশ্বর বাবু! বলি ও বাড়েশ্বর বাবু! তাই তো, বুড়ো কালা না কি?

বাড়ে। দেখেছ—দেখেছ, একে তো বুড়ো বল্লে, তার উপর আবার কালা বোল্‌ছে—কাজ নেই, বেটাকে ডাকি, নইলে আরও পাঁচ কথা ব'লে যেতে পারে। ডাকি—বেটাকে ডাকি—(প্রকাশ্যে) তুমি কে বাপু?

হরি। আমি মশাই হরিদাস। পাড়ায় নতুন বাড়ী কিনেছেন, নতুন পড়শী হলেন, তাই একবার আলাপটা কোত্তে এসেছি।

বাড়ে। তা বেশ ক'রেছো। আমার ঐ পাশ্বের্ষনা মহলের পাশের বাড়ীখান বুঝি তোমাদের?

হরি। আজ্ঞা না, সেটা না। ঐ যে বাড়ীর আস্তাবলের পাঁদাড়ে আপনার এই বৈঠকখানা-মহল, ঐ বাড়ী আমাদের।

বাড়ে। তা বেশ বাপু। আলাপ তো হলো, এখন আস্‌বে কি?

হরি। সে কি মশাই! এখনি যাব কি, আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা না কয়ে যাওটা কি ভাল দেখায়?

বাড়ে। কথা কইবে কও। আমি বড় কথা শুন্‌তে ভালবাসি না, তবে তুমি কথা কইবে কও, কিন্তু না কইলেও হানি ছিল না।

হরি। হানি আছে বৈ কি, হানি না থাক্‌লে আপনার বাড়াতে সেধে কথা কইতে আস্‌বো কেন? অবশ্য আপনার সম্বন্ধে কোন কথা আছে।

বাড়ে। আমার সম্বন্ধে কথা? কি কথা বাপু?

হরি কথা এই—না, থাক্‌—বল্‌বো না। আপনি দেখছি, রাগী গোছের লোক, রাগ কর্‌বেন না তো?

বাড়ে। না বাপু—না। কথাটা কি বল তো?

হরি। কথাটা হচ্চে—উঁহু মশায়। বলা হলো না। আপনি রাগ করবেন বোলে যেন বোধ হচ্চে।

বাড়ে। ও গো না গো না! রাগ কর্‌বো না, বল্‌তে হয় বল, নইলে আস্তে আস্তে ঐ দোর দিয়ে বাইরের দিকে তুমিও স'রে পড়, আমিও এই দোর দিয়ে বাড়ীর ভিতর দিয়ে স'রে পড়ি।

হরি। তবে বলি। আপনি বে করেছেন?

বাড়ে। এত বয়স হ'য়ে গেল, বে আর করি নি? এই বুঝি তোমার কথা?

হরি। আজ্ঞে না, ঐ বের কথাতেই কথা আছে।

বাড়ে। বের কথায় কথা? এমন কি কথা?

হরি। কথাটা হচ্চে, বে তো করেছেন, বয়সেও

তো দেখ্‌ছি ষাটের কোটায় পা দিয়ে ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস হয়ে দাঁড়িয়েছেন, চুলও পেকেছে দাঁতও পড়েছে, গায়ের মাংসও লোল হয়ে গিয়েছে, এখন জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি পরিবারটীর বয়েস কত?

ষাঁড়ে। (অত্যন্ত চটিয়া) সে কথায় তোমার কাজ কি হে বাপু?

হরি। এই চটেছেন; তবে আর সব কথা বলা হলো না। আগে বোলে খালাস হ'চ্ছলেম, তা যখন শুনলেন না, তখন ছাদন বাদে পেছনে হাত-তালি দিতে ডাক্‌বেন।

ষাঁড়ে। ভাল, তাই হবে, ও সব পেঁচোয়া কথা আমি কিছু বুঝি না। পাড়াপড়সী এলেন, আদর কল্লেম, তা—না, পুঁটে ছেলে—ওঁকে আমার সব ঘরের কথা খুলে বল।

হরি। ও মশায়! আজ খুলে বলতে কাতর হচ্চেন, কাল যে পাড়াশুদ্ধ লোকের কাছে খুলে দেখাতে হবে। চোক কাণ বুজে বোলে ফেলুন না, গিন্নীর বয়স কত, ইসারায় দুটো কথা বুঝিয়ে দিয়ে যাই।

ষাঁড়ে। আচ্ছা, আমি বলছি—আমার পরিবারের বয়স পঞ্চাশ বছর!

হরি। বেশ—বেশ, প্রাচীন লোক—বুদ্ধিমান্ লোক, এমন অর্ব্বাচীনের কাজটী কি কর্‌বে? তাই তো বলি, এমন কি হ'বে? আচ্ছা মশায়, আপনার অন্দরে যে যোল সতের বছরের একটী বালিকা আছে, সেটী আপনার কে?

ষাঁড়ে। এ কি রকম কথা? এ কি রকম কথা? আমার অন্দরে কে কোথায় আছে না আছে, তা তুমি দেখ্‌লে কি ক'রে হে?

হরি। আজ্ঞে, আমি দেখিনি মহাশয়, পাড়ার পাঁচজনে দেখে আমায় বলেছে। তাকে দেখ্‌তে তো পাড়ার ছেলে বুড়োর ক'রু বাকী নেই, তা বুঝি জানেন না? সে মেয়েটী কে? আপনার মেয়ে বুঝি?

ষাঁড়ে। তুমি তো ভারী বেল্লিক দেখ্‌ছি আর এমন ছোটলোকের পাড়াও তো কোথায় দেখিনি। আমার মেয়েই হোক্ আর দ্বিতীয় পক্ষের মাগই হোক্ সে কথা তোদের জান্‌বার দরকার কি?

হরি। অবিশ্যি—পাড়ার লোকের সেটা কাকুমারী হয়েছে! আপনি এই বুড়ো বয়সে উপযুক্ত প্রাসঙ্গে আর একটা যে ক'রে ভারী গৌরবের কাজ করেছেন। সেটা তাঁদের বোঝা উচিত ছিল, কেমন মহাশয়?

ষাঁড়ে। বেশ করেছি! আমার খুসী, আমি বে করেছি! আমি দুটো ছেড়ে দশটা মাগকে ভাত দিতে পারি—আমি তো সে জন্য পাড়ার কারুর দ্বারস্থ হ'তে চাইনি!

হরি। আপনি চটেন কেন?

ষাঁড়ে। চট্‌বো না? আমার পরিবারের কুচ্ছো কর্‌বে, আর আমি বুঝি ষোড়শোপচারে তোমাদের পুজোর আয়োজন কর্‌বো?

হরি। সে বিষয় আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। পাড়ার লোক আপনার জন্য পেট ধুয়ে নেই। তারা চায়—বুড়ো বয়সে যখন একটা বাকমারা ক'রে ফেলেছেন, তখন অন্দরটা একটু এটেসেঁটে নিজের ঘর নিজে শাসিত ক'রে রাখ্‌লে ভাল হয়।

ষাঁড়ে। তাই তো! এতো আত্মীয়তা কেন বাপু? আর আমার অন্দরটা আল্‌গা কিসে দেখ্‌লে?

হরি। তবে আর বলছি কি? "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" জানেন তো, মহাবুদ্ধিমান্ আপনি, বোঝেন তো? এখন কথাটা হচ্ছে এই, আপনার বাড়ীর ছাদে বাবাজায় জানালায় ভদ্রলোকের আর চেয়ে যাবার যো নাই।

ষাঁড়ে। কেন? কিসে?

হরি। কিসে নয়? অনবরত রঙ্গিণীর রঙ্গ চোল্‌ছে, হাসি, তামাসা, ইঙ্গিত, কটাক্ষ, আরও কত কি, এ চব্বিশ ঘণ্টা চোল্‌ছে, তা আবার লোক বুঝে নেই, ভদ্র অভদ্র নেই—পুরুষ হলেই হলো। যে সব ছেলে বই বগলে কোরে যাচ্চে, তারি বুকের কাছে হয় তো একটা পানের খিলি না ... এসে

পড়্‌লো। সে বেচারী উপর পানে চেয়ে দেখে, খিল খিল ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে একখানা চাঁদ-পানা সুন্দর মুখ খড়খড়ীর পার্শ্বে সোরে গেল, আর ছোট একখানি হাত বেরিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। আর কোন যুবা ভদ্রলোকের আরও জ্বালা, তার বেলা শুধু হাসি হাতছানি নয়।

যাড়ে। বুঝেছি—বুঝেছি, আর বোল্‌তে হবে না, আমি আজ সব দোরস্ত ক'রে ফেল্‌বো। কিন্তু তাও বলি বাপু! তোমাদের পাড়াটা নিতান্ত ছোট.লোকের পাড়া। কে কোথায় কোন্ গেরস্তের বৌ ঝি কি করছে না করছে, তা তাদের চেয়ে দেখ্‌বার দরকার কি?

হরি। ভাল, তাদের না হয় চোক বুজে যেতে শিখিয়ে দেবো; আমি স্বীকার কর্‌চি, দোষ তাদেরই, এখন গিন্নীটী যাতে গিয়ে বাজারে দোকান না খোলে, সেই চেষ্টাটা করুন্। পাড়ার লোককে দু পাঁচ দিন বাদে একটা কেলেঙ্কার শোন্‌বার দায় থেকে এড়িয়ে দিন।

যাড়ে। আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হবে। আর কি? তোমার তো কথা বলা হয়েছে? এখন সোরে পড়।

হরি। সোরে পড়্‌ছি, কিন্তু সাবধান, এ বুড়ো বয়সে যেন কলঙ্কটা কিন্‌বেন না।

[হরিদাসের প্রস্থান।

(অন্য পার্শ্ব হইতে বড় গিন্নীর প্রবেশ)

বড়গিন্নী। আহা! ও ছেলেটীর একশো বছর পরমায়ু হোক্, গাড়ী-ঘোড়া চড়ুক, রাজরাজেশ্বর হোক্। ওর যেন হাস্‌তে মাণিক ঝরে, কাঁদ্‌তে ফুল পড়ে।

যাড়ে। কেন—কেন? ও বেল্লিক বেটার ওপর এত আয়াস্ত কেন?

বড়গিন্নী। আয়ত্তি হবে না? আমি হাজারবার যা তোমায় বলেছি, ও ছেলেটী তাই তোমার কাণ মোলে বুঝিয়ে দে গেল, তোমার ঘাড় ধোরে চো.ক আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দে গেল। এখন এই সোহাগের মাগ নিয়ে ধুয়ে খাও। একবার ঘু ড়াকে হাতে নাতে ধত্তে পারে হয়, তা হলে মনের সুখে ঝাঁটা পেটা ক'রে একদিন হাতের সুখ ক'রে নেব, এই ছেলেটীকে এক টাকার সন্দেশ খেতে দেব, আর মা কালীকে পাঁচ-সিকার পুজো পাঠিয়ে দেব।

(পুঁটে-গিন্নীর প্রবেশ)

পু-গিন্নী। কি লো বড়্‌কী! বুড়ো বয়সে ভাবনা ক'রে বুড়ো বরকে ভুলিয়ে নিলি নাকি? কালীঘাটে পাঁচসিকার পুজো পাঠিয়ে দিচ্চিস্ যে?

বড়গিন্নী। ওলো! পুজো পাঠাচ্চি নি, পুজো পাঠাচ্চি নি। খানকীটোলায় তোর জন্যে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে রাখ্‌তে পাঁচসিকা পাঠিয়ে দিচ্চি। তোকে বড্ড ভালবাসি কি না, তাই বেরিয়ে গিয়ে যাতে কোন বিপদে না পড়িস্, আগে থাকৃতে তারি যোগাড় ক'রে রাখ্‌ছি। অভাগী অলক্ষী বেরালচোকী! এসে আমার সোণার সংসারটা ছারখার ক'রে দিলে, আমার সোণার স্বামীকে পাগল বানিয়ে ছাড়্‌লে—(যাড়েশ্বরের প্রতি) বুড়োবাঁদর! যেমন করেছো, তেমন ভোগো, তোমার কালা-মুখ পুড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাক্, আমি মাখনের পেল্লেপ দিয়ে সেই পোড়ামুখ আবার ভাল ক'রে তুলি।

পু-গিন্নী। আমি বেরুবো কি দুঃখে? আমায় কাঁচা বয়েস, স্বামী ভালবাসে, আমি যখন যা চাচ্চি, তখনি তা পাচ্চি, নতুন নতুন গয়নায় আমার গা তোলে যাচ্চে, ভাল খাচ্চি, ভাল পরছি, পাঁচটা দাসীতে পাঁচটা কাজ কোচ্চে—আমার বেরুবার দরকার নেই। যার বয়সের গাছ-পাথর নেই—সোয়ামীর নাথি খেতে খেতে প্রাণ যায়, এ জন্মে হাতের খাড়ু ঘোচে না, ছেঁড়া টেনা প'রে আদ্‌পেটা খেয়ে খাট্‌তে খাট্‌তে গতর চূর্ণ হয়ে যায়, তারি বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

বড়গিন্নী। তা তুই যাই বলিস্ না কেন, বুড়ো ডাক্তারকে যতই ভোগা দিস্ না কেন, আমি সতী সাবিত্রী, আমি বল্‌ছি, আজ হোক, কাল হোক্, একদিন না একদিন তাকে বেরুতে হবে, আর ঐ কালামুখো বোকা মিন্‌ষের দশজনের কাছে মাথা হেঁট হবেই হবে।

ষাঁড়ে। আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে, তুই এখন যা তো। হতভাগা মাগীর কথা নয় তো যেন কাঠের ঠোকর।

বড়গিন্নী। ওরে মিন্‌ষে? ঠোকর এখনও লাগে নি, যাতে লাগে, আমি সেই সন্ধানেই তো ফির্‌চি। আমি এই ডাক ঠোকর গলা ক'রে বোলে চল্লেম, ওকে হাতেনোতে ধরাবো ধরাবো।

[প্রস্থান।

পুঁ-গিন্নী। মুখখানা ভার কল্লে যে?

ষাঁড়ে। না—কৈ?

পুঁ-গিন্নী। ও কি! চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে যে? কাঁদ্‌চো না কি?

ষাঁড়ে। (কাঁদিতে কাঁদিতে) দেখ্‌ছি তুমিই আমায় মাল্লে!

পুঁ-গিন্নী। কিসে?

ষাঁড়ে। ও পাড়া থেকে ঘরবাড়ী বেচে যে জন্যে উঠে এলেম, এখানেও আবার তাই?

পুঁ-গিন্নী। মিছে কথা। কে ব'ল্লে? এ পাড়ারও পোড়ারমুখো মিন্‌ষেরা এসে বুঝি তোমায় লাগিয়ে গেছে?

ষাঁড়ে। না, তা কেউ বলে নি।

পুঁ-গিন্নী। কেউ বলেনি? আমার কাছে মিছে কথা বল্‌ছো? হয় বল ব'লে গেছে, না হয়, একখানা পাল্‌কী আনিয়ে দাও, আমি এখনি বাপের বাড়ী চ'লে যাবো। বল, না হয়, এখনি যাব।

ষাঁড়ে। বল্‌ছি,—বল্‌ছি—বসো না। আমার পাশে বসো না। রাগ কচ্চ কেন? বসো না।

পুঁ-গিন্নী। না, বস্‌বো না। আগে বল, কোন্ হতভাগা মিন্‌ষে এই সব লাগিয়ে গেছে?

ষাঁড়ে। বল্‌ছি—শোন না। ওই সুমুখকার বাড়ীর হরিদাস।

পুঁ-গিন্নী। কে জানে তোমার হরিদাস, আমি কোন পোড়ারমুখোর নাম জানি না। কি কি বলেছে?

ষাঁড়ে। বলেছে—তুমি বিকেলবেলা গা খুলে বেড়াও।

পুঁ-গিন্নী। ওঃ! সেদিন যে বড্ড গরমী হয়েছিলো, তাই তোমাকে ব'লে বিকেলবেলা ছাদে একবার হাওয়া খেতে গিয়েছিলেম। হতভাগাদের অমনি বুঝি চোক পড়েছে? তার পর আর কি বলেছে?

ষাঁড়ে। বলেছে—বারাণ্ডা থেকে তুমি নাকি ভদ্দর-লোকদের সঙ্গে তামসা কর।

পুঁ-গিন্নী। ওহো! কোথা যাব! সে দিন ব'রাণ্ডায় কাপড় ছাড়তে গেছি, দেখি না, রাস্তা দিয়ে আমার ছোট ভগ্নীপোত যাচ্চে, তাই বুঝি তার সঙ্গে দুটো হাসি-তামাসা করেছিলেম। তা আপনার লোকের সঙ্গে দুটো কথা কওয়া পোড়াপাড়ার লোকের চোকে সহলো না। বুঝি ঐ এতো হলো; আর কি?

ষাঁড়ে। আর বল্লে—স্কুলের বুড়ো বুড়ো ছেলেদের যাবার সময় খড়খড়ি থেকে পানের খিলি, ফুলের তোড়া ছুড়ে তাদের মার।

পুঁ-গিন্নী। বটে বটে,—এ কথাও বলেছে? তা জান না বুঝি?—সে দিন খড়খড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আলোতে উল বুনছি, আর দেখি না, আমার বাপের বাড়ীর পাড়ার বামুনদের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে আমার খুড়তুতো ভাই খোকা স্কুলে যাচ্ছে, আমার দিকে চেয়ে বল্লে, "দিদি! একটা পান দেবে?" তাই একটা পান ফেলে দিয়েছিলেম। আর ঐ যে ফুলের তোড়ার কথাটা—এ হতভাগারা বানিয়ে বলেছে। বুঝলে? না আরও কিছু কথা আছে?

ষাঁড়ে আর যা আছে—সে বড় শক্ত কথা! এগুলো তো সব ওকে এক তুমিও বোঝালে, আমিও

বুঝলেম, এখন সে কথাটা বোঝাতে পার, তবে তো আমার বুক ঠুকে উঠি, লালাদের নামে মানহানির মকদ্দমা আনি।

পু-গিন্নী। কি কথা? পাশের বাড়ীর কাউকে ইসারা করেছি, তাই বুঝি বলে গেছে?

খাড়ে। হু হু, ঐ কথা বটে, ঐ কথা বটে।

পু-গিন্নী। এঃ! তোমাকে দেখছি তা হলে রাগাতে এসেছিলো। ইসারা করেছিলেম কাকে জানো? ওই ও বাড়ীর মেজবৌকে। সেই যে যার সঙ্গে সেদিন কালীঘাটে সই পাতিয়েছিলুম, সেই তুমি যাকে বেশ নাদুসনুদুসটী বলেছিলে। কোন্ পোড়ারমুখো আড়াল থেকে দে'খে বুঝি ঠাউরেছে আর কাউকে; অমনি ছুট ক'রে এসে তোমায় ব'লে দিয়ে গেছে। আচ্ছা, আমার পেছনে হতভাগারা এত লাগে কেন বলতে পার?

খাড়ে। তাদের গেরো। তুমি যদি ঠিক থাক, আমি সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিতে পারি।

পু-গিন্নী। আমি ত তোমার ঠিকই আছি। অন্য মাগ বুড়ো ভাতারকে কত তাচ্ছল্য করে, ঘেন্না করে, আমি তোমায় তা করি? এই যে সেদিন আমার বাপের বাড়ীর পাড়ার ঘোষ-দিদি ঘোষ-বুড়োর বুকে দাঁড়িয়ে ক্যাৎ-ক্যাৎ ক'রে লাথি মারলে, আমি তোমায় তা মারি? বামুনদের এলো যে ঐ বুড়ো ভাতারকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে চুপি চুপি নাচদোর দে ছুতোরপাড়'র হরু ছুতরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, তিন দিন বাদে বুড়ো কেঁদে ককিয়ে মাথা খুড়ে পায়ে ধোরে আবার ঘ'র ফিরিয়ে নিয়ে এলো, আমি কারুর সঙ্গে তা গেছি? না তোমায় কখন ফিরিয়ে আনতে হয়েছে? এ সব কথা চুলোয় যা'ক্, আমি তোমায় কখন বুড়ো বলেছি? ধর্ম্মত বল, কখন কোন দিন তোমায় বুড়ো বলেছি?

খাড়ে। না, তা কৈ? তা কখন বলনি।

পু-গিন্নী। নিজে তো কখন বলিইনি, অপর কেউ বলতে এলেও তার মুখে হাত চাপা দিয়েছি। সত্যি বলতে কি, আমার তো তোমায় বুড়ো ব'লে মনেই হয় না।

খাড়ে। হয় না? সত্য বলছ হয় না?

পু-গিন্নী। উঁহু, আসতেই না।

খাড়ে। তবে আর ডরাই না তা হ'লে ঠিক বুঝ্লুম যে, তুমি আর হাতছাড়া হচ্ছ না, কোন বেটা সুপুরুষ আর তোমায় আমার হাতছাড়া কর্ত্তে পাচ্ছে না, ময়ূর ছেড়ে কার্ত্তিক ভায়া এলেও তাঁকে শুধুমুখে ফিরে যেতে হবে। আঃ! প্রাণের বোঝা নেমে গেল। এখন চল, তোমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে নাচিগে চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হরিদাসের বাটীর কক্ষ।

(হরিদাসী ও পত্রহস্তে নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। আর শুনেছ ঠাকুরঝি, তোমের যে তোমার গুণ বেড়েছে।

হরিদাসী। কি গুণ?

নলিনী। নির্গুণ পুরুষের যা প্রধান গুণ।

হরিদাসী। সে ত চুরী!

নলিনী। চুরি বটে তা ঘরে চুরি নয়, পরের ঘরে চুরি সইবে না তো?

হরিদাসী। ওঃ! বুঝেছি। সোয়ামীকে সন্দ ক'রে মরেছ দেখছি —তা হ্যাঁ বৌ! শুধু আঁচে আঁচে মত্তে বসেচ, না তোমার সোয়ামী বশ না কওয়া মা একেবারে পর হয়ে যাচ্ছে, এর কিছু গন্ধ পেয়ে মচ্চো?

নলিনী। আঁচে কি ঠাকুরঝি! এ ত বিশ্বাসের উপর, শুধু আঁচে কি সন্দেহ হয় না গন্ধ পেয়ে অবিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি? আমি দু'দিন চক্ষে দেখেছি, আজ হাতে নাতে ধরেছি, তবে সন্দেহের জ্বালায় প্রাণটা পুড়ে উঠেছে।

হরিদাসী। বটে! এতদূর হয়েছে, তা ত আমি জানি নে, এ কথা ত তুই কোন দিন বলিস্‌নি। কি খুলে বল দেখি শু'ন, কোন্‌ অভাগী এমন ক'রে আমাদের মাথা খাচ্চে? আমার সোণার ভাই যে বৌ!

নলিনী। ঠাকুরঝি! আমি কি সহজে তোমাকে বল্‌চি? তোমাকে সব বলি শোন, তোরশু দিন বিকেলবেলা ঠাক্‌রুণের কাপড় শুকুতে দিতে ছাদে উঠেছি, এমন সময় দেখি, ঐ নূতন বাড়ীর জানালায় সেই বৌটা আমার ঘরের এই জানালার দিকে চেয়ে হাসতে হাস্‌তে ইসারা কত্তে কত্তে সে যে কত ঢং কচ্চে, তা আর ঠাকুরঝি তোমায় বল্‌বো কি। দেখে ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নেবে এসে পা টিপে টিপে দরজায় উঁকি মেরে দেখি, তোমার ভাইটী দাঁড়িয়ে বেশ হাস্‌ছেন, ছুঁড়ীকে কত ইসারা কচ্চেন। দেখে রাগ হলো না; বড় কান্না পেলে। তার পর তক্কে তক্কে থেকে কাল পরশু দুদিনে অমন দশবার ঐ রকম কত্তে দেখেছি। আর আজ যখন তিনি বেরিয়ে যান, তখন একটা দাসী এসে একখান চিঠি দিয়ে যায়, তাড়াতাড়িতে উনি পকেটে না রেখে টেবিলের উপর রেখে যান। এই দেখ সেই চিঠি। এ দেখে কি আর চুপ করে থাকা যায়?

হরিদাসী। (চিঠি পড়িয়া) তাই তো বৌ! ছুঁড়ী ত বড় বেহায়া, পুরুষকে এই সব কথা কেমন করে লিখেছে? ছি, ছি, ছি! এরা গেরেস্তর মেয়ে কে বলে? সোণার ঘর সব মজায় কেন? থাক্‌কা সমাজের বাব, সবাইকে খেন্না কত্তে হয়, খেন্না করে। এরা তাই হয় না কেন? এমন গায় পড়ে পরের ধন নিয়ে টানাটানি করে অভাগীদের কি লাভ হয়? যার ধন তারি থাকে, মাঝে থেকে সোণার সতী নামটী মাটীর দরে বিকিয়ে যায়; হাজার মাথা খুঁড়লে আর ফিরে আসে না:

নলিনী। তা কি ওরা বোঝে ঠাকুরঝি।

হরিদাসী। বোঝে না, তা বুঝি বৌ! কিন্তু তা ব'লে যে ছুট করে আমার ভাইটীকে ভুলিয়ে নেবেন, আর তুই এইখানে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবি, আর আমরা মায়ে ঝিয়ে ওগ্‌রাতেও পারবো না, ফে'ক্‌রাতেও পারবো না, ভেতরে ভেতর বাবার অকলঙ্ককুলে কালী পোড়্‌বে,বেঁচে থাক্‌তে তা পারবো না।

নলিনী। পারবে না! কখন তাঁকে ভাবতে দেখিনি আজ কদিন ধরে তাঁকে সদাই ভাবতে দেখ্‌চি। যিনি কখন ঝি-দাসীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন না, কোন মানুষকে একটু বেহায়াপনা কোত্তে শুনলে জ্বলে যান, তিনি যখন অতটা কোত্তে পেরেছেন, তখন বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমার কপাল ভেঙ্গেছে।

হরিদাসী। ভেঙ্গেছে কি লো। তুই এমন বোকা মেয়ে কেন? একেবারে হাল ছেড়ে দে বসিস্‌ যে দেখছি, ভাতার অমন অনেকের বেঁকে, কিন্তু যে পাকা মেয়ে হয়, সে কাণে ধোরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

নলিনী। কেমন ধোরে ফেরাতে হয়, তা তো আমি জানি না ঠাকুরঝি।

হরিদাসী। আ মরণ, তাও বুঝি জান না? তা ও বিদ্যা তো মেয়েমানুষকে শেখাতে হয় না, ও যে আপনাপনি হয়। ভাতার বশ কর্‌বার সব মন্ত্র আছে, এক একটা মন্ত্র পড়্‌বি, আর পোড়ারমুখী রাক্ষসীদের এক একটা মাথা কেটে যাবে। শেষ যে ভাতার, সেই ভাতার; —ফিরে আস্‌বে, থাক্‌বে, আর পালাবে না।

নলিনী। তা ঠাকুরঝি! ঠাকুরজামাইকে বশ করে রেখেছ, তুমি জান, আমি তো কোন মন্ত্র-তন্ত্র জানি না। তা এ যাত্রা না হয় তোমার ভাইটীকে বশ ক'রে দিয়ে আমায় শিখিয়ে দাও।

হরিদাসী। ভাই দিয়ে শিখ্‌তে হ'লে তোকে না হয়, দু দিনের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে

দিতুক, ভাইকে বশ ক'রে এসে ভাতার বশ কত্তিস্; তা তো হবে না। নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে। তা শোন, তাতারের কাছে অমন মেনীমুখী হয়ে কেবল কাঁদলে হবে না মান ক'রে বসে থাকবি—মাথা খুঁড়তে যাবি—আদর কোত্তে এলে হাত ছুড়ে ফেলে দিবি। ঘরে থাকতেও বলবি নি, যেতেও বলবি নি—অথচ বেরিয়ে যেতে গেলে দোর আট্‌কে ব'সে থাকবি—যতক্ষণ না স্বীকার করবে, ততক্ষণ ছাড়বি নি—তার পর স্বীকার কল্লে পরে যা যা কত্তে হবে, আবার শিখিয়ে দেব।

নলিনী। ঐ বুঝি এলেন, দরজায় না গাড়ী লাগ্‌লো ?

(নেপথ্যে গাড়ীর শব্দ।)

হরি। (দেখিয়া) হ্যাঁ, এয়েছেন, আমি ঐ পাশের ঘরে লুকিয়ে দেখি গে, যা যা বলেছি, সব করবি। ঘরে এলেই কান্না সুরু করবি।

[প্রস্থান।

নলিনী। (স্বগতঃ) ঠাকুরঝি যা বল্লে, তাই করবো আজ আর তো চুপ করে থাকবো না—পায়ে মাথা খুড়ে রক্তগঙ্গা হবো, দেখি কেমন করে না বলে থাকতে পারেন।

(আফিসের বাক্স মস্তকে ভোলা ভৃত্যের প্রবেশ ও রক্ষা।)

নলিনী। হ্যাঁ রে ভোলা! তুই তখন সেই মাগীকে দেখেছিলি ?

ভোলা। কোন্ মাগীটা মা ঠাকরুণ ?

নলিনী। সেই যে বাবুর আফিস বেরুবার সময় যে মাগীটা একখানা চিঠি দে গেল ?

ভোলা। সেই যে মাগীর মুখখানা বাঙ্‌লা পাঁচের মত মা ঠাকরুণ ?

নলিনী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই সেই।

ভোলা। সেই ? যে মাগী সুরচুনীর হাঁসের মত খুড়িয়ে হাঁটে মা ঠাকরুণ ?

নলিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই সেই। তা সে—

ভোলা। সেই মাগী ট্যারাচোকী, খাঁদানাকী, চেরদাঁতী, উঁচকপালী মা ঠাকরুণ ?

নলিনী। হ্যাঁ, সেই রে! তা সে কোথায়—

ভোলা। সেই যে মাগীর গলায় গরগণ্ড, পায়ে গোদ, মাথায় টাক মা ঠাকরুণ ? সেই খাণ্ডার মাগীকে আর চিনি না মা ঠাকরুণ ? তাকে খুব চিনি, তার হাঁকে ডাকে আজকাল আমাদের বড় বড় পাড়াকুঁদুলী খোকার ঝি, টেঁপীর মা, খেঁদা বাই কারুর মুখে আর রা নাই। বেটী পথের লোক ডেকে ঝগড়া করে—বেশী চাপাচাপি পোড়্‌লে কেঁদে ফেলে।

নলিনী। তা—ও কোথায় থাকে জানিস্ ?

ভোলা। তা আর জানি না মা ঠাকরুণ ? ঐ যারা আমাদের আস্তাবলের পাশে নতুন বাড়ী কিনেছে, ও তাদের বাড়ীর ঝি। তা বাবু যে এইমাত্র গাড়ী থেকে নাববার সময় আমায় বাক্সটা বাড়ীর ভেতর রেখে ঐ মাগীকে ডেকে আনতে বল্লেন। কে জানে বাবু ঐ খাণ্ডার মেয়েমানুষকে নিয়ে ওঁর কি পরামর্শ হবে ? ওঁর এমনটা তো কখন দেখিনি মা ঠাকরুণ।

নলিনী। ডেকে আনতে বোলেছেন, তবে ত ঠিকই হয়েছে। আ পোড়া কপাল আমার!

ভোলা। কেন মা ঠাকরুণ কেন ? ও কথা কেন ? এই যে বাবু এলেন।

[ভোলার তাড়াতাড়ি প্রস্থান।

(আফিসের পোষাকে হরিদাসের প্রবেশ)

(নলিনীর বিমর্ষভাবে অবস্থিতি)

হরিদাস। কিছু চটা চটা যে দেখ্‌চি, কালনাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করা হচ্ছে, চখের কোণে কান্নাও যে এসে উঁকি মারছে, বুঝেছি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি করবার যোগাড় ধ'রে বসে আছ। তা এখন ওঠ ঝগড়া ঝাটি ক'ত্তে হয়, জলটল খেয়ে, পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আমি সইব ঝগড়া, আর তুমি করবে ঝকড়া, এখন ওঠ, মানিনী ঠাকরুণ, মানে ক্ষমা দিয়ে একবার ওঠ (হস্তধারণ)

নলিনী। যাও, হাত ছেড়ে দাও!

হরি। তুমি হাতছাড়া করছো, তবে যাই।
(প্রস্থানোদ্যত)

নলিনী। তা যাবে কেমন যাও দেখি, ঠাকুরঝি ব'লে দিয়েছে, এই আমি কাপড় ধোয়ে দরজা চেপে বোসলুম, আমায় সব কথা না বোলে কেমন যাবে যাও দেখি।

হরি। কি সব কথা?—কোন্ কথা?

নলিনী। আমার মাথা আর কি কথা? হয় এক্ষুণি বল, না হয়, ঠাকুরঝি বোলে দিয়েছে, এক্ষুণি মাথা খুড়ে তোমার পায়ে রক্তগঙ্গা হব। বল, না হ'লে খুড়ি—খুড়ি, খুড়ি—
(মাথা খুড়িবার উদেযাগ)

হরি। আহা! থাম থাম থাম, বল কি বলবো বল? ঐ সেই সেদিনকার কথাটা তো? সেই বিকেলবেলায় ছাদ থেকে পা টিপে টিপে নেবে উঁকি মেরে যা দেখেছিলে, সেই কথা তো? আরও দুদিন তোমারে যা দেখিয়ে দেখিয়ে করেছিলেম, সেই কথা তো? আর আজকে চিঠিখানা ইচ্ছা ক'রে অথচ যেন ভুলে টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিলেম, সেইখানা পেয়ে যা বুঝেছ, সেই কথা তো?

নলিনী। হাঁ, সেই পোড়া কথাই তো। তবে তো দেখ্‌ছি, তুমি সব জানো? জেনে শুনে জানিয়ে শুনিয়ে বুঝি আমার মাথাটী খাচ্ছ আর একটা খরমজানী পরজ্বালানীকে দিয়ে খাওয়াচ্ছ?

হরি। মাথা আর খাচ্ছি কৈ? সে কি আর কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে খায়? লম্পটের লুকোচুরী লোকছাপান নেই। লম্পট সোয়ামীর হাতে তো পড়্‌লে না? সে উঠ্‌তে বস্‌তে মিথ্যাকথা, সে পদে পদে কৌশল, সে দিনে রেতে একটা পিশাচের খেলা তো দেখ্‌লে না, তা হ'লে বুঝ্‌তে, যে স্বামী পরদার করে, সে কেবল বোঝায়, বোঝে না, কথা ব'লে যায়, রাখে না; আদর দেখায়, ভালবাসে না। তার খোলাখুলি কিছুই নেই। সকলই লুকানো চুরানো, তার ত্যে প্রাণের উপর যেন একটা আবরণ ...ড়ে যায়। আমি যখন সে ঢাকা দিয়ে ক...রি নি, তখন তুমি আর কেন ভাব্‌ছো যে, তোমার পোষমানা বাহনটী আর একজন টেনে নিচ্ছে? ও ইসারা ইঙ্গিত চিঠিপত্র দাসী টাসী যাওয়া আসার ভিতর আমার অন্য কিছু কাজও তো থাক্‌তে পারে!

নলিনী। ছিঃ! ও নোংরা কাজে আবার তোমার কি কাজ? না, ও সব তুমি আর কত্তে পাবে না।

হরি। আরে পাগ্‌লী! যাতে আর না কত্তে হয়, তারই ত পন্থা করছি—তা এদ্দিন যখন সয়েছ, কাল্‌কের রাত্তিরটা সও, আজ রাত্রে কাজ সাবাড় হয়ে যাবে।

নলিনী। ও কি, ও কি, ও কি লজ্জায় কথা বল! ও কথা যদি আর মুখে আন, তা হ'লে আমি ঠাকুরুণকে ব'লে দেবো। ঠাকুরঝি শুনেছে, কত রাগ করেছে জান? ও তোমার যমজ বোন, ও বলেছে, ও তোমার হাত ধ'রে বোল্‌বে; কেমন তুমি আর ও কথা কইতে পার?

হরি। দিদি শুনেছে, বেশ হয়েছে, আমাকে আজই বল্‌তে হতো। তাঁকে না হ'লে আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে না, আর তোমারও দেখ্‌ছি, বিষম খট্‌কার জ্বালা নির্ধূম হয়ে জুড়োবে না, তাঁর সঙ্গে কথা কইবো চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হরিদাসের বাগানবাটী।
(ভোলা ভৃত্যের প্রবেশ)

ভোলা। (স্বগত) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে আর ব'সে ব'সে ঢ'লে, সারারাত তো কেটে গেলো, দরজা ছেড়ে এখন আবার যাই সেই বুড়ো

বুড়ীর সন্ধানে। বাবুদের কীর্ত্তি বাবুদেরই লাগে ভালো; তা লাগুক, পোড়া চাকর-বাকরের ভাল লাগা না লাগার জন্যে তো তাঁদের বড় এসে যাচ্চে না। আমাদের দেখে চোক, শুনে কাণ, আর কথায় কথায় মুখ বুজে থাকাই সার কথা। ইসারায় মুখ খুল্লুম, ইসারায় মুখ বুজলুম, মনিবের হুকুম মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে, নিজে পারি আচ্ছা, না হয় আর পাঁচজনের উপর হুকুম চালিয়ে সেরে দিলুম। এই হলো খাস চাকরী। রাকুমারীর চাকরী ঠিক এর উলটো। তাতে বাবু বলে চোর, চোর চাকর বলে তুমি বাবা। তেমন চোরের চাকুরীও করি নি, চোরও হই নি। ও কথা যাক, এখন ঘরের এই চোরা ব্যাপারের হাত থেকে এড়াতে পাল্লে যে বাঁচি। যাই ছুটে যাই, ভোঁর হয়ে পড়লো যে।

(গৃহদ্বার হইতে হরিদাসবেশে হরিদাসী ও পুটে গিন্নীর প্রবেশ)

হরিদাসী। সে কি? তোমার কিছু মনে নাই? মদ খেলে, কত আমোদ-আহ্লাদ কোল্লে, সমস্ত রাত এক সঙ্গে কাটালে, আর বলছো কিছু মনে নাই? তবে বুঝি চিঠির কহতমত রাত্তিরে যে বেরিয়ে এসে আমার বাগানে এলে, তাও মনে নেই?

পু-গিন্নী। না ভাই! সে সব কথা মনে আছে। সন্ধ্যার পর মাথা ধরেছে, ছল করে বুড়োকে বাইরে শুতে বলে তোমার চাকরের সঙ্গে এলুম, তুমি কত আদর কল্লে, তার পর সেই যে মদ না কি খেতে দিলে, তাই খেয়ে তার পর আর আমার কিছুই মনে নেই।

হরিদাসী। মনে না থাক্, কিন্তু যে মজা পেতে মজ্‌তে এসেছিলে, মজেছো, কিন্তু সে মজা কখনও পাবে না। সোণার নিধিটী চোরকে সাধু ভেবে গচ্ছিত করেছো। নিধিটী গেছে, এখন ভিক্ষে কল্লেও আর ফিরবে না, এটা বুঝতে পেরেছো কি?

পু-গিন্নী। ও কি কথা বলছ ভাই? আমি যে সোয়ামী ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি, সে পথেতো আমার কাঁটা পড়েছে।

হরিদাসী। লম্পট পুরুষ কি তা ভাবে? তুমি আমার রূপের মোহে ভুলে হয় তো আমাতে চিরদিনের মত মজেছো, আমার কিন্তু এক দিনের তৃষ্ণা, তা এক দিনে মিটে গেছে। তুমি কোন যোগাড়ে ঘরে ফিরে যেতে পার ভাল, না হয় সোণাগাজী মেছোবাজারে অনেক ঘর খালি আছে, স্বচ্ছন্দে চলে যাও। একা যেতে না পার, আমার চাকর গিয়ে রেখে আস্‌তে পারে।

পু-গিন্নী। ও কি কথা ভাই? ও কি কথা ভাই?

হরিদাসী। ভাই বোলে আর আদর করে না। আমার আদর পাবার কি, আদর কর্‌বার আর সময় নাই, ভোর হয়ে গেছে, এখনি আমার স্ত্রী উঠ্‌বে, তুমি আজকের মত সোরে পড়।

পু-গিন্নী। কোথা যাবো? আমি এ কালা মুখ নিয়ে কোথা বেরুব? আমি ভদ্দর লোক বোলেই যে তোমার কাছে এসেছিলেম।

হরিদাসী। আমি ভদ্দরলোক বোলেই তো তোমায় তাড়াতাড়ি সোরিয়ে দিচ্চি, ভদ্দরলোক কি মা, বোন, মাগ ছেলের কাছে একটা বেবুশ্যে খান্‌কীকে নিয়ে থাকতে পারে?

পু-গিন্নী। অ্যা? আমাকে বেবুশ্যে বোল্লে? গেরেস্তর মেয়ে একদিনের দোষে আমি খান্‌কী হোলেম?

হরিদাসী। খান্‌কী হলে না? মেয়েমানুষ জাতটী কেমন? পুরুষের মত পরদার কোরে গনকে চোক্ ঠেরে ধুয়ে মুছে বোসে থাকা মেয়েমানুষের সাজে না। গেরোস্তর মেয়ে পাটী বাড়িয়েছেন কি মোরেছেন। এক পা হড়কানীতে বাপের কুল, শ্বশুরকুল, মাতুলকুল, সব কুলের মাথা খাওয়া হয়। তুমি কি মনে করেছো, এখনো খানকী হতে বাকী আছে? তোমার কি আর

অন্য গেরস্ত মেয়ে ছোবে নাকি ? আমার স্ত্রী এসে পড়্‌লে, তোমায় যদি ঠেলে বার কত্তে হয়, তা হোলে সে তুমি গেলে সদর দরজা থেকে ঘরের এ দরজা পর্য্যন্ত গোবরছড়া দিয়ে শুদ্ধ করে ছাড়্‌বে। তাই বল্‌ছি,ভালোয় ভালোয় এই সময় পথ দেখ।

পুঁ-গিন্নী। তুমি এমন করে আমায় যা ইচ্ছে তাই বল্লে ? আমি কি এতো জানি ?

হরিদাসী। তা জান আর না জান, ঐ আমার গিন্নী দেখ্‌চি এসে পড়্‌লো! এখন আমার পিট সাম্‌লাই কি তোমারই মাথা আগ্‌লাই ? টের পেয়ে থাকেন তো একেবারেই ঝাঁটা হাতে ক'রে আস্‌ছেন। ঐ যে রণবেশই তো বটে।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। বলি হচ্ছে কি ? মনে করেছ, আমি বুঝি কিছু টের পাইনি ? দশ দশটা গেরস্তর মেয়ের মাথা খেয়ে সাধ মেটেনি ? আর এক-টাকে এনে আবার বৈঠকখানায় পুরেছো!

হরিদাসী। আমি না—আমি না! উনিই আমাকে আমাকে সেধে—

নলিনী। সেধে তো সে দশ ছুঁড়ীও এসেছিলো; তা বেশ হয়েচে, সে বেটীদেরও যেমন ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিলেম, এ বেটীকেও তেম্নি করি। আর পাড়ার লোক ডেকে বেটীর পেছনে চাক্ বাজাতে বাজাতে চোরণী বলে কুমোরটুলীর থানায় পাঠিয়ে দি। চ বেটী! চ তোকে চুলের মুঠি ধরে আগে সদরে নিয়ে যাই।

হরিদাসী। আহা হা! মেরো না, মেরো না। মাত্তে হবে না। আমিই বিদায় কচ্চি। আমি খিড়্‌কী-দোর দিয়ে বার করে দিচ্চি।

নলিনী। তা হবে না, বুঝি সহজে ছাড়্‌বো ? ও বেটীকে সদরে নিয়ে গিয়ে পাড়ার লোকেরা সুমুখে ও কালামুখ দেখিয়ে তবে ছেড়ে দেব।

পু-গিন্নী। ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় সদরে নিয়ে যেয়ো না। আমার খিড়কী-দোর দে বার কর্‌য় দাও।

নলিনী। তাই তো। কে দিক্ দিকিন কেমন দিতে পারে ?

হরিদাসী। না, তুমি যখন বারণ কচ্চো, তখন কি আমি পারি ? বিশেষ এখন আমি দোষী আসামী। (পুঁটেগিন্নীকে) কি কর্‌বে বল ভাই! মেগের কথা ঠেলে একটা খানকীর কথা কি ক'রে শুনি বল ?

পু-গিন্নী। তুমিই আমার জাত খেয়েছো, তুমি আমায় খান্‌কী করেছো।

(বড় গিন্নী ও ষাঁড়েশ্বরের প্রবেশ)

নলিনী। ও মা, এ কো গো!

(গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ।)

হরিদাসী। আমিও যাব যে (দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ।)

বড়গিন্নী। দেখ্‌লি মজা দেখ্‌লি তো ? এখন নিজের চক্ষে দেখ্‌লি তো ? আমি বড় গলা ক'রে যা বলেছিলেম, তা হলো তো ? যেমন আমায় কাঁদিয়ে তাড়াতাড়ি বুড়ো বয়সে বে কোত্তে গিছিলি, এখন তেম্নি ভোগ কর! চুপ করে থ হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখ্‌চিস্ কি ? ও কি আর তোর আছে ? ঐ যে ছোঁড়া ঘরের ভেতর সোরে পালালো ওরই হাতে তোর আদরের চেকিকে সোঁপে দিয়ে বাড়ী ফিরে চ। ভাবনা কি ? আমার না হয় বয়সই হয়েছে, এখনও সেজেগুজে কাপড় পোরে দাঁড়ালে হত-ভাগীর চেয়ে ঢের ভাল দেখাবে এখন। ওর মুখে লাথি মেরে চল্ তো বুড়ো ঘরে যাই লক্ষ্মীটী চল ত।

ষাঁড়ে। যা পোড়ামুখো হতভাগী বুড়ী! দুঃখের সময় ও সব ভাল লাগে না। আমার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেলেও এতো প্রাণে বাজে তো না। আমার কান্না আসছে. (ক্রন্দন) ওরে পুঁটে বৌ রে। কি কল্লি রে! আমার মুখে রোজ দশটা ক'রে লাথি মেরে কেন ঘরে রইলিনি রে ? আমি তোর পায়ে চুণ হলুদ দিয়ে মনের সুখে থাক্‌তুম রে।

বড়গিন্নী। ও হতভাগা মিন্‌ষে। এখনও তোমার এতো সোহাগ? চোদ্দপুরুষকে নরকে দিলে, তোমার মুখে লাথি মেরে পরের দোরে এসে 'হার দিচ্চে, তবু লজ্জা হয় না? আমি হলে অমন মাগকে চার টুক্‌রো ক'রে কেটে কুকুরকে খাইয়ে দিতেম। লাথি খাওয়ার সাধ তোমার এখনও মেটে নি? আঃ পোড়ারমুখো মিন্‌ষে!

ঘাড়ে। আহা! বড়গিন্নী! ও যে আমার মিষ্টি লাথি, ও লাথি মেরে যদি ঘরে থাকে, তা হ'লে তো বর্ত্তে যাই! তা রইলো কৈ? ও পুটে বউ! এখনও বল, আমার সঙ্গে যাবি? তা হলে আমি লোকলজ্জা কেয়ার করি না। তোকে নিয়ে আমার ভাঙ্গা ঘর আবার জোড়া লাগাই গে। আমার আঁধার ঘরের বাতী যে তুই পুটে বউ! তুই যে আমার কোলজোড় পুটে বউ! আমার সঙ্গে চ। তোর বেরিয়ে আসা, পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটানো, সব ভুলে যাব।

বড়গিন্নী। ও মা! হতভাগা মিন্‌ষে বলে কি গো? এ খান্‌কীটাকে নিয়ে গিয়ে ফের ঘরে ঢোকাবি? তা তুই নিয়ে যাদ যাবি—যা, আমি কিন্তু ঝাটা মেরে তাড়াবো।

পু-গিন্নী। (ঘাড়েশ্বরের প্রতি) ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল, আর আমি কখন বাড়ীর বাহিরে পা দিব না।

ঘাড়ে। আর বারেণ্ডায় দাঁড়াবে না?

পু-গিন্নী। না।

ঘাড়ে। আর ছাদে উঠে কোন হতভাগাকে ইসারা টিসারা করবে না?

পু-গিন্নী। না।

ঘাড়ে। আর জানালার দাড়িয়ে কাউকে পানটান ছুড়ে দেবে না?

পু-গিন্নী। না।

ঘাড়ে। আমার মাথায় হা দে বল, আর এ সব কিছু করবে না?

বড়গিন্নী। মাথায় হাত দেবে কি? ওকে কি আর তোমায় ছুঁতে দেবো না কি?

ঘাড়ে। আহা! থাম না।

বড়গিন্নী। তুই থাম মিন্‌ষে! তুই পাগল হয়েছিস ব'লে কি তোকে গু হাটকাতে দেবো? মাগ বেরিয়ে এসেছে, তাকে হাতেনাতে ধরেছিস, কোথায় তার গলায় পা দিয়ে মারবি, না আবার উল্‌টে খোসামোদ?

ঘাড়ে। বেশ কচ্চি খোসামোদ কচ্চি, তোর কি? তুই মোত্তে আমার সঙ্গে এলি কেন? আমার যা খুসী, তাই করবো।

বড়গিন্নী। কোত্তে হয়, বাজারে ঘর ভাড়া কোরে ওকে নিয়ে থাকুগে যা, আমার দোরে সে ঢুলে—ওরি একদিন, তোরই একদিন—কি, আমারই একদিন।

ঘাড়ে। বড়গিন্নী! রাগ করিস্‌নি ভাই। ওতো আর তোর মত বুড়ী নয়; ছেলেমানুষ না বুঝে এক কাজ ক'রে ফেলেছে, ওর উপর রাগ করলে কি হবে? আহা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, আমার তো আর বুকে সইচে না।

বড়গিন্নী। মরণ তোমার! এই খানিক আগে মারবো, ধরবো, কেটে ফেলবো, জেলে দেবো, কত কথাই ব'লছিলে, এখন সে সব হুঙ্কার কোথা গেল? কালামুখীর মুখখানা দেখেই ভুলে গেলে? তা আমাকে মারই আর কাটই, ও হতভাগাকে আর কিছুতেই ঘরে সেঁদুতে দেব না।

ঘাড়ে। আমার ঘর, আমার দোর, আমি নিয়ে যাবো, দেখি কেমন ক'রে কে আটকায়? আয় তো পুটে বৌ—আয় তো। (পুটে বৌয়ের হস্তধারণ।)

বড়গিন্নী। কে, কেমন ক'রে নে যাবি যা দেখি বু বুড়ো! তোর বুড়ো হাড়ে কত জোর দে (হাত ছাড়াইবার চেষ্টা।)

ঘাড়ে। উহু হুঃ! হাত ভেঙ্গে গেল রে, ছাড় মাগী ছাড়!

বড়গিন্নী। তুই মিন্‌ষে ও ভাইনীর হাত ছা ছাড় ছাড়।

ষাড়ে। ছাড়্‌বি তো ছাড়, নইলে এখনই মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।

বড়গিন্নী। তুই ছাড়বি তো ছাড় নইলে মেয়ে নাথিতে ওর মুখ ভেঙ্গে দেবো আর পাড়াশুদ্ধ লোক ডেকে তোর কালামুখে আরও কালী ঢেলে দেবো।

ষাড়ে। ছাড়্‌বি তো ছাড়, নইলে তোকে খুন ক'রে ফেল্‌বো (মারিতে উদ্যত)

বড়গিন্নী। ওগো পাড়ার লোক দেখ্‌বে এসো, মেরে ফেল্লে, মেরে ফেল্লে মেরে ফেল্লে।

(বেগে হরিদাসের প্রবেশ)

হরিদাস। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? আমার বাগানবাড়ী—মেয়ে ছেলে রয়েছে, এখানে কিসের গোলমাল? কি মশাই। আপনি যে? পিছনে হাততালি দেবার সময় হয়েছে না কি? তাই ডাকৃতে এসেছেন?

ষাড়ে। তা এতো দেখ্‌চি তোমারই কাজ।

হরিদাস। আমার কাজ? আমার কাজ না তোমার কাজ?

ষাঁড়ে। আমার কাজ কিসে? বের কোল্লে তুমি।

হরিদাস। বের কল্লেম আমি? না আমার সাবধান না শুনে বেরুতে দিলে তুমি?

বড়গিন্নী। হ্যাঁ বাছা! ঐ তো বেরুতে দিয়েছে, হতভাগা মিন্‌ষে বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে ভাল চলান্ চলালে। আবার কোন্ মুখে যে এ আবাগীরে ঘরে ঢোকাতে চাচ্চেন, তা তো বুঝি না বাবু! তুমি ভালমানুষের ছেলে, তুমিও যে বের কোরে আন্‌লে, তুমিই বা কেন ছেড়ে দেবে বাবা?

হরিদাস। সে কি ঠাকুরুণ? আপনিও যে আমায় দুষ্‌ছেন! ছোট ঠাকুরুণটীকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, উনি আমার কাছে এসেছিলেন, না যার কাছে এসেছিলেন, তিনি ঐ ঘরের ভিতর?

বড়গিন্নী। হ্যাঁ বাবা। ঐ ঘরের ভেতরই বটে, আমরা আস্‌তে ছুটে ঐ ঘরের ভেতর চ'লে গেল। হ্যাঁ বাবা! তুমি নও, সে বুঝি তোমার ভাই?

হরিদাস। জানেন না? ঐ ঘরের দরজায় উঁকি মেরে দেখুন না;—ভাই কি কে?

(বড়গিন্নী অগ্রসর হইয়া দ্বারের নিকট গমন।)

বড়গিন্নী। (দরজার মধ্যে দেখিয়া) ও মা! এ কি? এ ঘরে পুরুষ কোথা? এ যে দুটী মেয়ে ছেলে।

হরিদাস। হ্যাঁ তাই, তো! ওর ভেতর একটী আমার স্ত্রী, অপরটী আমার ভগিনী।

বড়গিন্নী। তাই তো, তোমার চেহারায় আর তোমার বোনের চেহারায় যে কিছু তফাৎ নেই।

হরিদাস। উনি আমার যমজ ভগ্নী। মশাই কিছু বুঝ্‌ছেন কি?

ষাড়ে। কি জানি বাবা!

হরি। জানুন, আপনি বুড়ো বয়সে বিবাহ করেছেন, সেটী দূষণীয়, আপনার স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামী ত্যাগ করে বাঙ্গালী ঘরের সতীনামে কলঙ্ক দিয়ে পরপুরুষের আশা করেছে, সেটী দূষণীয়! দুটী অসহ্য কাব্যই দুটী মহাপাতক। আপনি তো সে পাতকে পড়েছেন, আপনার স্ত্রীও পড়্‌তে যাচ্ছিলেন, আমাতে আমার ভগ্নীতে আর স্ত্রীতে পরামর্শ করে ফেরাবার যত্ন করেছি। কদিন ধ'রে লোক পাঠিয়ে আমায় জ্বালাতন করবার পর কাল রাত্রে উনি বেরিয়ে আস্‌তে চাওয়াতে আমি আস্‌তে লিখেছিলাম, উনি স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এসে আমার এই বাগানবাড়ীতে এলেন, এখানে আমার ঐ ভগ্নী আমার বেশ ধরে ও কে আদর-যত্ন করে সিদ্ধির সরবৎ খাইয়ে সমস্ত রাত অচেতন ক'রে রাখেন। তার পরের ঘটনা উনি জানেন, তাতে জ্ঞান হয়ে থাকে ভালই, আর তার পরের ঘটনা আপনারা এসে দেখ্‌চেন। আমিই আমার চাকরকে পাঠিয়ে আপনাকে হেতায় আনাইয়াছি।

যাড়ে। রক্ষা হোক্! তবে পুঁটে গিন্নী আমার ঠিকই আছে, অসতী হয় নি?

পু-গিন্নী। সত্যি! দেখি—(দরজার ভিতর দেখিয়া) আঃ বাঁচলুম!—আমি তবে খানকি হই নি! মলেও আর কথনও এ পথে এগুবো না।

বড়গিন্নী। যা, সব ফস্কে গেল? তবে তো ছুঁড়ী ফিরে ঘরে চল্লো! তবু গেরস্তর মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে তো ছিল!

যাড়ে। তা বেরুক্ বেরুক্, আর বেরুবে না। বাপু হরিদাস! তুমি আর জন্মে আমার বাবা ছিলে। আমার তুমি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার কল্লে, বুকভাঙ্গা যাতনার দায় থেকে নিস্তার কল্লে। মাগ বেরিয়ে যাবার জ্বালা কারুর যেন হয় না, কেউ যেন ভোগ করে না।

হরিদাস। বুড়ো বয়সে বে না কল্লে তো ও জ্বালা সইতে হয় না?

যাড়ে। হ্যাঁ বাবা! ও কথা ঠিক বলেছ। বুড়ো বয়সে বে যেন কেউ করে না,যেন কারু হয় না।

বড়গিন্নী। আর তাও বলি, কাণা হোক্, খোঁড়া হোক্, খাঁদা হোক্, বোঁচা হোক্, আর বুড়ো, হাবড়াই হোক্, ভাতার ছেড়ে হিন্দুর মেয়ে যেন কখন বেরোয় না, যেন বেরোতে চায় না।

পটক্ষেপণ।

দুলালচাঁদ

গল্প।

(১)

পিতার একমাত্র পুত্র দুলালচাঁদ। অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়ায় পুত্রগতপ্রাণ পিতা মহাশয় বালকের লালনপালনে মায়াময়ী মাতার স্থানাধিকার করিয়াছিলেন। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনেক কষ্টে—বক্ষের অনেক শোণিত শুকাইয়া, স্নেহের পুত্তলিকাটীকে মানুষ করিয়াছিলেন। দুলালের বয়স এক্ষণে বিংশতি বৎসর, এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। পিতার আনন্দের সীমা নাই। গ্রাম-শুদ্ধ লোকের নিকটে সুপুত্রের বিদ্যাবত্তার পরিচয়চ্ছলে সদ্‌গুণ কীর্ত্তন করিয়াও প্রবীণ দলপতি কেনারাম বাবুর আশা মিটিতেছে না। যখনই পুত্রের মুখপানে মমতাকটাক্ষে চাহিয়া দেখেন, তখনি গৃহিণী জীবিতা থাকিলে এ সময় সাধের সংসারে সোণার চাঁদকে লইয়া না জানি কি আনন্দই হইত, ভাবিয়া অপরের অসাক্ষাতে মুখ ফিরাইয়া চক্ষের জল মোচন করেন। আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটিতে লাগিল। ছুটীর দিন ফুরাইয়া আসিল। মানুষের পোড়া অদৃষ্টে সুখের সময় সীমাবদ্ধ—সম্যক্ পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই বিজলী-চমকের ন্যায় চকিতে লুকাইয়া পড়ে। এবার এখাকার পাঠ সাঙ্গ হইল দুলালকে কলিকাতার কোন কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিতে হইবে। বৃদ্ধের মহা ভাবনা হইল, হরিপাল হইতে কলিকাতা প্রায় একদিনের পথ, প্রতিদিন যাতায়াত অসম্ভব, অথচ দুলালকে কলিকাতায় পাঠাইয়া কেনারাম বাবু কি করিয়া শূন্যগৃহে অবস্থান করিবেন? দেশে না থাকিলেও নয়, গ্রামের দলপতি তিনি হরিপালস্থ হিন্দু-সমাজের একজন ক্ষমতাবান্ ও মান্যগণ্য বিগ্রহ গ্রামের মস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রাম্য-সমাজকে মস্তকহীন করিয়া যাওয়া কেনারাম বাবুর সাধ্যাতীত। ভাবিলেন, কলিকাতা ভবানীপুরে নিজ জামাতার ভবনে দুলালকে রাখা যাউক, তাহাতে আবার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। প্রবীণ গ্রাম্যসদস্যগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা অসম্মতি জানাইলেন। কেনারামবাবুর জামাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকীল। তাঁহার অপরাধ, তিনি ইংরাজী মেজাজের লোক, ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান সভ্য। কেনারাম বাবু তজ্জন্য কন্যা-জামাতার মুখাবলোকন করেন না, তাঁহাদিগের নাম মুখে আনিতেও লজ্জা বোধ করেন। গ্রামের প্রধান দলপতি তিনি। ব্রাহ্মভবনে বাস করা দলপতি তনয়ের পক্ষে একবারে অসম্ভব। কেনারাম বাবুর মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও মান-সাদরের ভয়ে ও গ্রাম্য সদস্যগণের মনরক্ষার্থ পুত্রকে জামাতা-ভবনে পাঠাইতে অস্বীকার করিলেন। কলিকাতায় বাস করাই স্থির হইল। একা দুলাল বাসায় কি করিয়া বাস করিবে? প্রতিবাসী হরনাথপালের পুত্র ভৈরবচন্দ্রকেও কলিকাতায় পড়িতে হইবে। তাহার পিতা, পুত্রকে দুলালের বাসায় রাখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল, ভালই হইল। পটলডাঙ্গায় হরিপালস্থ জনকয়েকের বাসায় পার্শ্বস্থ ভবন ভাড়া লইয়া কেনারাম বাবু বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য মদনকে সমভিব্যাহারে দিয়া দুলালকে কলিকাতায় পাঠাইলেন, প্রতিবেশিনী একটী বয়স্থা ব্রাহ্মণকন্যায় বাসায় রন্ধন-

কারিণী হইতে স্বী[illegible] করিলে—তাঁহাকেও প্রেরণ করা হইল। দুলাল [illegible] ভৈরব প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। উভয়েই প্রতি সপ্তাহে এক একবার বাটী আসিতে লাগিলেন। পিতার বারণসত্ত্বেও দুলালচাঁদ স্বাভাবিক মমতার বশবর্ত্তী হইয়া—স্কুল হইতে মধ্যে মধ্যে ভবানীপুরে গিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী মনোরমার সহিত দেখা করিয়া বিলম্বে বাসায় আসিতেন। ভৈরব হয় ত বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারিত না।

(২)

কেনারাম বাবুর জামাতা উন্নতমনা ব্রাহ্ম। স্ত্রী-স্বাধীনতায় তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। তদীয় পত্নী মনোরমাও সৎস্বভাবা,—বিদ্যাবতী—দানশীলা। মনোরমা ব্রাহ্মপরিবারের উজ্জ্বল মণি। তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে ও মৃদুবাক্যের পারিপাট্যে পল্লীস্থ সর্ব্বসাধারণে শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিত। নরেন্দ্রবাবু স্ত্রী-সুখে সুখী, মনোরমাও স্বামী-সুখে সুখিনী। উভয়ের প্রাণ ভরিয়া প্রেমের অনন্ত উৎস উছলিয়া পড়িত। নরনারীকুলের আদর্শ-স্বরূপে পবিত্র দম্পতি পল্লীর প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র বাবু সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া আসিয়া বাটীতে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিশীথে শ্রমজীবিকুলকে শিক্ষাদান করিতেন। মনোরমাও দিবসে নিজ বাটীতে পল্লীস্থ বালিকাগণকে বিনাব্যয়ে বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষা প্রদান করিতেন। একটী সুন্দরী বেশ্যাকন্যাকে মনোরমা বড়ই ভালবাসিতেন; বেশ্যাকন্যা ভগবতী, স্বভাবতঃ সুশীলা, তাহাতে আবার মনোরমার উপদেশে সে হৃদয় অধিকতর মার্জ্জিত হইয়া বালিকার চরিত্রে ও প্রকৃতিগত উন্নতিবিধান হইতেছিল। শিল্পকর্ম্মে ও গ্রন্থপাঠে সমধিক যত্নবতী দেখিয়া মনোরমা নিজ কন্যার ন্যায় সযত্নে তাহাকে শিক্ষা দেওয়াতে, ভগবতী দিবসের অধিকাংশ সময়ই মনোরমার নিকট থাকিতে ভালবাসিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মার্জ্জিতরুচি বালিকা মাতার চরিত্রে বিরক্ত হইয়া মনোরমার নিকট ঘৃণা ও দুঃখ প্রকাশ করিতে শিখিলে, মনোরমা মিষ্টকথায় তাহাকে [illegible]াইতেন। বালিকার রূপ-গুণ ক্রমান্বয়ে বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, মনোরমা স্বামীর নিকট তাহার ভবিষ্য সুখের কথা জিজ্ঞাসা [illegible] গেলে নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সমাজের [illegible] এবং প্রবৃত্তির প্রাধান্য-লক্ষণের কথা একে একে বুঝাইয়া দিতেন ও তজ্জন্যই বেশ্যা-কন্যায় ঘৃণিত ব্যবসায় ব্যতীত উপায়ান্তর অসম্ভব বলিয়া মনোরমাকে ব্যথিত করিতেন। মনোরমা স্বামীর কথায় একেবারে নিরাশ না হইয়া, ভগবতীকে পুর-মহিলার কর্ত্তব্য কার্য্য শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। ভগবতীও বেশ্যাপদবীর অলঙ্কার হইবার জন্য জন্মে নাই। সেই নবীনা তনয়ার কোমল হৃদয়ে মনোরমা যেরূপ গঠন করিতে চেষ্টা করিলেন, সহজেই তাহা হইতে লাগিল। ভগবতী এক্ষণে ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কা। ধর্ম্মতেজে তাহার হৃদয় পূর্ণজ্যোতির্ম্ময়—বেশ্যা ভবনের বিভীষিকায় তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, কুলটাগণের বিপরীত কুরীতি ও নারীচরিত্রের অপব্যবহারে বিষয় দেখিয়া দেখিয়া ভগবতী অশ্রুমতী হইয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া বেড়াই ত লম্পটের কুদৃষ্টির প্রভাবে ম্রিয়মাণা ভগবতী লজ্জাবতী লতিকার ন্যায় আকুঞ্চিত হইয়া মুদ্রিত করিত। আমাদের দুলালচাঁদ পূর্ব্বে মাসে মাসে এক একবার করিয়া ভগিনীর বাটীতে আসিতেন। দুলাল আসিলে ভগবতী পাঠ্য পুস্তক লইয়া, তাঁহার নিকট বসিয়া পরীক্ষা দিত। দুলাও বালিকার প্রিয়-ব্যবহারে আমোদিত হইতেন। প্রথমে দুলাল, ভগবতীর বালিকা ব্যবহারে ও সরল ভাবভঙ্গীতে আমোদ পাইতেন বটে, কিন্তু—বালিকা যতই লজ্জার প্রকৃত আবরণ ক্রমে ক্রমে ভগবতীর দেহলাবণ্যে ঢালিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; দুলালের প্রাণে ততই যেন কি এক অজ্ঞানিত নূতনভাবের আবেশ হইতে লাগিল। ভগবতীর পানে পূর্ণনেত্রে চাহিয়া থাকা কমিতে থাকিল। ভগবতীও বুঝিল না—কে যেন কোথা হইতে অলক্ষ্যে থাকিয়া ভগবতীকেও অপাঙ্গদৃষ্টি ও সলাজ কটাক্ষ শিখাইয়া দিল। কাছাকাছি হইলেও উভয়ের

প্রাণ যেন শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিত। কেন যে শিহরিত—তাহা উভয়েই বুঝিত না। তবে উভয়েই বুঝিত কি?—আগে আগে সাক্ষাতে সাক্ষাতে উভয়ে যে প্রীতিলাভ করিত, এক্ষণে সপ্তাহে দুই-বার সাক্ষাতেও সে সাধ যে মিটিত না—দুজনে তাহাই কেবল বুঝিতে পারিত; আগে আগে দুটো কথায় যে সময় লাগিত, এখন দুটী প্রাণজুড়ানো কথায় তাহার দ্বিগুণ সময়েও কুলায় না।

ভৈরবচন্দ্র স্বভাবতঃ হিংসক। দুলাল নিজ অধ্যবসায়ে ও লেখাপড়ার যত্নে কলেজের প্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছেন দেখিয়া, হিংসায় নির্ব্বোধ ভৈরবের প্রাণ করকর করিতে লাগিল। ছুতানতায় দুলালের দোষ ধরিতে ভৈরবের বড়ই আনন্দ হইল। দুলাল ভগ্নীর বাটীতে অধিক যাতা-য়াত করিতেছে দেখিয়া—ভৈরব হরিপালে আসিয়া কেনারাম বাবুর কাছে দশখানি করিয়া লাগাইল। আজ রবিবার কেনারাম বাবুর চণ্ডীমণ্ডপ লোকা-রণ্য! গ্রামস্থ প্রবীণগণ তকাইয়ে বৈঠক করিয়া গণ্ডগোল করিতে করিতে দলাদলির ঘোঁট করিতে-ছেন। সকলের মুখেই ব্যগ্রতার চিহ্ন। দলাদলি-ঘোঁট শেষ হইলে, কথায় কথায় দুলালের ভগ্নীর বাটীতে গমনাগমনের কথা পড়িল। প্রবীণেরা একমত হইয়া কেনারাম বাবুকে উক্ত বিষয়ে সাব-ধান হইতে বলিলেন। সৎপুত্র দুলাল—ব্রহ্ম জ্ঞানীর দলে পড়িয়া একেবারে যাহান্নামে যাইবে ভাবিয়া কেনারামবাবু দুলালকে সর্ব্বসমক্ষে বাহিরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সচ্চরিত্র শান্ত দুলালচাঁদ মৃদুপাদক্ষেপে গ্রীবা অবনত করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রবীণেরা সমস্বরে বলিলেন, "আহা! কি ঠাণ্ডা ছেলে তোমার কেনা-রাম বাবু! এ ছেলে যদি হিঁদুয়ানীর বাহিরে গিয়ে পড়ে, তাহা হইলে সে দুঃখ আর রাখিবার জায়গা হইবে না।" কেনারাম বাবু প্রিয়ভাষে দুলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁগো বাপ! কি কথা শুনি? তুমি নাকি তোমার ভগ্নীর বাটীতে সদাসর্ব্বদা যাতায়াত কর?" দুলালের মুখ লাল হইয়া উঠিল,

"আজ্ঞে, সদা সর্ব্বদা যাইবার সময় পাইব কি করিয়া? যে দিন কদাচ কখন স্কুলের ছুটী থাকে অথচ এখানে আসিতে পারি না—সেই দিনেই সেথায় গিয়া একবার মাত্র দিদির সঙ্গে দেখা করিয়া তাড়াতাড়ি তখনই চলিয়া আসি" বলিয়া নম্রপ্রকৃ-তির দুলাল পুনর্ব্বার গ্রীবা অবনত করিয়া রহিলেন। কেনারাম বাবু সদস্যগণের মুখপানে চাহিয়া বলি-লেন, "তাই ত বলি, দুলাল কি আমার তেমন অবাধ্য ছেলে!" "আহা! বেশ! বড় সৎ ছেলে!" বলিয়া প্রবীণগণ তামাকু টানিতে টানিতে দুলালকে বহুবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দুলালচাঁদ আমা-দের যেন অগ্নি-পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। আজি অবধি দুলাল যে দিন ভবানীপুরে যাইতেন সে দিন ভৈরবের কাছে তাহা লুকাইতেন। অথচ তাঁহার তথায় না যাইলেই নয়—স্বাধীন ইচ্ছার বেগ-সংবরণে যুবক দুলাল অসমর্থ!

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না—তরঙ্গের বেগে ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলী বক্ষে ধরিয়া অনন্ত কাল বেগে বহিয়া যাইতেছে। সময়কে শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়া, পার্থিব জনগণ তাহার একটী ভাগও স্ববশে আনিতে পারিতেছে না—পল, বিপল, দণ্ড, দিন, মাস, বৎসর অনাহত যাইতেছে। ভগবতী চতুর্দ্দশ বৎসরে পা দিয়াছে, তাহার সরল প্রাণের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া একদিকে নরেন্দ্র সন্তোষে আমোদিত ও ভাবিত, অন্যদিকে তাহার স্নেহময়ী জননী ব্যস্ত ও চমকিত। দুলালচাঁদের প্রাণে শান্তি নাই, তাঁহার প্রাণের ভিতর বিষম বিপ্লব বাধিয়াছে। কখন যাহা শুনেন নাই, পুস্তকে যাহা পাঠ করেন নাই,—ভগবতীকে দেখিয়া দেখিয়া—তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তাহার সহিত দুটী একটী কথা কহিয়া কি এক অভূতপূর্ব্ব প্রীতিপূর্ণ—অথচ নূতন—অদৃশ্য অনুরাগ অনুভব করিতেন। এখন ভগ্নীর বাটীতে যাইয়া অনেক সময় ভগিনীকে দেখিয়াও কোন কথা না কহিয়া—বাটীর চারিদিকে যেন—আরও কিছুর অন্বেষণ করিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকেন—সে চাহনিতে ব্যগ্রতামাখা। মধুমাখা

ভগবতী পুনঃ মনে চাহিতে চাহিতে—অকস্মাৎ চক্ষু নামাইয়া অগ্রসর হইলেই—দুলালের চক্ষু স্থির হয়—কথার জড়তা শেষ হয়—বাক্‌পটুতার—পুনরাবির্ভাব হয়। মনোরমা পূর্ণ যুবতী। ভ্রাতার হৃদয়ের সম্মুখে যে মুকুর স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে মনে হাসেন—প্রাণের পুলকে ছুটিয়া স্বামীর নিকট সকল কথা খুলিয়া বলেন—নরেন্দ্র বাবু শুনিয়াই বিরসবদন হন। মনোরমা সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। দুলাল কিন্তু ভগিনীর সে ভাব বুঝিয়া—যেখানে ভগবতীর সম্মুখে হৃদয়ের ভাব লুক্কায়িত করিবার চেষ্টা করেন—ভগিনী সেখানে প্রায় উপস্থিত থাকেন না। সুতরাং দুলালকে বড় প্রতিবন্ধক সহ্য করিতে হয় না। ইতিপূর্ব্বে ভগ্নীর বাটীতে গিয়া বৈঠকখানার চেয়ারে বসিলেই—ভগবতী নিজের পশম-বোনা ও পুস্তক, শ্লেট লইয়া আসিত। দুলাল হাসিতে হাসিতে ভগবতীকে নিকটে ডাকিয়া তাহার হস্ত হইতে পশম বোনা লইয়া ভাল-মন্দ বিচার করিয়া বলিতেন পুস্তকের পুরাতন পাঠ প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা লইতেন—উত্তর করিতে না পারিলে বকিতেন; ভগবতী পরদিন ভাল করিয়া পড়া করিয়া রাখিত। বালিকার বাল্য-ক্রীড়ায় দুলাল যোগ দিতে হইতেন। গ্রীষ্মকালে—পাখা লইয়া কতদিন ভগবতী দুলালকে বাতাস করিয়াছে, মশা মাছি মারিয়া দিয়াছে দুলাল কতদিন ভগবতীর গায়ে জামা পরাইয়া দিয়াছেন, মাথার ফুল গুঁজিয়া দিয়া হাততালি দিয়াছেন। এক্ষণে কিন্তু সে ভাব আর নাই—ভগবতীর পক্ষে বালিকার খেলা-ধূলা সাঙ্গ হইয়াছে—তাহার আর উচ্চ হাসি নাই, সে উজ্জ্বল নয়নের সে অস্থির চাহনি আর নাই—নম্রমুখী চপল চরণ ভুলিয়াছেন—মন্থরগতিতে—নতমুখী—স্থিরনেত্রে চাহিতে চাহিতে বিদ্যালয়ে আইসেন। পথে কত লোকে তামাসা করে—সরলা তাহা গ্রাহ্য করিতে জানেন না। প্রাণে একটী প্রদীপ জ্বলিয়াছে—তিনি সর্ব্বক্ষণে একদৃষ্টে সেই দিকেই চাহিয়া আছেন। প্রদীপ কেন জ্বলিল? এ জ্বালা কোন্ আগুনের? ভাবিয়া ভগবতী ত কিছুই স্থির করিতে পারেন না। অস্থমনা হইলে অমনি নিবিয়া যাইবার ভয় হয়, প্রাণ ধরিয়া ভগবতী এ নূতন প্রদীপ নিবিতেও দিতে পারেন না।

বেলা অপরাহ্ণ। দুলালচাঁদ বিদ্যালয় হইতে বাসায় না আসিয়া—বরাবর ভবানীপুরে ভগ্নীর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোরমা সে দিন পার্শ্বস্থ কোন এক প্রতিবেশিনীর বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, বাটীতে দাস দাসী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। দুলালচাঁদ প্রথমেই বালিকাদের পাঠগৃহে গিয়া দেখিলেন—পাঠাগার জনশূন্য। যাহার জন্য এত পথ ছুটিয়া আসিয়াছেন, সে মনোহারিণী মূর্ত্তিখানি তাঁহার হৃদয়ফলকে দিন দিন গাঢ়তর অঙ্কিত হইতেছিল কিন্তু, আজ সে মূর্ত্তি কোথায় লুকাইল? দাসীকে কথা দাস দাসীকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা বলিল—ভগবতীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আর জিজ্ঞাসা করা হইল না। পার্শ্বকক্ষ হইতে দুলালের কোমলস্বর অস্পষ্ট শুনিতে পাইয়া নবীনা ছুটিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন—অমনি দুলাল উপরপানে চাহিলেন—চারি চক্ষু একত্র হইল; অমনি চারিচক্ষু অদৃষ্ট নিপতিত! আবার উত্থান! আবার পতন! বিজলী খেলিতে খেলিতে লুকাইল! দুলাল সোপান বহিয়া বারাণ্ডায় উঠিলেন—ভগবতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি কৌচের উপর বসিয়া স্থিরনেত্রে আরসীর পানে চাহিয়া রহিলেন। দুলাল [illegible]—মুহূর্ত্তমাত্র। একবার—এতদিনের পর নির্জ্জন পাইয়া প্রাণ ভরিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন—দর্পণে প্রতিবিম্ব সেই আয়ত লোচনপানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। আগে দুলাল আসিলে ভগবতী তাড়াতাড়ি গিয়া দুলালের হাত ধরিয়া চক্ষু নাচাইয়া বালিকার ভঙ্গিমায় কত কথা কহিত [illegible], আজ আর তাহা নাই, সে তাড়াতাড়ি নাই, সে চলনের সে স্বাভাবিক নাচনভঙ্গী নাই সে চক্ষু নাচানর সে মধুর নর্ত্তন নাই—সে ওষ্ঠাধরে সে সুধাহাস্যের তরঙ্গ নাই, বালিকা যেন সে সমস্তই

ভুলিয়া গিয়াছেন। দুলালের চক্ষে আর সেই সে দিনের ভগবতী নাই—ভগবতী আজ পূর্ণ-পরিবর্ত্তনে যৌবনের জলন্ত প্রতিমারূপিণী। বিশ্ববিমোহিনা মধুরোজ্জ্বল রূপের শান্ত-কিরণে বিভূষিতা। দুলালের হৃদয়ের লুকান কক্ষে পূর্ণশশীর নির্ম্মল জ্যোৎস্না বিরাজিছে। নিরবচ্ছিন্ন সুধা পিয়ো চপল। দুলাল—অনিমিষনয়নে ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া চাহিয়া আছে—ভগবতী গ্রীবা বাঁকাইয়া—একবার চাহিয়াই—চক্ষু নামাইয়াছেন, আর চক্ষু উঠে না—ঘন ঘন বক্ষ উঠিতেছে—পড়িতেছে। কতক্ষণ—কে জানে কতক্ষণ—নির্জ্জনে নীরবে—যুবক-যুবতী মুখে কথা নাই—চক্ষে চক্ষে চকিতে মিলিয়া বক্ষের ভিতর কি জানি কি—কেমনতর এক স্বতন্ত্র লীলার আবির্ভাব হইতেছে। আহা! এ ক্ষেত্রে এ নূতন ব্রতী দুলাল ভগবতী যেন এ জগতের নরনারীময়। এ অনাঘ্রাত দুটী ফুটন্ত ফুলই যেন—মন্দাকিনীর চলচল তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া যাইতেছে—অগাধ জলে দুটী প্রাণই ভাসিতেছে, অথৈ জলের কূল-কিনারা চিনিতেছে না! নবীনপ্রাণের এই একত্রে ভাসানই বুঝি প্রেমের পরিণাম? কিছুই জানে না দুজনে—অথচ উভয়েই অজ্ঞাতে উভয়ের প্রাণে প্রাণে—কি এক অজানা ভাষায় অবিশ্রান্ত কথাবার্ত্তা চলিতেছে। টং টং টং করিয়া ঘড়ী বাজিল—দুজনেরই চমক হইল। ভগবতী তখন দুলালকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন—"দুলাল, বোস না ভাই!" দুলাল কোথায় বসিবেন? কৌচের উপর ভগবতীর পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। আজ নির্জ্জনে দুজনে অনেক কথা হইল। দুলাল প্রাণের কথা লুকাইতে না পারিয়া ভগবতীর কাণে কাণে সব বলিয়া ফেলিলেন—ভগবতীর শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল;—শিহরিয়া বলিলেন, "আমি কে দুলাল, তা কি তুমি জান না? জানিলে ভাই ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে হইবে।" দুলাল বুঝিতে পারিয়া ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন, পরে মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "তা বোলে কি ভগবতী আমি প্রাণ বলিদান দিব? কণ্টকবৃক্ষেই যে গোলাপ ফুটে, তা কি আমি জানি না? মিছে বাধায় কেন আমায় কাঁদাতে চাও! আমার চক্ষে যে তোমায় দেখিবে—আমার প্রাণে যে তোমার প্রাণের গভীরতা মাপিবে, ঘৃণা তার অসাধ্য। আমি ত রূপে শুধু মজি নাই, সরল-প্রাণের স্বর্গীয় মাধুরী বড় ভালবাসিয়াছি—আমি তোমায় চক্ষে দেখি নাই—প্রাণে প্রাণে পরীক্ষা লয়েছি ভগবতি! সাপের মাথা বৈ মাণিক আর কোথায় জন্মে? আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না, স্বর্গসুখের প্রয়াসী আমি—মরণে আমার ভয় কি বল দেখি?" ভগবতী আর কোন কথা বলিলেন না, দুলালের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া—সে উজ্জ্বল নেত্রের পবিত্র দীপ্তি দেখিয়া, সে গম্ভীর বদনের সে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ, সেই অকম্পিত বচনের অটল বাঁধনী শুনিয়া, একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অজ্ঞাতে করলতা-দুখানি দুলালের গলায় জড়াইয়া পড়িল—অজ্ঞাতে গ্রীবা অবনত হইয়া পড়িল। অজ্ঞাতে দুলালের উন্নত স্কন্ধে সুকোমল কপোল পরশিল। দুলাল আপনার নিধিকে আপনার হইতে দেখিয়া, একবার প্রাণ ভরিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির গুণকীর্ত্তন করিলেন। পবিত্র-প্রেমের পীযূষময়ী কল্পনার কমনীয় চিত্রখানি আঁকা শেষ না হইতে হইতেই—প্রাঙ্গণে মনোরমার কণ্ঠস্বর শুনা গেল—ভগবতী উঠিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে কক্ষদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাত্রে মনোরমা নরেন্দ্রবাবুকে দুলাল ভগবতীর প্রেমের কথা বলিয়া উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্রবাবু নিশ্বাস ছাড়িয়া—সমাজকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন—মনোরমা কিছুতেই ছাড়িল না—নরেন্দ্রবাবুকে স্বীকার করাইবার জন্য বুদ্ধিমতী রমণী উন্নতমনার ন্যায় তর্কজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন, সমাজ বাঁধনি সে তর্কের নিকট খুলিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে নরেন্দ্রবাবু কাজে কাজেই সম্মত হইলেন। এদেশে দাস-দাসী কতৃকগুলি

মের গুপ্তকথা প্রায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। রমণী নাম্নী কোন পরিচারিকা—উক্ত নিশীথের পরামর্শ শুনিয়া ভগবতীর বেশ্যামাতাকে বলিয়া দিল। বেশ্যা চমকিয়া উঠিয়া, পার্শ্ববাসিনী রাক্ষসীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দেবভাবময়ী ভগবতীর জন্য নরকদ্বার খুলিবার উপায় করিতে লাগিল। ভগবতীর—মনোরমার নিকট যাতায়াত বন্ধ হইল। স্বাধীনস্বভাবা সরলা রমণী লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অনুনয় বিনয়ে কঠিনা বেশ্যার পাষাণ প্রাণ টলিল না—পাষণা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিয়া অহর্নিশি ভর্ৎসনা করিতে করিতে প্রেমময়ীকে অশ্রুধারায় ভাসাইতে লাগিল। বেশ্যার ছলনা কে বুঝিবে? ভগবতী ত তাহা শিক্ষা করেন নাই। ভীষণা জননী, কুলটার হাবভাব ও কুলটার বিলাস-বিভ্রম শিখাইতে যত্ন করিতে লাগিল—ভগবতী তাহা শিখিলেন না। তাঁহার প্রাণ অন্যদিকে ধায়, সে মোহিতার উন্মীলিত হৃদয়পদ্ম অন্য পানে চেয়ে, সে সতেজ চক্ষু লম্পটের পানে চাহিতে ঘৃণা বোধ করে; লোভী লম্পট আশায় মাতিয়া চাহিতে থাকে—ধর্ম্মতেজে লম্পটের বিলাস-নেত্র ঝলসিয়া দেয়—উঁকি মারিয়াই লম্পট পলায়ন করে। বেশ্যামাতার নিমন্ত্রিত লম্পটগণের মধ্যে যে অত্যন্ত সাহসী—সেই আসিয়া—হাসিয়া হাসিয়া ভগবতীর সঙ্গে প্রেমের রহস্যকথা কহিতে চায়—লজ্জাময়ী ভগবতী সচ্চরিত্রা পূর্ণযৌবনার ন্যায়—সরল কথায় লম্পটকে উচিত উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দেন—বেশ্যাকন্যার কুলললনার পবিত্র প্রভাব সন্দর্শনে লম্পট আর ফিরিয়া চাহে না। এইরূপ প্রতিদিন কতজন আসিল, কতজন ফিরিয়া গেল—বেশ্যামাতার ক্রোধের সীমা রহিল না; প্রথমে তিরস্কার—পরে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও ত্রুটি করিল না। ভগবতী মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদেন—আর ভগবান্‌কে ডাকেন। অশোক-বনের সীতা ন্যায়—চেড়ীগণবেষ্টিতা ভগবতী নরকে বসিয়া স্বর্গের চিত্রখানি—আহা! সেই মনোরমার বাটীতে সেই গুণধামের অনন্ত গভীর প্রেমের পরিমাণ করিয়া—প্রাণের সাধে অঙ্কিত দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতে চান। এদিকে দুলাল অন্যমনা হইয়া—ব্রহ্মাণ্ড আঁধার দেখিয়া বেড়াইতেছেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই,—প্রেমে উন্মাদ, ভাবিতে শুনিতে পান না, ভগ্নী আদর করিলে এক একবার বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলেন। মনোরমার প্রাণে তাহা সহিল না। স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া উপায় স্থির করিলেন। নরেন্দ্রবাবু আপনার একজন সদস্যকে লম্পটের ছলে ভগবতীর মাতার নিকটে প্রেরণ করিলেন। বেশ্যামাতা সেদিন ভগবতীকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছিল। আহা, নিরাশ্রয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। নরেন্দ্রবাবুর সদস্য বেশ্যার কথামত ভগবতীর গৃহে প্রবেশ করিয়া চুপে চুপে তাঁহাকে সব কথা শুনাইল, ভগবতী হাসিতে লাগিলেন। বেশ্যামাতার মনে মহা আনন্দ হইল, মনে করিল, প্রহারের প্রভাবে ভগবতী ঠিক হইয়াছে। সদস্যের সে রাত্রি ভগবতীর নিকট থাকিবার কথাবার্ত্তা স্থির হইল। বেশ্যা নিশ্চিন্তে ঘুমাইল।

ভগবতীর আর বিলম্ব সহে না, এক এক মুহূর্ত্ত এক এক বৎসরের ন্যায় বোধ হইতেছে। ভগবতীর প্রাণ এখনও স্থির নাই; এখনও সন্দেহ মিটিতেছে না। পার্শ্বগৃহে সুরার স্রোত বহিতেছে, উচ্চহাসি ও অশ্লীল গানের বিকট চীৎকারে পল্লী কাঁপিতেছে। মদমত্ত বার-বিলাসিনী বিকৃতকণ্ঠে কাহাকে আদর, কাহাকে অনাদর, কোন ভদ্রসন্তানকে বা অকথ্য গালিগালাজ করিতেছে। মদ্যপায়ীদল ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মুক্তকেশী উলঙ্গিনীর চরণে ধরিয়া রাগ থামাইতেছে। সুরার পৈশাচিক মহিমায়—পিশাচদল সদাই অর্থনাশের উপায় দেখিতেছে। ইয়ারদলে অনবরত পানপাত্র ঘুরিতেছে, অনর্গল মদিরা গড়াইতেছে। দিবসে যাহার ‘সুরাপান-নিবারিণী” বক্তৃতায় সাধারণ মন্দির প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, মত্ত শ্রোতাগণের দুঃখে যে দেশহিতৈষীর নয়নে অনর্গল অশ্রুধারা গড়াইয়াছে, নরেন্দ্রবাবুর সদস্য

গবাক্ষছিদ্র দিয়া দেখিলেন, তিনিই আজ এই নরপিশাচদলের অধিনায়করূপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-পরিমাণে পানপাত্র শূন্য করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়োত্তীর্ণ দুই চারিটী যুবকও রহিয়াছেন। নরেন্দ্রবাবুর সদস্য ঘৃণায় চক্ষু ফিরাইলেন। হায়! হায়! অধঃপতন সঙ্গীতের আশ্রয়ে সোণার সমাজ ছারখার হইতেছে! বঙ্গসমাজে কবে নীতিজ্ঞানের প্রাবল্য দেখা যাইবে? সে দিন কবে আসিবে? ভাক্ত সংস্কারদল থাকিতে কিছুই হইবে না। আত্মোপমা না দেখাইলে চলিবে না। পথপ্রদর্শক না পাইলে কখনও কোন কালে সমাজ সুধরাইবে না। যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল—বেশ্যাগৃহে গোলযোগ ততই বাড়িতে লাগিল।—মদমত্তদল কেহ সেক্সপিয়ার, কেহ মিল্‌টন আওড়াইতেছে, কেহ চীনবাজারের ইংরাজীতে কথা কহিতেছে, কেহ বা অসহ্য বোধে বমি করিতেছে—কেহ টলটলায়মান-পদে হেলিয়া দুলিয়া হুঙ্কারকারীর মস্তকে জল ঢালিতেছে। হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। মদ্যপাত্র, পানপাত্র, আহার্য্য দ্রব্য চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া চেতনাবিহীন মৃতদেহবৎ গড়াইতেছে। অসহ্য গোলযোগে নিদ্রোত্থিতা অন্যান্য বেশ্যাগণ চীৎকারশব্দে গালিগালাজ করাতে—কেহ কেহ চুপ করিল—কেহ কেহ গৃহের বাহির হইয়া—আত্মসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া—বেশ্যাগণকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। অসুরনাশিনী—ভীষণা রাক্ষসীগণ সকলে মিলিয়া তখন—কোমর বাঁধিয়া শতমুখী হস্তে রণে অগ্রসর হইবামাত্র—মদমত্ত ভদ্রসন্তানগণ—রণে ভঙ্গ দিয়া দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া টলিতে টলিতে ছুটিল। অদূরে কেহ বা শান্তিরক্ষকের হস্তে পড়িয়া ঠাণ্ডা হইলেন—অধিক চতুর কেহ বা নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া—সরলস্বভাবা স্ত্রী-কন্যাকে অকারণপ্রহার করিয়া ক্রোধের শান্তি করিলেন। অর্দ্ধরাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর বেশ্যাভবনের গোলযোগ চুকিল। সমগ্র গৃহবাসী ও বাসিনীগণ ঘুমাইল। ভগবতী তখন উজ্জ্বলনয়নে—সদস্যের মুখপানে চাহিয়া বাহির হইতে বলিলেন। সদস্য দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে চারিদিক্ দেখিয়া আসিলেন। উভয়েরই হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিল।—রাস্তার দিকের গবাক্ষ খুলিয়া দেখিলেন, বাহিরে ঘোর অন্ধকার, পথে পথিকমাত্র নাই। ভগবতী তখন আর এক দণ্ডও বিলম্ব করিতে চাহিলেন না। সদস্য সেবকন্যাটীকে—নরকের তোরণ হইতে বাহিরে লইয়া গিয়া—তাহার হস্ত-ধারণ করিলেন। ভগবতীর সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল—অনুভব করিয়া সদস্য মহাশয়—তাঁহাকে সাহস দিতে লাগিলেন। ভগবতীও সাহসে বক্ষ বাঁধিয়া দ্রুতপদে তাঁহার সহিত চলিলেন, গলীর বাহিরে প্রকাশ্য রাজপথে নরেন্দ্রবাবুর অশ্বযান অপেক্ষায় ছিল, সদস্য মহাশয়—ভগবতীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই মুক্তবালিকা স্নেহময়ী মনোরমার শান্তিময় ক্রোড়ে আসিয়া লুকাইল।

প্রাতঃকালে বেশ্যাজননী শিরে করাঘাত করিতে করিতে পল্লী মাথায় করিয়া তুলিল। পিশাচিনীর কত আশায় যে ছাই পড়িল—তাহা যাহার এ দশা ঘটিয়াছে—সেই বুঝিতে পারে। বৃদ্ধবেশ্যা—ভগবতীর দোহাই দিয়া কত শত মূর্খ যুবককে পথের ভিখারী করিত, কত শত কলিকাতার বৃদ্ধ কামুকবর্গের অজস্র অর্থ আনিয়া লৌহসিন্দুক পরিপূর্ণ করিত, পল্লীস্থ সমগ্র বেশ্যা-গণের মধ্যে পাঁচজনের একজন হইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিত। আহা! পোড়া বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিল গো! রোদনের ভীষণ রোল শুনিয়া বাটীর সকলে ও পল্লীস্থ বেশ্যাগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন—নরেন্দ্র-বাবুর সদস্য ও মনোরমার প্রতি অকথ্য গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। একটী প্রকাণ্ডকায়া বৃদ্ধবেশ্যা ভগবতীর বেশ্যামাতাকে হীরানাথের বাবু উকীল অক্ষয় বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়া দিল। পাগলিনী বেশ্যামাতা ছুটিয়া গিয়া হীরা-

মণির বাটীতে উপস্থিত হইল। অক্ষয়বাবু হাইকোর্টের ছুটীর, বিছানায় বসিয়া গতরাত্রের খোয়ারি মিটাইতেছেন, হীরামণি রূপসী পার্শ্বে বসিয়া সেতারে ভৈরবী আলাপ করিতেছে। আলুলায়িতকেশা বেশ্যা-মাতা ছুটিয়া গিয়া অক্ষয় বাবুর পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলাতে, অক্ষয় বাবু কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার বয়স কত?" "ওগো ছুধের মেয়ে। সবে ১০ উৎরে ১১ রোয় পা দিয়েছে।" পেনেল কোড বাবুর মুখস্থ, হীরার আজ্ঞায় তখন বাবু—বেলা ১১ টার সময়ে বেশ্যাজননীকে লইয়া পুলিসে নরেন্দ্রবাবুর সদস্য ও মনোরমার নামে মেয়েচোরের দাবী দিয়া নালিশ করাতে শমনের হুকুম হইল। নরেন্দ্রবাবু শমন পাইয়া একটু হাস্য করিলেন। মনোরমা জনরবের ভয়ে বেশ্যাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিবার প্রস্তাব করিলেন। নরেন্দ্রবাবু উকীল যুবতী ভগবতীর স্ব ইচ্ছার সাক্ষ্য বলবান্ হইবে জানিয়া মনোরমাকে কহিলেন, "ভয় নাই! এক ভগবতীর সাক্ষ্যে মকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে। বেশ্যাকে অর্থ দিয়া প্রশ্রয় দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের পরিবর্ত্তে—বেশ্যাকে মেয়াদ দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিব ভগবতীর সর্ব্বাঙ্গে যেরূপ প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে—ভগবতীর দ্বারা বেশ্যার নামে অদ্যই নালিশ করাইয়া দিব।" মনোরমা সম্মত হইলেন, বেশ্যার নামেও শমন বাহির হইল। একদিবসে এক বিচারকের কাছেই উভয় মকদ্দমা হইবার কথা রহিল। মকদ্দমার দিন বিচারালয় বেশ্যায় পরিপূর্ণ হইল। ১১ টার সময় বিচারপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেশ্যাগণের কলরবে বিচারপতি বিরক্তনেত্রে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শান্তিরক্ষককে আদালত-গৃহ পরিষ্কার করিতে আজ্ঞা দিলেন। বেশ্যাগণ বিতাড়িত হইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রবাবু আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে উঠিলেন। বিচারক সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া—সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিলেন। দলে দলে বেশ্যাগণ আসিয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিল। অক্ষয়বাবু প্রতি পদে নরেন্দ্রবাবুকে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ হাস্যমুখে—অক্ষয়বাবুর শ্লেষ সহ্য করিতে লাগিলেন। ফরিয়াদীর পক্ষের সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলে আসামীগণের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল। অক্ষয়বাবু বালিকা ভগবতীকে ১০।১১ বৎসরের জানিয়া নানা ছাঁদে বক্তৃতা করিতেছিলেন, আসামীগণের সাক্ষী আহ্বান হইবামাত্র—প্রথমেই ভগবতী আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবতী বালিকা নহে—ভগবতী যুবতী। অক্ষয়বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। এখন ভগবতীর আকারপ্রকার দেখিয়াই অক্ষয়বাবু বুঝিলেন—পূর্ব্বে ভগবতীকে না দেখিয়া বা তাহার বয়সের কথা ঠিক না জানিয়া এ মকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করায় অত্যন্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করা হইয়াছে। ভগবতীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলে—বিচারপতি অক্ষয়বাবুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"মিথ্যা কথা লইয়া আদালতের অনর্থক সময় নষ্ট করিতে তোমার কোন অধিকার নাই। এই কি তোমার কথিত ১১ বৎসরের বালিকা? এ মকদ্দমার বিষয় সঠিক না জানিয়া—তুমি যে মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহা বুঝিলে কি? ছি ছি ছি! নিজের অমনোযোগিতায় সমগ্র আইনজ্ঞের মুখে চুণকালি দিয়া বড় অন্যায় কার্য্য করিলে। আমি তোমাকে আদালত-অবজ্ঞা অপরাধে শাস্তি দিতাম, কেবল তোমার অর্ব্বাচীনতার দোহাইয়ে বাঁচিয়া গেলে।" আদালত সুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল, শুষ্কমুখে—গ্রীবা অবনত করিয়া অক্ষয়বাবু দ্রুতপদে আদালত হইতে চলিয়া গেলেন। এ মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। দ্বিতীয় মকদ্দমায়—বিচারপতি ভগবতীর অনাবৃতগাত্রে প্রহারের অসংখ্য চিহ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। নির্দ্দয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত প্রহার করিয়াছিল—আজ তাহার বিচারদিন উপস্থিত। ভগবতীর সরল মুখচ্ছবি ও শান্তোজ্জ্বলনয়নে অশ্রুধারাদর্শনে বিচারপতির অন্তঃকরণ আকুল হইয়া উঠিল। তাহাতে আবার

সরল সুশ্রাব্য স্বরলহরী কাঁপাইতে কাঁপাইতে মাতৃ-অত্যাচার-কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করাতে সমগ্র জনগণের হৃদয়ে করুণার তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সকলে নীরব—একমনে অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়া কখনও ঘৃণায়, কখনও ক্রোধে, কখনও বা ক্ষোভে সম্মুখস্থ রাক্ষসীর পানে কঠোর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ভগবতীর কথা শেষ হইলে করুণ-জড়িত জলন্ত ভাষায় নরেন্দ্রনাথ—ভগবতীর জীবনের ঘটনানিচয় আনুপূর্ব্বিক বলিয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া তুলিলেন। সমগ্র কাহিনী শেষ হইলে—বিচারপতি একবার সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির ও গম্ভীরস্বরে রাক্ষসী বেশ্যাজননীর পানে তীব্রদৃষ্টে চাহিয়া বিচারাজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনুবাদক বুঝাইল, "ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমাকে ছয়মাস কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন।" বেশ্যাজননী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ভগবতীর আহা! তাহাও সহিল না, চক্ষে বস্ত্রাঞ্চল প্রদান করিয়া পার্শ্বস্থ মনোরমার পাস্কী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেশ্যাজননীর ক্রন্দন শুনিয়া দুইজন শান্তিরক্ষক তৎক্ষণাৎ তাহার দুই হস্ত ধরিয়া গৃহ হইতে টানিয়া লইয়া গেল। বেশ্যাগণ—বিরস-বদনে যে যাহার বাটী ফিরিয়া গেল। পরদিন বিবাহের দ্রব্য-সামগ্রী সমস্ত আনয়ন করা হইল। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিতগণ আগমন করিলেন। ব্রাহ্মমতে দুলাল ভগবতীর পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইল। ভগবতী আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, দুলাল মর্ত্তে বসিয়া স্বর্গের রূপ দেখিতে লাগিলেন, মনোরমা হাসিতে হাসিতে গলবস্ত্র হইয়া নরেন্দ্রনাথের পায়ে নমস্কার করিলেন, নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি আলিঙ্গন করিয়া মনোরমার মুখচুম্বন করিলেন। তার পর কি হইল?—সর্ব্বনাশ!

সর্ব্বনেশে ভৈরব হেথা হরিপালে আসিয়া সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিল। গ্রামময় রাষ্ট্র হইল, দলপতিপুত্র কলিকাতায় বেশ্যাকন্যা বিবাহ করিয়াছে। কুসংবাদ তাড়িৎযোগে যেন গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিল।—পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে ঘোঁট হইতে লাগিল—তর্কের উপর তর্ক, চীৎকারের পর চীৎকার, ঘৃণার পর ঘৃণা, বিদ্বেষের পর বিদ্বেষের প্রভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। অবশেষে গ্রাম্য-সমিতিতে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। কেনারাম বাবু দলপতিপদ হইতে তাড়িত হইলেন, তাঁহার হুঁকা ও ধোপা-নাপিত বন্ধ হইল, সমাজগণের সহিত বাক্য-রহিতের বন্দোবস্ত হইল। হিন্দুসমাজের নক্ষত্রপাত হইয়া গেল। হরিপালে তিনি একঘরে হইলেন। দুলালচাঁদ কলিকাতায় বিবাহের পর একমাস কাটাইয়া পিতাকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইতে ও এ বিবাহে সম্মতি-প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে হরিপাল যাইবার উপায় করিতে লাগিলেন। হরিপালে হিন্দুসমাজে হুলস্থূল বাধিয়াছে, দুলাল তাহা ভালরূপ শুনেন নাই। কেনারাম বাবু বদন চাকরের মুখে সমস্ত শুনিয়া দুলালের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাজে কাজেই দুলালচাঁদ পিতার নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পান নাই। দুলাল ভাবিয়াছিলেন, পিতা তাঁহার বিবাহের কথা শুনিয়া অবশ্যই উগ্রমূর্ত্তিতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন, কত ভর্ৎসনা করিবেন। কৈ? তিনি ত আসিলেন না। দুলালের ভাবনা হইল। কড়া করিয়া একখানা পত্রও লিখিলেন। কৈ? তাহাতেও ত আসিলেন না? দুলালের আরও ভাবনা হইল। পিতা ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে গালি দিলে ভাল হইত, দুলাল তাঁহার চরণে পড়িয়া রাগ থামাইতেন। কোন সংবাদ না পাইয়া—পিতৃভক্তপ্রাণ দুলালচাঁদের প্রাণ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। তিনি—জায়াপতি ও প্রাণের ভগবতীর নিকট বিদায় লইয়া হরিপালে চলিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, বৃদ্ধেরা তাঁহার পানে চাহিয়াই ক্রোধে মুখ ফিরাইল, যুবকেরা দুঃখীর দুর্দ্দশায় বেদনা প্রকাশের ন্যায় নীরবে

নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিলেন—বালকগণ তাঁহার পিছনে হাততালি দিতে লাগিল; রমণীগণ—ঘৃণায় ছি ছি করিয়া উঠিল। দুলালচাঁদ অবাক্‌ হইয়া—নিম্নদৃষ্টি করিয়া নীরবে দ্রুতপদক্ষেপে পথ বাহিয়া বাটীর দিকে চলিলেন। বাটীর বহির্দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে সাড়াশব্দ নাই। উচ্চৈঃস্বরে ক্রমাগত ডাকিবার পর ভৃত্য নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিল। দুলাল বাটীতে প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিত হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপ জনশূন্য। উঠানে ঘাস বাড়িয়াছে, সমস্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ। ভৃত্যদ্বয়ের আকার-প্রকার কেমন এক রকম হইয়াছে—আনন্দ-কোলাহল জন্মের মত থামিয়া গিয়াছে। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা কোথায়?" ভৃত্য অঙ্গুলিসঙ্কেতে বাটীর অভ্যন্তর দেখাইয়া দিল। সবিষাদে—সভয়ে—দুলালচাঁদ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিল,—"দুলাল রে, কি সর্ব্বনাশ কল্লি তুই?" দুলাল সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেন। কক্ষে মৃত্তিকাসনে কেনারাম বাবু উপবিষ্ট। ও দুলাল! কি দেখ? কৈ, কেনারাম বাবুর সে শ্রী কৈ? সে নধর কান্তি শুকাইয়া গিয়াছে, বক্ষের পঞ্জর উঠিয়া দেখা দিতেছে কপোল কর্ণমূলের নিম্নে অস্থি ঠেলিয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠাধর শুষ্ক। বদনে ঘোরান্ধকারের কালিমা। নিম্নদৃষ্টি গালে হাত দিয়া কেনারাম বাবুর প্রেতময়ী মূর্ত্তি যেন মৃত্যু-যোগে উপবিষ্ট। রুক্ষকেশ—রুক্ষশ্মশ্রু শ্বেত নিশান উড়াইতেছে, অঙ্গে তৈল নাই, একমাসের মধ্যে যেন কেনারাম বাবু দশ বৎসরের রোগীর আকার ধারণ করিয়াছেন, দুলালের পদশব্দ শুনিয়া শুষ্কমূর্ত্তি চক্ষু তুলিয়া চাহিয়াই শিহরিলেন, এক-দৃষ্টে বিভোল কটাক্ষে দুলালের মুখপানে—দুলালের আপাদমস্তক চাহিয়া চাপিয়া চাপিয়া—অনেক কষ্টের পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। দুলাল চক্ষু মুদিলেন। এ ভয়ানক দৃশ্যে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, নির্ব্বাক্‌—নিস্পন্দ!!—অজ্ঞানিত-ভাবে চরণ নত হইয়া পড়িল—মাথায় হাত দিয়া দ্বারের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। কেনারাম বাবু ঘন ঘন—অথচ কষ্টে সৃষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পিতা-পুত্রে কোন কথা হইল না—থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস পড়িতে হইতে হইতে কেনারাম বাবু চীৎকারশব্দে আছাড়িয়া পড়িয়া নিজ বক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিলেন। কেনারাম বাবু আজ অষ্টাহ অনাহারী, চাপিয়া চাপিয়া শ্বাস পড়িতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে কোটরগত চক্ষু কপালে উঠিল, সতেজে একবার উঠিতে গিয়া আবার আছাড়িয়া পড়িলেন। এবার দুলাল ধরিতে গিয়াছিল, এবার দুলালের ক্রোড়ে পতিত হইয়া কেনারাম বাবু বিকৃত করিয়া কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, দুই তিনবার মুখব্যাদান করিলেন মাত্র—কথা ফুটিল না, নিশ্বাসও আর পড়িল না, সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইয়া গেল! দম আটকাইয়া কেনারাম বাবু কুলপ্র তনয়ের কোলে কালশয্যা পাতিলেন। দুলাল একবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াই নিস্তব্ধ হইলেন—দুই চক্ষু জবাফুল হইল, বদন রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষু ফাটিয়া এক বিন্দুও বারি না হইল না—মৃত পিতাকে স্কন্ধে করিয়া—রমণীগণের ক্রন্দনে দৃক্‌পাত না করিয়া, একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন—একা চিতা সজ্জা করিয়া—একাই তাহাতে শবদেহ চাপাইয়া, একাই সৎকার সমাধা করিতে লাগিলেন; কেহ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবামাত্র চিতা হইতে দগ্ধ কাষ্ঠ-খণ্ড লইয়া তাড়া করিলেন। দলে দলে সাহায্যকারীরা পলায়ন করিতে লাগিল—ধূ ধূ করিয়া অগ্নিতে শবদেহ জ্বলিতে লাগিল। শ্মশানে—স্তব্ধ হইয়া বসিয়া—বিস্ফারিত লোচনে—দুলাল-চাঁদ চিতাপানে চাহিয়া রহিলেন। দেহ ভস্ম হইয়া গেল—সেই ভস্ম একত্র করিয়া দুলালচাঁদ সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন; আর বাড়ী ফিরিলেন না। ভস্মমাখা-কলেবর—উন্মাদ যোগী সমাজের অধঃপতনসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কলিকাতা অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। হরিদাসের বাটী অন্ধকার হইল,

দুই দিন পরে শৃগাল-কুকুর আসিয়া আশ্রয় করিবে।

অর্দ্ধরাত্রে—অমাবস্যার অন্ধকারে—দাঁড়াইয়া দুলালচাঁদ—মনোরমার বাটীর দ্বারে আঘাত করিলেন। ভৃত্য দ্বার খুলিবামাত্র দেখিতে পাইল। দুলাল বামহস্তে তাহাকে সরাইয়া দিয়া উপরে উঠিয়া নিজের নির্দিষ্ট কক্ষদ্বারে আঘাত করিলেন। কক্ষে কেহ নাই, কে উত্তর দিবে? ভৃত্য চীৎকার করিয়া নরেন্দ্রকে জাগাইল—নরেন্দ্র দ্বার খুলিয়াই দেখিলেন—চমকিত হইলেন, কে, তাহা চিনিলেন না। মনোরমা আলো হস্তে বাহির হইয়াই আগতকে চিনিতে পারিয়া—কথা কহিবার উপক্রম করিবামাত্র দুলাল সবেগে নরেন্দ্রনাথের কর ধারণ করিয়া—বিদ্রূপস্বরে কহিলেন—'কেও ভাই! আমার যোগের যোগিনী কৈ? ভিখারীর ভিখারিণীকে, দিবে না কি? হাঃ হাঃ হাঃ॥" বিকট অট্ট হাস হাসিয়া উন্মত্ত দুলাল করতালি দিতে দিতে নরেন্দ্রনাথের পায়ে ঢলিয়া পড়িল। অদূরবর্ত্তী কক্ষদ্বার হইতে দেখিতেছিলেন—নব-যুবতী স্বামীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অপলকে দাঁড়াইলেন, তখনই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। শব্দ শুনিয়া নরেন্দ্র ও মনোরমা ফিরিয়া চাহিলেন। দুলাল ব্যাঘ্রবৎ লম্ফপ্রদানে অগ্রসর হইয়া—সতীকে স্কন্ধে তুলিলেন। নরেন্দ্র ও মনোরমা ভাবিল এ কি ব্যাপার? দুলাল উন্মাদের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "যাই সেথা, যেথা সমাজ নাই—যাই সেথা, তাই রে—যেথায় প্রাণের প্রাণ বলি দিতে কেউ জানে না—শিখে না। ছি ছি ছি! সর্ব্বনাশী! কি করিলি?" এইবার দুলাল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই উচ্চ হাসি হাসিয়া সতীদেহ-স্কন্ধে মহাদেবের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "কার সাধ্য দু-কর দিবি ছিনাইয়া লয়? ধর্ম্ম যাহা লয়, তাহা ফিরাইয়া দেয় না, মানুষের সমাজ যা করে, অন্যায় স্বামীরাও তাহা করিতে পারে না। সমাজ ডুবে যাক্—আমি হাসি—হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ!!" কথা শেষ হইতে না হইতেই উন্মত্ত দুলাল তীরবৎ বেগে বাটীর বাহির হইয়া—অমাবস্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন। তার পর কি হইল—জান নাই—জানি না। পাঠক! মার্জ্জনা করিবেন—এ ছবি—এইখানেই শেষ!!!

সমাপ্ত

হতভাগিনী।

প্রথম।

মেদিনীপুরের পরপারে ধজাপুর গ্রাম। গ্রামে রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের তিন-পুরুষে বাস। তাঁহার পিতামহ বিক্রমপুর হইতে এই গ্রামে সপরিবারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহা কুলীন। বাটীতে গৃহিণী ও দুইটী বিধবা কন্যা। এ দেশে মুখোপাধ্যায়ের মনোমত ঘর-বর মেলে নাই বলিয়া, মেদিনীপুরস্থ কোন এক অতি বৃদ্ধ কুলীনের অন্তর্জলির সময় তাহাকে দুইটী বালিকাই সম্প্রদান করেন। বিবাহ-মাত্রেই বালিকাদ্বয় বৈধব্য-অনলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল শুনা যায়। বালিকা দুটী—আহা! কিছু বুঝিল না, জন্মের শোধ বৃদ্ধপতির মুখপানে চাহিয়া বয়স্যাগণের সহিত খেলায় প্রবৃত্ত হইল। অগোচরে তাহাদের যে এ জন্মের মত কপাল ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা তাহারা তখন বুঝিল না। এক্ষণে দুটীই যৌবনের অগাধ সলিলে ভাসিতেছে। পতি চিনিল না, অথচ এক্ষণে পতিবিয়োগ-যন্ত্রণায় জ্বলিতেছে। প্রথমা কন্যা নারায়ণী অষ্টাদশ-বৎসর বয়স্কা। দ্বিতীয়া নিস্তারিণী ষোড়শে উপনীতা। কন্যাদ্বয়ের অন্তর্দাহে গৃহিণী সদাই জ্বলিতেছেন। মুখোপাধ্যায়ের পাষাণ হৃদয়ে করুণার কক্ষ বড়ই অপ্রশস্ত। তিনি দেখিয়াও দেখেন না, আপনার কৌলীন্যতেজে তেজীয়ান্ হইয়াই আছেন। তাঁহার কর্ণে কেহ বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ শুনাইলে—তাহার আর রক্ষা নাই; অশ্লীল গালিগালাজে ও অকথ্য কথায় বিদ্যাসাগরের ঊর্দ্ধ পিতৃপুরুষ উদ্ধার করেন। তাঁহার কাছে শাস্ত্র—অশাস্ত্র, ন্যায়—অন্যায়, হিত—অহিত ও যুক্তি—অযুক্তি বলিয়া অনুমিত হয়। মূর্ত্ত অবতার, আত্মম্ভরী, কূপোয়ম কুলীনের চূড়ান্ত নিদর্শন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বিধবার বিবাহের কথায় গৃহিণীর একবার মন সরিলেও মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। কন্যাদ্বয়ের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বদনে বিষাদের ঘোর অন্ধকার দেখিয়া—ছল ছল নেত্রে তরল মুক্তামালার অবিরল ধারা দেখিয়া—গৃহিণী মনের দুঃখ মনেই গোপন করেন। অসহ্য হইলে এক একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া মরেন। প্রভু রুদ্র-অবতার, কান্নাহাটিতে বড়ই বেজার। প্রথমা কন্যা নারায়ণী বড়ই চঞ্চলা। সদাসর্ব্বদা তাহার চক্ষু নাচিতেছে, হাত দুলিতেছে, মুখ ফুটিতেছে, চরণ চলিতেছে। নারায়ণী এক দণ্ড স্থির থাকিতে পারে না। চঞ্চলপদে দিবারাত্র পল্লীময় ঘুরিয়া বেড়ায়, সকলের বাটীতে গিয়া হাউ হাউ করিয়া অনর্গল বকে—পাগলিনীর ন্যায় কখনও উচ্চহাসি হাসে, কখনও বা কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করে। মনে ভাবনাচিন্তার লেশমাত্র নাই। আমোদ-প্রমোদ, ঝগড়া-কোন্দলে সর্ব্বত্রেই নারায়ণীর সংস্রব আছে। গ্রামের কেহ কেহ নারায়ণীকে ভালবাসে, কেহ কেহ বা তাহার উপর হাড়চটা। দ্বিতীয়া কন্যা নিস্তারিণী ঠিক তাহার বিপরীত;—ধীর—গম্ভীরা, মুখে কথাটী নাই—অধরে হাসিটী নাই। নিম্ন-দৃষ্টি অনবরত ভাবিতে ভাবিতেই কাল কাটায়। দুঃখের অশ্রুজল, বেদনার দীর্ঘশ্বাস, যাতনার অনন্ত আগুনে স্বর্ণ দিন দিন মসীময়ী হইয়া যাইতেছে! প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করিতে জানে না, দুঃখিনী—মরমের স্তরে স্তরে আপনা আপনি পুড়িতে থাকে।

একাদশীর মধ্যাহ্নে—অসহ্য যন্ত্রণায় যখন দুটী ভগ্নীতে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে—তখন কোন প্রতিবেশিনী দুঃখ প্রকাশ করিলে নারায়ণী শুষ্কমুখে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া অনন্ত শোককে কাছে আসিতে দেয় না। নিস্তারিণী কিন্তু অনাথার মত তাহার মুখপানে ভীতনেত্রে একবার চাহিয়াই চক্ষু মুদিত করে—চাপিয়া চাপিয়া দীর্ঘশ্বাস শীর্ণপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে—আঁখিপল্লব ঠেলিয়া ঠেলিয়া অবিরল অশ্রুধারা কপোল ভিজাইয়া ভূমিতলে গড়াইয়া পড়ে। নারায়ণী ভাবিতে জানে না, ভাবিতে পারে না, ভাবনার হাত এড়াইয়া অনেকটা সুখে আছে। নিস্তারিণীর ভাবনাই এ ছার জীবনের একমাত্র ব্রত। জলন্ত চিতায় না শুইলে আর এ পোড়া ব্রতের শেষ হইবে না। বালবিধবার যৌবন যে কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য, তাহা নিজের গৃহে না দেখিলে হয় ত ঠিক বুঝা যায় না। রাহুগ্রাসে পূর্ণচন্দ্রের উপমা অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। নারীমূর্ত্তির সেই এক বিষাদবিভোল, দীপ্তিশূন্য, ছায়াময়ী চিত্র অঙ্কন করিতে কবির কল্পনা, চিত্রকরের তুলিকা ও ভাষার সমগ্র শব্দ হারি মানিয়া যায়। শুধু চক্ষে দেখিয়া সেই অনন্ত শোকের দৃশ্য নীরবে—অতি নীরবে—হৃদয়ের লুকান কক্ষে আপনা আপনি গিয়া—অতি সন্তর্পণে—করুণার তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয় মাত্র। মুখে প্রকাশ করা যায় না—প্রাণ বলি বলি করিয়া হাঁপাইয়া উঠে, অবশেষে চক্ষের জলেই কেবল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহা কিন্তু কয়জনের? সমাজের কতকগুলা স্বার্থপর পুরুষের অন্যায় শাসনে—সেই কতকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রায় সকল পরিবারের মধ্যেই শক্তির অবমাননা হইতেছে। পশু আমরা—আপনার সুখ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। নরদেবতা না হইলে বিধবার মর্ম্মভেদী যাতনায় আর কেহ এক বিন্দুও অশ্রুজল ফেলিবে না। কৈ ভাই, কৈ নরদেবতা? অভিশপ্ত ভারতে হতভাগ্য বঙ্গসমাজে কয়জন দেবতার অস্তিত্ব দেখিতে পাও? অঙ্গুলীতে গণনা করা যায় কি? সমাজ যে অসুরে পরিপূর্ণ। বিধবার নিশ্বাসে হেমগিরি বিদীর্ণ হইবে, কিন্তু বঙ্গবাসীর প্রাণ টলিবে না। সমাজ সদাই নিদ্রিত রহিয়াছে। কৈ, চুপে চুপে সমাজসংস্কারের কথা হউক দেখি, দলে দলে অমনি বাধা দিতে বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিবে। কুম্ভকর্ণের অকালজাগরণে আপনার শির আপনিই বলি দিবে!

নিস্তারিণী গৃহকার্য্য সারিয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে একবার করিয়া ডাক্তার দাদার বাটীতে যাইতেন। ডাক্তার পরেশনাথ বাবু প্রায় চারি বৎসর হইল, কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বগ্রামে আসিয়া মেদিনীপুর ও তৎপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে চিকিৎসা করিতেছেন। কার্য্যে বহুদর্শিতা না থাকিলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার সুখ্যাতি ইতিমধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চিকিৎসকের যে সমস্ত বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক, পরেশনাথে তাহার কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। স্বদেশস্থ রোগিগণের সাহায্যার্থ আহ্বান বা অন্য স্থানে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। মুহূর্ত্তমধ্যে রোগী দেখিয়া দর্শনী গ্রহণ করা পরেশনাথ বাবু ভালবাসিতেন না। রোগীর পার্শ্বে বসিয়া বহুক্ষণ বিচক্ষণতার সহিত লক্ষণাদি নিরূপণ করা ও ভাবিয়া চিন্তিয়া ঔষধ-প্রয়োগ করা তাঁহার একরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কাজে কাজেই সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হয় নাই। তাঁহার সুলক্ষণা ধর্ম্মপত্নী জগত্তারিণী দেবী সুশিক্ষিতা, সুরসিকা, ধাত্রীপরীক্ষায় উত্তীর্ণা। পরদুঃখকাতরা সুশীলা জগত্তারিণী কলিকাতাস্থ কোন এক উন্নতিশীল গৃহস্থের কন্যা। তাঁহার মিষ্টকথায় গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আপ্যায়িত হইতেন। ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞানে জ্ঞানবতী যুবতী প্রদোষের শুকতারার ন্যায় খড়্গপুর গ্রামখানিকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখিয়াছিলেন।—বিত্তপতি অনেক সময় ধনীর প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া—দরিদ্রের পর্ণকুটীরে—ছিন্নবাসা মলিনশয্যাশায়িত দীনহীন রোগীকে রক্ষা করিতে যেরূপ আগ্রহ স্ব-

শক্ত প্রকাশ করিতেন—আনন্দময়ী বনিতা তেমনি অন্নপূর্ণার ন্যায় ঔষধ ও পথ্য হস্তে পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া রোগীর শিরোদেশে বসিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতে ভালবাসিতেন। সাধুদম্পতির সুখ্যাতির কথা কহিতে শুনিতে সকলেই ভালবাসিত। সকলের মুখে নরদেব-দম্পতির নিঃস্বার্থ পরোপকারের কথা শুনিয়া ও স্বচক্ষে তাঁহাদিগের সার্বজনীন প্রেমের নিদর্শন দেখিয়া—হিংসায় একটী প্রৌঢ়া বিধবার প্রাণ ধক্ ধক্ করিত। এক বাটীতে বাস করিয়া—চক্ষের সম্মুখে দিন দিন নবদম্পতিকে উন্নত হইতে দেখিয়া, আত্মীয়রমণীর প্রাণের ভিতর যেন শেল বিদ্ধ হইত। নিজে অসুখী বলিয়া কাহারও সুখ তাঁহার সহ্য হইত না। সমগ্র দেশের নরনারী—বিশেষতঃ তাঁহার গ্রামস্থ সকলকে তিনি তাঁহার সমান দেখিতে ভালবাসিতেন। এই নীচমনা ঘোর স্বার্থপরা রমণী পরেশনাথের মৃত অগ্রজের বিধবা পত্নী। রমণীতে যত প্রকার দোষ থাকা সম্ভব—বিধবা বড়বধূতে তাহার কোনটীরই অভাব ছিল না। রমণীগণের অনন্ত সম্মান—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত প্রীতির আধার সোণার সংসার সেই কলঙ্কিনী কতবার খেলাধুলা করিয়াছে কতবার ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছে, শত সহস্র মানুষের দাম্পত্য—বক্ষের অমূল্য নিধিটীকে স্ব-ইচ্ছায় আঘাত প্রদান করিয়াছে, কতবার দুরবস্থার একশেষ দেখাইয়াছে। শেষবার অনাহারে মুমূর্ষু প্রায় হওয়াতে—পরেশনাথ ও জগত্তারিণী লোকলজ্জায় পলাতকা বিধবা বাটীতে ফিরাইয়া আনেন। দম্পতির যত্নাতিশয্যে এক্ষণে সংসারের কর্ত্রীস্বরূপা হইয়া রহিয়াছেন। অপর হইলে এই সাধ্বীর আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার সকলই বিপরীত। কারণ দয়ালুতাই পাপীয়সীর ঘৃণা ও হিংসার কারণ। প্রবৃত্তি যাহার একবার মন্দপথে ছুটিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনা বড়ই কঠিন, এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। একটা সামান্য মনোবৃত্তি ছাড়িতে না ছাড়িতে দুর্নীর হৃদয়ে শত শত বিষময়ী বৃত্তির আবির্ভাব হইতে প্রত্যহই দেখা যাইতেছে। অশিক্ষিতা—কুলটা—হিংসাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া—সাধুকে অসাধু, ধনবানকে দরিদ্র, সতীকে অসতী ও উচ্চকে নীচ হইতে দেখিবার ব্রত ধারণ করিয়াছে। প্রতিবেশিনী জননীগণ নিজ নিজ বধূ ও কন্যাকে পাপিনীর নিকট আসিতে দেয় না। নারায়ণী কাহারও কথা গ্রাহ্য করে না—সেই কেবল প্রাতঃদিন একবার করিয়া বড়বধূর নিকট আসিয়া থাকে। বড়বধূও মনের সাধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা অনাথা—বালিকাকে আপনার গরলময় ভাবে গঠিত করিবার চেষ্টা করে। বড়বধূর ক্ষীরের ভিতর হীরার ছুরী লুকান আছে। বাহিরে দেবর দম্পতির প্রতি বড় ভালবাসা—বড় স্নেহ—বড়ই যত্ন দেখাইয়া থাকেন, অন্তরে অনন্ত অনলপুঞ্জ উপরের আবরণ স্বরূপ স্নেহ ও প্রলোভন খোসামোদ ও চাতুরীতে মাখা যোড়া হইয়া থাকে। যামিনী সন্ধ্যাবেলায় বড়বধূর ঘরে যাইত সেখানে বসিয়া—পরচর্চা নিন্দাবিষের বিকট আনন্দ লাভ করিত। গৃহস্বামিনী কিন্তু এক একবার বড়বৌদিদির কুটিল কটাক্ষে ধরা পড়িলে বিশেষ ভীতা হইত। তবে ছোট বৌদিদির নিকট কোন কথা বলিত না, আপনা আপনি সমস্তই চাপিয়া যাইত।

অশেষপ্রকার অর্থ উপার্জ্জনক্ষম—সংসারানভিজ্ঞ নবপ্রণয়ী যুবকের চারিধারে বিপদ। প্রলোভন গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত থাকে, বিপদ আসিয়া চোখের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, অহঙ্কার আসিয়া প্রতি পদে সতর্কতার অন্ধকার করিয়া বসে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে—উক্ত প্রলোভনসমূহের নিকট তেজস্বী ও দৃঢ়মনা পুরুষকেও হারি মানিতে হয়। যাহার চিত্ত যত নির্মল, যাহার আকাঙ্ক্ষা যত উচ্চ, যাহার বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ, বলদর্পী পরামর্শদাতা বিনা তাহার নৈতিক অবস্থা তত শোচনীয় হইয়া থাকে। এই বিষময় প্রলোভনের দাস লইয়া—আধুনিক বঙ্গসমাজের কত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র যে পরিণামে দীপ্তিশূন্য ভস্মস্তূপে

পরিণত হইয়াছে—তাহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সংসর্গসিদ্ধান্ত না বুঝিয়া, কাঞ্চন তারতম্যে অনভিজ্ঞ থাকিয়া অধৈর্য্য যুবক কত শত অজ্ঞানিতরূপে পিতামাতার সোনার চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা অর্পণ করিয়া মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। সমাজের অভ্যন্তরদেশ দেখিলে প্রাণ ঝাঁপিয়া উঠে। যেখানে উন্নতির অনন্ত ভরসা—অবনতির চূড়ান্ত নিদর্শন সেইখানেই, প্রতিভার রাজ্যে কি বিকট লীলাই চলিতেছে! তেজস্বিনী প্রতিভাশালী বঙ্গের দরিদ্রসন্তান—ভ্রান্তির কুহকে পড়িয়া সমাজের কি অনিষ্টই না সাধন করিতেছে। মস্তিষ্ক নির্ম্মল রাখিবার অভিপ্রায়ে ও কর্ত্তব্যকার্য্যে অধিকতর উৎসাহী হইবার আশায় অসুরনাশিনী সুরারাক্ষসীকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া—সুস্থ সবলকায় পুরুষ স্বাস্থ্যনাশে অবশেষে জড়বৎ হইয়া সমাজের কণ্টকস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। হা রে গরলরূপিণী রক্তলোলুপা রাক্ষসী! তোমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে কে তেজ পাইল? কবে যা এদেশে। দরিদ্র তারতবাসীকে তোর বিশাল-দন্তী বিকট বাহুর স্ফোট ভুলিতে দে! তোর রণে আমরা পরাজিত—নির্জ্জীবপ্রায়! রক্ষা কর! ছাড়িয়া দে!! সাধুচরিত্রের পরেশনাথ চরিত্র আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। খ্যাতি-বৃদ্ধির সহিত তাঁহার হৃদয়ে কাল অহঙ্কার প্রবেশ করিয়া এতদিনে পূর্ণমাত্রায় দাঁড়াইল। পরেশনাথ আগে আগে তোষামোদ ঘৃণা করিতেন, এক্ষণে কেহ তাঁহার গুণপণা তাঁহারই সমক্ষে প্রকাশ করিলে মনে মনে বড়ই আনন্দ হয়—মুখেও ঈষৎ হাসির চিহ্ন ভাসিতে দেখা যায়। প্রশ্রয় পাইয়া পারিষদ্‌গণ একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিল। তখন পরেশনাথ তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত আলাপে বিরত হইতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গ দুই দিন দশদিন দেখিয়া দেখিয়া অবশেষে তাঁহার বিপরীত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া—সাক্ষাৎ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। পারিষদ্‌বর্গ পাইয়া বসিল। এদেশে অকর্ম্মণ্য ও অলস ব্যক্তিরাই প্রায় পারিষদ্‌দলভুক্ত হইয়া থাকে। তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই। পারিষদ্‌বর্গের তোষামোদে ঘোর দাম্ভিক হইয়া পরেশনাথ বাবু ভবিষ্যৎ উন্নতির মুখে কুঠারাঘাত করিলেন। আপনাকে বাঙ্গালার চিরস্মরণীয় মৃত ডাক্তার ডাক্তারের ন্যায় প্রতিভাশালী মনে করিয়া—অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন। পারিষদ্‌বর্গ তখন মৃত ডাক্তারের মদ্যপানের উল্লেখ করিয়া পরেশনাথকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। পরেশনাথ বুঝিয়াও বুঝিলেন না, মদিরা-প্রভাবেই মৃত মহাত্মার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল স্থির করিয়া সর্ব্বনাশের প্রশস্ত পথ অবলম্বন করিলেন। কাল রাহু আসিয়া পূর্ণশশীকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। পরেশনাথ মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন। জগত্তারিণীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। সাধ্বী রমণী সুকৌশলে স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন, চরণে ধরিয়া পাপকার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিলেন। পরেশনাথ শুনিয়াও শুনিলেন না। এক দিকে অশ্রুস্রোত বহিতে লাগিল—অন্যদিকে মদিরাস্রোতে অর্থস্রোত বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। আগে আগে যাহারা ডাক্তার বাবুকে না ডাকিয়া পাইতেন, তাঁহারা এক্ষণে বারম্বার আহ্বানেও দেখা পাইতেন না। তাঁহাকে অথচ চাই—বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়াছে—রোগীর বিধাতা তিনি, তাঁহাকে না হইলে রোগী বাঁচিতে পারে না; বিশ্বাস সহজে অপনীত হইল না। মদিরার প্রভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যে বৈঠকখানায় আগে নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের কথাবার্ত্তা চলিত, সেই বৈঠকখানাতেই এক্ষণে প্রতিদিন পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় চলিতে লাগিল। জগত্তারিণী নিস্তারিণীর গলা ধরিয়া কেবল কাঁদেন। পার্শ্বদেশে বসিয়া—নারায়ণীর গা টিপিয়া গাল পুরিয়া হাসির লহর তুলেন। মদমত্ত পরেশনাথ ক্রমে মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়া পশুবৃত্তির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কাম-লালসায় বিবেক বিহীন হইয়া পারিষদ্‌বর্গের

উৎসাহে কুলললনার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা পাইলেন। নিরাভরণা নারায়ণীর প্রতি প্রথম লক্ষ্য পড়িল। সুরার সর্ব্বনাশিনী মায়ায় চিন্তা করিতে দিল না। সেই দিনই অপরাহ্ণে নারায়ণীকে বহির্ব্বাটীতে একাকিনী পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "পাগ্‌লি! এ যৌবনের ভার আর কত কাল বয়ে বেড়াবি? তোর ছোট বউ দিদি আমার চক্ষুঃশূল হয়েছে—তা জানিস্? তোর কি এক গা গয়না পর্‌তে সাধ যায় না?" নারায়ণী অত শত না বুঝিয়া—দৌড়াইয়া বাড়ীর ভিতরে গেল। বড়বধূ সমস্ত কথা শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইল। দুটী মাথা একত্রেই খাওয়া হইবে, ইহার অপেক্ষা রাক্ষসীর আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? নারায়ণী পূর্ব্ব হইতেই কুলটার উপদেশাধীনে ছিল। এক্ষণে কার্য্যকাল উপস্থিত হওয়াতে—তাহার মনে বহুবিধ আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। ভবিষ্যৎ ভাবিবার ক্ষমতা নারায়ণীর এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার যত প্রকার আশঙ্কা হইল—কুলটা বড়বধূ একে একে সে সমস্ত ঘুচাইয়া দিয়া, স্বর্ণালঙ্কার ও বহুতর কাল্পনিক সুখের কথা উল্লেখ করিয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা নবীনা বিধবাকে প্রলোভিতা করিয়া তুলিল। এদিকে লোকনিন্দার ভয়ে নারায়ণী বারম্বার জড়সড় হওয়াতে—বড়বধূ ঠাকুরাণী নিজের বিষয়ের শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ও গুপ্ত প্রেমের গুপ্তভাব বর্ণন করিয়া লুব্ধাকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল। গভীর নিশীথে—কম্পিতচরণে অভিসারিকা নারায়ণী বৈঠকখানার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। প্রমত্ত পরেশনাথ অস্থির-চরণে—টলিতে টলিতে উঠিয়া আসিয়া নারায়ণীর হস্তধারণ করিলেন। নারায়ণীর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, প্রমত্ত লম্পট অট্টহাসি হাসিয়া বিধবাকে গৃহমধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল। জ্ঞানহীনা নীরবে সঙ্কুচিতচিত্তে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া—কি জানি কি ভাবিয়া লম্পটের হস্ত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, লম্পট অমনি—শয্যাস্থিত অলঙ্কারের বাক্স উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিল। নারায়ণীর চরণ আর নড়িল না। মুগ্ধা বিধবা বাক্সপার্শ্বে বসিয়া—আগ্রহোজ্জ্বল চক্ষে অলঙ্কারগুলির পানে চাহিয়া বিহ্বলা হইয়া পড়িল। কালামুখী—মদিরাও সুরা পান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। তখন ঢুলু ঢুলু চক্ষে পরেশনাথের যৌবনশ্রী দেখিয়া দেখিয়া নারায়ণীর প্রাণ যেন কেমনতর হইয়া উঠিল। আহা অবলা! কি সর্ব্বনাশ! অমূল্য নিধিটী আজ স্বর্ণপণে বিকাইয়া গেল! কামুকের কামযজ্ঞে—হতভাগিনী আজ সোণার সতীত্ব আহুতি দিল।

নারায়ণীর পূর্ব্বভাব আর নাই। স্বাধীন স্বভাবের সেই পবিত্র লীলা-খেলা জন্মের শোধ ঘুচিয়া গিয়াছে। পল্লীমধ্যে যাতায়াত করিতে অভাগিনীর কেমন লজ্জা লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। এখন আর কাহারও মুখপানে একদৃষ্টে চাহিতে পারে না, কাহারও সহিত অনর্গল কথা কহিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে, সদাই যেন কেমন গা ছম্ ছম্ করে। পাপকথা প্রকাশের ভয়ে পাপিনী এখন সর্ব্বদাই আড়ষ্ট। এরূপ ঘটিবে জানিলে, একদিনের একটী মুহূর্ত্তে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে জানিতে পারিলে লোভমুগ্ধা নারায়ণী এ পাপব্রতে কখনই ব্রতী হইত না। নারায়ণীর নিশ্চিন্তমনে আজিকালি প্রবল ঝটিকা অনাহত বহিতেছে। এমন ভাবনার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে, সংসারানভিজ্ঞ নবীনার তাহা জ্ঞান ছিল না। ইচ্ছা হয়, সকলের সঙ্গে সেইরূপ গলা ধরাধরি করিয়া, উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে পল্লীময় এ বাড়ী সে বাড়ী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সর্ব্বনাশ! বাটীর বাহির হইলেই কে জানে কেন সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে, লজ্জায় যেন গ্রীবা আপনা আপনি অবনত হইয়া পড়ে। যে অলঙ্কারের লোভে পড়িয়া নারায়ণী নারীর সর্ব্বস্বধন চোরের হস্তে স্ব-ইচ্ছায় অর্পণ করিল—সে অলঙ্কার ত কৈ পরিতে পারে না? একদিন ঘরের ভিতর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া

সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া অভাগিনীর—মনের সাধ মুহূর্ত্তের জন্য মিটাইয়াছিল মাত্র। নারায়ণী আর অলঙ্কার পরিতে পারে না, পরিতে চায়ও না। তাহার প্রাণে এখন আবার এক নূতন আবেগ আসিয়া জুটিয়াছে। পরেশনাথের মিষ্টকথায় অভাগিনী একেবারে মজিয়া গিয়াছে। অপরিস্ফুট প্রেমের লালসা পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। ভালবাসিতে শিখিয়া সোহাগিনী লোকাপবাদের কথা মনে হইলেও ভুলিয়া যায়। এখন অভাগিনী শুধু পরেশনাথের প্রেমের ভিখারিণী হইয়া পড়িয়াছে। অকালবৈধব্যে যে বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ছিল না, সে বৃত্তি এখন পূর্ণমাত্রায় জাগিয়াছে, নারায়ণী তাহাতেই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। অভিসারিকা-বৃত্তিতে ছয় মাস কাটিলে পর নারায়ণীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। পরেশনাথের চমক হইল। পাশববৃত্তি-চরিতার্থতার জন্য সুরাপায়ী লম্পট যে পবিত্রা কুল-ললনার সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে, তাহা এতদিনে বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিয়া পরেশনাথ কিন্তু কোন সদুপায় করিল না। কুলললনার সম্ভ্রমরক্ষার পরিবর্ত্তে কামুকের পৈশাচিক উপায়ই স্থির হইল। স্বার্থপর পিশাচ আত্মতৃপ্তির সমাধানে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল। পাপ-প্রলোভন-বিনষ্ট ব্যভিচারিণী ভাগ্যের হস্তে নিক্ষিপ্ত হইল। পরেশনাথ নারায়ণীর পানে আর ফিরিয়া চাহিল না। বৈঠকখানায় তাহার যাতায়াত বন্ধ হইল। প্রেম-মোহিতার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। ভালবাসিয়া নারায়ণী অনুতাপের জলন্ত যাতনার পর প্রতিদিন পরেশনাথের মিষ্টকথায় স্বর্গের স্বপ্ন দেখিয়া জুড়াইত। ভাবে নাই, মন্দভাগিনী এ জন্মে আর কখনও যে পরেশনাথকে হারাইতে হইবে। আজ পরেশনাথ পায়ে ঠেলিল, অনুনয় করাতে পরুষবাক্যে অকথ্য গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। নারায়ণী প্রাণে বড় আঘাত পাইল! কখন কাঁদে নাই—আজ রক্তবর্ণ সজল আঁখি অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে বড়বধূর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বড়বধূ সমস্ত শুনিয়া মনে মনে রাক্ষসীর হাসি হাসিল। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব নাই ভাবিয়া অভিমানিনীর কর্ণে কালকূটমন্ত্র ঢালিতে লাগিল। পরেশনাথ কর্ত্তৃক অপমান-কাহিনী তীব্র ও বিকটভাষায় সমালোচনা করিয়া প্রতিহিংসাসূত্রে নারায়ণীকে ভয়ঙ্করী লীলার অভিনয় করিতে শিখাইয়া দিল। চতুরার কৌশলে ক্রুদ্ধ সাপিনী গরজিয়া উঠিল। নারায়ণীর দুই চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ ধারণ করিল। হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা ভামিনী তখন মুক্তকেশে আলুথালুবেশে চামুণ্ডামূর্ত্তিতে ছুটিয়া চলিল। বৈঠকখানায় গ্রামস্থ দুইজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের সহিত পরেশনাথ আজ প্রায় সাতমাসের পর কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। নারায়ণীর ভ্রূক্ষেপ নাই! নাসিকা-পার্শ্ব স্ফীত করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে একেবারে গৃহের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইল। সকলে অকস্মাৎ এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শনে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। পরেশনাথের মুখ শুকাইয়া গেল। আশ্চর্য্যের ভাণ করিয়া নির্লজ্জ কামুক বলিয়া উঠিল, "একি? এখানে কেন?" নারায়ণীর সর্ব্বশরীরে বিদ্যুৎ ছুটিল, সতেজকটাক্ষে পরেশনাথকে জড়সড় করিয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িতে নাড়িতে কোপনা ভামিনী মেঘের তীব্রস্বরে বলিতে লাগিল,—"কেন এসেছি? কেন এসেছি জান না? সাধুপুরুষ তুমি! অনাথার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া তোমার সতীত্ব ছিনাইয়া লইয়া—এখন বুঝি চিনিতে পারিতেছ না? বাপ-মায়ের মমতা ভুলিয়া তোমার প্রলোভনে বুদ্ধিহীনা আমি যে ভুলিয়াছিলাম—তাহাও ভুলিলে না কি? সেদিনের কথা আর মনে পড়ে না বুঝি? সেই সে দিনের—"। আর কথা লেখা গেল না—অতিরিক্ত রুচি-বিরুদ্ধ হয়। অশ্লীল ও অকথ্য কথা কহিতেও কালামুখী লজ্জা বোধ করিল না। অনেক ভর্ৎসনা ও অভিশাপের পর—অভিমানিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। পরেশনাথ লজ্জায় আর গ্রীবা উত্তোলন করিতে পারিলেন না; নিম্নদৃষ্টে বিগত পাপরাশির পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, অনু-

তাদের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে শ্রীভ্রষ্টা কালভুজঙ্গিনীর অনন্ত অভিশাপবাণী স্মরণে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। গ্রামস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নীরবে—মনের ঘৃণা মনে চাপিয়া বাটীর বাহির হইয়া আসিলেন। কলঙ্কের কাহিনী মুহূর্ত্ত-মধ্যে গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল।

পাপকর্ম্ম প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাপীগণকে দুইরূপ বিপরীত পথাবলম্বী হইতে দেখা যায়। যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া না জানিয়া কার্য্যগতিকে তাহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে, লোকলজ্জা ও সমাজের ভয় তাহার বক্ষে বড়ই আঘাত করে। সে ব্যক্তি ক্ষীণ মস্তিষ্কের লোক হইলেও এজন্মে আর সেরূপ কর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতে চাহে না। ঠেকিয়া শিখিয়া সে ব্যক্তি একেবারে সারিয়া যায়। কিন্তু যে পাপাত্মা বিশেষ জানিয়া শুনিয়া, পরিণামফল বিচার করিয়া স্ব-ইচ্ছায় পাপপথ অবলম্বন করে, তাহার পক্ষে যতদিন না প্রকাশ হয়, ততদিনই কিছু কষ্টকর হয়। ততদিন সে লুকাইয়া চুরাইয়া ভয়ে ভয়ে আত্মকার্য্য সাধন করে। একবার তাহার দোষ প্রকাশ হইয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই। দ্বিগুণ উৎসাহে—প্রকাশ্যভাবে তখন সমাজের চক্ষের সম্মুখে সমাজের অনিষ্টসাধন করিতে থাকে। সর্ব্বজন-পরিচিত ধর্ম্মের ষাঁড় হইয়া অবাধে অপকর্ম্ম সাধন করিতে তাহার বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না। পরেশনাথের মনে মুহূর্ত্তমাত্র অনুতাপের উদয় হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেরই সুরাপাত্র শূন্য করিয়া সমস্ত ভুলিয়া গেল। সাধারণ ঘৃণায় উপেক্ষা করিয়া তখন প্রকাশ্য পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইল। সুরার জ্বলন্ত আগুনে যুবকের সদ্বৃত্তিসমুদায় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, মনুষ্যমূর্ত্তিতে পশুবৃত্তি আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। দারুণ লজ্জার কাহিনী শুনিয়া জগত্তারিণী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া নিবারণ করায় নিষ্ঠুর ব্যভিচারী যুবক সতী লক্ষ্মীকে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়া হাস্য করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিল। নূতন কোন পাপাচরণের চেষ্টায় সুরাপায়ীর উন্মত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। অপরাহ্নসময়ে নিস্তারিণীকে আসিতে দেখিয়া ব্যভিচার-পরায়ণ কামুক পিশাচ বলপূর্ব্বক সরলার মুখচুম্বন করিল ও তাহাকে মৌনী দেখিয়া সম্মতির লক্ষণ বিবেচনায়, পৈশাচিক হাসি হাসিয়া ঘৃণিত প্রস্তাব করিল। সরলা নিস্তারিণী তাহার দাদার অবৈধ প্রস্তাব শ্রবণে ভীতা ও স্তম্ভিতা হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। চমক ভাঙ্গিতেই কম্পিত-চরণে ছুটিয়া গিয়া জগত্তারিণীর নিকট বসিয়া পড়িল। অনেক কাল বালিকার মুখে কথা সরিল না। আহা! অসহায়ার কেবল দরদরধারায় চক্ষের জল ঝরিতে লাগিল। জগত্তারিণী নিস্তারিণীকে কাঁদিতে ও ঘন ঘন শিহরিতে দেখিয়া—কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পতিহীনা সধবা নবীনা তখন—গদগদকণ্ঠে ধীরে ধীরে বিবৃতবার্ত্তা বলিতে লাগিল। জগত্তারিণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে—ঊর্দ্ধপানে চক্ষু তুলিয়া কর-যোড়ে কহিলেন, "ভগবান্! আমার অদৃষ্টে এত কষ্টও ছিল? সেথায় স্বামী আমার—" আর কথা সরিল না। কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া বুদ্ধি-মতী রমণী কলিকাতায় ভ্রাতাকে নিজের দুঃখ জানাইয়া এক পত্র লিখিয়া, অতি ত্বরায়—পত্র-প্রাপ্তিমাত্র আসিতে অনুরোধ করিলেন। জগ-ত্তারিণীর ভ্রাতা তারণবাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন চিহ্নিত ভাণ্ডা ও একখানি সংবাদপত্রের দক্ষ সম্পাদক। তিনি পত্রপাঠ করিয়াই অবিলম্বে রত্না-পুরে আসিলেন। ভগ্নীপতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে দেখিয়া তিনি অনেক বুঝাইলেন। পরেশনাথ প্রত্যেক কথাতেই তাঁহাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। মদ্যপায়ী ইয়ারদলও নানাপ্রকার মুখভঙ্গী ও বিকৃত চীৎকার করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া—উঠিয়া বাড়ীর ভিতর আসি-লেন। ভগ্নীর অবস্থা দেখিয়া দয়ালু তারণ বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন। জগত্তারিণী বাঁচিয়া আছে মাত্র। ভাবিয়া ভাবিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, সরলা রমণী অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে। সে মনোহর বেশ ভূষার

আকায়, বেশ মলিন, আঁখি-নিম্নে ঘোর কালিমা। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, চক্ষে জল, কপালে আঘাতচিহ্ন; ভগ্নীর আর কি বাঁচিবার সাধ আছে? জগত্তারিণী ভ্রাতার নিকট সমস্ত দুঃখের কথা কহিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তারণ বাবু জগত্তারিণীকে এখন দিনকতকের জন্য কলিকাতায় যাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। সাধ্বী জগত্তারিণী স্বামীকে এ অবস্থায় ছাড়িয়া কোনমতেই যাইতে পারে না। তারণ বাবু বুঝাইলেন,—"তুমি যাইলেই পরেশবাবু অন্ততঃ একবার তথায় যাইবেন। একধার দিনকতকের জন্য কুসঙ্গী বানরগুলার সঙ্গ ছাড়াইতে পারিলে পরেশবাবুকে আমরা শোধরাইয়া দিব। এখনও সম্পূর্ণ আশা রহিয়াছে।" ভ্রাতার সৎপরামর্শে জগত্তারিণী সম্মত হইলেন। পরেশনাথের সম্মতি পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। প্রধান বাধা সরিয়া চলিল। অপরাহ্নে নিস্তারিণী আসিলে জগত্তারিণী ভ্রাতার নিকট দুঃখিনীর পরিচয় প্রদান করিলে পর—তারণ বাবু বিধবা বিবাহের কথা পাড়িলেন। জগত্তারিণী নিস্তারিণীর পিতা-মাতার অসম্মতি জানাইলেন—তারণ বাবু বলিলেন, "তাহাতে ক্ষতি নাই। নিস্তারিণী বয়স্থা কন্যা, ওর নিজের মত হইলে—আমরা স্বচ্ছন্দে উপযুক্ত পাত্রে অনুসন্ধান করিয়া বিবাহ দিতে পারি। গত কয়মাসের মধ্যে এরূপ পাঁচ সাতটার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল। আমরা বিধবাগণের ইচ্ছামতে—নিরাপদ স্থানে অপেক্ষায় থাকিয়া—পিতামাতার অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে আনিয়া বিবাহ দিতেছি। এই সাধু সংকল্পের জন্য আমরা অনেক ক্লেশ ও গাল গালি সহ্য করিতেছি।" নিস্তারিণী আজিকালি পিতার কঠোর ব্যবহারে ও ভগ্নীর দুর্দ্দশায় মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেছিল। তারণ বাবুর কথা গুলি তাহার বড় ভাল লাগিল! কেবল এক জননীর মমতা বিসর্জ্জন করিয়া যাওয়া অসঙ্গত ভাবিয়া—হঠাৎ এখনই তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে পারিল না। ভবিষ্যতে পত্র দ্বারা সংবাদ দিবার কথা স্থির করিয়া নিস্তারিণী অশ্রুভারাক্রান্ত-লোচনে—ব্যথার ব্যথী প্রাণের সখী—ছোট বৌদিদির নিকট বিদায় নিল। জগত্তারিণী অনাথাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। জগত্তারিণী কলিকাতা গমন করিলে পর নিস্তারিণী আর বাটীর বাহির হইত না। কে জানে কখন কামুক রাক্ষস আসিয়া আক্রমণ করিবে। শুধু সেই ভয় যে, তাহাও নয়, বিধবার অন্তঃকরণে যে কালসর্প বাস করে, নিস্তারিণী তাহাও শিখিতে পারিয়াছিল। ভগ্নীর দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া নিস্তারিণী বড়ই সাবধান হইয়া রহিল। ওগো সাধ্বী! সতীত্বের মহত্ত্ব বুঝিয়াছ বলিয়াই রক্ষা, নতুবা তোমারও অদৃষ্টে কি ঘটিত, কে বলিতে পারে? তোমার জননী বলিতেছেন, বিধবা কন্যার অস্থিগুলি পর্য্যন্ত ভস্মরাশি না হইলে আর বিশ্বাস নাই। উঃ! কি মর্ম্মান্তিক কথা।

দিন দিন গর্ভের আকারবৃদ্ধিতে, ব্যভিচারিণীর মনে নানা প্রকার ভাবনা আসিয়া জুটিতে লাগিল। বড়বধূ ভ্রূণহত্যার কথা পাড়িলে রাক্ষসী প্রভৃতি তাহাতেই সম্মত হইল, গর্ভস্থ সন্তানই তাহার যত অনিষ্টের মূল কারণ ভাবিয়া—অভাগাকে নষ্ট করিতে একান্ত যত্নবতী হইল। বড়বধূ কত বার কথিত দুষ্কার্য্য সাধন করিয়াছে, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহে তাহাকে বড় অধিক চেষ্টা পাইতে হইল না। গাছগাছড়া ও নানা প্রকারের শিকড়-মাকড় বাটিয়া নারায়ণীকে খাওয়াইয়া দিল। গভীর নিশীথে নারায়ণী অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। রাক্ষসী বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে। পীড়িতার হস্তধারণ করিয়া তখন—বংশাবতী-তীরে এক বটবৃক্ষের তলে লইয়া গিয়া কার্য্য সাধন করিল। নারায়ণী অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার-শব্দে কাঁদিয়া উঠিয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলে হইয়া পড়িল। শান্তিরক্ষক শব্দ শুনিয়া—দলবল সহিত আসিয়া, সন্তানসমেত বড়বধূ ও নারায়ণীকে ধরিয়া লইয়া গেল। নারায়ণী মেদিনীপুরস্থ হাসপাতালে রক্ষিত হইল। পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মক-

দমা—নারায়ণীর আরোগ্যার্থে ১৫ দিনের জন্য মুলতুবী। বড়বধূ হাজতে বাস করিতে লাগিল। মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী পরদিন সন্ধ্যাকালে কন্যাকে দেখিতে যাইবার ছলে লোকাপবাদ অসহ্যবোধে নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িলেন। তিনদিন অনুসন্ধানের পর গ্রামের মৃতশরীর নদীর স্রোতবদ্ধকারী পাথুরে বাঁধের পার্শ্ব হইতে পুলিস কর্তৃক উত্তোলিত হইল। মুখোপাধ্যায় হতবুদ্ধি হইলেন। নিস্তারিণী মাতৃশোকে পাগলিনীর ন্যায় হইয়া অনবরত চীৎকার শব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। পরেশ ডাক্তার এই অবস্থায় অনেক বৃদ্ধা দ্বারা নিস্তারিণীকে প্রলোভন দেখাইতে চেষ্টা করিল। নিস্তারিণী নিরুপায় হইয়া কলিকাতায় পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া পূর্ব্বের কথামত তারণ বাবুকে ও জগত্তারিণীকে সংসারের শোচনীয় অবস্থা ও আপনার ভাবী বিপদাশঙ্কার কথা লিখিয়া পাঠাইল। তারণ বাবু পত্রখানি সমাজের "বিধবা-বিবাহ বিভাগের" সভ্যগণ-সম্মুখে পাঠ করিয়া নিস্তারিণীর রূপ-গুণের কথা বিস্তৃতভাবে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমে নিস্তারিণী কোন্ তারিখে, কোন্ সময়ে বাটী হইতে পলাইয়া আসিতে পারে, জানিবার জন্য তাহাকে একখানি পত্র প্রেরণ করা হইল। ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞানে অপূর্ব্বজ্ঞানী বিধবা-বিবাহসমাজের ব্রাহ্ম সভ্যগণ—নিস্তারিণীকে কি সুন্দর ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন! বৃদ্ধ ও বিপন্ন পিতাকে কাঁদাইয়া কন্যার দুঃখ-মোচনে যত্নবান্ হওয়া যে কি করুণার কার্য্য—অকরুণ আমরা বুঝি (?) তাহা ত কিছুই বুঝি না! যাহা হউক, ব্রাহ্মগণের পত্র যথাসময়ে নিস্তারিণীর নিকট পৌছিল। নিস্তারিণীর উত্তর আসিল—তারণ বাবু কিন্তু তাহা পাইলেন না। ডাকহরকরা আসিবার নিরূপিত সময়ে বামাচরণ চক্রবর্ত্তীনামক একজন উক্ত বিবাহসভার প্রধান সভ্য তারণ বাবুর বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নিস্তারিণীর পত্রখানি আত্মসাৎ করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

সেই হাস্যে পৈশাচিক লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ হইয়া পড়িল। কেহ দেখিল না—কেহ বুঝিতে পারিল না। এদিকে পক্ষান্ত নারায়ণী আরোগ্য হইলে পর—বড়বধূর সহিত বিচারার্থে ফৌজদারী আদালতে ? । হইল। কন্যার পক্ষসমর্থনার্থে পরেশ ডাক্তারের অর্থে মুখোপাধ্যায় বেলা এগারটার সময় দুইজন বিচক্ষণ উকীল সঙ্গে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হুজুগপ্রিয় দর্শকবৃন্দ বৃদ্ধকে উপহাস ও টিটকারী প্রদান করিতে লাগিল। তন্ন তন্ন করিয়া বিচারের পর বেলা চারিটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় বাহির হইল। ভ্রূণহত্যা অপরাধে নারায়ণী দেড় বৎসর ও বালবিধবার সর্ব্বনাশ-সহায়িনী বড়বধূর দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হইল। সদ্য রোগমুক্তা শীর্ণকায়া নারায়ণী স্তম্ভিতা, অবিলম্বে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। বড়বধূ ডাকিনী দীপ্ত কুটিল কটাক্ষে বিচারকের মুখপানে চাহিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে বিকৃতকণ্ঠে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল। প্রহরিগণ আসামীদ্বয়কে লইয়া গেলে পর কাছারী বন্ধ হইল। দলে দলে দর্শকবৃন্দ গৃহের বাহির হইয়া গোলযোগ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য মুখোপাধ্যায় কেবল বজ্রাহত তরুর ন্যায় একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিবেশীগণ অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে টানিয়া লইয়া চলিল। বৃদ্ধ অজ্ঞানের ন্যায় প্রতিবেশীদ্বয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া, বাটীতে পৌঁছিয়া দ্বারের সম্মুখে নিস্তারিণীর লিখিত এক লিপি পাঠে অবগত হইলেন—নিস্তারিণী কলিকাতায় পলায়ন করিয়াছে। বৃদ্ধের মাথা ঘুরিতে লাগিল। কম্পিত-চরণে টলিতে টলিতে সমুদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, বাটীতে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। এক মাসের মধ্যে বৃদ্ধের সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল। ভগ্নহৃদয়ে—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে—শয্যাপ্রান্তে শুইয়া পড়িলেন। বাহ্যজ্ঞানরহিত দারুণ বেদনাপ্রাপ্ত স্থবির ব্রাহ্মণ শয্যা-ত্যাগ করিয়া আর উঠিলেন না। কৌলীন্য মর্য্যাদার

দ্বকাগ্নিতে সংসার জ্বলিয়া গিয়াছে, সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, অবশেষে কালশয্যাশায়ী শুভ্রকেশ বৃদ্ধ ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে ভস্মীভূত হইতে লাগিলেন!!!

সন্ধ্যার সময় নিস্তারিণীকে লইয়া বামাচরণ বাবু হাটখোলার ঘাটে নৌকা হইতে নামিলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল, গাড়ী চড়িয়া উভয়ে বরাহনগরে বিশ্বনাথ বাবুর উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ বাবু কলিকাতার একজন পুরাতন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। অর্থের জন্য বয়সকালে অনেক অপকার্য্য সাধন করিয়া পুরাতন পাপী এক্ষণে ধর্ম্মপরতার অবতারস্বরূপে কলিকাতা-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। বৃদ্ধের কামলিপ্সা অতীব প্রবল। কুচরিত্র কাপুরুষ অনুচরগণের সাহায্যে এ পর্য্যন্ত বহুতর কুলকামিনীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। বামাচরণ তাঁহার প্রধান অনুচর। বামাচরণ মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত নরশার্দ্দূলরূপে সর্ব্বত্রই গতিবিধি করিয়া থাকে। অসন্দিগ্ধা নিস্তারিণীকে আজ কামুকের করকবলিত করিতে আনিয়াছে। উদ্যানবাটীর এক প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া বিশ্বনাথ স্বয়ং সেতার বাজাইতেছেন। বামাচরণ নিস্তারিণীকে লইয়া প্রবেশ করিলে—শুভ্রকেশ বৃদ্ধ নবীনার মুখপানে তীব্রনেত্রে চাহিয়া আহ্লাদে ঢলিয়া পড়িলেন। নিস্তারিণী সে কটাক্ষে ভীত হইয়া বামাচরণকে তারণ বাবু ও জগত্তারিণীর কথা চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল। পাপিষ্ঠ বামাচরণ হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল, "এই যে তারণ বাবুর বাপ বসিয়া আছেন।" নিস্তারিণী বৃদ্ধকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ হো হো শব্দে হাসিয়া নিস্তারিণীর হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বামাচরণ বৃদ্ধের সহিত ইঙ্গিতমত নিস্তারিণীকে পার্শ্বকক্ষে লইয়া বলিল, "নিস্তার! এ বাটী তোমার পছন্দ হয়? বাবু তোমায় রাজরাজেশ্বরী করে এই বাড়ীতে রাখ্‌বেন, তোমার জন্য বাবু আমাদের সমস্ত বদ্‌খেয়ালী ছেড়ে দিতে রাজী আছেন।" কথা শুনিয়া নিস্তারিণীর আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। অভাগিনী ভবিষ্যৎ সুখাশায় বিশৃঙ্খল সংসার ও বিপন্ন পিতাকে ত্যাগ করিয়া অপরিচিতের সহিত একাকিনী এতদূর আসিয়া যে কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিল। অভিমানিনীর দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল—প্রাণের ভিতর ধড়ফড় করিতে লাগিল, বোধ হইল, মস্তকোপরি অবলার উন্মুক্ত কৃপাণ দুলিতেছে—চরণতলে কক্ষ মেদিনী সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। উন্মনার ন্যায় ধারাবিগলিত নেত্রে তুলিয়া দেখিল যেন—বামাচরণ রাক্ষস—বদন ব্যাদান করিয়া গিলিতে আসিতেছে। অমনি অভাগিনীর মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, চীৎকার শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। বিশ্বনাথ রায় দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করিয়া—বামাচরণকে অস্পষ্ট-ভাষায় কি বলিয়া দিলেন। বামাচরণ পার্শ্বকক্ষ হইতে একশিশি শ্বেতচূর্ণ আনিয়া জলের গ্লাসে কিছু গুলিয়া দিয়া মূর্চ্ছিতার গালে ঢালিয়া দিল। মূর্চ্ছিতা একবার মুখ বিকৃত করিল মাত্র। অনাথিনীর আর চৈতন্য হইল না। গভীর নিশীথে পশুবৎ আচরণে পাপিষ্ঠ পিশাচ অনাথার সতীত্ব নাশ করিল। হীনচেতনা অবলা বাজা খাওয়ায়—বুঝি ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ক্রমে স্থির হইয়া পড়িল। ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের অনাবধানতার ও অসরল উপায়ের বিষময় ফলস্বরূপে যে একটী অসহায়া নবীনা বিধবা চিরকালের জন্য অনন্ত যাতনা ভোগ করিতে রহিল—পতিলাভাশায় মুগ্ধা সরলার প্রাণের প্রাণ যে বলিদান হইয়া গেল—কে তাহার দায়ী?—বল?—কৈ কেহই ত না! ভাই! আমি দূষী না, তোমাদের দেখ—বিধবার দুঃখে তোমাদের প্রাণ কাঁদিয়াছে সত্য, কিন্তু অসরল উপায় কেন? সরল উপায় কর, সংস্কার ধন্যবাদার্হ হইবে। নতুবা আমরা অনেক লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় দেখিতে পাইব। আহা! নিস্তারিণি! তোমার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। এতদিন কত কষ্টে—কত প্রলোভনের হাত এড়াইয়া যে অমূল্য নিধিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, আজ বিদেশে—দস্যুকর্ত্তৃক তাহা

অপহৃত হইল; নর-পিশাচের কামানলে তোমার সোণার সতীত্ব পুড়িয়া জলের মত ছাই হইয়া গেল।

উপরি উক্ত ঘটনার পরদিন সন্ধ্যাকালেও নিস্তারিণীর চৈতন্য হইল না দেখিয়া—মৃতজ্ঞানে বৃদ্ধপিশাচ নারীদেহ পার্শ্বস্থ নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে অনুচরবর্গকে আজ্ঞা দিল। কলঙ্ক কালিমা-ময়ী স্বর্ণপ্রতিমাখানি স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মেদিনীপুরযাত্রী মুন্সেফ বাবুর নৌকাপার্শ্বে গিয়া ঠেকিল। নিস্তারিণীর তখন চৈতন্য হওয়াতে চীৎকার করিয়া উঠিল। মুন্সেফ বাবু নারীদেহ নৌকায় তুলিয়া লইলেন ও তাহার এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামাচরণ-প্রদত্ত বিষাক্ত চূর্ণে নিস্তারিণীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। উন্মাদিনী হতভাগিনী মুন্সেফ বাবুর মুখপানে অনির্দ্দিষ্ট চাহনী চাহিয়া হাঃ হাঃ শব্দে অট্টহাস্য করিতে করিতে গাইল—(কীর্ত্তন সুরে)—

"উচল বলিয়ে অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধজলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল মাণিক হারানু হেলে॥"

মুন্সেফ বাবু সযত্নে পাগলিনীকে লইয়া চলিলেন। তিন দিন পরে নৌকা মেদিনীপুরে পৌঁছিল। উন্মাদিনী পরিচিত স্থান পাইয়া যেন সব কি মনে করিতে লাগিল। মনে পড়ে পড়ে পড়ে না। কংসাবতী নদীর তীরে বটবৃক্ষতলে বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের চিতা জ্বলিতেছে—হতভাগিনী নৌকা হইতে নামিয়া—ছুটিয়া গিয়া—শবদেহ চিনিল—পিতার—চকিতের ন্যায় সকল কথা একবার তাহার মনে পড়িল। সে পিতার চিতা হইতে এক খণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ তুলিয়া লইয়া পাগলিনী গ্রামাভিমুখে ছুটিল। শ্মশানবন্ধু-গণ আশ্চর্য্যভাবে নিস্তারিণীর পানে চাহিয়া—স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বাটীতে উপস্থিত হইয়া হতভাগিনী প্রাণের স্বামিগৃহে অগ্নি লাগাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কাহাকেও জানিতে না দিয়া পাগলিনী আগ বেড়িয়া নাচিতে বিকট রোলে হাসিতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মুখোপাধ্যায়ের বাটী ভস্মীভূত হইয়া গেল। পাগলিনী আর ফিরিয়া চাহিল না। বৌ-দিদির সর্ব্বনাশক অগ্নিরাশিতে সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল—হতভাগিনী আত্মসুখ স্বামীর অথবা শাশুড়ীর আত্মসুখে বলিদান দিয়া—অনির্দ্দিষ্ট স্থানে পাগলিনী হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। অন্নাম্বু-হীনা হতভাগিনী হিন্দুবিধবার সেই উন্মাদিনী মূর্ত্তি—সেই অনন্ত যৌবনশ্রী—সেই হাস্য-ক্রন্দনবিজড়িত বিভোল ভাবভঙ্গী দেখিতে চাও কি পাঠক? দেখিতে চাহ ত যাও, উলুবেড়িয়া হইতে কাশী যাত্রা দিয়া যাইতে যাইতে কোনার ঘাটে বাজারের সম্মুখে দেখিবে—অঙ্গে ও মস্তকে বৃক্ষশাখা বাঁধিয়া হতভাগিনী নিস্তারিণী—অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় নৌকাযাত্রীদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বেগে ভাবিয়ে ভাবিয়ে নাচিতেছে ও গাইতেছে—

"উচল বলিয়ে অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধজলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল মাণিক হারানু হেলে॥"

সমাপ্ত।

মায়া।

গল্প।

বড়মানুষের অট্টালিকা নয়—গরীবের পুরাণ নোনাধরা একতালা বাড়ী। সদরদরজায় দরোয়ান নাই, দোরে দোরে খিল আঁটা, সদর দোরের ভিতরদিকে হাত পাঁচ ছয় গলিপথ তার পরই ছোট খাট একটী উঠান, উঠানের তিন ধারে মোটা মোটা থামের সারি গাঁথা, যেন কোন কালে বাড়ীটী তৈয়ারী করার জন্য কেবলমাত্র গোড়া পত্তন হইয়াই হঠাৎ কাজ স্থগিত হইয়াছিল বোধ হয়। চকও নাই—পাঁচ সাত কুঠুরির দালানও নাই। এক দিকে একখানা কোমর-ভাঙ্গা বুড়োর মত ঝুঁকে পড়া খোলার চালে একটী সদ্য বিয়ন্ত গাভী, (আগে শুনা যায়, এক-টানে পাঁচ সাত সের দুধ দিত—এখন গৃহস্বামীর অদৃষ্টগুণে একেলা একপো ওবেলা একপো দিতেও সুরভিনন্দিনী মা জননী বুঝি কিছু কাতরা।) তার বাঁট ধোরে সজোরে টান্‌তে আরম্ভ করেছে গয়লা বুড়ো—আর চোঁ চোঁ চিন্ চিন্ কোরে কেঁড়ের ভিতর থেকে মধুর আওয়াজ বেরিয়ে বাজ্‌চে—বাজ্‌চে একটী থুলথুলে গোলাগোলা গোলগোলো দুধে আলতায় ঢালা রঙের ৯।১০ বৎসরের হাসন্ত মেয়ের কাণে। হাসন্ত মেয়ে—টানা টানা চোখে—কোলের কাছে, হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধোরে রাখা, ধপধপে পাটে বাছুরটীর ড্যাবডেবে চোখের পানে চেয়েছিল—এমন সময় ঐ বাজনা কাণে গেল—বালিকার কাণখাড়া হলো, ঘাড় বেঁকুলো—প্রাণে কি এক সরল স্ফূর্ত্তির ঢেউ বুঝি উথলে উঠ্‌লো; বাছুরের গলার হাত খুলে গেল, বাছুর ছুটে গিয়ে গয়লা বুড়োর পিটে ঢু মাল্লে—গয়লা বুড়ো পিট সাম্‌লাতে গিয়ে হাঁটু নেড়ে ফেল্লে, কেঁড়ে পড়্‌লো;—ভাঙ্গা পাঁচ সাত টুক্‌রা জড়াজড়ি কোরে দুধেতে মাটীতে গোবরে মাখামাখি হ'য়ে গেল। খোঁড়া গয়লা বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে গেঙাতে লাগলো, হাসন্ত বালিকা কাঁদকাঁদ মুখে পাছু পানে চাইতে চাইতে, কাল কুচকুচে এলোনা ঢেউ খেলানো চুলের গোছা দোলাতে দোলাতে—থুপ থুপ কোরে অন্দরের ভিতর ছুটে পালিয়ে গেল। গাই পিরিয়ে গেল—বাছুরের পো বাঁটে মুখে লেজ নেড়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লো,—আর মায়ের পেটে ঢু মেরে ক্ষীরের কথাটী হজম করতে লাগ্‌লো,—গাভী মাতার বাছুর বাছাটীর গা চাটবার ধুম প'ড়ে গেল। এমন সময়ে মেয়েটীর গরীব বাপ, অসময়ে বিশেষ কি একটা দরকারী কথা নিয়ে,—আফিস থেকে গুটী গুটী এসে সদর দোরে ঘা দিল। বাপের বড় সাড়ার আওয়াজ পেয়ে—মায়া এসে তাড়াতাড়ি সদর দোর খুলে দিল। মেয়েটীর নাম মায়া।

মায়া মোমের পুতুল, সোনার মেয়ে। বাপ-মা ভালবাসে—পাড়া-পড়সী আদর করে—শত্রু-তেও সে মুখের পানে ফিরে চায়। মায়া ছোট ছোট মেয়েদের দলের রাণী, মেয়ে স্কুলের প্রথম প্রাইজ প্রতি বারেই তার প্রাপ্য, আর আর মেয়েরা কিন্তু তাতে দুঃখ ও হিংসা করে না, মায়ার প্রাইজ পাওয়ার পরদিন—প্রতি বৎসর মায়ার বাপ মা—পাড়ার মেয়েসকলকে মায়ার নিমন্ত্রণে চড়াইভাতি ক'রে খাওয়াইতেন। চড়াইভাতি

নামে, কাজে কিন্তু ভরপেট এন্ট টেট্ রকমের। মেয়েরা হাসে, খেলে, নাচে, কাঁদে—আর বলে, "মায়া প্রাইজ পাক।" মেয়ের মায়েরা বলে, "মায়ার যার একটী টুকটুকে জামাই হোক।" আর আমরা বলি,—মাঠাকুরুণরা! ও আশীর্ব্বাদে কাজ নেই। কেন?—মায়া কাঁদ্‌তে জানে না, সদাই হাসে, তাকে কাঁদ্‌তে বা কান্নার রাজ্যে সেঁধুতে দিতে আমাদের যেন প্রাণ কেমন করে। তা হ'লে মায়ার ভাবনা-স্রোতে ফিরিয়ে দিবার আমরা কে? সে জল-বিম্ব—জলে ফুটে উঠেছে, জলেই মিলাবে, আমাদের কি সাধ্য যে তাকে মিলাতে দিতে না চাইব? আর না চাইলেই বা শুন্‌বে কে? পরদিন সকালে শোনা গেল, আগামী কাল রাত্তিরে মায়ার বিয়ে। দেখি, তাড়াতাড়ি গায় হলুদ হ'চ্ছে, ঘন ঘন শাঁক বাজ্‌ছে, বাড়ীতে এয়োরাণীদের হুলোহুলী পড়ে গেছে, পাড়ার মাগী মিন্‌ষে সকলেই মায়ার বিবাহে যেন মেতে উঠেছে।

কৈ গো? তোমাদের মায়া মেয়েটীর বে—হয়েও তো হ'ল না। এ কি শুনি? অমন ভালমানুষ গো-বেচারী মায়ার বাপ, সে কি আর এমন কেলেঙ্কারিটা ক'র্তে পারে? মায়া মেয়েটীর বাপ—ছেলের বাপের ক্ষুরের প্যাঁচের নীচে বুঝি (কষ্টে সৃষ্টে) ৫০০ পাঁচ শত টাকার সমান সোনা রূপার গহনা ও (বিশেষ পীড়াপীড়িতে) ৫০০ পাঁচ শত টাকা নগদ দিবার কথা কয়েছিলেন। তার পর বিয়ের সময় ৫০০ টাকার গহনা পরিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে সম্প্রদানটা সেরে নিয়ে, নগদ টাকাটা কাল দিব বলেছিলেন। বরকর্ত্তা তাই মহা চটে আইনমতে বিবাহিত হলেও—গায়ের জোরে বরকে লয়ে বিবাহ-রাত্রেই স'রে পড়েন।

মায়ার বাপ মনকে বোঝালে, "সম্প্রদান তো হয়ে গেছে"—মায়ের মা কিন্তু কোট ধরে, "বাসর হল না, বাসি বিয়ে হল না, ও সব না হলে যে সম্পূর্ণ নয়।" মায়া মনের ভিতর লুকিয়ে চুপি চুপি মনে কয়ে, "এ বিয়ে বুঝি বিয়ে নয়—আমার বুঝি তবে বিয়ে হলো না।"—টানা চোখের জল এই প্রথমে পড়্‌লো, হাসভরা মুখে এই প্রথম বিষাদের কালো রেখা দেখা দিলে, বাপ! খোঁড়া, কানা কুৎসিত, দুষ্ট পাজি, সব মেয়েই বিবাহের দিনে রাজরাণীর সুখভোগ করে, আহা! এ সোণার বাছার এ হেন বিয়েতে বিন্দুমাত্রও সুখের মুখ দেখা হলো না। মায়ার বাপ আতান্তর ভেবে, বিবাহের পরদিন সকাল বেলা বরের বাপের বাড়ী গিয়ে, তার দুটী পায়ে জড়িয়ে পড়্‌লেন। বরের বাপ বোম্‌জা বুড়ো কসাই, তার শাণানো খোরাখানা যেমন, তেমনি ধার ফিরে এসেছে, এ রাগ কি তার আর রাখ্‌বার জায়গা আছে? মেয়ের বাপের না হলো একটু ঘা, পড়্‌লো একটু রক্ত, শীকার-ভ্রষ্ট বাঘের মত বরকর্ত্তার গর্জ্জনে পাড়াপড়সী অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। মায়ার বাপ পায়ে ধরাতে সে গর্জ্জন থামা চুলোয় যাক্, পলে পলে বাড়্‌তে লাগ্‌লো! কনের বাপ যত মিনতি করে, বরের বাপ তত চেপে ধরে। কনের বাপ বল্‌চে, "আমার জাতি রক্ষা করুন।" বরের বাপ বল্‌চেন, "আজ-কাল টাকায় জাত, টাকা হাজির কর।" কনের বাপ বল্‌চেন, "টাকা যে আর নেই বেয়াই!" বরের বাপ বল্‌চেন, "তোমার ভাত খাবার থালা ঘটী বাটী তো আছে, তাই বেচে আমার টাকা যোগা'ও।" ঠাট্টা বোটকেরা, ধমক, গালাগাল কিছুতেই কিছু হ'লো না, দেখে বরের বাপ শেষ মায়ার বাপের সেই পুরাণ নোনাধরা একতালা বাড়ীখানি নিজের কাছে বন্ধক রেখে ছেলেকে ছাড়্‌লেন। এ যাত্রা মায়ার বে সাঙ্গ হলো। বে হলো, কিন্তু বের পর?—বের পর হাস্‌বার পালা ফুরালো, মায়া আমাদের কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেই যে শ্বশুরবাড়ী গেল, সে কান্না শেষ হতে কি আর কেউ দেখেছ? বড় কান্না কেঁদেছিলো, প্রথম শ্বশুরবাড়ী যেতে কোন বিয়ের কনে তো এতো কান্না কাঁদে না!

পাঠক! সে দুঃখিনীকে যদি আর একবার দেখ্‌তে চাও তো আমার সঙ্গে এসো।

কৈ মায়া? মায়া কৈ?—আর কৈ?

রাজা-রাজড়ার বড় বড় প্রাসাদ বড় মানুষের বা বড় গেরোস্তর মানানসই মানা,রিগোছের খাড়াবারান্দাওয়ালা চকমিলানো বাড়ী; খুব জম-জমাট, দরোয়ানে চাকরে—দাসীতে বিয়েতে, বেহারায় খানসামায়, সরকারে গোমস্তায়, নায়েবে দাওয়ানে গিস্ গিস্ কোচ্ছে। টাকার কাঁড়ি কাছারীঘরে টাকশালের মত অনবরত ঝুন্-ঝুন্ রবে আস্‌ছে যাচ্ছে। বড় গেরোস্তোর সামাজিক বড়মানুষী ধীরে ধীরে প্রতিভাত হচ্চে; ধীরে ধীরে দশজন, বিশজন, পঁচিশজন, শত-জন, সহস্রজন, ক্রোড়িকুটুম্ব বড় গেরস্তকে বড়মানুষ বোলে জানুচে—জানাচ্চে। বড় গের-স্তর বোম্‌জা বুড়াকে একবার বোড়ে পুরুষ বলে ফেলে, ভবিষ্যৎ নিন্দার পথ খুলে রাখ্‌ছে। বড় গেরোস্তর বাড়ী মায়ার শ্বশুরবাড়ী, ছোট গেরোস্তর বোমজা বুড়োর পোড়ো বাড়ী—ভোরপর ভাঙা-চোরা একতালা কোঠা, মায়ার পদার্পণে পুরো মেরামতে তেতালা বাড়ীতে পরিণত। লক্ষ্মীমন্ত বৌয়ের আগমনে শ্বশুরের, সোয়ামী'র অবস্থা উথ্‌লে উঠেছে—ঘ'রকমে ঘরে এসে দুধের কড়ায় দুধ উথ্‌লুতে দেখেছে; শোকের সংসার সোনার সংসারে দাঁড়িয়েছে—সুলক্ষণা মায়া মেয়েটী শ্বশুর-কুল উজ্জ্বল ক'রে এসে ঘর উঠেছে। শ্বশুর-ঠাকুর কমিসেরিয়েটের হেড গোমস্তা; তিনি লাক টাকায় বিলেত আপীল জিতেছেন; চিরকে মত্তা শাশুড়ীমাগীর গভরা গহনার উদ্ধার হয়েছে, সোয়ামীর মাসমাহিনা ৫০ টাকা একলাফে ১০০ টাকায় উঠেছে, লক্ষ্মীঠাকরুণ যেন মায়া মহাশয়ার পাশে বোসে এ বাড়ীতে এসে পোড়ে আর বেরুতে পাননি,—কেননা, মায়ার বাপ বেচারীর উপর ছেলের বাপ দাদ্ তুলতে—রাগ জানাতে—তেজে ফলাতে, শেষ পরে মায়া মেয়েটীকে সেই এনে আর পাঠাননি, মায়া রইল—লক্ষ্মীও রইল আর বোম্‌জা বুড়োর দরোজা পেরোবার যো রহিল না। কিন্তু মায়া যদি রইল, তবে মায়া কৈ? লক্ষ্মী-ঠাকরুণের জাঁকজোমক তো চারিদিকে দেখ্‌ছি, কিন্তু যে বেচারী লক্ষ্মী আন্‌লে, সে বেচারী কৈ? এত বড় বাড়ীতে, এত বড় অন্দরে পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে বেড়াচ্চি, সে বেচারী কৈ? কোথায় গেল? শত আদরের আদরিণী হয়ে সেই সোনা হেন হাসন্ত মুখে, মন্দ মন্দ আলো ছড়াতে ছড়াতে;—আনন্দের ফুল ফুটাতে ফুটাতে সেই সদানন্দময়ী সোনার মেয়েটী—বাড়ীর কনেবউটী কৈ—কোথায় গেল? বনেরফুল বনে ফুটে বনের হাওয়ায় হাসে, পরে বনেই শুকায়, বনেই ঝ'রে যায়। এ যে উদ্যানকুসুম, চক্ষের সামনে হ'তে কোথায় গেল? সোনার কমল কোথায় লুকাল? কোথায় সে? আহা! ঐ সে! ঐ যে! আহাহা! মরি মরি! এ কি দেখি সর্ব্বনাশ!!!

বর্ষাকালের ভোর ভোর কেন—প্রায় সকাল। অন্ধকার, অন্ধকারে ঘনঘটার সঙ্গে মুষলধারে জল বাদ্‌লা; শব্দ হচ্চে ঝর ঝর ঝর। বাদলে দিনমণি মেঘে ঢুকেছেন—অঁধারে আঁধার। সকাল হবে গেলেও ভোর। অঁধারমাখা সেই ভোরে, রান্না-ঘরের দরজা জানলা দিয়ে, থাকায় থাকায় ধোঁয়ার রাশ বেরোচ্চে। সেই ধোঁয়ার বাধা ঠেলে চোখ বাঁচিয়ে এগিয়ে গিয়ে উনুনশালে এ কি-? এ কি দেখি সর্ব্বনাশ! সেই তো বটে! সেই ভাসা ভাসা টানা চোক্, এ কি? এ যে একেবারে বোসে গেছে, নীচে কালো রঙের রেখা যেন ফুটে উঠেছে! সেই হেলো গাল শুকিয়ে হাড় বেরুনো হয়ে গেছে! সেই টুকটুকে ঠোঁটে কে যেন মিশি ঢেলে দিয়েছে; সেই সুডোল গোলগাল হাত বাহার শুকিয়ে বাঁকারী হয়ে গেছে, চাঁপার কলি আঙ্গুল কটী পাঁটকোলা কাঁকর ভাব ধারণ করেছে! মুখের বাহার গেছে, চুলের বাহার গেছে, বরণ গেছে, ধরন গেছে! অমন দুধে আলতার রঙের উপর যেন কেউ এক পোঁচ কালি মাখিয়ে গেছে! আমাদের মায়ামেয়েটী আহা! আপনারা না সত্যি কথা বলতে কি, সিকিখানি হয়ে

গেছে। উনুনের উপর যেন কতকগুলো হাড়গোড় উবুড় হয়ে পোড়ে ফুঁ পাড়্ছে আর ঘন ঘন চোখের জল মুছ্চে। বাছাকে কেউ দেখ্বার নাই—কেউ আদর কর্‌বার নাই। বের বনে বনের মৃগী! তায় বন থেকে তারে ধোরে নিয়ে এসে পিঁজরেয় পুরে রেখে আধপেটা খেতে দিয়ে অনবরত তাড়নার সামগ্রী ক'রে রাখ্‌লে যাহা হয়, তাই হয়েছে। আহা! আজও আবদ্ধ মৃগী কত কেঁদেছে—পিঞ্জরে কঠিন লৌহদণ্ড-খাড়ের পানে নিরাশ-নয়নে চেয়ে কত বুকভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলেছে, কতবার রক্ষকের পানে কাঁদ কাঁদ ভাসা ভাসা চোখে চেয়ে, ভিখারিণী বোলে, নীরবে নিরজনে প্রণিপাত ক'রে জানিয়েছে, কেউ তা দেখেও দেখেনি, শোনেনি, কেউ গ্রাহ্য করেনি। অগ্রাহ্যের ভক্তাংশে অচ্ছিল্যের তীব্র শেলাঘাতে, সেই খুলনাকে সোণার মেয়ের আজ এই দশা! এই বাঁচন মরণের ঘোর সমস্যা। পুঁটে মেয়ে এই ভোরে কোথায় প্রাণ পুরে ঘুমোবে, তা নয়, দুর্মুখা দুঃশীলা নির্দয়া শাশুড়ার ব্যঙ্গের ভয়ে, গালাগালির ভয়ে আস্তে আস্তে বুড়ো শ্বশুরের চা তৈয়ারি আর যুবা সোয়ামীর দুধ গরম কোত্তে ছুটে এসেছে! বাড়ীর ঝি গিন্নীর সোহাগের। সে ভোরে উঠে উনুনে আগুন দেবে—তার দায়? পুঁটে বউটা ঘরে কি কত্তে আছে? রাঁধুনী মাগী কর্ত্তার সোহাগের; সে ভোরের সময় না ঘুমিয়ে অমনি অমনি তার বাসা থেকে উঠে এসে চা দুধ গরম কর্ত্তে তার বোয়ে গেছে। পুঁটে বৌটা কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত খাবে, আর গতরে আগুন লাগিয়ে বোসে থাক্‌বে, এ কথা কর্ত্তাও বলে, গিন্নীও বলে, ঝিও না বলে, তা নয়। রাঁধুনী তো রোজ একবার ক'রে না বোলে হাঁড়ি ছোঁয় না। শোনে সেই আমাদের মায়া বেচারী; শুষ্কমুখী হয়ে শোনে, কাঁদে,—লুকিয়ে লুকিয়ে দারুণ ভাবনা ভাবে আর বুকের রক্ত শুকাতে থাকে! এ সব পাপের অত্যাচারের কথা, কাতরা কুলবধূ সোয়ামীর কাছে বলে না, মুখ বুজে মাথা গুঁজে কাঁদে, আর হাসে না; হাসত মায়া হাসে না; কাঁদে—বড় কাঁদে; কেঁদে কেঁদে শরীর পাত ক'রে ফেল্‌ছে! সজীব সুকোমল নরম দেহ পড়ে পড়ে দিন যেতে শুকিয়ে শুকিয়ে তিল তিল ক'রে মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কালের কাল মহাকাল হাসছে জেগে—কোল পেতে ধরে নিতে আস্তে আস্তে আগবাড়িয়ে আস্‌ছেন, অকালে মায়ার জীবলীলা বুঝি সাঙ্গ হয়! হায়! স্বপ্নের মত এসে বুঝি স্বপ্নের মত অজানিত দেশে কোথায় চ'লে যায়!

বছর ফেরে নি—গরীব বাপের সেই সোণা-ধরা একতালাতে আরও লোণা ধরেছে, কোন ঘরের কড়ি ঝুলছে, কোন ঘরের জানালা দরজা ভেঙ্গে চুরে ঝুঁকে পড়েছে, উঠানে ঘাস—গলা-পথে মাকড়সার জাল পড়িয়েছে—ছড়িয়েছে, তার উপর বেচারার চাকরী গেছে—আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত হয়েছে, উৎসাহ-উচ্ছ্বাস, জীবনের উল্লাস একে একে ফুটে পালিয়ে গেছে। সে গরীব বাপ আর নাই; গরীব বাপ ভিখারী হয়েছে—গরীব বাপের ছায়াটী মাত্র আছে;—একখানা মাংসশিরা-হীন কঙ্কাল, যেন একটু জোর বাতাসে ভেঙ্গে চুরে প'ড়ে যাবে ব'লে আল্‌তো আল্‌তো দাঁড়িয়ে আছে! সে বাপের জ্বালা বাপই জানে। মায়ের মা'তে আর পদার্থ নাই—সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে অভাগিনী এখন শয্যাশায়িনী হয়ে আছে। জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে এখন ছাইয়ের ঢিপতে পরিণত হয়েছে। একটু জোরে ফুঁ দিলেই হয় ত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে উড়ে যাবে—অভাগিনীর চিহ্নমাত্র থাক্‌বে না।

"মেয়ে আস্‌বে" "মেয়ে আস্‌বে" ক'রে দিন গেল—সপ্তাহ গেছে,—পক্ষ গেছে—মাস গেছে—বৎসর যায়। কৈ, মেয়ে ত এলো না! হয় ত আর আসবে না। হয় ত তারা আর পাঠাবে না। অভাগিনী মায়ের প্রাণে আর সয় না যে! আর দেখ্‌তে পাবে না—এ ভাবনার ধারণা কিছুতেই সইতে না—বুক ভেঙ্গে গেছে—সেই ভাঙ্গা পিঁজরের ভিতর প্রাণ-পাখী আর থাক্‌তে

চাচ্ছে না, মায়ার পীড়িত ভিখারী বাপ, কোটর-লগ্ন চক্ষে একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছে, পাখী কখন্ পলায়! রুগ্না বৈদ্যের ঔষধ নেয় না, পথ্য পায় না—পেলেও খায় না; আগে পাঁজর-ভাঙ্গা নিশ্বাস ফেল্‌তো—এখন আর ফেলে না, ফেল্‌তে ভাঙ্গাবুকে বড় লাগে। আগে হাপুস্‌নয়নে-কাঁদ্‌তো, এখন আর কাঁদে না, কাঁদ্‌তে আর পারে না গো। শীর্ণ-মুখে পাগলিনীর হাসি হাসে, আর অতি ক্ষীণস্বরে রুগ্ন স্বোয়ামীর হাত ধ'রে মাঝে মাঝে বলে—"ওগো! আমার সোণার প্রতিমে যে ভেসে যায়। তোমার পায়ে পড়ি—এনে তারে স্থাপিত কর—দে'খে মরি—ম'রে বাঁচি।" দুঃখিনী প্রলাপ বকে,—ছেঁড়া কাঁথার উপর থেকে থেকে উ'ঠে বসে, আর ঘুরে পড়ে, ভিরমী যায়; মায়ার দুর্ব্বল বাপ, মোরে মোরে তার শুশ্রূষা কত্তে এগোয়;—পারে না, জলের গ্লাস কম্পিত হাত থেকে প'ড়ে যায়! এক পা না এগোতে, মাথা ঘুরে উঠে, সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে,—অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কত্তে কত্তে রুগ্নার পার্শ্বে—শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে, বুঝি মূর্চ্ছাও যায়। হায় হায়! এরূপে আর কত দিন কাটাবে? আর যে দিন কাটে না। সর্ব্বস্ব গেছে,—ঘটী বাটী পর্য্যন্ত বিক্রী হয়েছে, আর যে দিন কাটে না। প্রাণ ভেঙ্গে গেছে, বুকের ভেতর থেকে রক্তাক্ত হৃদয়টুকু মুসড়ে ছিঁড়ে নেছে, আর যে দিন কাটে না।

যত দিন পায়ে বল ছিল, ভিখারী বাপ তত দিন রোঁজ একবার দুবার, কোন দিন বা তিনবার ক'রে, বেইয়ের পায়ে ধরে কাঁদ্‌তে যেতো। কঠোর বেই, হেসে উড়িয়ে দিত; শ্লেষের শূল বুক বিঁধে রক্তপাত কত্তো। কখন দরোয়ান চাকর দিয়ে অপমান ক'রে বাড়ী থেকে তাড়াতে চাইতো—তাও সহ্য ক'রে সে বেচারী না গিয়ে থাক্‌তে পাত্তো না, চেপে চুপে এক আধ দিন থাক্‌তে চাইলে, মায়ার দুঃখিনী মা, দুটা পায়ে ধরে—কেঁদে ভাসিয়ে দিত, বাপ আবার যেতো, কেঁদে কেঁদে—ফির্‌তো——আবার যেতো। না গেলে মা আবার কাঁদ্‌তো, আবার যেতো। মেয়ে কিন্তু আসে না, মেয়ে তারা দেয় না—তা আস্‌বে কি? মেয়েকে তারা দগ্ধে মেরে ফেল্‌ছে, সে আস্‌তে পায় কৈ? মেয়েকে তারা পোঁচিয়ে পোঁচিয়ে কেটে ফেল্‌ছে, সে আস্‌তে পায় কৈ? তাকে মারে, সে কাঁদে না, তাকে বকে, সে মুখ বুজে থাকে—খোলে না। চুপে চুপে সয়,—সয়। স্বোয়ামী এখনও পূরো যুবা নয়, বালকত্ব আছে—মা-অন্ত প্রাণ। অতশত বোঝে না বা বুঝাতে লজ্জা পায়; তাই আমাদের মায়ার জ্বালা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে বড় ব্যথা পায়; আবার ভুলে যায়। বাপ মার জ্বলন্ত পীড়ন চোল্‌তে থাকে। বালিকা খায় না, কাঁদে—নীরবে কাঁদে। আর সেই নীরব কান্না গিয়ে বাজে মায়ার দুঃখিনী মায়ের বুকে। পীড়াশয্যায় পতি পীড়িত, জোর রোজ আর যাওয়া ঘটে না। একদিন খবর এলো, মায়াকে তার শাশুড়ী বিনা অপরাধে মেরে খুন করেছে, বাছার মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়েছে। মায়ার মা মরাকান্না কেঁদে উঠ্‌লো। বাপ বেচারী বিহ্বল হয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ঘরের কোন্ থেকে লাঠী গাছটী নিয়ে—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে—তাতে ভর ক'রে হীন-বেশে যেন দীনের দীন—মলিনমুখে পথে বেরিয়ে বেইয়ের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চল্লো। মন দৌড়্‌তে চায়, দেহ পারে না। যায় যায়, হাঁটু ধ'রে বসে পড়ে, এ হিসাবে আর কতদূরে যেতে পারে? আহা! পারে না! ঐ পারে না, ঐ ঐ আহা! ঐ যে! আর যাওয়া হলো না! হাতের লাঠী খোসে পড়্‌লো, মাথার ভিতর যেন বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌লো। বুকে যেন বাজ বাজ্‌লো! তার পর অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার! চোকে কাণে কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে, হাৎড়ে হাৎড়ে দু পা এগিয়ে একজন ভদ্রলোকের রোয়াকে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বোসে পড়্‌তে হলো। বোসে থাক্‌তে না পেরে শুয়ে প'ড়্‌তে হলো। ছিন্ন-বস্ত্রাবৃত রুগ্ন শরীর মৃতের ন্যায় বোধ হতে লাগ্‌লো। এক এক ক'রে রাস্তায় লোক জমে গেল। গৃহস্বামী

ভদ্রলোক, বাহিরে এসে মায়ার পিতাকে "পড়শী" বলে চিন্তে পাল্লেন। রোগীর রোগক্লিষ্ট মুখের রক্তবর্ণ শিবনেত্র দুটী, ভদ্রলোকের মুখপানে স্থাপিত হলো। দুটী বড় বড় গরম জলের ফোটা—জলের কেন, বুকনিঙ্ড়ানো তাহা রক্তের ফোটা চকের কোণ দিয়ে শুষ্ক শীর্ণ কপোলদেশ ভাসিয়ে গড়িয়ে পড়্লো। কথা কইবার সামর্থ্য ছিল না, দু একবার মাত্র চেষ্টা ক'রে যেন মৃত্যুযোগসাধনে চক্ষু মুদ্লেন। ভদ্রলোক বিপদ্ ভেবে লোকজন নিয়ে—সেই নির্জ্জীবপ্রায় রুগ্ন দেহ ধরাধরি করে তুলে বাটীতে পৌছে দিয়ে গেলেন। রুগ্নাপত্নীদেহপার্শ্বে রুগ্নপতিদেহ পতিত হলো। নীরব নিস্তব্ধ কক্ষে, ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ শোণিতশোষক শ্বাসের মাত্র শব্দ থেকে থেকে শ্রুত হতে লাগ্লো আর যেন কালের করালছায়া বিভীষিকার রাজত্ব হতে নেমে এসে অমাবস্যার নিবিড় গাঢ়তর অন্ধকারের ন্যায় দরিদ্র দম্পতির মলিন জীর্ণ শীর্ণ দেহ ঢাকা দিয়ে ফেল্লে। ভাঙ্গা বাড়ীখানা খাঁ খাঁ কোত্তে লাগ্লো।

এতদিনের পর আজ মায়া মুখ ফুটে বলেছে—প্রাণের দায়ে আজ মায়া স্বোয়ামীর পায়ে মাথা রেখে অনেক কথা কয়েছে, সেই গয়লা বুড়ো খবর দিয়ে গেছে, "মরে। বাপ মা মরে, অভাগিনী একবার তাদের দেখ্তে পাবে না? এ জন্মের মত একবার কি আর মনের সাধে মা মা ব'লে প্রাণ ভোরে ডাক্তে পাবে না? ওগো, তোমরা মায়ার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিও, একবার তাকে যেতে দাও, এক দণ্ডের তরে বাপ মাকে দেখে আস্তে যেতে দাও; একবার সেই শূন্য পুরীতে আছড়ে পড়ে প্রাণ ভরে কেঁদে আস্তে যেতে দাও। মায়া বৈ যে তাদের এ জগতে কেউ নাই। মৃত্যুকালে একটীবার তার চাঁদমুখ দেখে তাদের মত্তে দাও। তাদের প্রাণ ভোরে আশীর্ব্বাদ ক'রে মরে যেতে দাও। অবশ্যই তোমাদের ভাল হবে, যেতে দাও।" স্বোয়ামী পিশাচ নয়, মানুষ। তার প্রাণ কেঁদে উঠ্লো, চক্ষে জল এলো—অর্থপিপাসু বাপের কঠোর নির্য্যাতন মনে হলো, ভ্রূদয়েতে কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠ্লো। মায়ের সাঙ্ঘাতিক পীড়ন মনে হলো, সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধর্লো। তার পর নিজের নিরীহের ভাগে, নিশ্চেষ্টতা মনে পড়ে, ঘৃণায় লজ্জায়—পাতকের ভয়ে সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্লো, শীর্ণা বালিকার হাত ধরে তার অনেক দিনের অনেক কান্না, অনেক চক্ষের জল একদিনে একেবারে মুছাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠ্লো।

মায়ার শ্বশুরের আজ বড় আনন্দ—আজ জোচ্চোর বেইয়ের—সেই তার কাছে বাঁড়বন্ধকরূপ মহা জুচ্চুরির আজ মহা দণ্ডের দিন। আইনের চক্রে, আদালতের সাহায্যে সব ঠিক। সেই নোণাধরা, ঝরঝরে বাড়ীখানি—সেই গরীব বেচারীর সেই গরীব ভিটেখানি গ্রাস করা হয়েছে, আজ তারির দখলের দিন। মায়ার শ্বশুরের আজ বড় আনন্দ, মরাকে মারিবার আনন্দ,—এ আনন্দ মর্ত্ত্যে নরকের ছবি। এ আনন্দ বিকৃত সমাজের বিষাক্ত দৃশ্যকাব্য। ভূত প্রেত ইহার নায়ক, দানা দৈত্য ইহার পার্শ্বচর। ইহারা খল খল হাসে, দরিদ্রের দরদরিত শোণিত সপ্ সপ্ শোষে, চক্ চক্ শব্দে অস্থি-ভস্ম-শিরমজ্জা চোষে। কড়কড়ে অস্থি-কঙ্কাল চিবায়। মহাধ্বংসের মহা ভেরীনাদে সমাজের দুয়ারে দুয়ারে তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়ায়। ঐ দেখ, ঐ মূর্ত্তি কি না? মায়ার শ্বশুর দরিদ্র বেইয়ের বাস্তু আজ চরণে দলিত কোত্তে এলো কি না? দেখ, পুলিস অগ্রগামী। মায়ার শ্বশুর "দাঙ্গা হ'তে পারে" ব'লে দরখাস্ত করেছেন, — পুলিস অগ্রগামী। কিন্তু দাঙ্গার লোক কৈ? কৈ? বাড়ীর বাহিরে—ভিতরে ত কোন সাড়া-শব্দ নাই। এ কি? যেন মরণের নিস্তব্ধতা বিরাজ কচ্ছে। শূন্যমুখে ভাঙ্গা রোয়াক—রোয়াক দখল হ'লো; রোয়াকের গায়েই ঘর, ঘর দখলের হুকুম হলো। ঘরের চৌকাঠে পা দিতে না দিতেই ভিতর থেকে দুটো বিকট দাঁড়কাক পাখসাট মেরে কঠোর ডাক ডাক্তে ডাক্তে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখ্তে দেখ্তে চোকের বার হয়ে উধাও হয়ে উড়ে গেল। পাহারাওয়ালা "রাম রাম" শব্দে পাঁচ পা পেছিয়ে

পড়্লো—ঘরের মধ্য হ'তে একটা গভীর শ্বাস-পতনের শব্দ শোনা গেল, পর মুহূর্ত্তেই ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ। সবাই চমকিত—ত্রস্ত, অথচ নীরব। পরস্পরের চক্ষু পরস্পরের পানে—কাণে সেই আর্ত্তনাদ। এবার মায়ার শ্বশুর অগ্রসর হলো। তৃপ্তি-বিস্ফারিত-চক্ষে শার্দ্দূলের চাহনি চেয়ে দেখ্তে পেলে, ভূতলে মলিন শয্যা, শয্যায় দুটী কঙ্কালসার নরনারী, শয্যার সঙ্গে মিশিয়ে শুয়ে আছে নারীকঙ্কাল নীরব—নিশ্চল-নর-কঙ্কালে এখনও মৃদু মৃদু শ্বাস বইছে। গৃহে তৈজসপত্র কিছুই নাই। শয্যাপার্শ্বে একটী মাটীর পাত্রে জল, আর একটীতে অল্পমাত্র দুধ; হয় ত কোন দয়ালু পড়শী রেখে গেছে। মায়ার শ্বশুর বেইকে চিন্তে পাল্লে, মনে কল্লে, বেনবেটী বেয়ারামী বটে, কিন্তু এর সব ভিটি কিলিমি। মনে কচ্চে, এ দেখে যদি মায়া-দয়া হয়; তা কিছুতেই হচ্চে না—আজ তাড়িয়ে ভিটেছাড়া ক'রে তবে প্রাণের সাধ মিট্বে। আমার সঙ্গে চালাকি? আমার সঙ্গে জুচ্চুরি? আমায় ফাঁকি? মায়ার বাপের মুদিত চক্ষু অল্পমাত্রায় খুলে গেল; নাভি থেকে কাঁপ্তে কাঁপ্তে একটা গভীর প্রশ্বাসবায়ু নাসাপথ দিয়ে না বেরুতে পেয়ে ঠোঁটের বাঁধন ঠেলে বেরিয়ে মহাবায়ুতে মিশে গেল। মায়ার শ্বশুর, মুমূর্ষুকে চাইতে দেখে—জোরনিশ্বাস ফেল্তে দেখে বিকটস্বরে পুলিসকে হাত ধ'রে টেনে তুলে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিবার হুকুম দিচ্চে, এমন সময় বালিকার করুণরোলে বাড়ী-ঘর পূর্ণ হ'য়ে গেল। উন্মাদিনীর ন্যায় এলোথেলো-কেশে—বেশে, করুণরসের জীবন্ত প্রতিমা অভাগিনী মায়া মেয়েটী আমাদের ছুটে এসে মাতৃকঙ্কালের গলা জড়িয়ে ধ'রে বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়্লো। পরক্ষণেই এ কি? ছিলামুক্ত ধনুর ন্যায়, আঘাতিত ফণিনীর ন্যায় সবলে উঠে, বাপের সেই শিবনেত্র পানে চকিতা হরিণীর ন্যায় চেয়ে দেখ্লে। এখন আর একটী শ্বাসবায়ু বিকৃতকণ্ঠ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তম্ বেরিয়ে বাহিরের বায়ুতে মিশে গেল, "মায়া রে! তুই এত-দিন পরে কি দেখ্তে এলি? এসে কি দেখ্লি?"

মায়ার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্লো; মার মৃতদেহ-পানে একবার বিকটনেত্রে চাইলে, বাপের শেষ নিশ্বাস বেরুতে দেখ্লে! সজোরে একবার প্রাণ ভ'রে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠ্লো! তার পর সর্ব্বনাশ! মায়া যে আর কাঁদে না, যেন আর কাঁদ্তে পাচ্চে না। মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্লো! রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত চক্ষু থেকে যেন লাল আলোকের ছটা বেরুতে লাগ্লো। দম বন্ধ হয়ে কপালের শিরাগুলি যেন দড়ার মত ফুলে উঠ্লো। তীর-বেগে দাঁড়িয়ে উঠে অনেকক্ষণের অনেক চেষ্টার পর সজোরে একবার "উঃ মা গো" ব'ল্তে ব'ল্তে সোনার প্রতিমা যেন ভেঙ্গে চুরে প'ড়ে গেল। যুবক স্বোয়ামী শুশ্রূষার চেষ্টায় মুখ তুলে দেখে—আহা! সেই সোনার মুখ পাঙ্গাশবর্ণ হ'য়ে গেছে। ঠোঁটের পাশে কস দিয়ে, অভাগিনী মায়ার ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরুচ্চে। ম আর সে ভাসা চোখে চেয়ে দেখ্লে না সে চোক বুঝি জন্মের মত মুদিত হলো! যে দারুণ রোগে মায়া দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছিলো, আজ তার শেষ। যে দারুণ ব্রত ধ'রে আজ এক বৎসর কাল মায়া আশায় ভুলে থেকে আস্ছিলো, আজ তার শেষ। সে মৌনব্রতের আজ এই কঠোর উদ্যাপন।

তার পর? তার পর মায়ার শ্বশুর পুলিস লয়ে আস্তে আস্তে স'রে গেল। জ্ঞানপাপী কাপুরুষ, বড় ভয় তার! ক্রুদ্ধ তনয়ের মুখপানে চাইতেও তাই ভয় হ'লো! ক্রুদ্ধ তনয় কাঁদ্লে না;—একবার জন্মের মত বালিকা মায়ার মুখপানে চেয়ে চক্ষু মুদে মুখ ফিরালে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সংগ্রহ ক'রে তিনটী চিতায় সৎকার ক'ত্তে লাগ্লো। ছোট খালের এ পারে শ্মশান, ও পারে মায়ার শ্বশুরবাড়ী। দাউ দাউ ক'রে চিতা জ্ব'লে উঠ্লো অকস্মাৎ তিনটী জ্বলন্ত চিতা হতে তিনটী অগ্নিকণ উৎক্ষিপ্ত হ ভীর পাশে এক অতি বৃহৎ

খড়ের গাদায় পড়্‌লো। সেই খড়ের গাদা ধ'রে মায়ার শ্বশুরবাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পরদিন শুনা গেল, কেউ বেরুতে পারে নাই। অনেককে জ্যান্ত পুড়িয়ে শেষে পাষণ্ডের দল জীবন্ত পুড়ে মলো। মায়ার স্বামী সেই শ্মশান থেকেই কোথায় চ'লে গেল, তার খোঁজ-খবর হইল না।

সমাপ্ত।

[ন্যাসানেল থিয়েটারে অভিনীত]

রত্নবেদী

বা

অপ্সর-কানন

(শ্রীরামতারণ সান্যাল কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত।)

চরিত্র।

যোগব্রত — —	অন্ধতাপস।	দেবযানী — —	অপ্সরকুমারী।
সত্যদাস — —	তাপসকুমার।	অপ্সরাত্রয়। — —	
চিত্রভানু — —	গন্ধর্ব্ব।		

প্রস্তাবনা।

পাহাড়ী খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

আজ সবে মিলে গাঁথিব প্রণয়-মালা।
সদা সুধামধুময়,
সুবাস কুসুমচয়,
করিয়ে চয়ন সবে সাজাব প্রেমিরি ডালা।
দেখাব যতন করি,
সুধীর নয়ন ভরি,
পবিত্র প্রণয়ে নাহি বিরহ বিষমজ্বালা।

[পটক্ষেপণ]

প্রথম অঙ্ক।

কানন—সরসীতট।

(সত্যদাস আসীন।)

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী হাসিতেছে নিশাথিনী।
আলিঙ্গন করি করে হইয়াছে শ্বেতাঙ্গিনী॥
হাসে দূরে ধরাপর,
বিপিনে বিটপীবর,
তরঙ্গ তুলিয়া হাসে সুতরলা তরঙ্গিণী।
প্রকৃতি প্রমোদে মাতি,
আছয়ে অঞ্চল পাতি,
উষায় সুষমারাশি বিলাইবে বিলাসিনী॥

আজ পূর্ণিমা রাত্রি, দেবাদিদেব মহাদেব এই সুখময়ী রজনীতে আনন্দকাননে আত্মযোগে প্রবৃত্ত হন। তাপসের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হবার এই উপযুক্ত সময়। হৃদয়! অপ্রকৃতপূর্ব্ব সংসারচিন্তা বিস্মৃত হও, জীবনের একমাত্র প্রধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। সংসার! সংসার কি? সংসার কি জটাবল্কলধারী তেজস্বী মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ? সেই অপূর্ব্ব স্থানে মানব-চক্ষের সম্মুখে কখন কি দেবজ্যোতি নৃত্য করে? সংসারবাসীর মনের উন্নতভাব কখন কি দর্শন-পথের বহির্ভূত দ্রব্য-সমষ্টির প্রতি দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করে? জানি না—সংসারে সুখ-শান্তি বিরাজ করে কি না? পিতার মুখে শুনেছি, সুখশান্তি সংসারের জন্য নয়; তবে যে চিন্তায় সুখ-শান্তি নাই, সে চিন্তা তাপস-কুমারের পক্ষে নিন্দনীয়। সংসার-চিন্তা! মানসের বহির্ভূত হও। চঞ্চল মন! এই পূর্ণিমা-নিশীথে একবার আত্মময় যোগে প্রবৃত্ত হও। (চিন্তা) এ কি! সংসারচিন্তাই মানস-চঞ্চলতার একমাত্র কারণ। যার চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে তেজোময়ী মূর্ত্তির ধারণায় সক্ষম হওয়া যায় না, না জানি, সেই সংসার কি ভয়ানক অশান্তির স্থান! (যোগে মগ্ন)

(দেবযানী ও অপ্সরাত্রয়ের গান করিতে করিতে প্রবেশ।

পিলু—খেম্‌টা।

চল চল বিনোদিনী, বন-বিলাসিনী।
প্রেমময়, ফুলচয়, কানন-কামিনী,
দেখ সুচারু-হাসিনী॥

দেবযানী। সখি! এ কাননের সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর, নন্দনকানন যে উপকরণে নির্ম্মিত, এটীও সেই উপকরণে নির্ম্মিত। মন্দাকিনী যে গতিতে নন্দন ভেদ করে সমস্ত স্বর্গে প্রবাহিত হচ্চে, ঐ দেখ সখি! ঐ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আশ্রম স্নিগ্ধ করে সেইরূপ প্রবাহিত হচ্চে।

প্র-অ। কি সখি, এখানে সে নন্দনের বসন্ত নাই, সে কোকিলের কুহুরব নাই, সেই দেব-দুর্লভ পারিজাতের সে প্রাণস্নিগ্ধকর সৌর-ভও নাই।

দেব। সখি! দেবদুর্লভ পারিজাতে আর যে মনস্তুষ্টি হয় না, কোকিলের কুহুরব কর্ণে বিষ বর্ষণ করে, চির-বসন্তে হৃদয় শুষ্কপ্রায়প্রায়।

দ্বি-অ। তা ত নয়,

প্রণয়, প্রণয়ী-মন প্রণয়ে মাতায়।
আশায় নাচায় কভু নিরাশে কাঁদায়॥

প্র-অ। তবে কি প্রিয়সখীর কান্নাই সার?

দ্বি-অ। প্রণয় কি ভাই কান্নাহাটির কাজ?

তৃ-অ। প্রণয়ী হলেই কাঁদ্‌তে হবে।

প্র-অ। সখীর এখন আর মনের স্থিরতা নাই, এখন—

আন্ চান্ করে প্রাণ।
ধরা শর-শয্যা জ্ঞান॥

দ্বি-অ। তুমি ভাই আমার মনের কথাটী খুলে বলেছ। আমাদের এমন সোণার পদ্মফুলে ভ্রমরটী ছোঁব ছোঁব কর্‌ছে।

তৃ-অ। কমল ছোঁবার নয়,

কমল কমলময়,
কি সাধে ভ্রমরা আর ঝঙ্কারিবে স্বদলে।
ছুঁতে গেলে টুপ ক'রে ডুবে যাবে সলিলে॥

প্র-অ। সত্যি ভাই, এ মোহিনী মূর্ত্তি ছোঁবার নয়;—দূরে থেকে একদৃষ্টে এই ছবিখানি দেখ, ছুঁয়ো না, গলে যাবে।

দ্বি-অ।

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না এটী লজ্জাবতী লতা।
মরমে মরিবে ধনী মনে পাবে ব্যথা॥

দেব। সখি! ওদিকে চেয়ে দেখ!

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঠুংরি।

দেখ সখি দেখ লো শশী গগনে।
বিতরে সুধার ধারা হরষে সরসী পানে॥
হাসিমুখে কুমুদিনী, মৃণালসঙ্গিনী ধনী,
পাতিছে হৃদয়াসন বসাইতে প্রাণধনে॥

প্র-অ। বলে—যার যেথানে ব্যথা, তার সেখানে

কথা ; এ কাননে যেন দেখ্‌বার আর কিছুই নাই। প্রাণসখী খুঁজে খুঁজে কোথায় কুমুদিনীর চাঁদের জন্যে প্রাণ কেমন কচ্চে, তাই দেখ্‌ছেন, তারির ভাবে মজ্‌চেন, তারির সুখে হাস্‌ছেন।

দ্বি-অ। বলি, কুমুদের কথা নিয়ে কি ব্যস্ত থাক্‌বে? ওদিকে চেয়ে দেখ দেখি, চাঁদ যে আর তত হাসে না। ফুলতোলার কথা কি ভু'লে গেছ?

তৃ-অ। হ্যাঁ ভাই, এসো সকলে ফুল তোলা যাক্‌।

(সকলের নৃত্য ও গীত।)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তুলি ফুলরাশি হাসি এ দুকূল বসনে।
এসো এসো সবে মিলি কুসুমিত কাননে।
কামিনী কামিনী ফুল,
মল্লিকা মালতী ফুল,
আকুল ভ্রমরাকুল জ্বালাইবে জ্বলনে।
ছোঁব না গোলাপফুল কাঁটা ফোটে মরমে॥

[অপ্সরাত্রয়ের ইতস্ততঃ প্রস্থান।

দেব। আমি পদ্মফুল তুলি গে, (অগ্রসর হইয়া সম্মুখে সত্যদাসকে দেখিয়া) এ কি? এ বিজন বনে এ মোহনমূর্ত্তি! আহা! নবীন তাপসের নবীন জটাভার কি সুন্দর! আনন্দ-যোগে মত্ত আছেন! যেন ভবানীপতি সতী-চিন্তায় চিন্তিত আছেন। তবে কি কোন নবীনা ভাগ্যবতী এ রত্নের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে? হৃদয়! চঞ্চল হও কেন? এমন নবীন পুরুষ কোন নবীনার ভাবনায় মত্ত আছে—এ কথা বলতে কি তুমি সঙ্কুচিত হচ্চ? বল, স্বচ্ছন্দে বল, সহস্রবার বল, কিন্তু—না, নবীন তাপসের মধুময় কথা শুনতে বাসনা-সাগর উচ্ছ্বসিত হচ্চে। একবার—কেবল একবারমাত্র ঐ নিমীলিত নয়নকে উন্মীলিত দেখ্‌বার ইচ্ছা হচ্চে। তাপসের যোগ-ভঙ্গ কর্‌বো? কি করি? যা থাকে অদৃষ্টে একবার ডাকি। (করযোড়ে) নবীন তাপস! অতিথিসৎকার কর। নীরব, নিস্পন্দ, নিনি- মেষ ঋষিবর! একটী নবীনা আজ অতিথি।

সত্য। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) আপনি কে?

দেব। নবীনতাপসের অতিথি।

সত্য। আপনার চরণস্পর্শে আশ্রম পবিত্র হলো। এই কুশাসনে উপবেশন করুন।

দেব। আমাদের আসন কুশাসন নয়।

সত্য। আপনি কোন্‌ আশ্রমে বাস করেন?

দেব। আপনি কোন্‌ কোন্‌ আশ্রম জ্ঞাত আছেন?

সত্য। ভগবন্‌! পিতৃ-আশ্রম ব্যতীত আর কোন মহাতপার আশ্রম জ্ঞাত নই। পিতার মুখেই শুনেছি, এই কাননের অপরাপর পার্শ্বে অন্যান্য ঋষিদিগের আশ্রম।

দেব। আপনি তবে পৃথিবীর সমস্ত সুখেই বঞ্চিত।

সত্য। ভগবন্‌! পৃথিবী কি? পৃথিবীর সুখ কি, আমি জানি না, জানিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ণানন্দরূপ বিমল সুখেই আমার সুখ।

দেব। নবীন-তাপস!

বনের কুসুম সখা বনেই শুকায়ে যায়।
মনের গরিমা সখা বনেই মিলিয়ে যায়॥

সত্য। তবে কি আপনি সংসারবাসী?

দেব। আজ্ঞে হাঁ, আমি সংসারবাসী এবং সংসারবাসিদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সত্য। কেন?

দেব। কারণ, আমরা স্ত্রীলোক।

সত্য। তবে কি এই মূর্ত্তিই সংসারচক্রের নিয়োগকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা?

দেব। তাপসবর! আমি মানবী নই, অপ্সরী। আমি এতদিন শান্তমনে ছিলাম, আজ আমার সেই শান্ত মনকে আপনার ভুবনমোহন মূর্ত্তিই চঞ্চল করেছি।

সত্য। দেবি! আমি কি তবে আপনার চরণে কোন অপরাধ করেছি?

দেব। অপরাধ কিছুই নয়, তবে কি না, ঐ দুটী কটাক্ষ আমার হৃদয় ভেদ করেছে। এ হৃদয় এখন আর আমার নয়, হৃদয় আপনার।

সত্য। মার্জ্জনা করবেন, আমার কিছুই বোধগম্য হচ্চে না। আপনার হৃদয়, আমার হৃদয় বহুদূরে স্থিত। বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে কখন কি কোন হৃদয় অন্য কোন হৃদয়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছে?

দেব। প্রিয়তাপস! হৃদয়ের সমস্ত কথা যদি মুখে প্রকাশ করা যেতো, তা হ'লে নব-প্রণয়ী সময়ে সময়ে যন্ত্রণা-ভোগ কত্তো না। কিন্তু আমি এত অধীর হয়েছি যে, বাক্‌শক্তিকে আর ক্ষমতাধীনে রাখ্‌তে পাচ্চি না। হৃদয় আপনার ভাব প্রকাশে ব্যস্ত হয়েছে। (হস্ত ধারণ করিয়া) সর্ব্বস্বধন! এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তোমার জন্য আমার হৃদয় কাঁদেনি, কিন্তু আর না, তুমিই আমার জীবনের সাররত্ন! তোমাকেই আমি জীবন মন সমস্ত অর্পণ করেছি। এখনি এ জটাভার মুণ্ডন ক'রে দিব, গৈরিক বসনের পরিবর্ত্তে মণি-মাণিক্য-ভূষিত বস্ত্র পরিধান করাবো, পর্ণশয্যা স্বর্ণপালঙ্কে পরিণত হবে—চল, তোমায় হৃদয়ে ধারণ ক'রে আমার আবাসে নিয়ে যাই।

সত্য। প্রেতযোনি! তুমি দেবীমূর্ত্তি নও, তুমি লোভের অন্যতম জঘন্যমূর্ত্তি, যাও, স্বস্থানে যাও, তাপসকুমারের নিকট তোমার মায়াজাল অব্যর্থ নয়। হা ধর্ম্ম! এ পুণ্যকাননে পাপমূর্ত্তির বিচরণ! প্রেতযোনির বায়ুস্পর্শেও শরীর অপবিত্র হয়। [পলায়ন।

দেব। সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি! ধর্ম্মের আদর্শ! কিন্তু রমণীর নয়নপ্রীতিকর! হৃদয়রঞ্জন! কি করি? মনের স্রোত আর ফেরে না। ভালবেসেছি, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রণয়সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি; কিন্তু আমার প্রণয়পাত্র কি? কিছুই নয়। তাঁর হৃদয়ে ত প্রণয় নাই, তাঁর চক্ষু দুটী ত আমার চক্ষু নয়। আমি ভালবেসেছি—তিনি ত ভালবাসতে জানেন না। আমি রূপ দেখি, তিনি জ্ঞান দেখেন। দুজনে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে কি হবে?

পাহাড়ী পিলু—ঠুংরী।

রূপে মজিল রে মন।
বিলাস-লালসা আসি, পশিল হৃদয়ে হাসি,
প্রণয় বাসনা বশে হইনু মগন॥

(সখীগণের প্রবেশ)

সখী। এই বুঝি তোমার ফুল তোলা?

দ্বি-অ। বলে,

আপনি হাসি আপনি কাঁদি আপনি ঘুরি ফিরি।
প্রেমের নদী প্রাণের ভিতর বচ্চে ধীরি ধীরি॥

তৃ-অ। সখি! এতদিনের পর কি এই বনের ভিতর এসে ঠ্যাং ভাঙ্‌লে?

দেব। এই যে ভাই আমি ফুল তুলেছি।

প্র-অ। ও ত ফুল নয়, ও যে কুশাসন।

দ্বি-অ। ঠিক হয়েছে,—

নবীন তাপস মজিয়েছে কুল আকুল করেছে।
প্রাণের ভিতর জানিনাকো কি বাণ মেরেছে॥

তৃ-অ। তাই ত বলি, তা না হলে এমন হবে কেন?

বিরস মুখে আস্‌ছে হাসি আট্‌কে রাখা দায়।
মধুমাখা সে হাসিটী দেখ্‌তে কি কেউ পায়॥

দেব। কেন সখি! আমি কি হাস্‌ছি না?

প্র-অ। কৈ সখি! তোমার সে মধুর হাসি কৈ? এ হাসি ত সে হাসি নয়, এ হাসির নদীর ঢেউ বাতাসে উঠ্‌ছে, বাতাসে পড়্‌ছে।

দ্বি-অ। এ দিকে যে নিশির হাসি শেষ হলো। আর কেন, চল যাওয়া যাক্‌।

পিলু জংলা—খেম্‌টা।

আয় লো সব নবীনবালা,
নিশির হাসি শেষ হয়েছে।
শশীর হাসি শশীর সুধা,—
জলদ মসী নাশ করেছে।
চকোরী সখি,—শূন্য পথে,—
সুধার ধারে স্বর তুলেছে।

[গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

পর্ব্বতময় প্রদেশ ।

(যোগব্রত ও সত্যদাস আসীন)

সত্য । পিতঃ । পিশাচিনীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত নূতন, তাদের হাবভাবই একমাত্র আভরণ ।

যোগ । বৎস সত্যদাস ! আর কখনও সে কাননমধ্যে পদার্পণ করো না । তারা মায়াবিনী তাদের য় ত মুগ্ধ হ'লে, তোমার যাগধর্ম্মের অনেক বিঘ্ন ঘট্‌বে ।

ত্য ঃ । সেই পিশাচিনীর আস্পর্দ্ধা দেখুন, বলে—তোমার জটাভার মুণ্ডন ক'রে দেবো, স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত কর্‌বো । পিতঃ । স্বর্ণালঙ্কার কি ?

যোগ । সংসারমগ্ন মানবের চিরন্তন বিষাদের কারণ ।

সত্য । তবে কেন আমি সে বিষাদভার গ্রহণ করি ?

যোগ । বৎস । সে মায়াবিনীদের যা কিছু প্রত্যক্ষ দেখেছ, সে সমস্তই আপাততঃ মনোরম । প্রথম প্রবেশ কর, সম্মুখে সুখ-শান্তি বিরাজমান, কিছুদিন বিচরণ কর, অনন্ত দুঃখ—অনন্ত অশান্তি, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত দগ্ধ কর্‌বে ।

সত্য । পিতঃ । সে সুখ-শান্তির সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের সুখশান্তির প্রভেদ কি ?

যোগ । সংসারের সুখ-শান্তি ক্ষণিক, আশ্রমের সুখশান্তি ঈশ্বর-সৃষ্ট, তাঁরই কৌশলে অনন্তকাল আবদ্ধ ।

সত্য । পিতঃ । সংসারী হ'লে কি যোগসাধনের কোন ব্যাঘাত ঘটে ?

যোগ । বৎস । সংসারী হইলেই সংসারচিন্তায় চিন্তিত থাকতে হবে, পরমাত্মাচিন্তার সময় তার পক্ষে দুর্ল্লভ, কাজেই যোগসাধনের ব্যাঘাত ঘটে ।

সত্য । যারা সংসারী, অথচ সংসারচিন্তা নাই, তারা কি পরিণামে পরমাত্মায় সংলগ্ন হ'তে পারে না ?

যোগ । বৎস । আমরা সংসারী নই । কেন মিছে অসার সংসারচিন্তায় মনোনিবেশ ক'রে ক্ষণেকের তরেও চিরশান্তিময় মনকে আন্দোলিত করি । তোমার সরল মনে ও সকল ভয়াবহ চিন্তার স্থান নাই ।

সত্য । পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য ।

যোগ । বৎস । একবার সুললিত গাথায় সেই দেবদেবের মহিমা কীর্ত্তন কর ।

সত্য । পিতৃআজ্ঞা এখনি সম্পাদিত হবে ।

ঝিঁঝিট—একতালা ।

ভাব রে ভব ভোলানাথ, ভবেশ ভয়হারক ।
চন্দ্র-ভাল, অস্থি-মাল, জাহ্নবী শিরোধারক ॥
শ্মশান বিভব শৈলরাজ, অঙ্গে বিভূতি ভূষার সাজ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিলোক মাঝ, প্রলয়-শিঙ্গা-নাদক ॥

যোগ । বৎস । চল, আশ্রমে যাওয়া যাক্‌ ।

সত্য । পিতঃ । আমায় অনুমতি দিন, আমি কিয়ৎক্ষণ স্বভাব পর্য্যালোচনা করি, আর ঐ উচ্চতর শৃঙ্গে উত্থান ক'রে পার্শ্বস্থ কানন-সমূহের শোভা সন্দর্শন করি ।

যোগ । অধিক বিলম্ব করো না ।

[যোগব্রতের প্রস্থান ।

সত্য । (স্বগত) মায়াবিনী আমাকে মায়াজালে বদ্ধ কর্‌তে এসেছিল । সে মায়াজাল ভেদ করেছি, কিন্তু মায়াজাল কি ? কিছুই জানি না । সংসারাশ্রম উত্তম কি অধম ? কে জানে ? পিতা বল্লেন, সংসারের সুখ ক্ষণিক । কেন ক্ষণিক ? আশ্রমের সুখই বা চিরস্থায়ী কেন ? আশ্রম ও সংসার উভয়ই বিধি-সৃষ্ট, সুখশান্তিও তাঁর সৃষ্টি ; তবে কি সুখ-শান্তির ভিতরও তাঁর দ্বিভাব আছে ? তবে ত তিনি

পক্ষপাতী, কিন্তু সেই তেজোময় মূর্ত্তি কে পক্ষপাতী বল্‌তে পারে? তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত অপক্ষপাতীরূপে বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন। তবে ত সংসারেও সুখ-শান্তি আছে। হয় ত কোন উপযুক্ত মানব না থাকাতেই সেখানে সুখ-শান্তির প্রভাব নাই। আমি যদি সংসারী হই?—না, পিতার আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়। আহা! কি মনোহর শৈলশৃঙ্গ! চতুর্দ্দিকেই বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের জীবন্ত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। এই সমস্ত দর্শন কল্লেই কবির হৃদয় আর গায়কের কণ্ঠ উন্মুক্ত হয়।

ইমন-কল্যাণ—আড়াঠেকা।

নয়ন ফিরায়ে দেখি নয়ন-রঞ্জন।
বিধাতার বিধিবশে সবে নিমগন॥
বেগবতী স্রোতস্বতী,
তরঙ্গে টলায়ে ক্ষিতি,
তাঁরি আজ্ঞাধীন হয়ে করিছে গমন॥
ঘোরে রবি শশী তারা,
কত গ্রহ পথহারা,
তিনিই সবারি সার সবারি জীবন॥

সত্য। আবার সেই সংসার চিন্তা! কি করি? কেমন ক'রে এ চিন্তা হ'তে পরিত্রাণ পাই?

(নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে অপ্সরাত্রয়ের ও দেবযানীর প্রবেশ।)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রেম-মগনা রমণী-মণি দেহার লো।
সুখ-শিখর-নিকরে নিহার লো॥
শত শ্বেতমণি, সুর-শিরোমণি,
নব কিরণে সুধার আধার লো॥

দেব। সখি! এই গিরিশিখরও তাঁর ভ্রমণের স্থান, সে শতদল পদ্মটী ঐ নির্ঝরিণীর তীরেও বিকসিত হয়।

প্র-অ। সখি! সেটী কি বৃন্তভাঙ্গা কুসুম?

দেব। সখি! সে কুসুম সদা প্রস্ফুটিত; তার সৌরভের নিবৃত্তি নাই; যে সে সৌরভ একবার মাত্র আঘ্রাণ করেছে, তার আর রক্ষা নাই; কাছে যাও, সজীব সৌগন্ধে মস্তিষ্ক পূর্ণ হবে, দূরে যাও, পবন কিঙ্করবেশে সেই পরিমল লয়ে ধাবমান হবে।

দ্বি-অ। ওলো! এ তবে সে প্রেম নয়, এ প্রেম-পারাবার, অনেক তরঙ্গ।

তৃ-অ। ওলো—

প্রেমতরঙ্গ রঙ্গ করে অঙ্গ জ্বলে যায়।
প্রেমের সাগর কোন কালে কাঁপে কি লো তায়॥

প্র-অ। সাগর কাঁপেন নি, হেলে দুলে যাচ্চেন।

দেব। কৈ? আমি ত সমস্তই দেখ্‌লেম, কৈ, এখানেও ত তিনি নাই? তবে কোথায় গেলেন?

দ্বি-অ। ও সখি! তুমি বুঝি চারিদিকেই দেখ্‌ছিলে, আর আমরা যে এত ব'কে মলুম, এ বুঝি কর্ণে প্রবেশ হলো না? হায় হায় হায়! একেবারে মতিভ্রম!

দেব। সখি! আমি ত দেখিনি।

তৃ-অ। তবে কে কি দেখ্‌ছিল ভাই?

দেব। সখি! আমার আঁখি দুটীই দেখ্‌ছিলো।

প্র-অ। তা বেশ হয়েছে, তবে তুমিই দেখ, আমরা আপনা আপনি দেখাদেখি করি। তোমার মুখখানি ভাই দিবি।

দ্বি-অ। যেন পূর্ণিমার চাঁদ।

তৃ-অ। না সখি, আমার মুখখানি যেন চাঁপাফুল।

দ্বি-অ। ও সখি! চাঁপাফুল বলো না, দেবকবি তা হ'লে তোমায় আস্ত রাখ্‌বে না, পাঁপড়িগুলি সব ভেঙ্গে দেবে।

প্র-অ। আচ্ছা সখি, ভাসা ভাসা ছোট চক্ষু ভাল, না আকর্ণবিশ্রান্ত আঁখি ভাল?

দ্বি-অ। আমি কেমন ক'রে জানবো সখি? আমার আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষুও নেই, ভাসা ভাসাও নয়, যাঁর আছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর না।

তৃ-অ। (দেবযানীর প্রতি) সখি, তুমি বল না।

দেব। ঐ দেখ সখি!

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

দেখ লো সজনি ধনী রমণীর শিরোমণি।
হাসিছে বিমল হাসি আনত আননখানি॥
হেরি চারু জটাভার, ধারা ধরে ধরাধর,
কিবা মধুর অধর, মাধুরী আধার মানি।
ঢল ঢল ভুনয়ন, যেন কামশরাসন,
নলিনী মৃণালে যেন সুগোল যুগল পাণি॥

প্র-অ। তাই ত সখি, এ রূপরাশি দুর্লভ।

দ্বি-অ। অপরূপ হেন রূপ সুরূপের রূপ।
কুরূপ কামিনীরূপে বিধাতা বিরূপ॥

তৃ-অ। তাই ত সখি,
শৈলশিরে মনোহারী শোভায় অতুল।
কণ্টকী মৃণালে যেন ফোটা পদ্মফুল॥

দেব। (অগ্রসর হইয়া) নবীন তাপস! আমায় কি পরিচিত বোধ করেন? একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছেন? কাল নিশীথে যে রমণী লজ্জা ত্যাগ করে মুক্তকণ্ঠে প্রণয় ব্যক্ত করেছে, প্রিয়দর্শন! একবার স্মরণ করুন, এই সে রমণী, আজ আবার আপনার চরণসমীপে উপস্থিত; একবার করুণ-নয়নে দর্শন করুন।

সত্য। দেবযানি! তুমি ত আমার নিকট কোন দোষে দোষী নও, তবে কেন করুণা প্রার্থনা কচ্চো?

দেব। (হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়দর্শন! আমি তোমার চরণে যথেষ্ট দোষী, এক প্রণয়ই আমাকে দোষী করেছে।

সত্য। প্রণয় কি? আমি জানি না।

দেব। প্রণয় প্রেমিকহৃদয়ের প্রধান কার্য্য।

সত্য। প্রেমিকহৃদয় কি?

দেব। মানবজীবনের প্রধান কার্য্য প্রেম, রমণীর সহিত সুখপরিণয়ই প্রেম।

সত্য। সে প্রেমে আবদ্ধ হ'লে, ঐশ্বরিক যোগের কোন ব্যাঘাত জন্মাতে পারে?

দেব। অপবিত্র প্রেমিকদেরই ঈশ্বরকার্য্য বিনষ্ট হয়।

সত্য। পবিত্র প্রেমে আর অপবিত্র প্রেমে প্রভেদ কি?

দেব। ঈশ্বর-সৃষ্ট পবিত্র প্রেমের অপভ্রংশই অপবিত্র প্রেম।

সত্য। প্রিয়বাদিনি! আমি যদি পবিত্র প্রেমে মগ্ন হই?

দেব। হৃদয়রঞ্জন! তা হ'লেই এই রমণী অনন্তকাল পর্য্যন্ত ও পদসেবায় কৃতার্থ হয়।

সত্য। তথাস্তু।

প্র-অ। ওলো, ফুল পড়েছে।

দ্বি-অ। আরো গাছ নাড়া দে, অনেক ফুল পাবি।

তৃ-অ। ও সখি! ওকি নড়বার গাছ যে নড়বে, হেসে হেসে ছোট ছোট হাত দুখানি তুলিয়ে তুলিয়ে ফুল চাও, সাজি ভ'রে যাবে এখন।

দেব। প্রিয়তমে! প্রণয়িযুগলের প্রথম মিলন কি সুখকর।

সত্য। এই সুখ অনন্তকাল পর্য্যন্ত অনন্ত সুখে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন।

দেব। এই উভয়ের হৃদয় এক হৃদয়ে পরিণত হ'লেই অনন্ত সুখ-শান্তি বিরাজ করবে।

(সখীত্রয়ের নৃত্য ও গীত)

সিন্ধু খাম্বাজ—খেমটা।

আহা মরি মরি কিবা মাধুরী।
হাসিছে সুখ-সহচরী।
করিয়ে মঙ্গল-গান,
তুলিব সুতানে তান,
পোহাল প্রণয়াকাশে শোক-শর্ব্বরী॥

তৃতীয় অঙ্ক।

অপ্সর-কানন।

(উন্নত শ্যামল শয্যার উপর সত্যদাস ও দেবযানী আসীনা, অপ্সরাত্রয়ের নৃত্য ও গীত।)

ধুন-সারঙ্গ—কাওয়ালী।

মরি মাধুরী ধরে কিবা ফুলবন
নবীন নটবরে, নব নাগরী,
নবীন কুসুমহারে করে বরণ ॥

প্র-অ। ঋষিবর! নমস্কার, বলি সুখ-শান্তির জন্যে না পাগল হয়েছিলে, এখন সুখশান্তি বুঝ্‌তে পেরেছ কি?

সত্য। একাধারে সুখশান্তি অপ্রাপ্য।

দ্বি-অ। ওটী ভাই তোমার পাগ্‌লামী।

তৃ-অ। ওলো, পাগ্‌লামী নয়, কর্ত্তার বুঝি জাত-ভায়াদের মনে পড়েছে।

দেব। নাথ! এ কানন কি তোমার শান্তিহীন বোধ হচ্চে?

সত্য। বিধুমুখি! যার পার্শ্বে এমন সুখশান্তি বিরাজ ক'চ্চে, তার আবার শান্তির অভাব?

প্র-অ। আহা হা! এমন গালভরা কথা কোত্থেকে শিখ্‌লে?

সত্য। তোমরাই ত শেখালে।

দ্বি-অ। দেখ দেখি ভাই, এতে কত সুখ। মনে কর দেখি, আগে কি ছিলে, আর কি হয়েছ, তখন বনে ব'সে পেঁচার ডাক্ শুন্‌তে, এখন রমণীর সুধামাখা কথায় বুক দশহাত হচ্চে, তখন কদাচ কখন এক একটা বনমানুষের মুখ দেখ্‌তে, এখন হাত বাড়ালে দু-দশটা হাসিমাখা মুখ গড়িয়ে পড়্‌চে।

তৃ-অ। আচ্ছা ভাই! কোকিলের ডাক তোমার কেমন লাগ্‌তো?

সত্য। বোধ হ'ত যেন ঈশ্বরের স্তুতিবাদ কচ্চে।

তৃ-অ। আর এখন?

সত্য। এখনো ত তাই বোধ হয়।

তৃ-অ। তবে তোমার বুনোস্বভাব এখনও যায় নি॥

সত্য। কেন?

তৃ-অ। ভাই! যার হৃদয়ে প্রণয় আছে, তাকে পশুপক্ষীর স্বর চিন্‌তে হবে। এখন কোকিল কি বলে জান? বলে—

বনের ভিতর ফুটায়ে গলা কুহু কুহু করি
প্রেমিক-মনে প্রণয়-আগুন জ্বলাই ধীরি ধীরি

সত্য। তবে ত কোকিলের গুণ অনেক।

দেব। নাথ! ওটী যে মদনের প্রধান অনুচর কোকিলের স্বর মদনবাণের হলাহল; মদন ফুলশর ক্ষেপণ কল্লেন, কোকিল ঝঙ্কার ক'রে তার হৃদয়ে বিষ ঢেলে দিলে।

প্র-অ। সখি! তোমার ভাই সেটী ভাল জান' আছে, উনি ঋষি মানুষ; ভাংধুতুরোর পর্ব্বত; একটুখানি বিষ ত ওঁর দৈনিক আহার।

সত্য। ঋষিমাত্রেই কি ভাংধুতুরাপ্রিয় হয়?

দ্বি-অ। তবে মহা'শয়দের চক্ষুদুটী জবাফুলের মত কেন?

সত্য। অনিদ্রাও ওর অন্যতম কারণ হতে পারে

তৃ-অ। তবে কি ঈশ্বরযোগেও রাত্রিজাগরণের প্রয়োজন?

প্র-অ। ওলো চল, আমরা এখন যাই, নবীন দম্পতি একটু বিশ্রাম করুক্।

দ্বি-অ। হাঁ ভাই, চল,

প্রণয়ের পরিণাম একত্রে মিলন
দুজনেতে সুখে তায় কর সন্তরণ॥

[অপ্সরাত্রয়ের প্রস্থান

(দেবযানীর গীত)

পাহাড়ী জংলা—ঠুংরি।

প্রাণনাথ প্রাণ মন দিয়েছি তোমারে,
ভালবাসি মধু হাসি মধুর অধরে হে।
দেখো নাথ দেখো দেখো,
অধীনীরে মনে রেখো,
বিরহ বিষম দাহে যেন না জ্বলি—
অন্তরে অন্তর রেখে দেখি প্রাণ ভরে হে।

সত্য। প্রিয়তমে! আর সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি তোমায় লোভের অন্যতম মূর্ত্তি ব'লে তিরস্কার করেছিলাম, কিন্তু তখন ত জানতাম না যে, এই মূর্ত্তিই আমার জীবনসর্ব্বস্ব হবে? এখন আমার একমাত্র ধন তুমি!

দেব। প্রণয়ে প্রবৃত্ত হ'লে যে যোগধর্ম্মের ব্যাঘাত হবে বলেছিলে, আমার কপালদোষে সেটী যেন না ঘটে।

সত্য। প্রিয়তমে! কে বলে প্রণয়ে শান্তি নাই? সংসারী হলেম, যোগসাধনা করবো, সম্মুখে কোন ব্যাঘাত নাই।

দেব। নাথ! এতদিনের পর আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। বাসনা ছিল, আমার চক্ষে যিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবেন, তাঁরেই হৃদয় প্রদান করবো। এতদিনে তা সফল হয়েছে।

(সত্যদাসের গীত)

বেহাগ—আড়া।

সুচারুহাসিনি।

অধরে অমৃত ধর দিবা যামিনী॥
পল্লব মৃণালদল, নেত্র নীল উৎপল,
করতল শতদল চরণ নব নলিনী।
হেন মুখে মাখাহাসি,
আমি বড় ভালবাসি,
হৃদয়ে রাখিব সদা মনোমোহিনী।

(চিত্রভানু গন্ধর্ব্বের প্রবেশ)

চিত্র। দেবযানি! এ কি?

দেব। প্রণয়ের পরিণাম!

চিত্র। দেবযানি! আমাকে বঞ্চিত ক'রে মানবের প্রতি অনুরক্তা?

দেব। শুদ্ধ অনুরক্তা নয়, পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি।

চিত্র। পাষাণহৃদয়া! এই কি তোমার উপযুক্ত কাজ? আমি যে এতকাল তোমার সাধনা কল্লেম, তুমি কি এইরূপে তার প্রতিফল দিলে? দেবযানি! আর মুহূর্ত্তে পূর্ব্বে নির্ব্বাণোন্মুখ আশা মানসমন্দিরে ক্ষীণালোক বিস্তার কচ্ছিল, এখন সর্ব্বস্ব আঁধার! যাই হোক, আমি নির্ব্বোধ, এতকাল তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলাম, তুমি আমায় ঘৃণা ক'ত্তে—আমি সেই ঘৃণাকে ভালবাসা মনে কত্তেম, একদিন একটী কথা কয়ে মনে ক'ত্তেম, কত সহস্র প্রণয়ের কথা কয়েছি, সে আশায় নিরাশা!

দেব। চিত্রভানু! প্রণয় অন্ধ, তা তুমি স্বীকার কর?

চিত্র। পাপীয়সি! তুই আমার হৃদয়ে অগ্নি নিক্ষেপ কল্লি; একবার মনে হচ্চে, তোর মস্তকে পদাঘাত ক'রে প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে যাই, কিন্তু আশাপ্রদীপ প্রজ্বলিত হচ্চে, দেবযানি! তুমি যে আমার একমাত্র হৃদয়তোষিণী।

দেব। চিত্রভানু! ভূতপূর্ব্ব কথা ভু'লে যাও, তখন আমি কুমারী ছিলাম, এখন একজনের বিবাহিতা পত্নী হয়েছি।

চিত্র। তুই দুশ্চারিণী, আমার হৃদয়ে অনল জেলেছিস্, আমিও তোর হৃদয়ে অনল জ্বালাবো। এতকাল যে মায়াজাল অধ্যয়ন করেছি, আজ প্রকৃত হিংসার সহায়ে সেই অধ্যয়ন কার্য্যে পরিণত করবো।

দেব। শতবার মায়াজাল নিক্ষেপ কর, পবিত্র দম্পতির কেশমাত্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

চিত্র। পাষাণি! এটী যেন মনে থাকে যে, বিমুখ প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর হিংসা হলাহল হ'তেও তীব্রতর।

[প্রস্থান।

সত্য। প্রিয়তমে! উনি কি প্রেমোন্মাদ?

দেব। নাথ! ওদের হৃদয়ে সারত্ব নাই। রমণীর অন্তর ওরা জানে না, ওদের হৃদয়ে অপবিত্র চঞ্চল প্রেম বসতি করে।

সত্য। ওর হিংসায় কোন ভয়ের কারণ আছে?

দেব। প্রাণনাথ! পবিত্র দম্পতি কারে ভয় করে? তারা নিজের সুখেই নিজে উন্মত্ত

সত্য। চল প্রিয়ে, এ কানন পরিত্যাগ ক'রে যাই।

দেব। কেন নাথ?

সত্য। আমার নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে।

দেব। এমন অসময়ে নিদ্রাকর্ষণ? তাই ত, আমারও যে নিদ্রা আসে।

সত্য। তবে আর এখানে অপেক্ষায় কাজ কি?

দেব। কেন নাথ! আমরা এইখানেই নিদ্রা যাই এসো। (উভয়ের শয়ন)

সত্য। নিদ্রার নিকট সকলেই পরাজিত। যে বীরপুরুষ সমস্ত দিবা যুদ্ধ ক'রে শত সহস্র জনকে পরাভূত করেছেন, নিশীথে তিনিও নিদ্রার নিকট পরাজিত।

দেব। কিন্তু সখে! নিদ্রা নবদম্পতির অসুখ-জনক। (উভয়ের নিদ্রা)

(একগাছি মায়াযষ্টি হস্তে চিত্রভানুর শূন্য হইতে অবতরণ)

চিত্র। এই মায়াযষ্টির প্রভাবে ওদের দুজনকেই নিদ্রিত করেছি, আবার এরই প্রভাবে ওদের বিচ্ছেদ হবে। পাপীয়সি দেবযানি! তুই আমার হৃদয়ে যে শেল প্রহার করেছিস, তার প্রতিফল, আমি তোকে চিরকালের জন্য কষ্ট দেব। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমায় যত জঘন্য কার্য্য কোত্তে হয়, তা কর্‌বো। দেবযানি! সুখে পতি কোলে নিদ্রিত হয়েছিস্, তোর ঐ পতিকে আমি মায়াজালে অপহরণ কোর্‌বো। (সত্যদাসের শরীরে মায়াযষ্টি স্পর্শ) ঐ নিদ্রিত অবস্থাতেই আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আয়্।

(অগ্রে অগ্রে গমন, পশ্চাতে নিদ্রিতাবস্থায় ধাওয়মান হইয়া সত্যদাসের গমন)

(নিদ্রোত্থিতা হইয়া) কৈ? এ কি? নাথ কোথায় গেলেন? প্রাণেশ্বর! সর্ব্বস্ব! কোথায় লুক্কায়িত হলে? (পরিভ্রমণ) কৈ, কোথাও তো নাই, তবে, কি হলো? কোথায় গেলেন? হায়! হায়! হায়! কে অভাগিনীর ধন হরণ কল্লে? হা বিধাতঃ! তিনি যে আমার অনেক যত্নের ধন। হৃদয়েশ! এই যে কিঞ্চিৎ অগ্রে একত্রে শয়ন কল্লেম। হায়! কেন আমি নিদ্রায় মগ্ন হলেম? কালনিদ্রা! কেন তুই আমার নয়নে এসেছিলি? আমি যে আমার সর্ব্বস্বধন হারিয়েছি।

জয়জয়ন্তী—আড়্‌ঠেকা।

দুঃখিনী-জীবনধন ত্যজিয়ে সুখকারণে।
কোথা গেল অকস্মাৎ প্রবোধ মানে না মনে।
বল দেখি বেগবতী,
কোথা মম প্রাণপতি,
বিয়োগ-বিধুরা অতি হয়েছি প্রাণেশ বিনে।
সহে না রে এ যাতনা ব্যাকুলা বিরহ বাণে॥

(রক্তাক্ত কৃপাণ হস্তে চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র। দেবযানি! তোমার মানব স্বামী কোথা?

দেব। চিত্রভানু! হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়, জানি আমার সর্ব্বস্বধন হারায়েছি।

চিত্র। দেবযানি! এতক্ষণের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে। এই দেখ, রক্তাক্ত কৃপাণ, এ শোণিত তুমি চেন?

দেব। অ্যা! তবে কি আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে?

চিত্র। তোমার সর্ব্বনাশ করাই আমার চিরব্রত, এই কৃপাণ তোমার প্রাণনাথের শিরশ্ছেদন করেছে।

দেব। (করযোড়ে)

হেন নিদারুণ বাণী,
কেন বল দেবযানি,
কাঁদে তাহে আকুল পরাণ।
জীবন-সর্ব্বস্বধন,
সেই একটী রতন,
সঁপেছি তাঁহারে প্রাণ॥
বিরহে কাতর হিয়ে,
দেহ তাঁরে মিলাইয়ে
শোকরাশি হোক অবসান॥

চিত্র। দেবযানি! তোমার শ্রীকণ্ঠ-করুণ-ক্রন্দনে

আর আমার হৃদয় আকুলিত হয় না। আমি এ বক্ষ পাষাণে বেঁধেছি।

দেব। চিত্রভানু! কেন আর আমায় প্রতারণা কর? আমার একমাত্র ধনকে এনে দাও, হৃদয়-জ্বালার নিবৃত্তি হোক্।

চিত্র। এই নেও, তোমার হৃদয়েশের ছিন্ন মুণ্ড নাও। (ছিন্নমুণ্ড দান)

দেব। অ্যা! তবে কি সত্য সত্যই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। ওঃ! (মূর্চ্ছা)

চিত্র। এই উপযুক্ত সময়।

[দেবযানীকে বক্ষ ধারণ করিয়া প্রস্থান।

(অপর দিক্ হইতে অপ্সরার প্রবেশ)

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেন লো শূন্য কানন হেরি।
কোথা গেল নব নব নাগরী॥
সুখ প্রেমবনে,
সুখে নাথ সনে,
মজেছিল প্রেমভাবে
সে সুখ ত্যজিয়ে,
মদনে মথিয়ে,
কোথা গেল নবীনা নাগরী॥

চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

পর্ব্বত গহ্বর।

আলুয়িতাকেশা দেবযানী পর্ব্বতোপরি উপবিষ্টা।

(দেবযানীর গীত)

পাহাড়ী—ঠেকা।

বিধি রে,—
দারুণ অনলে কেন করিছ দহন।
অমরী করিয়ে মিছে করেছ সৃজন॥
অমরী না হলে পরে,
জীবন যেতো অন্তরে,
জীবন-জীবন ধনে করেছ কাল হরণ॥

দেব। (স্বগত) হায়! এ যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না, এ বিষাদভারের জন্য আর আমার হৃদয়ে স্থান নাই। ওরে কাল। আমি তোর চরণে কি অপরাধ করেছি যে, তুই আমার সর্ব্বস্বধন নয়নমণি হরণ কল্লি? না না, এ তো তোর দোষ নয়, এ দোষ আমার, নতুবা কেন আমি এই অনন্ত জগৎ অন্বেষণ ক'রে এই নবজীবনে জীবন সমর্পণ কোল্লেম কেন? অ্যা। প্রাণেশ্বর কোথায়? কে, এ শৈলশৃঙ্গে ত নাই। ওঃ। দুষ্ট গন্ধর্ব্ব আমার হৃদয় শূন্য ক'রে করাল কৃপাণে তাঁরে নিহত করেছে, আমাকেও কঠিন নিগড়ে বদ্ধ করেছিল। হায় রে! কেন আমি সে নিগড় ভগ্ন করলেম? কেন আমি পাগলিনীর ন্যায় এই পর্ব্বতে বিচরণ কত্তে এলেম? এখানে কি শান্তি আছে? কৈ শান্তি? কোথা শান্তি? হৃদয়ে আমার? আমার হৃদয়ে অহরহ দগ্ধ ধাতু স্রোত বয়ে যাচ্ছে। হায়! আর কি তাঁরে দেখ্তে পাব? মিছে আশা! কে আর আমাকে একবারমাত্র সে মূর্ত্তি দেখাবে? (পর্ব্বত হইতে অবতরণ) শৈলরাজ! জান কি হে তুমি, কোথা মম প্রাণেশ্বর? শুধু প্রতিধ্বনি মাত্র, কোথা প্রাণেশ্বর! তুমিও নিদয় হলে? হায় রে! অভাগীর কথা কেবা শুনে ত্রিভুবনে! কেন তবে শৈলরাজ উন্নত-মস্তকে তুষার ঢালিয়া শিরে আছ বিদ্যমান? যাও তুমি রসাতলে!

(হস্তস্পর্শে এক গহ্বরের দ্বার উদ্ঘাটন, সত্যদাস দণ্ডায়মান।

এ কি নাথ! এ কি! হেথা কেন তুমি?

সত্য। গন্ধর্ব্বের মায়াজালে বদ্ধ আছি আমি।

দেব। বিধাতা! তুমি ধন্য। দুঃখিনীর রোদন-নিনাদে তোমার হৃদয় যে আকুলিত হয়, এই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রাণেশ্বর। আর যে কখন তোমাকে দেখ্তে পাব, এ আশা ছিল না।

সত্য। প্রিয়তমে! আমারও জীবন শেষ হয়ে এসেছিল। অনাহারে তোমার মুখচন্দ্রমা চিন্তা করতে করতে এই গহ্বরে আমার সমাধি হতো, কিন্তু অপূর্ব্ব বিধিলীলা! আমরা পুনরায় একত্র মিলিত হলেম। জীবনদায়িনি! তুমি কেমন ক'রে এ কারাগারের অনুসন্ধান কল্লে?

দেব। প্রাণেশ্বর! সেই ভয়ঙ্কর দিনে কাল নিদ্রাবশে আমি তোমায় হারালেম। জেগে উঠে দেখ্‌লেম, আমার হৃদয়ের পূর্ণশশী অস্তমিত হয়েছে। শূন্য-কানন মরুভূমির ন্যায় বোধ হলো। করুণস্বরে বিজন বন নিনাদিত কল্লেম। কোথাও তুমি নাই, তোমার মধুমাথা স্বর একবার শোনবার জন্য কাননের চারিদিকে ভ্রমণ কল্লেম। এমন সময়ে করাল কৃপাণ হস্তে দুষ্ট গন্ধর্ব্ব তোমার ছিন্নশির সম্মুখে ফেলে দিলে; হৃদয় ফেটে গেল—মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লেম—মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি, কঠিন নিগড়ে বদ্ধ হয়েছি। কিন্তু বল দেখি নাথ! এই ত্রিভুবনে এমন কোন্ কঠিন নিগড় আছে, যাতে সত্য পতিহারা রমণীকে বন্ধন করতে পারে? শৃঙ্খল ভগ্ন ক'রে পাগলিনীর ন্যায় এই পর্ব্বতে ছুটে এলেম। হঠাৎ করস্পর্শে গহ্বরদ্বার খুলে গেল।

সত্য। প্রিয়তমে! আমার জন্য এই কোমল শরীরে কত কষ্ট সহ্য করেছ! তুমি আমার জীবনদায়িনী! (অশ্রুপতন।)

দেব। প্রাণেশ্বর! পূর্ব্বের বিপদ্ স্মরণ ক'রে কেন আর রোদন কর?

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রাণধন প্রেমবশে দু-নয়ন!
আশারি আসার হারে করিছে রোদন॥
বিরহ বিষম বাণে, ব্যথিত জীবন হায়,
দিবানিশি হয় দহন॥

দেব। নাথ! চল, আমরা আলয়ে যাই।

(চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র। এ কি? পাপিনি! কেমন ক'রে কঠিন নিগড় ভগ্ন কল্লি? কোন্ দৈববলে আমার মায়াজাল ছিন্ন ক'রে তোর মানব পতিকে উদ্ধার কল্লি?

দেব। চিত্রভানু! পূর্ব্বে শতবার তোমার জঘন্য প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে প্রণয় অন্ধ বলেছি। সেই জন্যই ত্রিভুবন অন্বেষণ ক'রে পৃথিবী হতে এই পুরুষরত্নকে এনেছি, আর যথাযোগ্য পরিণয়পাশে বদ্ধ করেছি, তবে কেন আর মিছা আশায় ভ্রমণ কচ্চো? কেনই বা জঘন্য কৌশলে সতীর সতীত্বের প্রতি আক্রমণ কচ্চো? এ কার্য্য দেবকুলের উপযুক্ত নয়।

চিত্র। পাপীয়সি! আমি রমণীর বাক্যের কৌশল বিশেষ জানি, দুর্লভ দেবতাযোনি বঞ্চিত ক'রে সামান্য মানব-প্রেমে বদ্ধ হবে? এখনি এর উপযুক্ত প্রতিফল দেবো। যে মায়াবলে সুখের বাসর হ'তে তোর প্রাণপতিকে হরণ করেছিলেম, এখনি সেই মায়াবলে অনলবৃষ্টি ক'রে তার প্রাণবিনাশ কর্‌বো।

দেব। গন্ধর্ব্বরাজ! এই কি তোমার উচিত? অবলা রমণী ব'লে এত অবিচার? দেবপতির বিচারাসন কি শূন্য আছে? তাঁর হৃদয় কি রমণী-রোদনে বিদীর্ণ হয় না? চিত্রভানু! এখনি আমি দেবসভায় প্রবেশ ক'রে সুবিচার প্রার্থনা কর্‌বো। দেখি, তুমি কোন্ মায়াবলে আমার জীবন-সর্ব্বস্বের প্রাণ সংহার কর। যদি ত্রিদশ আলয়ে সুবিচার থাকে, তবে আমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্বের প্রাণরক্ষা কর্‌বো।

চিত্র। হাঃ হাঃ হাঃ! সুন্দরি! মিছে আশা। জান না কি পাপীয়সি হয়েছ পতিত, স্বর্গদ্বার তব তরে নহে অবারিত?

দেব। গন্ধর্ব্বরাজ! আমি আপনার চরণ ধারণ ক'রে বলছি, জীবিতনাথের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

চিত্র। দুর্ব্বিনীতাকে দয়া করা নিষিদ্ধ। আমি

এখনি তোর প্রার্থনার উপযুক্ত ভিক্ষা দিচ্ছি। ঐ দেখ, ঐ যে শৈলপার্শ্ব হতে অনলশিখা উত্থিত হচ্ছে, ঐ শিখা শতশিখা হযে তোর জীবনকান্তের প্রাণহন্তারক হবে।

দেব। কি হবে? প্রাণেশ্বর। আমি কেমন ক'রে তোমার প্রাণরক্ষা কর্‌বো? (সত্যদাসকে আলিঙ্গন।)

চিত্র। দেবযানি! এখনও মানবের প্রণয়বাসনা পরিত্যাগ কর। আমার সহিত পরিণয়-বদ্ধ হও, নচেৎ এখনি তোমায় নয়নের সম্মুখে তোমার জীবনের পূর্ণশশী অস্ত যাবে।

দেব। চিত্রভানু! ও দুরাশা পরিত্যাগ কর। দুঃখিনী রমণীর প্রতি আর অত্যাচার করো না।

(এক পার্শ্ব হইতে অপ্সরাত্রয় ও যোগব্রতের প্রবেশ)

প্র-অ। ঋষিবর! ঐ দেখুন, আপনার তনয়, আর ঐ আমাদের প্রাণসখী মাধবীলতার ন্যায় আপনার তনয়কে আলিঙ্গন ক'রে আছে।

যোগ। সত্যদাস! বাপ আমার! কৈ তুমি?

সত্য। পিতঃ! নিষ্ঠুর সত্যদাস এই তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

যোগ। (আলিঙ্গন করিয়া) সত্যদাস! তোমার মত পুত্রের কি এই কাজ? অন্ধ জনক ব'লে কি তোমার কিছু মনে নাই?

সত্য। পিতঃ! অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি বিষম নারকী, আমার পাপের ইয়ত্তা নাই।

যোগ। সত্যদাস! এ দ্বাদশ দিন তোমায় না দে'খে জীবন্মৃত হয়ে আছি, তপস্যার পর প্রতিদিন এসে তোমায় আহ্বান কত্তেম, কিন্তু তোমা শূন্য আশ্রম আমার হৃদয়ে শোকের অগ্নি প্রজ্বালিত ক'রে দিত, বৎস, তুমিই যে আমার জীবনের একমাত্র সহায়। আমি কত গিরি, কত উপবন, কত বন, যষ্টি-হারা হযে ভ্রমণ করেছি।

সত্য। পিতঃ। আমি অধম নারকী, নতুবা এমন কোন্‌ পাষণ্ড পুত্র আছে যে, সামান্য সংসার আশে এমন স্নেহময় জনককে বিসর্জ্জন দেয়? কিন্তু পিতঃ। মস্তকোপরি সেই এক সর্ব্বশক্তিমান্‌ আগ্নেয় মূর্ত্তি বিরাজ কচ্চেন, তাঁর নিকট অহরহ সদসৎ পাপ-পুণ্যের বিচার হচ্চে, তাঁরি দণ্ডবলে এখনি জীবন্ত সংহার হবে।

যোগ। সে কি বৎস? এই ত্রিভুবনে কে আমার সন্তানকে নিহত কত্তে পারে?

দেব। পিতঃ। ঐ দুরন্ত গন্ধর্ব্ব ঘোর মায়াময়, মায়াজালে অগ্নিশিখা নির্ম্মাণ ক'রে প্রাণনাথের প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছে।

যোগ। বৎসে! এ ত্রিসংসারে এমন কেউ মায়াময় নাই যে, মায়াজালে আমার পুত্রকে নাশ কত্তে পারে।

চিত্র। আমি তোমার তনযের প্রাণনাশ কর্‌বো, সাধ্য থাকে রক্ষা কর।

যোগ। আজ যদি আমি আমার পুত্রের প্রাণরক্ষা কত্তে না পারি, তা হ'লে এত কাল যে মায়া-বিদ্যা অধ্যয়ন করেছি, সে সমস্ত ব্যর্থ হবে।

চিত্র। সাধ্য থাকে, রক্ষা কর। (অগ্নিতে মায়া-যষ্টি স্পর্শ করিয়া) অগ্নিশিখা! এখনি শত-মুখী হযে সত্যদাসকে জীবন্ত দগ্ধ কর।

যোগ। (অগ্নিতে একটী পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া) যাও অগ্নি, রসাতলে মোর অনুমতি, (শিখা নির্ব্বাণ।)

চিত্র। (মায়া-যষ্টি শূন্যে তুলিয়া) মায়াময় ইরম্মদ। তড়িম্মুখী হয়ে সত্যদাসের প্রাণ বিনাশ কর (বজ্রনাদ।)

যোগ। (উর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া) অর্দ্ধ পথে রহ তুমি বিক্ষিপ্ত অশনি, (বজ্র নীরব)

চিত্র। ধন্য ঋষিবর। ধন্য তোমার মায়াবল! আজ চিত্রভানু আপনায় নিকট পরাজিত হলো। আপনার পুত্রের প্রাণ-বিনাশ অসাধ্য। এখন আশীর্ব্বাদ করি, নবদম্পতি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সুখ-সম্ভোগ করুক।

যোগ। সত্যদাস! আমি অপ্সরাদের মুখে তোমার পরিণয়ের সমস্ত কথা শুনেছি। পবিত্র-প্রণয়পাশে যে বদ্ধ হয়েছ, এ অতি আনন্দের বিষয়।

(অপ্সরীগণের নৃত্য ও গীত)

বেহাগ।

প্র-অ।—

যুগল মিলন হেরে আঁখি জুড়াব।
আনন্দ-সংগীতে পুনঃ বাসর মাতাব॥

দ্বি-অ।—

অচল চরণে লয়ে পুন নাচাব।

তৃ-অ।—

সুখের সাগরনীরে হৃদি ভাসাব।

সকলে।—

সব সখীগণ মিলে সাধ পুরাব॥

যোগ। সত্যদাস! আমি আজ আমার সম্মুখে তোমাদিগের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করবো। বৎস সত্যদাস! বৎসে দেবযানি! আজ আমি পূর্ণানন্দে বিহ্বল-হৃদয়ে তোমাদের উভয়কে উভয়ের করে অর্পণ কল্লেম।

চিত্র। অপ্সরীগণ! এইবার উচ্চকণ্ঠে মোহিনী তানে মঙ্গল-গীত গাও, সেই অবসরে নব দম্পতির নয়ন-সুখকর শত শত মায়াদৃশ্য এই মায়াযষ্টি প্রভাবে প্রদর্শন করাই।

[বিচিত্র পট পরিবর্ত্তন।]

(অপ্সরীগণের নৃত্য ও গীত)

মূলতান—দাদ্‌রা।

আ মরি আ মরি মধুর মিলন।
রতিপাশে শোভে যেন মকরকেতন॥
নলিনী মালিনীরূপে,
অপরূপ হেন রূপে,
বিরূপে বিষাদে কাঁদে ফিরায়ে নয়ন॥
(শুন স্বর্গ শুন মর্ত্ত্য শুন দেবগণ।
কি সুন্দর সুখকর মধুর নিক্কণ।)
ভ্রমরা ঝঙ্কার কর,
সুখে গাও পিকবর,
সুতান প্রণয় তানে মাতুক ভুবন।

সমাপ্ত।

[এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত]

ভীষ্মের শরশয্যা।

পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য।

"জয়োহস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

দৃশ্যকাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, যুযুৎসু, পঞ্চপাণ্ডব, অভিমন্যু,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নাগরিকগণ, রক্ষিগণ, সৈন্যগণ, বন্দিগণ ইত্যাদি।
কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, জাহ্নবী, সখীগণ, কুলবালাগণ, পুরনারীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—রাজবাটীস্থ রাজসভা—তোরণ।
রক্ষিনায়ক ও রক্ষিগণ এবং সভ্যগণের অশ্ব, যান ও বাহকগণ এবং নাগরিকগণ।

রক্ষিনায়ক। জনতা-কল্লোল, মুহুর্মুহুঃ বাড়িছে, কাঁপিছে, সিংহদ্বার। নিবর্ত্তিয়া রহ নাগরিক। সমাচার আসিবে এখনি।

১ম নাগরিক। ছাড় দ্বার প্রবেশি সভায়। ব্যগ্র মন শুনিতে কাহিনী সবাকার। দূতবেশে হৃষীকেশ, এসেছেন সন্ধির আশায়। শুনি বাণী, সে শ্রীমুখের বাণী, গম্ভীর প্রশান্ত উপদেশ, শুনিতে—শুনিতে মরি পাণ্ডববারতা, উৎকর্ণ হস্তিনাপুরবাসী।

রক্ষিনায়ক। মার্জ্জনা করহ পুরজন। স্থান আর নাহিক সভায়। উষার প্রকাশ হ'তে আজি, দলে দলে এসেছে অগণ্য জনস্রোত, দর্শকের দৃঢ় মঞ্চ থাকি থাকি কাঁপিছে টলিছে ভীমভাবে, সভাক্ষেত্র লোকারণ্য। যেন একত্রিত সমগ্র প্রদেশ।

২য় নাগ। ঐ শুন—ঐ শুন ভাই। অসংখ্য অস্ফুটস্বর ভেদি, যদুপতি গর্জ্জিয়া কহেন কি কাহিনী। বাজিছে জীমূতনাদ শ্রবণপটহে। জলন্ত কাহিনী তীব্র, আসে আসে ডুবে কোলাহলে।

৩য় নাগ। ও কি! স্বর থামিল সহসা! সভাক্ষেত্র হইল নীরব! কে জানে কি ঘটিছে বিপ্লব

যুযুৎসু। পলাও নগরবাসী, সর্ব্বনাশ ঘটিছে সভায়। ওহো! মূর্ত্তি—বিকট মহান্!

৪র্থ নাগ। কি ব্যাপার? কহ যুবরাজ! সচকিত শঙ্কিত সবাই—আশঙ্কার কি হলো কারণ? কহ শীঘ্র বুঝি হিতাহিত।

যুযুৎসু। হস্তিনায় ঘটিল প্রলয়—ঘটিল বিলম্ব নাহি আর। বিশ্বম্ভর বিরাট্ পুরুষ—অবতার ক্রোধে—ভুলি নরত্ব নিজের করিছেন প্রকাশ প্রকাণ্ড বিশ্বরূপ! চাহি দুর্য্যোধন পানে অট্ট-হাসে—দিগন্ত কাঁপায়ে প্রকাশিলা—অনন্ত বিরাট কলেবর—মহা শূন্যে ঠেকিল মস্তক। জলন্ত প্রকাণ্ড দেহ হ'তে ঘূরিয়া পড়িল শূন্যে অসংখ্য জগৎ—চন্দ্র সূর্য্য কোটি কোটি, আত্মপথে চলিল ধাইয়া। দেখিতে দেখিতে দেহ ফাটি—বিদ্যুৎবরণ দেবদল, আবির্ভাব—হইল অচল। বক্ষে রুদ্র, ললাটে বিধাতা, করমুঠে লোকপালগণ, বদনমণ্ডল হতে অনল, আদিত্য, সাধ্য,বসু বায়ুগণ, অশ্বিনীযুগল, ইন্দ্র, ত্রয়োদশ বিশ্বদেব—একে একে বাহিরিল তেজে। স্থাবর-জঙ্গম আসি পশিল উদরে। নেত্র, নাসা, শ্রোত্র—সে দেহের, উদ্গারিল—স্তবকে স্তবকে, ধূমরাশি মাঝে অগ্নিশিখা ভয়ঙ্কর। নিঃসৃত হইল অবশেষে—দ্বাদশ তপনকর সম—লোমকূপ হইতে আয়ুধ রাশি রাশি। পৃথ্বী বুঝি যায় রসাতল!

১ম নাগ। তাই ত কাঁপিছে বসুন্ধরা! স্বর্গ মর্ত্ত্য উলটি পালটি যায় বুঝি।

২য় নাগ। ভয় নাই, ভয় নাই ভাই! ঐ শুন দেবতা-দুন্দুভি বাজে, ঐ পুষ্পবৃষ্টি হতেছে আকাশে।

(তোরণ হইতে বিদুরের আগমন)

বিদুর। পৌরজন কি দেখিছ আর? সর্ব্বনাশ ঘটিতে চলিল। সমরের কর আয়োজন। বক্ষরক্ত যার যত আছে, প্লাবিতে বসুধা শীঘ্র রাখিবে প্রস্তুত! উগ্র ক্ষত্রিয়ের তেজ, করা চাই অপব্যবহার। ভারতের ভারনাশ তরে, আপনা আপনি রণ—অদৃষ্টলিখন। খুলে দিল কুরু-কুলপতি আত্মবিগ্রহের দ্বার একটী কথায়। একটী কথায়, শান্তিতে রহিতে বসুন্ধরা।

৩য় নাগরিক। শান্তিপ্রিয় কুরুবংশধর-! কহ কি ঘটিল আজি, কি হইল দৌত্যে কেশবের?

বিদুর। নিষ্ফল হইল পুরজন। রণডঙ্কা বাজিবে ত্বরায়। দুর্য্যোধন অচল অটল—কারুর কথা শুনিল না কাণে। সূচি-অগ্রভাগসম ভূমি, পাণ্ডবে না অর্পিবে সহজে। গুরু-উপদেশ কর্ণে বিষসম তার—সবারে অমান্য করি আত্ম-পণ করিল রক্ষণ! কি আর কহিব ভাই—বন্ধিল কেশবে বান্ধিবারে। আহা, বুদ্ধি আছে কি মূর্খের? ত্রিজগৎ যাঁর কাছে, তাঁরে বাঁধা বাঁধা কভু কি সম্ভবে?

নাগরিকগণ। অসম্ভব! বড় অসম্ভব!!

বিদুর। অসম্ভবে বাসনা মূর্খের। এখনি হইত নাশ পরিজন সহ, হস্তিনা যাইত রসাতল। ভক্তিবলে বাঁচিল কেবল। বিশ্বরূপ করি সংবরণ উচ্চহাসে উড়ালে কেশব। তথাপি না বুঝিল নির্ব্বোধ। হেন কৃষ্ণ পাণ্ডব-সহায় তবু সন্ধি না কৈল সহজে। বিশ্ব যাবে ছারেখারে, বিধিলিপি অবশ্য ফলিবে।

[বিদুরের প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির পশ্চাতে ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপের প্রবেশ)

ভীষ্ম। উপায় কি নাই কিছু আর? হে কেশব, বিচক্ষণ তুমি, রাজনীতি করায়ত্ত তব।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবব্রত, কি কহিব আর? যমদূত পার্শ্বে যে রোগীর, ঔষধিতে অনাদর তার। বলে গিলাইতে গেলে, অপমৃত্যু ঘটাই সম্ভব। কি উচিত ব্যবস্থা সে শেষ অবস্থায়? যতক্ষণ রহে প্রাণ? কি ক্ষতি রহুক, কালপূর্ণ হইবে সময়ে, ব্যবস্থায় অনাস্থা পৌত্রের আপনার।

এ ব্যাধির মৃত্যুই বিধান ! হে দারুক ! সারথি-প্রবর ! ফিরাও এ দিকে রথ—আসি ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

(বিদুরের বাটীর প্রাঙ্গণ, কুন্তী ও বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর । শুনিলে ত সকলি ভগিনি ! বাসুদেব বয়সে বালক, জ্ঞানে কিন্তু প্রাচীনে হারায়। যে তেজে গঠিত হৃদি, যে তেজের আধার কেশব, সে তেজের সম্মুখীন হয়ে, টলিল না কুরু-কুলাঙ্গার। আত্মমত রাখিল বজায়। অনিবার্য্য সমর গো দেবি !

কুন্তী । হে দেবর ! কি কব তোমায়, তুমি ত সকলি জান ভাই। পিতৃহীন আহা বাছা! পাঁচটী তনয়ে লয়ে কত কষ্টে করিনু পালন। প্রাপ্যধনে বঞ্চিত তাহারা। রাজার তনয় হয়ে আজীবন বনে বনে ভিক্ষা করি কাটাইল কাল। কুচক্রে পড়িয়া পাপাত্মার, ধনে দিয়া বিসর্জ্জন, পরের কন্যারে লয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে বাছারা আমার। ননীর পুতলী সহদেব, নকুল সে লাবণ্যের হার। খেতে শুতে স্মরি বাছাদের—কাঁদিয়ে ভিজাই মাটী, অন্নগ্রাস উঠে না বদনে। এতেও নাহি দয়া—হা রে দয়া কিসে তবে হয় ?

(শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির প্রবেশ)

আয় বাপ্ বংশের দুলাল ! ভাল কোরে দেখি তোর মুখ। হ্যা রে কৃষ্ণ ! কত কাল আর, কত কাল কাঁদাবি আমায় ? পার্থ না প্রাণের সখা তোর ? সর্ব্বময় তুই দুঃখহারী, তোর সখা—কেন দুঃখ কেশব ?

কৃষ্ণ । পিতার সোদরা মাতৃবৎ—সন্তানের সম-দুখী আমি। আর দুঃখ রবে না গো দেবি পাণ্ডবের। ধর্ম্ম একদিকে দেবি, অন্য দিকে পাপ—দেখিলাম, এতদিন—কতদূর গতি এ দুষের। সহিষ্ণুতা ধর্ম্মের লক্ষণ—দেখিলে তে পাণ্ডব সম্ভব যতদূর। পাপের প্রলয়-অগ্নি জ্বালাইল পাপী দুর্য্যোধন—গেল—অগ্নি সীমা ছাড়াইয়া, পুড়িবে—বিলম্ব নাই নিজের অনলে নিজে—সহ পরিজন। এইবার হবে ভস্মরাশি। জ্বলিবে পুণ্যের দীপ—নির্ম্মল আলোকে পুনঃ হাসিবে পাণ্ডব। আসমুদ্র সসাগরা ধরা আবার নবীন ভাবে—নবীন জীবনে, পাণ্ডবের চরণে লুটাবে। পাপমুক্ত হবে নবনারী।

কুন্তী। রাজরাজেশ্বর হও যাদু। আশীর্ব্বাদ করি প্রাণ খুলে। তুমি বিনা দীন পাণ্ডবের কেহ নাই আপনা বলিতে। শ্বশুর ঠাকুর—আর আচার্য্য ব্রাহ্মণ—দায়ে পড়ি আছেন নীরব। যা তুমি করিবে বৎস, তাই হবে ঠিক। বল-বুদ্ধি ভরসা সকলি পাণ্ডবের, হিতকারী মিত্র তুমি বাপ্।

কৃষ্ণ। কি বলিব ঠাকুরাণি ! হৃদে মোর জ্বলিছে অনল। শেলচিহ্ন পাণ্ডব-দুর্গতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা দিছি বিসর্জ্জন—ভুলিয়াছি আত্মপরিজন। লক্ষ্যব্রত হয়েছে জীবনে—উদ্ধারিতে প্রাণের পাণ্ডবে। জানেন প্রাণের কথা বিদুর বিবেক-চূড়ামণি—প্রাণ খুলে বলেছি, তাঁহায়—প্রাণের যেখানে যাহা ছিল। বুঝাও দেবীরে বিজ্ঞবর! বুঝাইতে অপারগ আমি। অনন্ত তরঙ্গ এ প্রাণের একেবারে চাহে এ উছলিতে—একে একে নারি প্রকাশিতে। ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে, ক্ষুব্ধহৃদে ঘটেছে বিপ্লব। কি আর কহিব, দেবি! হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে, পাতিয়া রেখেছি আমি পাণ্ডবের প্রীতি-সিংহাসন। টলিছে আসন, আর কে রহিবে স্থির। প্রীতিকম্পে,—প্রতিভূ এ প্রাণ ?

বিদুর। প্রেমময় পূর্ণ অবতার। মর্ত্ত্যে নর-নারায়ণরূপে অবতীর্ণ—অসুরসংহারে, পৃথ্বিভার হেলায় নাশিতে ক্রমে ক্রমে, ভক্তিপ্রেম বিশ্বাসে মাতাতে। একে একে সাধিছ সকলি

মায়াময়! ব্রজে শিখাইলে প্রেম—বালক-রাখালরূপে, প্রেমে মাতাইলে মরি গোকুলের আবাল বনিতা বৃদ্ধে। ঢলি—লুটিয়ে লুটালে—পূর্ণ প্রেমে। কৈশোরে নাশিলে কংসাসুর, অৰ্দ্ধভার নাশিলে পৃথ্বীর—দ্বারকায় স্বহস্তে উড়ালে অনন্ত পতাকা বিশ্বাসের। সমগ্র যে যদুবংশ বিশ্বাসে মরিতে পারে—জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণব্রহ্মরূপী! তব কথা বেদবাক্য সেথা। পাণ্ডবে করেছ নাথ ভক্তিতে গঠিত। হেন ভক্তি কে কোথা দেখেছে? ভক্তিবলে পাইল পাঞ্চালী, লজ্জা রক্ষা করিলে কেশব! অনন্ত শোকের মাঝে, ভক্তিডোরে বাঁধিয়ে তোমায় কাননে—পাণ্ডব—আহা—স্বর্গসুখ পাইত মানসে। উল্লাসে নাচিয়ে আত্মারাম, আত্মময় ছুটাতে উল্লাস পাণ্ডবের। ভক্তিস্রোত বহাতে প্রবল খরধারে—উছলিত থাকিয়া থাকিয়া শিখাইলে অবতার, অবতরি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর ভক্তি—প্রেম, বিশ্বাস—সাধনা জীবনে—শিখাইলে সাযুজ্যের উপায় সরল। কার্য্যভার সেধেছ সকলি—বাকী অৰ্দ্ধভার বিনাশিতে। পূর্ণ হবে এইবার—যুগান্তে বিলায়ে শান্তি, অনন্তের সনে পুনঃ যাবেন গোলোকে।

শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ণলীলা কহিলে সাধক। ভক্তের প্রখর দৃষ্টি, কার সাধ্য লুকায় তাহায়? সৃষ্টির রহস্য-কথা, তন্ন তন্ন করয়ে মীমাংসা ভক্তবীর। ভবিষ্যৎ অন্ধকারে, জ্বলে আঁখি বর্ত্তুল, ছটায় উজলিয়া। পরাভবি ভক্তপাশে শুধু। ধন্য সাধু! সাধকপ্রধান! নির্ব্বাণের নয়ন তোমার। কহ দেবি! কি আজ্ঞা তোমার কি কব পঞ্চ পুত্রে তব? কি আদেশ পাঞ্চালীর প্রতি?

কুন্তী। কহিবে তনয়গণে—বীরমাতা আমি পাণ্ডবের। বৃথা ধর্ম্মভয়ে কেন আর—পৃথিবীপালন ধর্ম্ম না সাধ হেলায়? ক্ষত্রবংশে লয়েছ জনম—ক্ষত্রিয়ের কার্য্য কর বীর, বংশের গৌরব রাখ, রাখ মৃত পিতৃনাম অক্ষত এখন, অপহৃত পিতৃ-অংশ—করহ উদ্ধার? কর রণ অরাতির সনে অধৰ্ম্মীরে করিয়ে বিনাশ, পাপ-ক্লিষ্ট প্রজাগণে দাও শান্তি—লহ পুণ্যভাগ। চতুর্থাংশ আয়ত্ত রাজার। ধনঞ্জয়ে কহিও কেশব, ক্ষত্রিয়াণী আমি গর্ভে ধরেছি তোমায়, কার্য্যকাল উপস্থিত এবে। ক্ষত্রধর্ম্ম কর রক্ষা বীর—বৈরি প্রাণে করিও না হেলা। মনে কর—পাঞ্চালীর দশা! শ্যামাঙ্গীর, রোদন-নিনাদ এখনো—ধ্বনিছে কর্ণে মোর! আহা! অসহায়, সনাথা হইয়া সে যে অনাথার মত—শত শোকে মৰ্ম্মব্যথা পেয়েছে হৃদয়ে! বলো কৃষ্ণ বৃকোদরে বলো রে নকুল সহদেবে—দ্রৌপদী-হৃদিজ্বালা করে যেন সত্য নিবারণ। বলিও কৃষ্ণার করে ধোরে, তেজস্বিনী বধূমাত যেন, তীব্র তীক্ষ্ণ উৎসাহবচনে, সমরে মাতায় পঞ্চ ধানুকী ভর্ত্তায়; বীর যেন সমরে পাঠায়। কুরুক্ষেত্রে বাঁধে যেন কেশ। যাও বৎস, অবিলম্বে কর গিয়া সমর-উদ্যোগ। পূজি রণ-মঙ্গলায় আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। আসি দেবি! কর আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

ভাগীরথীতীর—গঙ্গাগর্ভে কর্ণ

(ফুলবালাগণের গীত)

ভৈরবী—ভয়ুতঙ্গা।

ঊষা হাসিল ফুল দুলিল সমীরে।
করতালি দে লো ওলো ডাক লো মিহিরে॥
রাঙ্গা আকাশ রাঙ্গা আভা শিশিরে,
ভাঙ্গা মেঘ রাঙ্গা, সরে ধীরে ধীরে;
রাঙ্গা মুকুর সুরধুনীর নীরে॥
দেখ লো মিহিরে ঐ দেখ লো মিহিরে।
ছুটে কিরণ আসে তরুর শিরে শিরে।
নাচি মাতিয়ে আর ঘুরে ফিরে॥

কর্ণ। (উৰ্দ্ধনেত্রে করযোড়ে) জাগ দেব দিননাথ! জাগ অৰ্দ্ধ জগতে আবার। দানে দাও প্রথম দর্শন। জাগাও জগৎনেত্রে জগৎলোচন! নব বল দাও বসুধায়—বসুধা আশ্রিত তব দেব! তুমি পূর্ণ পুরাণ পুরুষ—তব শক্তি অনন্তের সাথী—জনম জনন, জীবে—মরণ-কারণ, তবে তেজ—কিরণে প্রকাশ—অপ্রকাশ নহ জ্যোতির্ম্ময়! মহাশূন্য অনন্ত প্রসার, বিভাসিত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে—মণ্ডলের মধ্য-বিন্দু নাথ—তুমি মূল মধ্য আকর্ষণ! আকর্ষণে—প্রথম অবধি চলিছে জগৎযন্ত্র নির্দ্দিষ্ট রাহায়। সমভাবে পালিছ সৃজন বিধাতার। সমচক্ষে হেরিছ সবায়। হের নেত্রকোণে—এ সন্তানে সন্তান করিছে আবাহন।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সৰ্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

(প্রণাম ও ধ্যানমগ্ন)

(ফুলবালাগণের ফুলতরুসমীপে গমন ও গীত)

গারা-ভৈরবী—পোস্তা।

বাতাসে নে যায় যে বাস শিশিরে
আর রাখ্‌বে কত।
পরে পর পাপ্‌ড়ী তুলে
নিঙ্‌ড়ে নেয় মনের মত॥
ছুঁতেছে রবির কিরণ তায়,
শিহরে উঠ্‌চে আঁচের ঘায়,
বিবশা গোড়্‌ছে চোলে
ফুরাল সাধ প্রাণের ব্রত॥
মলিনা মলিন মুখে—
প্রাণেতে সয় প্রাণের ক্ষত॥

কর্ণ। জয় জয় জগৎলোচন! জয় জয় জঙ্গমপালন! জয় যশোবন্ত জয় জ্যোতিষ্কবরণ! জয় জয় সংরক্ষণ জয় জয় বিপদ্‌ভঞ্জন! জয় পাপদহন—শমন-ভয়বারণ! জয় পরিমার্জ্জন—পুণ্য-শরণ ধন! জয় জীব-ইষ্ট-পূরণ বিশিষ্ট-বিলোকন! জয় পতি জগদ্‌গুরু—ভক্তাশ্রয় জয়—ভয়হর ভবতারণ পূর্ণব্রহ্ম—রূপপ্রধান! (প্রণাম)

(ফুলবালাগণের গীত)

(ওলো) ফুলে ফুলে আঁচলে ধরে না পরে।
বোঁটা কেটে সাজাই থরে থরে॥
কলিকা কালামুখী; এখনো কচি খুকী,
কি বোলে বা পায়ে আসে সোরে;
ঢাকা ঢাকিয়ে রাখ যাবে ঝোরে॥
দিই লো করতালি, কানন হলো খালি;
নাড়া দিলে ডালে কিছু না ঝরে।
কসি এটে আয় লো ধ'রে নি করে।

কর্ণ। দাও ফুল ফুল্ল ফুলবালা! দিই দেবে অঞ্জলি ভরিয়ে।

(ফুলবালাগণের ফুল অর্পণ ও গীত)

এনেছি আঁচল ভোরে
সবাই মিলে কুসুম তুলে।
কটিতে রয় না কসি—
ফুলের ভারে পড়্‌ছে খুলে॥

১ মা ফুলবালা।—

ধর দিই আঁচল ভোরে,
দুধারে পড়েছে সোরে,
বোরে যায় পাপড়ি মানভরে,—

২ য়া ফুলবালা।—

ফিরে চাও নাও গো ধ'রে
দিতেছি যত্ন ক'রে,
এনেছি বত্ন প্রাণ ধোরে,—

৩য়া ফুলবালা।—

ফুলে দাও ভাসিয়ে জলে,
পিরীতে পড়্‌ছে ঢোলে;
আ মরি দেখ মাধুরী
ঢেউয়ের বুকে পড়্‌ছে ঢলে।
বাতাসে নাচিয়ে নে যায়—
সোহাগ ক'রে যায় লো দুলে॥

[ফুলবালাগণের প্রস্থান।

কর্ণ। পিতৃদেব! শিখাও তনয়ে, নিষ্কামসাধনা—পূর্ণ প্রাণের প্রণয়। মাগিতে চাহি না কিছু—যা পেয়েছি তুষ্ট তাহাতেই। কি মাগিব—কি না জান দেব? কি অভাব না কর মোচন,

না হইতে প্রয়োজন পূর্ণ করুণাময় ; আর কিছু নাহি চাই, চাহি শুধু ভাবিতে তোমায়, ভাবিতে দেখিতে, যথা, তথা, যখনি সদা। সর্ব্বদা সকলে পার্থিব বস্তু তব সত্তা দিবে দেখাইয়া। বাহ্যবস্তু বাহিরে রাখিয়া, চক্ষু মুদে ডাকিব তোমায়—পাই যেন, পাই যেন, পিতঃ—পাই যেন মনশ্চক্ষে হেরিতে তোমায়—তোমায়—তোমার ওই অকলঙ্ক জ্যোতি আত্মার—সাক্ষাৎ করি—বিদ্যুতের মত, শিরায় শিরায় যেন হয় প্রবাহিত।

(ধ্যান)

(একান্তে কুন্তীর প্রবেশ)

কুন্তী। কি প্রশান্ত মুরতি মহান্! ইষ্টদেবে পূজিছে মজিয়ে তাঁর ভাবে—ভক্তিছটা উছলে বদনে। অর্দ্ধমগ্ন দেহ মরি—বক্ষে জাহ্নবীর—উত্তরীয় উপবীত চারু, হেলিছে দুলিছে নাচিছে তরঙ্গে তরল। বিশ্বশোভা অঙ্গে বাছনির! স্তনে ক্ষীর উথলায় যেন হেরি ও লাবণ্য-ভরা মুখ! মনে পড়ে বালিকা-বয়স—মনে পড়ে প্রসব-কাহিনী, মনে পড়ে সদ্যোজাত শিশু। তপ্ত তেজোময় শিশু, আহা, সেই শুনি যেন,—অঙ্গুলী চুষিয়া কাঁদে—এখনও শুনি। মনে পড়ে হৃদয়-মন্থন! রাক্ষসী জননী—বুকে না ধরিনু ননীর পুতলী। ভয়ে—লাজে মথিয়ে হৃদয় বিসর্জ্জিনু, বাছারে আমার বিসর্জ্জিনু নদীজলে, সোণার সন্তানে, শিহরি উঠিল বুক—চক্ষু ফাটি স্নেহাশ্রু ঝরিল—পাষাণী পাষাণে বাঁধি হিয়া চক্ষু মুছি আবাসে ফিরিনু। সেই শিশু—এই যে দেবতা। দেবতার গঠন বাছার—দেবকার্য্যে ভুলেছে জগৎ। স্থির আঁখি আকাশের গায়। কিরণে কিরণ মিশাইয়ে, ঊর্দ্ধবাহু মজিয়ে বিভোল।

কর্ণ। নমস্কার উদয়পর্ব্বত! অস্তগিরি প্রণমামি! দেব! এ কি ? মাতঃ! ওগো ভদ্রে! অধিরথসুত এ কিঙ্কর, রাধা-গর্ভজাত কর্ণ করিছে প্রণাম। লহ পূজা কহ দেবি কি কারণে হেথা আগমন ? কোন কার্য্য হইবে সাধিতে ?

কুন্তী। আহা! কর্ণ—বক্ষের শোণিত—কার পুত্র কারে কহ মাতা ? কানীনতনয় তুমি মোর। তুমি বাপ প্রথম তনয় অভাগীর। কন্যাকালে প্রসবিনু তোমা। দিনদেব জনক তোমার। কবচ কুণ্ডল সহ দেবতা-ঔরসে জন্মিয়াই পরিত্যক্ত মোহে পাষাণীর। লজ্জাভয়ে ভেলা নির্ম্মাইয়া দিয়েছিনু স্বর্ণ চাঁদে নীরে ভসাইয়া। সূত প্রতিপালক তোমার। জ্যেষ্ঠ তুমি পঞ্চ পাণ্ডবের। স্নেহের সামগ্রী তারা তব—পিতৃহীন—আশ্রিত তোমার।

দৈববাণী। ধ্রুব সত্য পৃথার কাহিনী। কর্ণ! তুমি কানীন তনয়!!

কুন্তী। ঐ শুন দিনদেব-বাণী। তুমি বৎস—তনয় আমার। ভক্তিনেত্রে নিরখ আমায়। কাতরে তোমারে আজি এসেছি করিতে অনুরোধ। জানাইয়ে জন্মবিবরণ বক্ষে ল'তে বক্ষের রতন এসেছি পাষাণী মাতা তোর! রক্ষা কর আশ্রিত পাণ্ডবে, ভ্রাতৃ-অরি দুর্য্যোধনে, ঘৃণায় কর রে পরিত্যাগ। রাজ্যধন সকলি তোমার। ভৃত্যবৎ রহিবে পাছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠে কোলে নে এইবার। কুরুপক্ষে বিসর্জ্জিয়ে বিস্মৃতিসাগরে, পাণ্ডবের দুঃখ কর দূর।

কর্ণ। ক্ষত্রিয়াণি! স্বার্থবোধে আসিয়াছ আজি, এতদিন পরে জন্মকথা জানাতে আমায়। নয়নে আনিছ নীর, ভাল মায়া করিছ প্রকাশ। কি হানি করেছ মোর একেবারে হলে বিস্মরণ ? ভুলাইতে চাহ কি বালকে ? মাতা নও অরাতি আমার, লোভজাল পাতিতে এসেছ। আস্থা নাহি কথায় তোমার। ধর্ম্মনাশ না পারি করিতে স্নেহে ভুলি উন্মাদের মত। জাতিভ্রষ্ট তোমারই কারণে। সহেছিনু অর্জ্জুনের শ্লেষ তোমারই অযথা অনুষ্ঠানে। জনমি ক্ষত্রিয়-কুলে পাই নাই উচিত সংস্কার। তুমি শত্রু,

অনুপমা, গরলে গঠিত তব কায়, বিংশীত ও নয়ন-পানে, এখনো চাহিতে ভয় পাই। প্রসবি পাষাণী যবে দিলে বিসর্জ্জন, কোথা ছিল মমতা তখন? আত্মহিতসাধনের তরে দেখাইতে এসেছ মমতা? ধিক্ তব মাতৃমমতায়, কেন বিধি দিলেন সন্তানে, জন্মিতে উদরে ডাকিনীর?

কুন্তী। ওরে বৎস রমণী যে আমি। বালিকা, ছিল না জ্ঞান, তাই ভয়ে সাধিনু কুকাজ। অনুতাপে সেই দিন হতে হৃদয় ঢাকিয়া আছে বিষাদের ছায়া! যে দিন দেখেছি চাঁদমুখ, সেই দিন তখনি রে আত্মহারা হয়ে, ইচ্ছা হলো ছুটিয়া আসিয়া, কোলে করি জুড়াই জীবন। লজ্জায় বাঁধিল পুনঃ খলা তোরে হলো না বাধা, রহিনু মৌন হয়ে। আজ প্রাণ মানিল না বাধা ছুটে তাই এসেছি রে বাপ! মাতা কি সহে রে কভু সন্তানের তীব্র তিরস্কার? কথা তোর আধ আধ শুনি যেন অমৃতে মাখান।

কর্ণ। পুত্রপ্রাণ ওগো দেবি, উপকার হয়ে বিস্মরণ, ছাড়িব না দুর্য্যোধনে কভু। আশ্রয় সম্বল বল আমি তাহাদের, অহঙ্কার আমারেই লয়ে। নিশ্চয় করিব রণ পাণ্ডবের সনে, এ প্রতিজ্ঞা নড়িবে না কভু। পার্থ শেষ পাষাণে অঙ্কিত, এ পাষাণ রহিবে বিরুদ্ধ চিরকাল। গর্ভে ধরিয়াছ তুমি, তব অনুরোধে অন্য চারি পুত্র সনে না করিব রণ। শত্রু মম পার্থ মহাবীর। হয় রণে বধিব তাহায়, নতুবা তাহারই শরে প্রাণ দিব হাসিতে হাসিতে। হে পুত্রবৎসলে মাতঃ, পঞ্চপুত্র রহিবে তোমার। হয় আমি নয় পার্থ তব অঙ্কে শোভিব সমর-অবসানে।

কুন্তী। বীর পুত্র, বাক্যে তব কথঞ্চিৎ হলো শান্ত অশান্ত হৃদয়। থাক সুখে আশীর্ব্বাদ করি।

কর্ণ। পদধূলি দেহ মাতঃ শিরে।

(পদধূলি গ্রহণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(উপপ্লব্য নগর—পাণ্ডবগণের উপবন)

অভিমন্যু, উত্তরা ও সখীগণ।

খট—খেম্‌টা।

বিনোদ প্রাণ বাঁচে না দিন রাত।
সদা সাধ ফিরিতে নাথ সাথ॥
চলনে, ধরণে
ললিত বচনে,
হৃদে বাজে কুসুম-শরাঘাত॥

উত্তরা। সঙ্গিনীগণের কথা শুনিলে ত প্রিয়তম, শুনিলে ত অধীনীর সাধ? মুকুল মুদিত ছিল, ছিল বাস নিরাশায় ঢাকা। চিনি নাই প্রণয় কি ধারা—প্রেমলীলা আছিল গোপনে। ঘুমাইয়া ছিল এ হৃদয়, দেখিতাম কৌমার স্বপন। হঠাৎ ভাঙ্গিল ঘুম—চেয়ে দেখি আবেশ নয়নে—সম্মুখে দেবতা তুমি নাথ—পূর্ণনেত্রে ঢালিলে প্রণয়। আত্মহারা খুঁজিনু হৃদয় আপেকার, কোথা পাব? ভেঙ্গেছে স্বপন, নবভাবে হয়েছে গঠিত! দেখিনু নূতন চক্ষে নূতন জগৎ নূতন অভাবে হৃদি হইল আকুল। শূন্য প্রাণে সরম ত্যজিয়া তব প্রাণ লইতে করিনু আকিঞ্চন, পূর্ণহাসি ভাসিল বদনে, প্রাণ খুলে দিলে নাথ প্রাণ, দুটী প্রাণ হয়ে গেল এক। সেই সে মাহেন্দ্রক্ষণে, অগোচরে জাগিল যৌবন বালিকায়। শিহরিল প্রাণ, কেন কে জানে, কেমন কেমন কি ভাব, তাহা বুঝিনু, বলিতে কিন্তু নারিনু কখনও। তুমি চাঁদ ফুটিলে, হৃদয়ে হৃদয় রহিল জ্যোতির্ম্ময়। আসিল অভাব পুনঃ তিলেক ত্যজিতে যদি দায়। চাহি সদা থাকি চোখে চোখে।

অভি। কেন বীণা—হইলে নীরব? বিক্ষোভ

হইয়েছিনু ভুলিয়ে জগৎ! ঢুলু ঢুলু নয়নে চাহিয়ে, দেখিতেছিলাম শুধু, অধরোষ্ঠে মৃদুল নর্ত্তন, শুনিতেছিলাম প্রিয়ে সুমধুর সরল সঙ্গীত। হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী মোর, শিহরি নাচিতেছিল, থর থর ঝঙ্কারে সুরের। উরুতে আরোপি শির-গ্রীবা বেড়ি করে, শয়ন-ভঙ্গীতে প্রিয়ে, উছলি পড়িতেছিল লাবণ্য তোমার দেহলতা কুঞ্চিত বঙ্কিম ঠাঁই ঠাঁই! জান না কি প্রিয়ে, তুমি আমি এক দুজনায়? দুহু আশা এক স্রোতে ধায়? প্রকাশিলে বাসনা আমারো বরাননে! আজ হতে প্রতিজ্ঞা আমার, এক হয়ে রব দুজনায় দিবা-রাতি। বিশেষতঃ গর্ভকাল আহা লজ্জাশীলা, আহা মরি কি মধুর ভাব! নারীর মরম চিত্র আঁকিলে সুন্দর! বলি হারি শক্তি প্রকৃতির! গাও গাথা গাও সখিগণ, গাও শুনি এ চিত্রমাধুরী!

(সখীগণের গীত)

সিন্ধু—খং।

সরমে সরলা আধ চাহনি নামায়ে চায়।
দশনে অধর চাপি চমকে বাঁকায়ে কায়॥
উরসে বসন ঝাঁপে, ঘন পয়োধর কাঁপে,
কুঞ্চিত কপোল রঙ্গে মৃদুহাসি ভাসে তায়;—
ললিত লাবণ্য-বিভা সুবিমল শোভা পায়॥

(অন্তরালে অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রবেশ ও অবস্থান)

অর্জ্জুন। ছবিখানি দেখ্‌ছ কি প্রিয়ে? কি মাধুরী! দেখ কি স্বর্গীয় ভাব। আহা মরি! নন্দনে ফুটেছে যেন যুগ্ম পারিজাত। কি প্রবল তরঙ্গ প্রেমের, ভাসিছে কি সুখে দেখ নবীন দম্পতি। দেবলীলা আর কোথা আছে? পরমার্থ নহে কি এ প্রেমে? পুরুষ-প্রকৃতি বদ্ধ এ প্রেম কি নয়? আহা, প্রেম সরল প্রাণের, অনাহত উছলি পড়িছে। চেয়ে দেখ দোঁহে দুজনায়, এ চাহনি অমূল্য জগতে। আহা প্রেম, সার্থক হইলি!

উত্তরা। বীর বিনা কে রাখে রমণীর মান নাথ? বীর বিনা কে চিনে রমণী? বীরবক্ষ শোভি-তেই জন্ম রমণীর। নারীর প্রাণের সাধ, অসম্ভব হইলেও, পারিলে প্রেমিক পূর্ণ করে অবিবাদে। তুমি নাথ পূর্ণ প্রেমময়! তব ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যের মাণিক। নারীর সর্ব্বস্বনিধি সর্ব্বস্ব দিয়াও তোমা ধনে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। আরও কিছু থাকিত যদ্যপি, তাও দিয়ে করিতাম পূজা। অনন্ত প্রেমের প্রতিদানে, শুধু প্রাণ সামান্য আমার।

আশা—ঠুংরী।

প্রেম-সাধনায় প্রিয় সনে।
পিয়াসা মিটে না বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
প্রাণে পাই না ঠাঁই, তবু আশা আরো চাই,
নাহি পাইলে ভয় হয় গো মনে,—
সাঙ্গ প্রণয়লীলা বুঝি জীবনে॥

সুভদ্রা। বালিকার কি গভীর প্রেম! কি অনন্ত অটুট বন্ধন, বড় সাধ এ প্রাণের করিয়াছ পূর্ণ প্রাণনাথ। ধন্য তুমি পুত্রের জনক।

অর্জ্জুন। তুমি প্রিয়ে পুত্রের জননী অধিক জগতে প্রশংসার। চল আর বিলম্বে কি ফল? পুত্র লয়ে যাই, অপেক্ষিছে কেশব।

অভি। নমস্কার জননী জনক! পদধূলি দেহ মাতঃ শিরে!

(পদধূলি গ্রহণ)

উত্তরা। দাও পিতঃ স্নেহ আশীর্ব্বাদ।

(প্রণাম)

অর্জ্জুন। বীরপুত্র কর মা প্রসব। এসো বৎস পশ্চাতে আমার। প্রত্যাগত কেশব হস্তিনা-পুর হ'তে।

(পট-পরিবর্ত্তন)

উদ্যানের অপরাংশ—সরসীর তট।

শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী। পাঞ্চালীর কি গতি করিলে নারায়ণ? কি করিলে বেণীবন্ধনের? ফুটে আছে এ বক্ষে আমার, অভিমান শেল, কি করিলে তুলিতে সে শেল? সন্ধির বারতাবহ হয়ে, চলিলে যে

দিন হস্তিনায়, সেই দিন হতে সখা, ক্ষুণ্নমনে আছে অভাগিনী, তব আশাপথ নিরখিয়া। সাধিতেছিলাম দেবগণে, সম্প্রীতি না হয় যেন অরাতির সনে।

শ্রীকৃষ্ণ। আশা পূর্ণ হয়েছে তোমার। সখ্য-ভাবে পাণ্ডবেরে, না হেরিল পাপী দুর্য্যোধন, বিনা রণে নাহি দিবে অংশ ন্যায়মত। কুরু-পাণ্ডবের রণ অদৃষ্ট-লিখন।

দ্রৌপদী। আজ এতদিন পরে, আশা-দীপ উঠিল জ্বলিয়া। প্রতিহিংসা নহে আর দূর। বিকল ইন্দ্রিয়গণ একে একে উঠিছে জাগিয়া মোহ ত্যজি। প্রাণময় শিরে বিদ্যুৎ। পঞ্চস্বামী সমরে প্রবীণ। জয়লক্ষ্মী রণরঙ্গভূমে, ঢলিয়া পড়িবে পঞ্চ পাণ্ডবের দিকে। কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল! স্থিরনেত্রে দেখিব পুলকে, ধূলি-ধূসরিতা ক্ষীণকায়া বিকৃতা বিধবা শত বধূরে, অন্ধের—উচ্চরোলে কাঁদিয়া করিতে হাহাকার। হৃদিজ্বালা ঘুচাব কেশব, ঘুচাব মনের কালি, নারীজন্ম করিব সার্থক। মাত রণে নরনারায়ণ! মহারণে মাতুক ভারত, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়" দেখুক জগৎ।

অর্জ্জুন। বীরের রমণী নারী, নারীমুখে বীরত্বের গীতি, বীর বিনা কে পায় শুনিতে প্রাণ ভরি? উৎসাহ অমৃত ধারা ঢালি দাও বীরাঙ্গনা তুমি, বীর-হৃদি নাচুক উল্লাসে।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

(সকলে) নমস্কার অগ্রজ ধীমান্।

যুধিষ্ঠির। মনোরথ পূর্ণ হোক্ বীর। হে কেশব! কঠোর অদৃষ্টলিপি ফলিতে চলিল ভয়ঙ্কর! শিহরি উঠিছে প্রাণ ভবিষ্যৎ ভাবি। অনন্ত বিষাদ ছায়া, অন্ধ হৃদি ব্যাপিয়া রয়েছে অন্তা-গার। সর্ব্বগ্রাস হইল এবার! হা ক্ষত্রিয়! রণনীতি কেন শিখেছিলে? কেন আত্ম-বিসং-বাদ রিপুর হুঙ্কার? কেন পণ জীবনমরণ? স্বহস্তে বধিয়া জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রাণের, স্বচক্ষে দেখিতে হবে ভাই! ভুলি ইষ্টদেব, মন্ত্র, ভুলি পরকাল লক্ষ্য জীবনের রণ, হায়! এই হলো শেষ?

দ্রৌপদী। হে প্রাণেশ! অরি নাশি সম্মুখ-সমরে, বীরত্বের শেষ সীমা ত্রিদিবে প্রয়াণ, ক্ষত্রিয়ের আশা জীবনের। কেন মাতে ক্ষত্রিয় হইয়ে, রক্ষিবারে বংশমান রণরঙ্গভূমে? নিজ তেজ রাখিতে অক্ষত? বিষ্ণু পতি! দেবতা আপনি; অসুর-বিনাশে করে পরাঙ্মুখ হয়েছে দেবতা? অত্যাচার নহে অভিপ্রেত বিধাতার। প্রকৃতি দিতেছে সাক্ষ্য প্রতি পদে পদে। নাশ অত্যাচারী কুরুকুল-কলঙ্কেরে, মানের মর্য্যাদা রাখ নাথ!

ভীম। গো অগ্রজ! খুলিয়াছে শৃঙ্খল পদের সাধ, করি আর কেন পারি? রক্ষা করি স্বাধীনতা রুদ্ধপ্রাণ দিই ছুটাইয়া। লুটাইয়া পড়ুক অরাতি—অত্যাচারী। সর্ব্বস্বের ভাগী গো পাণ্ডব, পঞ্চখানি গ্রাম মাগি ভিখারীর মত, বিমুখ ব্যথিত তিরস্কারে? আর কি অসহ্য নয়? প্রাণ কি পাষাণ পাণ্ডবের? তা নয় অগ্রজ মহাভাগ! রক্তস্রোতে ছুটিবে বিদ্যুৎ। বজ্রপাত হইবে সম্ভব। চল আজ সত্যের সহায়ে জ্বলন্ত উল্কার মত পড়ি গিয়ে রণে। ঐ দেখ এলায়ে বেণী পাঞ্চালীর! ঐ দেখ পার্থের ভ্রূকুটি! অই দেখ ভঙ্গী যমজের, ঐ শোন, ঐ শোন দেব, পবনের তীব্র তিরস্কার শন্‌শনে। পক্ষপাতী সবে সমরের। দেহ আর্য্য অনুমতি, জয়রোলে জাগুক কটক।

যুধিষ্ঠির। কে রোধে অদৃষ্ট স্রোত? জাতিরণ ললাটলিখন। সমরে পশিব শ্রীনিবাস, মাতৃ-আজ্ঞা—করিব পালন।

সকলে। যথা ধর্ম্ম তথা জয়—জনার্দ্দন—পার্শ্বে পাণ্ডবের।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(উপপ্লব্য নগর—তোরণ)

(শ্রেণীবদ্ধ পাণ্ডবসৈন্যের নিষ্ক্রমণ তোরণছাদ হইতে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও পুরবাসিনীগণের উৎসাহগীতি)

মালকোষ—তিওট।

বিশ্ব টলিছে পদভরে উধাও রে।
যাও রে সমরে সবে ধাও রে॥
কৃপাণ ঝনঝন, তুরঙ্গ গরজন,
জয় জয় হুঙ্কারি গাও রে;—
ভীম সমরে বীর ধাও রে॥
ক্ষত্রিয় রাখ মান, অনন্ত কর প্রাণ,
অরি শিরোমালা দুলাও রে;—
তেজ তপন বেগে ধাও রে।
শোণিত ঝর ঝর, বহিবে তর তর॥
বাণে বাণে অম্বর ছাও রে;—
নাশি অরাতি প্রীতি পাও রে॥
ভ্রূকুটি বিথারিয়া, ভূতলে বিছাইয়া
অরি দেহরাশি লুটাও রে,—
অট্ট হাসিয়ে রণে ধাও রে।
প্রতিভা জ্বল জ্বল, জ্বলিবে অবিরল,
বীরবায়ু বিশ্বে বহাও রে,—
ধর্ম্ম সমরে বীর ধাও রে।
কৃপাণ করবাল, নিশিত শরজাল,
কটিতটে গর্ব্বে দুলাও রে;—
পূর্ণপ্রসাদ হৃদে ধাও রে।
ধর্ম্ম-সমরে বীর ধাও রে।
অট্ট হাসিয়ে রণে ধাও রে॥
তেজ তপন বেগে ধাও রে।
জয় জয় হুঙ্কার গাও রে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

হিরণ্বতী নদীতীরে পাণ্ডবশিবিরমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। কে জানে কাহার ভাগ্যে নাচিছে এ আকাঙ্ক্ষিত-পদ! এখন ত এলো না সংবাদ। উচ্চ আশা হবে কি পূরণ? হবে কি? হবে কি? কে ও? কৈ, কেহ নাই। কে শুনিবে প্রলাপ আমার? সমর সমিতি গঠি, গুপ্তভাবে হতেছে মন্ত্রণা। দেখি কি করেন নারায়ণ। সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনাপতি, ভারতে মহারণ তরী কর্ণধার, উচ্চ আশা নহে কি প্রাণের? নাহি কি পাণ্ডব-পক্ষে বিজ্ঞ বীর যোগ্য এ পদের? বৃদ্ধ-দল থাকিতে কি করিবে যুবক প্রবীণত্ব—প্রধান সহায় তাহাদের দেব। বড় আশা প্রথম হইতে হে দেব পার্ব্বতীপতি, বড় আশা লব সৈন্যভার। রণনীতি দেখাব নূতন বড় সাধ—সে সাধ কি হইবে পূরণ? কি আছে আমার পক্ষে হায়! নাহি মান, নাহি পদগৌরব বিস্তর, নাহি শিরে পক্ক কেশ—নাহি কোন সমর-সুখ্যাতি। কেবল আছয়ে হৃদি অনন্ত তেজস্—আছে মন লোহের গঠন, মস্তিষ্কে লুকান আছে রণপ্রকরণ। সকলি আঁধারে মগ্ন—আলোক না আছে কিছু মোর। প্রাণপুষ্প দিয়া কিন্তু পূজি প্রতিভায়, যদি থাকে রাজ্য প্রতিভার। রাজ্য এই বক্ষে অস্ত্রাগার। আছে কি? কে জানে? কৈ? কখনও ত ছোটেনি ছটায় উছলিয়া বিদ্যুতের তেজ মত, শুধু অনুভব করি শিরায় শিরায়। খেলিতে কি পাইবে প্রতিভা এইবার? এইবার? এই মহারণে! (পদশব্দ) কে ও? এসো ভাই, কি সুখের বার্ত্তাবহ দোঁহে?

(নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

নকুল। যোগ্যবীর! সেনাপতিপদে তোমা বরেছেন অগ্রজ আমার। সপ্ত অক্ষৌহিণীভার তব করে, এই দণ্ড হ'তে। ধর এই অভিষেক-অসি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। উচ্চ আশা পূর্ণ এতক্ষণে। লইলাম আশীর্ব্বাদ অসি।

সহদেব। ধর বীর বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ। করে ধরি জাহ্নবীর নীর, সজাগ নক্ষত্রদলে সাক্ষ্য করি বীর, করহ প্রতিজ্ঞা আত্মগত। পণপত্রে করহ স্বাক্ষর।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। দীপ্ত আঁখি মেলি দেখ হে নক্ষত্রদল, হে অনন্ত স্বভাব সুন্দর, শুন পবনের মুখে প্রতিজ্ঞা আমার। লইলাম সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনাভার, পাণ্ডবের পক্ষ হয়ে, কুরুক্ষেত্র সমর-সাগরে, চালাইব রণপোত উর্ম্মি বিদারিয়া। কৌরবে করিব বিসর্জ্জন, মগ্ন হবে অনাদি অনন্ত অর্ণবে। এই পণ জীবনে রক্ষিব, এই পণ মরণে ত্যজিব!! করিব স্বাক্ষর বক্ষরক্তে বক্ষরক্ত পতিভূ আমার।

নকুল। অক্ষৌহিণী নায়ক। প্রবীণগণ সনে, এই রাত্রে করহ মন্ত্রণা। কালি প্রাতে বাজিবে সমর। যথা রুচি করহ প্রচার। সবে তব আজ্ঞা অপেক্ষিয়া॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন। অবিলম্বে কার্য্য সাধিব। গুরুভার—আনন্দ আমার। জান কি নকুল ভাই—ও পক্ষের—কোন সমাচার।

নকুল। এসেছিল শেষদূত কুচক্রী উলূক তারি মুখে শুনিনু সংবাদ। চরবার্ত্তা হইল দৃঢ়ীকৃত। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা পিতামহ সেনাপতি-পদে পৃষ্ঠে দ্রোণাচার্য্য গুরু। কি আর শুনিতে চাহ বার! বীরকার্য্যে দাও মনোযোগ।

[নকুল ও সহদেবের প্রস্থান।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—(জানু পাতিয়া উপবেশন ও করযোড়ে) জাগ শক্তি সমর-প্রতিভা! জাগ মা, জীবন্ত মায়া আশ্রিতের তরে। অবসর পেয়েছি তোমায় ছুটাইতে। উৎসাহে ফুলিছে বুক, হৃদিস্তরে বিহরে বিদ্যুৎ। প্রীতিনেত্রে চাহিতে চাহিতে, উপযুক্ত কার্য্যকাল দাও শিখাইয়া। প্রদীপ্ত জ্যোতির শিখা জ্যোতির্ম্ময়ী দাও গো নয়নে, শোণিতের সনে থাক মিশে। পূর্ণতেজে করি গরজন। সাধনায় সিদ্ধি দয়াময়ী, প্রাণ-পুষ্প প্রীতির চন্দনে, ভক্তি ভাগীরথীবারি, সিঞ্চিয়া কৈশোর হ'তে দেবি, একমনে পূজিত তোমায়। তুমি বৈ কি আছে আমার? তাই আজি উচ্ছ্বসিত প্রাণে, আরবার ডাকি কর-যোড়ে, জাগ মা আনন্দময়ি, আয় আয় ব্যোম করি বিদারণ। আয় ছুটে পিতৃধাম হ'তে পূর্ণব্রহ্ম দিয়াছে বিদায়—ভক্তবীরে বরিবার তরে। আয়—নহে—ভক্তিডোরে, আকর্ষিয়া আনিবে সাধক সেবিকায়। (নিম্নমুখে অবস্থিতি)

(শূন্য হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিভার অর্দ্ধপথে অবতরণ ও জ্যোতির্ম্ময় দণ্ড দুলাইয়া গীত)

পরজ—ঝাঁপতাল।

ধর তেজ তপত বীরসুত বিথারি কায়।
থির শিরসে জ্যোতি যেন বিমল তায়॥
ধর আশা-সাহস হাস,
মঙ্গল রাশি রাশি,
দীপ্ত প্রতিভা প্রাণে প্রীতি নয়নে চায়,—
প্রীতি প্রসাদ ধর, তৃষ্ণা মিটিবে তায়॥

(দণ্ড মস্তকে প্রদান ও অন্তর্ধান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

—*—

কৌরব ব্যূহমুখ,—ভীষ্ম ও দ্রোণ।

ভীষ্ম। কালবাদ্য বাজিল দেবতা। কালক্রীড়া নহে আর দূর! স্নেহ—মায়া—দয়া প্রেম—ভালবাসা এ প্রাণ হইতে এসো সবে করি উৎপাটন। বুকে রেখে করেছি পালন, পিতৃহীন অনাথ পাণ্ডবে,—আজি বক্ষ পাষাণে বাঁধিয়ে, পিষিব বক্ষের রক্ত সেই তাহাদের। ওহো, এ কি মমতা-মন্থন! পৃথিবীর প্রথম হইতে, কেহ কি শুনেছ কভু অমানুষী ব্যবহার

এমন—হেন পৈশাচিক কার্য্য রাক্ষসেও পারে না, দেবতা। অসুরেরও ঘৃণিত এ কাজ।

দ্রোণ। বৃদ্ধ দোঁহে বাঁচিব ক'দিন দেবব্রত? মরণ নিকট তাই বুদ্ধি বিপর্য্যয়। রণে মৃত্যু অদৃষ্ট লিখন দোঁহাকার। এস। দোঁহে মরি একত্তরে, পাপাত্মর কুরুকুলপতি, দেখুক পাপের পরিণাম। দোঁহে বৃদ্ধ, দুয়ের মরণে অনুতাপ আসিবে তাহার, তীব্রজ্বালা সর্পের দংশনে জ্বোলে জ্বোলে যাবে অধঃপাতে। পাপপুণ্যে বাধিল সমর—দেখিছ ত দিব্যচক্ষে, কি হইবে রণ-পরিণাম। সে দৃশ্য দেখার চেয়ে আগে আগে প্রয়াণই বিহিত।

ভীষ্ম। পাণ্ডবপক্ষের শুনিছ কি উৎসাহহুঙ্কার, গভীর জলদ যেন হাঁকিছে অম্বরে। রণমদ—মাতাইল প্রাণ, স্ফূর্ত্তি যৌবনের সমাগত। বক্ষে তেজ জ্বলে ধক্ ধক্ উৎসাহ—রুদ্রের লীলা করিছে উন্মাদ,—ভুলিতেছি মৃত্যুজ্বালা, রণচণ্ডী চাপিছে শিয়রে—আর স্থির রহে না প্রাণ।

দ্রোণ। উদিতে চাহে না দিনদেব—রক্তময় শ্যামাঙ্গী মহীরে কার সাধ উল্লাসে হেরিতে! তাই দেখ উদয় পার্ব্বতো, তীব্রতেজ করিয়াছেন কালা। দেখ প্রাচী কালিমায় ঢাকা, এ দৃশ্য কি দেখেছ কখন?

ভীষ্ম। অমঙ্গল! অমঙ্গল অশুভ এ চিহ্ন কৌরবের! কৌরবের কুগ্রহ নিশ্চয়। উঃ! কি নিনাদ অকস্মাৎ! বিনা মেঘে বজ্রপাত! দেখ শিবিরের কেতু—অনলে পশিল জ্বলে। দেখ পুন উঠিল আকাশে, উগারিছে উঠিতে উঠিতে নীলধূম স্তবকে স্তবকে। কে কোথা? —শিবাল সহসা!

দুঃশা। পিতামহ! সুখের সংবাদ। দেখ চেয়ে অরি-সারি-পানে। রণমুখে অভাগা পাণ্ডব কৃষ্ণসনে ধারি ধারি আসিতেছে আপনার কাছে। বুঝি বা কিছু মাগিবে পাণ্ডব।

ভীষ্ম। কাপুরুষ নহে রে পাণ্ডব। পুরুষার্থ-লক্ষণ ওদের। একা পার্থ কেশবের সাথে ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ী হ'তে পারে। সত্তায় আসিছে পাণ্ডব। মহান্ হৃদয় পাণ্ডবের; তোরা কি বুঝিবি সততা?

(পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। দেহ পদধূলি পিতামহ, দেহ গুরু শিরে শ্রীচরণ; আসিয়াছি প্রণাম করিতে স্নেহচক্ষে দেখ গো পাণ্ডবে।

ভীষ্ম। আহা বৎস ধর্ম্মশিরোমণি! প্রীতনেত্রে হেরিতে তোদের সাধ্য নাই। অদৃষ্টগতির কি বিধান প্রতিদান—প্রতিদান বক্ষরক্তপান। অহো নারায়ণ! এই ছিল অদৃষ্টে মোদের? দোঁহে বৃদ্ধ—দোঁহেই অজ্ঞান। পাপপক্ষে এ বৃদ্ধ বয়সে আসিয়াছি বিরুদ্ধ ইচ্ছায়। কহ বৎস—কি মাগহ বর।

যুধিষ্ঠির। আর কিছু নাহি দেব—কেবল মিনতি পদে, বিপদে মন্ত্রণা যেন পাই—পাণ্ডবের কেহ নাহি আর। নিতান্ত অভাগা আমরা।

ভীষ্ম। যথা ইচ্ছা সাধিব তোমায়। হৃদয়ের অনন্ত উচ্ছ্বাসে আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের, জয়লাভ কর এ সমরে। জানেন ত হৃষীকেশ, যথা ধর্ম্ম তথা জয়, তাঁরই বেদবাণী, ধর্ম্মভীরু ধর্ম্মই কবচ তোমাদের।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবব্রত, সত্যপ্রিয় তুমি, বয়সেতে জ্যেষ্ঠ সবাকার। সত্যবলে হও গো অমর।

ভীষ্ম। শিরোধার্য্য শ্রীমুখের বাণী।

দ্রোণ। আশীর্ব্বাদ ধর রে পাণ্ডব, ধর এ উন্মাদ আচার্য্যের—রণজয়ী হও ধর্ম্মমতে, করো নাশ সমরে দোঁহায়।

যুধিষ্ঠির। পূর্ণ আশ—কামনা সফল। মম পক্ষে কে চাহ আসিতে?

(যুযুৎসুর প্রবেশ)

যুযুৎসু। এই দাস আছে উপস্থিত। ধর্ম্মপক্ষ প্রিয় বড় মোর! দেহ আজ্ঞা পিতামহ, হিতাহিতজ্ঞান মোর অবিরত করিতেছে মানা, পাপপক্ষে যুদ্ধে থাকিতে। হেথা পাপ অধর্ম্ম-

মুরতি! দেহ আর্য্য অনুমতি, মলি আমি পাণ্ডবের সাথে।

ভীষ্ম। যথা ইচ্ছা কর বৎস! দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি আমি, একমাত্র রহিবি রে তুই, জল-পিণ্ড অর্পিতে অন্তেরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

— * —

রণক্ষেত্র—নেপথ্যে ঘন ঘন তূর্য্যনাদ।

(উপলঙ্গ-কৃপাণ করে রক্তাক্ত শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। ছিন্ন-ভিন্ন ব্যূহমুখ, পাছু হাঁটি কৌরব-বাহিনী, দেখিলাম পুন কি আবার? শত শত তূর্য্যনাদে, যথাস্থানে স্তম্ভিত কটক। পুনঃ শ্রেণীবদ্ধ কুরুসেনা। দুঃশাসন কালান্তক যম, ফিরাইল সমরের গতি। মিশামিশি আবার কটক উভয়দলে নবোৎসাহে মাতিল আবার, অনবরত ক্লান্তি নাই রণরঙ্গ, বক্ষিশয়তন সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাপ্লুত; পুন রণে মাতিতে হইল।

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। ঘৃণ্য ক্লীব—রণবাঞ্ছা বাড়িল প্রবল, আয় শির নিক্ষেপি কৃপাণে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

ছিঃ ছিঃ! লক্ষ্য-এই বারম্বার। কম্পিত কৃপাণ-কর, অবশ শরীর, পদাঘাত উপযুক্ত তোর!

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু। ধিক্ কুরুকুলকুলাঙ্গার! সৈর যুদ্ধে হারাইলি নীতি? রক্তস্রোতে দিব বিসর্জ্জন তোরে আজ—শিখাইব সমরকৌশল।

দুঃশাসন। হাঃ হাঃ হাঃ! বালক মাতৃস্তন ছাড়ি বুঝি আইলি সমরে? ধিক্ পাণ্ডবের দলে, নারী, শিশু নায়ক সৈন্যের। বালভাবে চাহিস্ ভুলাতে, চাহিস্ ভুলাতে বুঝি কঠোর হৃদয়ে? এ বড় কৌশল মন্দ নয়।

অভিমন্যু। বালকের সমকক্ষ কৈ? চেয়ে দেখ কুরুসৈন্যপানে সারি সারি হটিছে, লুটিছে, বালবগণের শরজালে। তীব্রতেজ জ্বলিছে বদনে আমাদের! কালছায়া গেছে তো সবার—অসার, দুর্ব্বল, ভীরু, অশিক্ষিত সৈন্য সেনাপতি, কোন্ বীর আসিবে যুঝিতে এ সমরে? এ সময় বালকেরই সাজে। অবসান প্রায় বেলা, বালক বক্তৃমে মোরা দিয়াছে হটায়ে কতবার ভগ্নব্যূহ ঠেলি। আয় রণ দেখি দুঃশাসন।

(যুদ্ধ ও দুঃশাসনের পলায়ন)

ছিঃ ছিঃ ধিক্ ধিক্!

(ভীষ্মের প্রবেশ)

আসুন সময়ে সেনাপতি! নমস্কারি হানিনু চরণে খরশর।

ভীষ্ম। দুগ্ধপোষ্য কে রে তুই? তীব্র বিষধর শিশু জ্বলন্ত অনল—রণহট্ট পড়িছে উথলে। হারালি দুঃশাসনে ক্ষণিক সমরে আমায়ও করিস্ আবাহন। দেখ চেয়ে একা নই আমি। পার্শ্ব আগুরথ মোরে রক্ষিছে চৌদিকে। এক-বাণে হবি ভস্মরাশি।

অভিমন্যু। পঞ্চ অতিরথ তব—সাধ্য কি সে হয় অগ্রসর? একৈক সায়কে বিদ্ধ করিব সবায়। যথাস্থলে রহিব অচল।

ভীষ্ম। রথ ত্যজি নেমেছ ভূতলে, তোরে সুধু সাপটি লইতে। কুক্কর, না পারি পরশিতে বাপ্পা তোর। আয় তবে করি রণ হাসিতে হাসিতে, কৌতুক দেখুক বীরদল।

অভিমন্যু। উঃ! বক্ষে বাজিল বিষম। ঘন ঘন শিহরিছে কায়। অবশ চরণ কর গেল গেল গেল, গেল পড়ি কার্ম্মুক ভূতলে। অর্জ্জুন-তনয় আমি, পাছু হাঁটি পলাতে শিখিনি। মার বৃদ্ধ, পড়ি হাঁটু গাড়ি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। বীর বটে বৃদ্ধ দেবব্রত। প্রতিপক্ষ উপযুক্ত বটে সেনাপতি। ছি ছি ধিক্ ধিক্। ধিক্! বুদ্ধিভ্রষ্ট মরণসময়ে—এ নিদানে কেন এ সঙ্কল্প পৈশাচিক?

ভীষ্ম। ভাল ভাল পাইয়াছি প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝি!

সম মান, সম মর্য্যাদা, এস দোঁহে করিব পরীক্ষা বলাবল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। যাবে না! ছাইনু অম্বর দুর্নাম। অসি-যুদ্ধ করি এস তবে।

ভীষ্ম। ধন্য বীর দ্রুপদতনয়। রণনীতি আগত তোমার। নাহি হেলা জয় জয়-পরাজয়, দেখ বেলা অবসান, দিনদেব বসিলেন পাটে। চক্ষের নিমিষে আমি দেখ নাশি হাসিতে হাসিতে দশটী সহস্র তব সেনা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। কি বলিব কাল পূর্ণপ্রায়। নতুবা নিতাম প্রতিফল—দিব শোধ কৌশলের তব কালি প্রাতে। (পলায়ন)

ভীষ্ম। আগত রজনী, ঐ অন্ধকার আসিছে প্রকৃতি গরাসিয়া। তূর্য্যনাদে সংহারি সমর আজিকার।

(নেপথ্যে) জয় জয় কৌরবের জয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উপপ্লব্য নগর—দ্রৌপদীর আবাস।

(দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও অভিমন্যু)

অভিমন্যু। যুঝিছেন ভীষ্ম প্রতিদিন, কার সাধ্য তিষ্ঠায় সমরে? সপ্তদিন হইয়াছে রণ, দিন দিন ক্ষীণপক্ষ আমাদের মাতা, কে জানে কি হয় পুনঃ আজি প্রাতঃকালে।

দ্রৌপদী। ওরে বৎস! এ কি কথা শুনি? সমরে পশ্চাৎপদ হলো কি পাণ্ডব? নিরুৎসাহ হইল কি পার্থ, ভীমসেন—কুণ্ঠিত নকুল, সহদেব? আশা নাশি ধর্ম্মরাজ, কাঁদেন ধরিয়ে কি রে কেশবের কর? নাহি হুঙ্কার আর বাহিনীর মুখে? রণনীতি ভুলিল কি সোদর আমার সেনাপতি কেশরীবিক্রম? পিতামহ প্রবীণ সমরে, পূজ্যবর দ্রোণাচার্য্য বীর বটে সবে জ্বলন্ত অনল—নাহি কি তা বোলে বৎস কেশবের পূর্ণ রণনীতি?

সুভদ্রা। বিস্মিত যে আমি বোন্, বালকের রণ-বিবরণে? ভীষ্ম দ্রোণ এখনো জীবিত? সপ্ত-দিন সহিয়ে সমর পার্থ তাঁর এখনো নিদ্রিত? কে জানে কি মায়ারণে, ভুলায়েছে ভীষ্ম কেশ-বেরে, ভ্রাতা মোর ত্রিভুবনজয়ী। কেন তবে নিশ্চিন্ত এখনও?

অভিমন্যু। শুন মাতঃ অদ্ভুত কাহিনী। পাণ্ডবের রণনীতি এ ক্ষেত্রে নূতন। সেনাপতি বীরত্বে অতুল, নাহি দেন সমরে পশিতে প্রবীণ ক্ষত্রিয় বীরদলে। নামিয়াছি বালক আমরা রণভূমে পৃষ্ঠ রক্ষা করেন মোদের সবে তাঁরা। জ্বলন্ত উৎসাহে মাতি, যুবকবাহিনী সাথে লয়ে করিতেছি ভয়ঙ্কর রণ কয়দিন। প্রবীণ কৌরব সেনা বালকের সনে রণে হইতেছে ক্ষত, অসংখ্য কৌরব রথী অতিরথ অর্দ্ধরথী আদি, বলনাশে হারাইছে তেজ। পাণ্ডবের নহে সে দুর্দশা। প্রবীণ প্রমত্ত বীর দলে দলে আছয়ে রক্ষিত। বলহীন হইলে কৌরব, হুঙ্কারি গগন ফাটাইয়া রুদ্ধ স্রোত বাহিরিবে বেগে, সে অনন্ত বেগের চাপনে ছিন্ন ভিন্ন হইবে কৌরব! জয়লক্ষ্মী দিবে আলিঙ্গন। পরিণাম বিজয়ী পাণ্ডব সুনিশ্চিত। এই গুপ্ত মন্ত্রণা—বিষম!

দ্রৌপদী। কে জানে কি রণ-পরিণাম? পরিণাম ভাবিতে চাহি না। চাহি শুধু কুরুকুলনাশ। কবে যে আসিবে দিন, কবে পাব তিরপ্তি প্রাণের? কে জানে কবে যে বাছা, প্রতি-হিংসা পাইবে পাঞ্চালী? কবে হায়! বান্ধিব এ বেণী? কবে শেল উপাড়ি পতিরে এ বক্ষের? কবে পঞ্চপতি সনে, বসিব কৌরব-সিংহাসনে? দেখিব নয়ন ভরি, অশ্রুআঁখি কৌরবরমণী—বিধবা বিকৃতবেশা—কবে আসি চরণে লুটাবে? কবে কুন্তী জননীর কোলে, বসিবে পাণ্ডব সুখে, পুনঃ কবে হব রাজরাজে-শ্বরী?

সুভদ্রা। বিলম্ব নাহিক আর বোন্, ধর্ম্মপক্ষ বড়

বলবীন। উড়ে ত নিকর, ভস্ম-রাশি হইবে কৌরব। স্বহস্তে জ্বালায়ে চিতা, মনানল করিবে নির্ব্বাণ! জান ত প্রকৃতি-লীলা বোন্, যেখাস্তে প্রখর ভানু বিথরে কিরণ খরতর—যাতে দিক্ অ‍াধার অর্ণব এড়াইয়া। শেষ সুখ জীবন্ত প্রমাণ প্রমোদের।

অভিমন্যু। উষা আসি হাসিল গগনে, দেহ মা বিদায় দাসে, শিবিরে পশিগে আগে ভাগে।

দ্রৌপদী। চল ভগি দেবতা দেউলে, পুজিগে শঙ্করজায়া বিঘ্নবিনাশিনী। এসো বৎস বীর-বেশে সাজি, আশার্ব্বাদকুসুম বাঁধিয়ে দিব গলে' আজি রণে ঘটিবে মঙ্গল!

[দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রস্থান।

উত্তরা। এসো নাথ, বীরবেশে সাজাই তোমারে।

অভি। বীরের বনিতা—প্রিয়ে সমরকল্যাণি—নামে জগতে পুজিতা কি তিরিপ্তি বীরাঙ্গনা নামে! চারুমুখ—দীপ্ত রণভূমে—চারুহাসি উৎসাহ প্রাণের—ঘোর রণে—মাধুরী স্মরণে, দ্বিগুণিত বল পাই হৃদে। ভুলে যাই চিত্ত-অবসাদ—ক্লান্তি শান্তি—উদ্দেশে নারীর—নারীর ললিত বাণী—জাগি হৃদে—বীরত্বে মাতায় শক্তি পাই শক্তির স্মরণে। আসি প্রিয়ে দেহ আলিঙ্গন!

উত্তরা। কি লাবণ্য উথলে প্রাণেশ—বীর-বেশে—বিকাইনু পায় হে আবার! যাও রণে হৃদয়বল্লভ—মনে রেখো প্রাণনাথ—মস্তকের মণি ফণিনীর—চিন্তা আশা সংসার-সাগরে কর্ণধার দুখিনীর তুমিই সম্বল। সারবস্তু ফিরে যেন পাই। কাঁদিতে শিখিনি বীরাঙ্গনা, বীরপতি গৌরব নারীর—সে বীরত্ব লাভে অগ্রসর—বাধা দেওয়া জানি অসঙ্গত। কিন্তু প্রাণনাথ—বুঝিছ কি প্রাণের কাহিনী? এ প্রাণে কি ঘটিছে বিপ্লব, ইচ্ছা করে—প্রাণ ভোরে কাঁদি, কাঁদিয়া বিনয়ে করে ধরি, ফিরাই সমরসাধ হোতে। চোখে চোখে রাখি দিবানিশি।

অভি। প্রাণের লুকান প্রেমকক্ষে, কত কথা উঠিছে পড়িছে, এ নয় সময় শুনিবার। রণব্রত—ইষ্ট এ সময়, বীরের এ সুলগ্ন সবাসা, এ হেন মাহেন্দ্রক্ষণে, ইচ্ছা সুখ করিব গ্রহণ বিধি-মতে। পরে প্রেম অনন্ত প্রমোদ অনন্ত কালের তরে পাইব দোঁহায়॥ আসি প্রিয়ে—দাও লো বিদায়।

[প্রস্থান।

উত্তরা। এসো নাথ, দিলাম বিদায়—সমরকল্যাণী দেবী রক্ষুন তোমায়—রক্ষাকালী জগজ্জননী জানেন রমণী নারী-হৃদয়-বেদন! রেখো মা সমরে প্রাণনাথে, তব কোলে দিলাম তুলিয়ে!!

(গীত)

আলেয়া—আড়া।

মায়াময়ী ডাকি মা তোমায়।
বাঁচাইতে হবে মলিনায়;
সাধের সে তরীখানি ডুবুডুবু প্রায়।
অকূলে আকুলা হই, তাই ডাকি ব্রহ্মময়ী,
কোলে তুলে নিতে হবে আয়,
আয় মা ধরিনু রাঙ্গা পায়!!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(রণক্ষেত্র—কৌরব পতাকাবাহক ও নকুল)

কৌ-পতাকাবহক। এ জীবন থাকিতে আমার, পতাকা না ছাড়িব কুমার কোন মতে, কর বল যত আছে দেহে!!

নকুল। এখনি পাড়িব শির। কেন প্রাণ হারাবি পদাতি! বক্ষরক্ত কেন দিবি মিছে? কৃপা-ণাগ্র বড় তীক্ষ্ণ মোর।

কৌ-পতাকাবাহক। চর্ম্মও কঠিন বড় মোর, দুর্ভেদ্য এ অতি পুরাতন। কত শত ভেঙ্গেছে কৃপাণ কতবার। চর্ম্ম বিনা নাহি অস্ত্র আর, আত্ম-রক্ষা শিক্ষা মোর সুধু। ছাড় পতাকার দণ্ড।

(কৃপাণ-আঘাত ও ভগ্ন)

ছিঃ ছিঃ ! আর নাহি যে কৃপাণ।
পলাও পাণ্ডব পিছে চাহিও না আর।

(নকুলের প্রস্থান ও সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। আরবার দেখিব পামর। দেখি চর্ম্ম কতই কঠিন। সপ্ত অসি ভেঙ্গেছি এ সপ্ত দিন রণে, পারি নাই কাড়িতে কেতন। আজ তোর নাহি রে নিস্তার !।

কৌ পতাকাবাহক। মিছে গুমর বীরবর। ওই দেখ চেন কি কৃপাণ? তব কর্ম্ম নহে এ কেতন পরশিতে। তুচ্ছ কার্য্যে কেন লজ্জা পাও? বীরসনে যাও গিয়ে কর রণ অন্য বীরকার্য্যে তৃপ্তি পাবে বীর !!

[পতাকাবাহকের পশ্চাতে সহদেবের প্রস্থান।

(রথারূঢ় দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। চালাও সারথি রথ সম্মুখে ভীমের,—দাম্ভিকের দিব প্রতিফল। হস্তী অশ্ব নাশিছে পামর গদাঘাতে গদা চূর্ণ রুধির শায়কে। অসংখ্য সৈন্যের ক্ষয় দেখিতে পারি না চক্ষে আর।

(গদাহস্তে ভীমের প্রবেশ)

ভীম। কে রে কুরুকুলাঙ্গার! কি দেখাস্ ইঙ্গিতে আমায়? সারথি সহিত রথ, দেখ্ চূর্ণ করি গদাঘাতে। তোরে বাঁধি লইব শিবিরে।

র্য্যোধন। ধিক্ দম্ভে ধিক্ বৃকোদর। সহ্য কর তীক্ষ্ণ শরজাল! মূর্খে মারি কলঙ্ক বাড়াই।

ম। কোথা শর—গেল পালটিয়া? আত্মশরে হইলি বিদ্ধ দেখ বক্ষে মুখে কবচ ভেদিয়া রক্ত-স্রোত বহিয়া পড়িছে। রক্ষা নাই করিনু বিনাশ; অসাড় নিস্পন্দ দেহ, খসিয়া পড়িল ধনুঃশর, স্তম্ভিত হইলি দুর্য্যোধন; এখনি করিব বন্দী, দাঁড়া রে সারথি পাপ, রাখ্ রাখ্ রথ, রথ শুদ্ধ লইব থুইয়া কক্ষতলে।

[সকলের প্রস্থান।

(ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ)

াষ্ম। রণমুখ ফিরেছে দেবতা। কুরুসৈন্যে শুন হাহাকার। মদমত্ত মাতঙ্গের প্রায় বৃকোদর, সৈন্য-বন করিছে উজাড়। চতুরঙ্গ সমগ্র বাহিনী। পার্থ-রণে বীর রথিগণ হতাহত—পলায়নপর। পার্থরণে দ্বিতীয় শমন দৃষ্টিমাত্রে আড়ষ্ট কৌরব অসাড় অগণ্য সেনা, কাতারে কাতার কণ্ঠাগ্রে মূর্চ্ছিত কটক। ক্রমতেজে তেজীয়ান্ অসি, চক্ষে, মুখে অগ্নসঞ্চালনে তীব্রতেজে বারিছে চৌদিকে। দেখ পার যদি ফিরাইতে সৈন্যঠাট, অপরাহ্নে করি কালরণ।

(রথারোহণে দুর্য্যোধনের পুনঃ প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। পিতামহ। দেখিছ কি কৌতুক? দেখিছ কি স্থিতনেত্রে কৌরব নিধন? এ নিগ্রহ অভিপ্রেত বুঝি তব দেব? নহে কেন নিশ্চিন্তে এখনও? দেখিছ না ভীমার্জ্জুন রক্ত-পাত করে কি সাহসে অনর্গল? কত সৈন্য মস্তক-বিহীন? গজ বাজি কত গড়াগড়ি? আজই রণ বুঝি হয় শেষ! এই ছিল অদৃষ্টে আমার? অসময়ে অন্তাগার, সহায়-সম্পত্তি সব বিরুদ্ধ হইল? প্রতিবাদী পরম দেবতা ইষ্টকারী অনিষ্ট করিল!

ভীষ্ম। ত্যজ শোক কুরুবংশধর, ঘুচাও মনের কালী তব। নবোৎসাহে করিব সমর—রণবেগে ফিরাইব বজ্রতেজ ধরি। হটাইব পাণ্ডব-বাহিনী ধাওয়া ধাওয়ি যাও গো দেবতা-বায়ে পশি ধরি শরাশন সসৈন্যে যুঝহ পার্থ সনে, একা আমি বিমর্দ্দিব পাণ্ডব-বাহিনী। বাণে বাণে ছাইব গগন—দেখিবে ভীষ্মের রণ স্থাবর জঙ্গম, বিস্মিত হইবে দেবদল, থাকে যদি দিনদেব দণ্ড দুই চারি, অরি কেহ ফিরিবে না আর; কৌরবের কুরুক্ষেত্র হইবে শ্মশান, রক্তনদী বহিবে চৌদিকে।

[দ্রোণের প্রস্থান।

বৃকোদর-পিছে; ধাও তুমি কুরুবংশধর, অগ্রগামী বলদৃপ্ত বীর। শতভ্রাতা মিলি, ঘিরে তারে পাড় গে ভূতলে।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

পার্থরথ আসে যে এ ধারে, বিদ্যুৎ ঝলকে রথোপরে, আজি রণে না জানি কি হয়।

(রথারোহণে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কহ পার্থ কায়িক মঙ্গল।

শ্রীকৃষ্ণ। বিজ্ঞ বীর পাইলে কি ভয়? অরি সনে কে কোথা কুশল কথা কয়?

ভীষ্ম। তা নয় কেশব? এ প্রশ্নের প্রধান কারণ রণশ্রম সবে কি না সবে গাণ্ডীবীর। বাঞ্ছা তাই অগ্রে জানিবারে বালক চলিযে পাছে পড়ে রণভূমে? করিব যোজন ভগ্নব্যূহ, সাধ্য থাকে বাধা দাও বীর।

অর্জ্জুন। অগ্রে সহ্য কর শর দেব, পিছে যেয়ো ব্যূহ-সংযোজনে। প্রাণের মমতা ত্যাগ পার যদি করিতে বার্দ্ধক্যে পিতামহ, তবে পশ সম্মুখ-সমরে, নতুবা ছাড়িনু পথ প্রাণ লয়ে পলাও সঘনে।

ভীষ্ম। পিতামহ নাহি ত কিরীটী তোমাদের, প্রাণে তবে মমতা কিসের? বিধবা কাঁদিতে নাই ঘরে—নাই বধূ বড় ভালবাসি কাঁদে যদি কাঁদিবে তাহারা ক্ষতি নাই, কর শরক্ষেপ বাল বৃদ্ধ দেখি কে চতুর চতুরের চূড়ামণি সাথে।

অর্জ্জুন। আরো সাধ কাঁপিছ যে দেব?

ভীষ্ম। ধন্য ধন্য পার্থ মহাবীর বংশের দুলাল তুই হেরি, অস্ত্রশিক্ষা এ বয়সে। অসহ্য এ বক্ষে শরজাল বাজে বজ্র কালের কবাটে, পলায়ন শ্রেয়ই আমার।

[ভীষ্মের পলায়ন।

অর্জ্জুন। ফিরাও কেশব রথ, সন্ধ্যা হলো সমরাবসান। ঐই শুন তূর্য্যের নিনাদ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(দুর্য্যোধনের শিবির-সন্নিহিত পথ)

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও মশালধারিগণ)

দুঃশাসন। কি কহ অগ্রজ, পিতামহে চেন নাই তুমি? পাণ্ডব প্রাণের নিধি, তাচ্ছল্যের পাত্র শত ভাই। নতুবা কি চলিত সমর এতদিন? কোন্ দিন পরাজিত হইত পাণ্ডব। বর্ত্তমানে কে বীর শান্তনুসুত সম?

দুর্য্যোধন। কেমনে কহিব তাঁরে অস্ত্রত্যাগ করিতে এখন? সখা নামে জলে দেহ তাঁর, চক্ষুশূল মাতুল শকুনি। হয় ত কে জানে, তাই পাণ্ডবের পক্ষে যেতে পারেন এখনি। কড়ি লয়ে সেনাপতি-পদ কর্ণে দিলে মর্ম্মাহত হবেন গাঙ্গেয়। ভাবি তাই হতেছি কুণ্ঠিত।

দুঃশাসন। সর্ব্বনাশ হতে থাক তবে। অরি-পক্ষ হোক্ বলবান্। শত ভাই ছিনু মোরা, আজিকার কালরণে ভাসায়ে দিয়েছ ভাই অধিকাংশ কালের সাগরে। অবশিষ্ট মোরা কয়জন। এইরূপ চলিলে সমর, আমরাও শীঘ্র হব নাশ। যথা ইচ্ছা কর গো অগ্রজ।

দুর্য্যোধন। উভয় সঙ্কটে ভাই ভুলিলাম মান অপমান। ডুবিতেছি অপার সাগরে, যাহা পাব করিব আশ্রয়।

দুঃশাসন। জান ত কর্ণের তেজ ভাই। শুনেছ ত প্রতিজ্ঞা তাঁহার। ধনুকরে নামিলে সমরে, কার সাধ্য বাধা দিবে তাঁয়? মুহূর্ত্তে হইবে নাশ পাণ্ডব-বাহিনী। উৎকণ্ঠা প্রাণের দূরে যাবে। বর সেনাপতিপদে তাঁয়, শাস্ত্রেতে কথিত আছে, বৃদ্ধের বচন হিতকর; কিন্তু ভাই অতি বৃদ্ধ বালক যেমন পিতামহে নাহি কিছু সার বোধ হয়।

দুর্য্যোধন। নির্ব্বোধের মত কহ কথা। উগ্রতেজ চেন কি প্রবীণ বীরেশের? কি অদ্ভুত সমর-কৌশল দেখালেন পিতামহ দেখিলে কি ভাই? রণরঙ্গভূমে, যতবার চেয়েছি আর্য্যের মুখপানে, ততবারই সমান উৎসাহে লোহিত উজ্জ্বল আঁখি দন্তে দাঁত কসিয়া টঙ্কারিতে দেখেছি কার্ম্মুকে।

পট-পরিবর্ত্তন।

(ভীষ্মের শিবিরমধ্যে ভীষ্ম শয়ান)

পিতামহ! এসেছি ভেটিতে।

ভীষ্ম। এসো বৎস! বোস আস্তরণে। এ নিশীথে কিবা প্রয়োজন?

দুর্য্যোধন। কি আর কহিব পিতামহ, উৎকণ্ঠায় আকুল পরাণ, কে জানে কি হবে ভবিষ্যতে। সমরের কিবা পরিণাম? সেনাপতি-পদে বরি আপনায় দেব, নিশ্চিন্ত হইয়েছিনু সবে; মনে ছিল হবে শত্রুনাশ। কৈ দেব! গত অষ্ট দিন, শত্রুবল কৈ হলো ক্ষয়? বলদৃপ্ত এখনো পাণ্ডব, হীনবল দিনে দিনে মোরা। ঘুচিতেছে আশা ক্রমে ক্রমে, সন্দেহে আসিনু তব পাশে, কি নূতন করিব উপায়?

ভীষ্ম। রে কুমার কুরুবংশধর, উতলার নহে এ সময়। উত্তেজনা চাই দিনে দিনে, স্ফূর্ত্তি নবীন বলে, করা চাই ক্রমে ক্রমে অরাতি বিনাশ। যে সে শত্রু নহে ত তোমার। ভুলেছ কি পাণ্ডব-বিক্রম? জান না কি কেশবের সমর-কৌশল, রণনীতি দ্রুপদপুত্রের? এ নহে সামান্য রণখেলা, সামরিক বিধানের কূট ধারাগুলি, একে একে হবে প্রদর্শিত। সত্যাসত্যে নহে ত এ রণ, উভপক্ষে ভারতের বিজ্ঞ ধনুর্দ্ধর কুরুক্ষেত্রে সদ্য সমাগত। রণ-চণ্ডী সবারি পূজিতা। এ দীপ্ত সমরানল সহজে কি হবে নির্ব্বাপিত? নিশ্চিন্ত হইয়া রহ, রণে জয়-পরাজয় অদৃষ্ট-লিখন।

দুর্য্যোধন। পিতামহ! এ কি অসম্ভব কহ কথা। অক্ষৌহিণী সেনা তব একাদশ সাথে, পাণ্ডবের সপ্ত অক্ষৌহিণী, তারতম্য রয়েছে শক্তির, দুর্ব্বলের সনে বলীয়ান্, কত ক্ষণ হবে রণ?

দুঃশাসন। হে অগ্রজ বীর-অবতার! অতি বৃদ্ধ পিতামহ এবে, আয়াস উৎসাহ তীব্র তেজ বয়সের সনে ম্লান হইয়াছে ক্রমে। নাহি সে পূর্ব্বের কঠোরতা, একাগ্রতা গেছেন ভুলিয়া, সংসারের কোলাহল এড়ি শান্তির শকটযাত্রী এবে পিতামহ। আমি বলি, আর কেন, দেহ ভ্রাতঃ কার্য্যের অবসর, দূরে হ'তে দেখুন কৌতুক।

দুর্য্যোধন। আমারও বাসনা তাই ভাই। অস্ত্র-ভারে নাহি প্রয়োজন। দিন ভার নব-বীর-করে পিতামহ। সখা কর্ণ প্রদীপ্ত অনল হেন মুখ্য সেনাপতি তিনি। ত্বরা কার্য্য সাধিবে সবার মনোগত। কহ দেব, কর মত, এ অপেক্ষা নাহি সদুপায় কিছু আর।

ভীষ্ম। কি বলিলে! ও হো! এ কি মর্ম্মভেদী দারুণ প্রস্তাব! অক্ষম আমি কি হায়! অক্ষম—অক্ষম—অধমাধম তাচ্ছিল্য এমন, কৌশলে নিরস্ত্র করি মোরে রাধাসুতে করিবে বরণ? হা রে ভাগ্য, উগারে গরল, ওহো কেন? কেন এ দারুণ অপমান? যা রে বক্ষ যা রে বিদারিয়া, অন্তরাত্মা পুড়ে হ'ল খাক! ওরে বৎস, এ বৃদ্ধ বয়সে আর কেন? অসহ্য এ নরক-যন্ত্রণা! যা হবার তাই হবে কালি, একদিন দে আর সময়, কালি প্রাতে প্রতিজ্ঞা আমার হয় পরাজিব অরিদলে, নতুবা বীরের মাঝে বীরশয্যা পাতি বীর-হস্তে হইব নিধন—অনন্ত কালের তরে আঁখি-পদ্ম হবে নিমীলিত। এ যন্ত্রণা সহিতে হবে না! করে ধরি, ওরে বৎস, কাঁদায়ো না অভিমানে মোরে, তোরাই রক্ষক অভাগার!!

দুর্য্যোধন। শিরোধার্য্য আদেশ গো দেব; করো কল্য যথা অভিরুচি, আমি পদধূলি দেহ মাথে।

[প্রণাম ও উভয়ের প্রস্থান।

ভীষ্ম। অধীনতা, অধীনতা? ওঃ! নিগড়বদ্ধ

দৃঢ়তর। অর্থদাস আমি কাপুরুষ। হা রে স্মৃতি! কি দংশন তোর! কি ছিনু কি হইনু এ চিন্তা বিভীষিকা। পিশাচের স্বার্থে সমাদৃত। নহে এত অপমান সহে কি গাঙ্গেয়? পুরুষ-কার! যাও রসাতলে! শূন্য গর্ভ আবার গভীর একটী মুহূর্তের ঘায় শত বৎসরের ঘোর শ্রম-উপার্জ্জিত কীর্ত্তিস্তম্ভ ধূলায় লুটায়। নতুবা, নতুবা হায়! ভাবিতেও চক্ষে আসে জল, নতুবা ঘৃণার চক্ষে হেরিতাম যারে—সেই আজি অহঙ্কারে ফুলি, এই শিরে করে পদা-ঘাত! সহি আমি বিনা বাক্যব্যয়ে। অধীনতা! সর্ব্বনাশী তুই, তোর কার্য্য সকলি অদ্ভুত! রাজারে করিস্ তুই পথের ভিখারী; মহাবীরে বড়শিয়া কালকূটে রাখিস্ ডুবায়ে। তাই আজ শান্তনুতনয় অশ্রুনীরে ভাসিছে নীরবে! যা রে স্মৃতি, কর পলায়ন! সে আমি ভুলিয়া যাই, এ আমি এখন কৃপাকটাক্ষভিখারী! ও কি? উষা আলোক মধুর। প্রাতঃকৃত্য সারিয়ে সত্বরে ঝাঁপায়ে পড়ি গে উদ্বেলিত সমর-সাগরে, পারি যদি সাঁতারি সতেজে পার হব, নতুবা ডুবিব অবহেলে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রণক্ষেত্র)

(একদিক্ দিয়া দ্রোণাচার্য্য ও অপরদিক্ দিয়া অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। পাইয়াছি গুরুদেব, শিক্ষার পরীক্ষা দিব আজি। গুরু-শিষ্যে আসুন সমররঙ্গে মাতি। যৌবনের জীবন্ত প্রতিভা জড়বুদ্ধি বৃদ্ধেরে দেখাব। কাটি কার্ম্মুক করে, শ্বেত কেশ উড়াব কৌতুকে।

দ্রোণ। উচ্চ আশা উপযুক্ত বটে, রণপ্রগল্‌ভতা সাজে তোর, তুই পার্থ পুত্রের সোসর, এটা কিন্তু ক্রীড়াভূমি নয়, রক্তপাত জীবন মরণ, প্রতিপদে সমরসঙ্কট। ত্যজিয়ে কৌতুক-লীলা কালক্রীড়া কর আয়োজন। দশনে অধর চাপি ভ্রূ কুঞ্চিত করি, আত্মপর হয়ে বিস্মরণ উগ্রতেজে আয় রে ক্ষত্রিয় রণসাধ মিটাইয়ে দিই।

অর্জ্জুন। শরতের জলদ-গর্জ্জন গুরুদেব বালকের প্রীতি-উৎপাদক। নহি দুগ্ধপোষ্য শিশু। উচ্চকথা আশঙ্কা প্রমাণ, কথা নাই, কার্য্য চাই দেব, ছাড়ি বাণ কর নিবারণ, বায়ব্যাস্ত্রে উড়াইব ঠাট তব সনে।

দ্রোণ। শৈলাস্ত্রে নিবারি দেখ বীর অর্দ্ধপথে হইল মিলন—সমররহস্যে সুপণ্ডিত। কৌতু-কের নহে ত এ ঠাঁই। ব্যর্থ বাণ মরণ সমান। রণমূর্খ, কিনিও না নাম তাচ্ছল্যের।

অর্জ্জুন। হে কেশব! দেখিছ কি? আসিছে ত্রিগর্ত্তরাজ বিরাট-বাহিনী। রথ লয়ে চল ওর দিকে, সুশর্ম্মায় শিক্ষা দিব কিছু। আসি গুরু কালপূর্ণ হয়নি এখনও।

দ্রোণ। ও কি হেরি? সঙ্কুল সমর? দুই ঠাটে হইল মিশামিশি ব্যূহ ভেদি পশিল যে পাণ্ডব-বাহিনী! টলিল অচল ঠাট মহাশক্তি হৈল সংঘর্ষণ, দেখি অগ্রসরি পরিণাম!

(নেপথ্যে জয় পাণ্ডবের জয় ভেরী-নিনাদ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। সঙ্কুল সমর নীতি, উচ্চ সাধ মিটাইল মোর। পাছু হটি পলাল কৌরব। ভীমবেগে বিরাট-বাহিনী ব্যূহমুখ করি ছারখার রণে হানা দিল চারি ধারে। সে বিপুলবেগে কার সাধ্য করে নিবারণ? ছত্রভঙ্গ হই। কৌরব-দল; দলে দলে হাঁটু পাড়ি অসিমুখে। অস হায় অর্পিল জীবন, অবশিষ্ট পলাইল ছুটে!

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল। সেনাপতি! ফিরিল আবার ফিরিল কৌরব-সেনা শল্য সহযোগে। পুন ছত্র হয়েছে গঠিত। দ্বিগুণ উৎসাহে হুঙ্কারিয়া ক্রুদ্ধ কেশরীর মত সবে, রক্তনেত্রে বহ্নি ছুটাইয়া রণরঙ্গে মেতেছে আবার। ধর্ম্মরাজ সনে মৎস্য-

পাঞ্চালাধিপতি শল্য রণে অস্থির এখন—শরে শরে বর্ষিছে অনল, বক্ষে আর নাহি কারো স্থান।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। শীঘ্র যাও ওহে গিয়া বৃকোদরে, কহ সাত্যকিরে সসৈন্যে উভয়ে ত্বরা করি দুই দিক্ হতে করে যেন বেগে আক্রমণ। মধ্যে পড়ি বিষম চাপনে মদ্ররাজ হেরিবে আঁধার।

[নকুলের প্রস্থান।

গজসৈন্য কাতারে কাতার চলন্ত পর্ব্বত যেন, অগ্রসর ধরা কাঁপাইয়া। বৃকোদর বিক্রমে বিশাল গদাঘাতে দিবে যমালয়।

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। বীরবর! কি দেখিছ আর? দেবব্রত রণে আগুসার। জলন্ত ভূধর সম দীপ্ত তেজে রণোন্মাদ হয়ে অগ্নিরাশি বর্ষিছেন রণ-রঙ্গভূমে। রুদ্ররূপী শমন সোসর সংহার-মূরতি ধরি প্রদীপ্তসায়কে বিন্ধিছেন ভীম সাত্যকিরে ধর্ম্মরাজ, বিরাট দ্রুপদ আত্মহারা বিভোলের প্রায়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ত্বরা করি যাও সহদেব। কহ গিয়ে ধাইতে সমরে ভীমবেগে ভেদি, নাশি কৌরব-বাহিনী দলবলে। অর্দ্ধচন্দ্রাকার ছত্রে চতুর্দ্দশ সহস্র যুবকে!

[সহদেবের প্রস্থান।

তীব্র বাণ খর খর ত্যজিনু কার্ম্মুক হতে বড় ভয়ঙ্কর। সমর-পিপাসা শান্তি হউক ওদের, ব্যগ্র হয়েছিল কয়দিন। রুদ্ধ তেজে দিক্ ছুটাইয়া, লুটাইয়া পড়ুক কৌরব আরবার।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। সর্ব্বনাশ হইল সোদর! ভীষ্মের জ্বালা রণে কেহ নহে স্থির। ছত্রভঙ্গ হয়েছে বাহিনী। হতাহতে পূর্ণ রণভূমি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। দক্ষিণে পাঞ্চালগণ আছে অপেক্ষিয়া, আহ্বানিয়া আন সবে ভাই!

[শিখণ্ডীর প্রস্থান।

দেখিব ভীষ্মের কত বল, সসৈন্যে সমরে পশি প্রকাশিব জলন্ত সমরনীতি আজি! নরব্যাঘ্রে লব বন্দী করি জীবন্ত পিঞ্জরে পুরি ধর্ম্মরাজে দিব উপহার! [বেগে প্রস্থান।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। রণভূমি বীরশূন্যপ্রায়, পাণ্ডবের কে আছে কোথায়? পলায়ন কর—ধিক্ রে ক্ষত্রিয় নামে কলঙ্ক-সাগরে ক্ষত্রিয়ের বাহু-বীর্য্য-বীরত্ব বিপুল একেবারে দিল বিসর্জ্জন? ছার প্রাণ না দিয়ে সমরে কোন্ কার্য্যে সাধিতে করিল পলায়ন? ক্ষত্রিয়াণী স্ত্রী পুত্রী তোদের, ঘৃণায় যে দিবে খেদাইয়া। একা রথে জিনিনু সবায়। এই বার পাণ্ডবসহায়?

(রথারূঢ় অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কারে জয় করেছ প্রবীণ, কিসে এত কর অহঙ্কার? গুমান করিব গুঁড়া ভানু সনে যাও অস্তাচলে।

ভীষ্ম। অর্দ্ধপথে কাটিলাম বাণ। শুধু আত্মরক্ষা-নীতি নহে আজিকার, শরে শরে বধিব অর্জ্জুন, ভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত রথ হইতে, পড়িবি ভূতলে, মৃত্যু তোর শোণিত বমনে।

অর্জ্জুন। নারায়ণ! কি দেখিছ আর? সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিছে থর থর, তীব্র শর শেলসম বাজে বক্ষে, বুঝি নাহি আর ঠাঁই, শরাঘাতে তুমিও কাতর—উঃ! একি রুদ্ধ শ্বাস? এ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। রে পামর! চিনিলি না নর-নারায়ণে? আজি তোর নাহিক নিস্তার। মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণিব শরীর—

অর্জ্জুন। এ কি সখা, প্রতিজ্ঞা কি হলে বিস্মরণ?

ভীষ্ম। ত্যজ রে অর্জ্জুন নারায়ণে। এই দেখ অস্ত্রহীন আমি। ব্রহ্মাণ্ডপতির করে প্রাণ দিয়া পশি গে গোলোকে। হেন মৃত্যু কার না জগতে বাঞ্ছনীয়? বক্ষ পাতি দিনু জনার্দ্দন! পঞ্জর করহ চূর্ণ চরণ প্রহারে, যোগীর ধ্যানের ধন শিবের সম্পদ, জ্যোতির্ম্ময় ও মুখ নেহারি পাপ প্রাণ ছাড়ি প্রাণারাম! বহুক বৈষ্ণব দেহ বিষ্ণুদূত আসি, আত্মময় দেহ গো প্রসাদ।

শ্রীকৃষ্ণ। ,হে আত্মবিস্মরণ, সখা তব নেহারি মলিন মুখপানে। চল ফিরি উঠি রথোপরে। আজি রণে বিজিত পাণ্ডব। মলিন দিনেশ অই গেল অস্তাচলে, মলিনা প্রকৃতি হায় আবরিল মুখ, তামসী অবগুণ্ঠনে অই, ছাড়িছে শোক নিশ্বাস প্রভঞ্জন, হাহাকার পাণ্ডব-শিবিরে। চল ফিরি ধর্ম্মরাজ-পাশে।

[প্রস্থান।

ভীষ্ম। গেল রে মাহেন্দ্রক্ষণ, এ সুযোগে হলো না মরণ? কে জানে কতই দুঃখ আছে এ কপালে, ধিক্ রে ক্ষত্রিয়-বলে, ধিক্ পিশাচের অধীনতা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(ভীষ্মের শিবির-সম্মুখ, জ্যোতির্ম্ময় আকাশ হইতে জ্যোতির্ম্ময় বসুগণের গীত)

বিশ্ব বিলাস মায়া-মোহ তেয়াগি।
দেব-জীবনে পুনঃ হও অনুরাগী॥
সার স্মরণ কর, প্রীতি-কুসুম ধর,
ভাব বিভোর প্রাণে সুখ-দুখভাগী॥

ভীষ্ম। পূর্ব্বকথা হইল স্মরণ। রব না জগতে আর ভাই, বিরহের বিকট যাতনা মর্ম্মভেদী পশিল দেখিয়া তোমা সবে। অনুতাপ অশ্রুনীরে, অগ্নিময় তিতিল কপোল। মিলনাশা ফুটিল বিদ্যুৎ। হইয়াছে শাস্তি যথোচিত। যাব ভাই, রব না জগতে, পাপে ডুবি পুণ্যস্রোতে ত্বরা করি—যা পায়ে পড়িব দেহে রাখি পাপ-ভার লবেন পৃথিবী থাকে যদি। আত্মলোকে করিব প্রাণ, শাপমুক্ত হয়েছি নিশ্চয়।

(বসুগণের অন্তর্দ্ধান)

জ্যোতির্ম্ময় পালালি নিঠুর। প্রাণ ভ'রে দেখাত হলো না, কত কাল আছি ডুবে আঁধার অর্ণবে। কৈ?—কি স্বপন বুঝি? কি প্রলাপ বকিতেছি আমি? রণশ্রমে বিকল অন্তর, ওহো ভাই, তাই আসে জাগ্রতে স্বপন। নৈশ বায়ু কর সুশীতল, নিবাও পার যদি অন্তর-জ্বলন।

(কৃষ্ণসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ)

কে তোমরা আঁধারে লুকায়ে? অস্পষ্ট শরীর, শীঘ্র কহ, কে তোমরা? নতুবা হারাবে প্রাণ, শিবিরের রীতি এইরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবব্রত! অতিথি পাণ্ডব তব পদে করিতে প্রণাম।

ভীষ্ম। আয় বৎস! শিবির-ভিতরে। চাঁদমুখ দেখি তো সবার। দেখি ভাল ক'রে একবার।

(সকলের শিবিরমধ্যে প্রবেশ)

(শিবিরের অভ্যন্তরদেশ)

ভীষ্ম। আহা! এ কি? সে লাবণ্য কৈ? স্ফুরিত সুহাস দ্যুতি, শান্তোজ্জ্বল চাহনি নেত্রের, আস্যের সে ঢল ঢল ভাব, তেয়াগিলি কোথায় পাণ্ডব? অনন্ত বিষাদচ্ছায়া, মালিন্যের চিহ্ন ঠাঁই ঠাঁই। নিরাশার চিত্রপট যেন! আহা মরি! এ দৃশ্য কি সহা যায় হায়! চক্ষে জল আসে হে কেশব, পিতৃহীন অনাথ সন্তান-গণে হেরি! হায়, আমি পাপ-মন্ত্রণায় কি নিঠুর এ বৃদ্ধ বয়সে। কি উপায় করি হৃষীকেশ?

শ্রীকৃষ্ণ। বয়োজ্যেষ্ঠ সবাকার গুরু, প্রবীণ আপনি মহাশয়! মন্ত্রণা কে দিবে আপনায়? নিজে বুঝি করুন্ বিচার হিতাহিত। পাণ্ডবেরা বড়ই অনাথ।

ভীষ্ম। কি কহিব তোমায় কেশব! আমাতে ত আমি আর নাই, উদাস মানস প্রাণ কেমন কেমন, আত্মহারা উন্মাদের মত। কি যেন কি পূর্ব্বকথা, মানস-আকাশে চমকি বিদ্যুৎ মিশায় আকাশে, পুনঃ ঘোর অন্ধকারে অন্ধপ্রায় হই। উঠে পড়ে বক্ষে ঘন ঘন, চমকি চাহি হে চারিধারে। ভূত ভবিষ্যৎ-দর্শী দেখ ভাল করি, দেখ যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবলে, গূঢ়তত্ত্ব পার প্রকাশিতে মানসের।

শ্রীকৃষ্ণ। ভুলিলে কি দেবব্রত, ভুলিলে কি সুরভি-হরণ? ভুলিলে কি বশিষ্ঠ-অভিশাপ? সপ্ত বসু

জননি গিয়াছে নিজলোক, তুমি শুধু পশ্চাতে পড়িয়া। পাপমুক্ত তাই উচাটন, আর প্রাণ না চাহে থাকিতে ধরাপরে, আত্মলোকে করহ প্রয়াণ।

ভীষ্ম। জ্ঞানচক্ষু খুলিল কেশব এতক্ষণে। স্মৃতি আসি জাগিল, বুঝিনু পূর্ব্বকথা। ছাড়িতে পিঞ্জর প্রাণ, তাই এত হলো উচাটন। কহ বৎস যুধিষ্ঠির, কহ কিবা সাধিব অন্তিমে তব কাজ ?

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! তব রণে কেহ নহে স্থির, প্রায় শেষ পাণ্ডববাহিনী। বিপক্ষে রহিলে যদি, কহ তবে দেব পুনঃ মোরা যাই বনবাসে। আপনি থাকিতে রণজয়-আশা আর্য্য আকাশ-কুসুম। অনাথ পাণ্ডবনাথ! পাণ্ডবে পিরীতি থাকে যদি কহ তব মৃত্যুর উপায়। সময ত হয়েছে তোমার, ইচ্ছামৃত্যু কে না জানে তব ? কহ কি উপায়ে রণে হইবে পতন।

ভীষ্ম। প্রাণের পাণ্ডব তোরা—জীবলীলা সাঙ্গ এত দিনে রে আমার, আয় রণে, পাপরণে না, হবি কাতর। অস্ত্রহীন না হলে গাঙ্গেয়, কার সাধ্য করিবে বিনাশ ? বাল্যাবধি প্রতিজ্ঞা আমার—পলাইতে নিরস্ত্রে, নিষাদে নারীগণে, নাহি হানি, অস্ত্র ত্যজি দর্শন মাত্রেই। শিখণ্ডী দ্রুপদ-কন্যা জানে চরাচর, পাইয়াছে পুরুষপ্রকৃতি। তারে অগ্রে করি কাল-রণে ধনঞ্জয়, এ বক্ষ বিদারি শরে, শরশয্যা দেয় যেন পাতি, শরে শরে পড়িব সমর-রঙ্গভূমে। নারায়ণ সাথী তোমাদের, আমি গেলে জয়লক্ষ্মী চলিয়া পড়িবে তব দিকে রে নিশ্চয়, কহিনু এ বিহিত উপায়।

যুধিষ্ঠির। আসি তবে পিতামহ। পদধূলি দেহ দেব শিরে পাণ্ডবের।

পঞ্চম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

(অর্জ্জুনের শিবির—অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। জীবন যন্ত্রণাময়, নরলোক জীবন্ত নরক। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, কুটিলতা অনাহত নাচিছে তাণ্ডবে—অট্টহাসে বিকট মূরতি প্রেত ঘুরিছে চৌদিকে, সম্মুখে তাহার মায়া, দয়া—প্রেম, ভালবাসা, গুরুভক্তি—বিশ্বাস বিপুল—ভস্ম হয়ে যায় রে উড়িয়া। ক্ষত্রিয়-প্রধান নর প্রেত হত্যা তার বদনে অঙ্কিত পাচতন্ন। মর্ম্মে তার —মমতার তন্ত্রী, ছিন্ন-ভিন্ন—স্বার্থের উচ্ছ্বাস। পিতা-পুত্রে অটুট বন্ধন টুটে যায়। ভাবিতেও শিহরে শরীর। যে সামান্য অপকর্ম্ম করে, ঘৃণা করি চাহি চোর পানে, নরঘাতকেরে দিই গালি, নিষ্ঠুর—নৃশংস নামে করি অভিহিত—বধকাষ্ঠে দিই ঝুলাইয়া—তদপেক্ষা শত গুণে—ঘোর অপকর্ম্ম করি ফুলি অহঙ্কারে সমরে অগণ্য নর নাশি, বীর আখ্যা পাই রে সমাজে। বধি আত্ম-পরিজনে, বলি দিয়ে সম্মুখ-সমরে স্বর্গদ্বারে খুলাই অর্গল। ছি ছি —নরপিশাচ অধম, প্রাণের দেবতা বলি, প্রাণ ভোরে পুজেছি যাঁহায়, কি বলে মমতা-মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন—ফেলি তাঁয় কালের কবলে ? ধিক্ ক্ষত্র নামে, ধিক্ বীরের জীবনে, ধিক্ থাক্ —সমর-কৌশলে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি সখা ? এ কি ভাব হেরি ?

অর্জ্জুন। ভাবের কি অপ্রতুল ভাই। পৈশাচিক মন্ত্রণা করিয়ে আত্মা মোর অস্থির এখন। কি কহিব হৃষীকেশ—প্রাণে মোর ঘটেছে বিপ্লব। হায় সখে—শিশুকালে ধূলা-খেলা করিতে করিতে, জানু ধরি যে পিতামহেরে পিতা বলি উঠিতাম কোলে, যাঁর আখিনীরে

ভাই—দেখিতাম মমতা প্রচুর, কোন্ মুখে অন্যায় সমরে অস্ত্রাঘাত কার আমি সে মহা পুরুষে? বক্ষের শোণিত শুকাইয়ে, করিয়াছিলেন সবে লালন-পালন, এইরূপে দিব কি তাহার প্রতিফল? হা কেশব, এ নিষ্ঠুর কাজ—রাক্ষসেও না পারে করিতে। ছার রাজ্য চাহি না—চাহি না—পুনঃ যাব বনবাসে, দীনতায় কাটাব জীবন।

কৃষ্ণ। এ কি কথা ধনঞ্জয়? পূর্ব্বপণ কিরূপে হইলে বিস্মরণ? ভীষ্মবধে প্রতিজ্ঞা তোমার। জনমি ক্ষত্রিয়কুলে, পণভঙ্গদোষে দোষী থাকিতে সময়? পাইয়াছ উপযুক্ত কাল, এ সুযোগ কেন কর ত্যাগ? ইচ্ছা পূর্ণ কর দেবতার। সনাতন ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের করহ বীরবর।

অর্জ্জুন। হে কেশব। তব ইচ্ছা হইবে পূরণ। ইচ্ছাময়, তুমি ইষ্টদেব। তব বাক্য ইষ্টমন্ত্র মোর। পণ রক্ষা করিব সমরে প্রাতঃকালে। দেবব্রতে দিব বিসর্জ্জন—কাল-সিন্ধুজলে কালি ভাই। রণবহ্নি নিভাও সহজে আশা তূর্ণ পূর্ণ হবে দীন পাণ্ডবের।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রণক্ষেত্রে উপস্থিত যুযুৎসু ও অভিমন্যু।)

অভি। হে পিতৃব্য ক্ষত্রশিরোমণি। পাপরের বিভীষণ তুমি। আস্থা ক্ষরে দেবতার দেহে। আত্ম-পরিজন ছাড়ি, ভ্রাতৃস্নেহে দিয়ে বিসর্জ্জন, অরি সনে করিলে পিরীতি। এ সুখ্যাতি ঘুষিবে জগতে চিরকাল।

যুযুৎসু। ওরে বৎস। ধর্ম্মপথ কে ছাড়ে হেলায়? যথা ধর্ম্ম তথা জয়—অধর্ম্মের অন্তিম বড়ই ভয়ানক। ভ্রাতা মোর রাক্ষসাবতার, পাপ-প্রেত চৌদিকে তাহার, কি ছার মমতামায়া-স্নেহ পিশাচের? অন্ধকার চক্ষে নারকীর। পুণ্যদীপ প্রাণের আলোক, প্রাণ তাই ধাইল হেথায়। ধর্ম্মভরে করি রণ, মরি যদি পাইব গোলোক।

অভি। কর রণ, উচ্চ প্রাণ তব উচ্চাসন—জীবনে মরণে।

[প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। আরে কুলকুলাঙ্গার, কেন গর্ভে ধরেছিল জননী আমার, তোরে নর-প্রেত মিছা? হায়। ঘৃণা করে ও মুখ হেরিতে। ইচ্ছা করে পদাঘাতে চূর্ণ করি দেহ তোর, শান্তি করি ক্ষোভ।

যুযুৎসু। পাপস্রোতে দিশি নাই বোলে, পিশাচের পাপ প্রাণ ক্ষোভে রোষে কালাগ্নি উগারে নরকের,—নির্ভয় তাহাতে আমি, আপনি পুড়িয়ে তায় হবে ভস্মরাশি। সোদর-মমতা-মায়া অস্ত্রমুখে করিব প্রকাশ। নরকের কীট তুমি ভাই। বিষহীন নাগ সুধু গর্জ্জনে তৎপর, কালের ভ্রূকুটী-চিহ্ন নেত্র জ্যোতিহীন; পাপে দেহ জরজর, পুরুষত্ব কি আছে পিশাচ আর তব?

দুর্য্যোধন। বড় তীব্র বচন পামর, আর সহ্য না পারি করিতে। ভ্রাতৃদ্রোহি। বিশ্বাস-ঘাতক। আয় তোরে প্রেরি যমালয়। (যুদ্ধ)

যুযুৎসু। না ছাড়িব রণ, প্রাণ যায় যাক আজি সাধ্যমত করিব সমর—

(যুদ্ধ ও পতন—দুর্য্যোধন বক্ষে বসিয়া।)

দুর্য্যোধন। ইষ্ট কিছু থাকে যদি ক'রে নে স্মরণ।

যুযুৎসু। ইষ্ট মোর নর-নারায়ণ।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। ভাল খেলা খেলিস্ পামর। অবশেষে এই হলো বুঝি? লৌহগদা নারিলি নাড়িতে বুঝি আর?

দুর্য্যোধন। প্রতীক্ষায় আছিনু রে ভীম। মনসাধ আয় মিটাইব তোর সনে, মূর্খের সমরনীতি দেখিতে কৌতুক। প্রতিঘাতে চূর্ণ তোর শির।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। থাক্ থাক্ বাণের বিদ্রূপ তীক্ষ্ণশরে লৌহগদা হলো খান্ খান্। পুনঃ বক্ষে হানিনু। ও কি! ওরে পিশাচ, ছি ছি ধিক্! নারিলি সহিতে পলাইয়া রাখিলি জীবন?

(দুর্য্যোধনের পলায়ন)

ভীমসেন কি দেখিছ আর—অবিলম্বে চল যাই লইয়ে নকুল সহদেবে সঙ্কুল-সমরে চল মাতি গে বাহিনী সহ বজ্রনাদ করি তীব্রতেজে পাছু হটি পালাবে কৌরব।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। কৈ, ভীষ্ম লুকাল কোথায়? এই যে হেরিনু রথধ্বজ—এই ধারে—দলে দলে পড়িতে বাহিনী আমাদের? পদব্রজে কে আসে ও বীর? দেবব্রত! এসো রণ অপেক্ষায় আমি।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। ছি ছি! এ কি অলক্ষণ! ঘৃণায় ফিরাতে হলো মুখ।

শিখণ্ডী। আজি আর নাহিক নিস্তার, মম শরে জীবলীলা সাঙ্গ কর বীর!

ভীষ্ম। নিরস্ত্র আমি রে হেরি তোরে, কার্ম্মুক না টঙ্কারিব আর। শর তোর পুষ্প-বরিষণ হয় দেহে। ঠেকে গায় পড়ে ঠিকরিয়া দাঁড়াইয়া দেখি কতক্ষণে তূণ শূন্য করিস্ রমণী-পুরুষ নর।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কর পার্থ শর-বরিষণ। এ বড় সুযোগ—সুসময়।

ভীষ্ম। এ কি শর জ্বলন্ত অনল, এ শর ত নহে শিখণ্ডীর! এই যে কুলিশ সম অবিচ্ছিন্ন শরধারা হতেছে বর্ষণ, এই যে মুষল সম সুতীক্ষ্ণ শায়ক আবরণ ভেদি মর্ম্মে করিছে আঘাত—এ তো কভু শিখণ্ডীর নয়! লেলিহান ভুজঙ্গম সম এ যে বাণ গাণ্ডীবধারীর। গাণ্ডীবী ব্যতীত ত্রিভুবনে, কার সাধ্য বিদারে এ বক্ষ গাঙ্গেয়ের? আজি মৃত্যু, নাহি রে সংশয়, বাণে বাণে দেহ কণ্ট কত! আইস সম্মুখে ধনঞ্জয়! এসো কৃষ্ণ—পূর্ণ প্রাণারাম, হেরিতে হেরিতে ঐ রাঙ্গা শ্রীচরণ, রণভূমে লুটাই পুলকে!

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। পিতামহ, ভূমিতলে কেন? ত্বরা গিয়ে রথে আরোহণ।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। হও হে শিখণ্ডী অগ্রসর। ছাড়িও না ভীষ্মের সম্মুখ!

[শিখণ্ডীর প্রস্থান।

দুঃশাসন। ওহে পার্থ! বীরত্বের এই কি হে রীতি? এই কি হে ক্ষত্রিয় লক্ষণ? ছি ছি! ধিক্ তব এ কি এ ব্যবহার? লুকাইয়া করিছ সমর? সাধ্য থাকে করহ প্রকাশ্যভাবে রণ।

(দুঃশাসনের পলায়ন,—[অর্জ্জুনের প্রস্থান)

(দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ। এ কি ঘোর অলক্ষণ! বাম চক্ষু নাচে ঘন ঘন, শিবা-শব্দে বিদরে গগন। বিনা মেঘে বজ্র কড়কড়ে, প্রলয়ের অন্ধকার আকাশ জুড়িল থাকি থাকি শোণিত বর্ষণ, ও কি! কেন? শুনি হাহাকার—কৌরবের ছত্রে কেন রোদনের রোল? ও কি পুনঃ শঙ্খনাদ পাণ্ডবচমূর? কি ঘটিল বিপদ্?

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। হে আচার্য্য! সর্ব্বনাশ! হইল গো ভীষ্মের পতন। শরশয্যা পাতি দেব হলেন শয়ান।

দ্রোণ। এ কি শুনি। হায় হায় হায়—

দুঃশাসন। উঠ গুরু! মিল গো নয়ন। এই বিপদে কেহ নহে স্থির। পুনঃ কেন বিপদ্ বাড়াও?

দ্রোণ। কুক্ষণে খসিল হায় কৌরবের গৌরব-তপন। বিশ্ব-বীর কে আছে কোথায়, কাঁদি আজি বিদরি বিমান, চূড়ামণি খসেছে বীরের—কুরুক্ষেত্র হয়েছে শ্মশান! সমর-মন্ত্রণাদানে, কে আর রচিবে ব্যূহ অভেদ্য অটল? কার তেজে বিশ্ব-

চরাচর স্তম্ভিত হইবে, রবে বিস্মিত হইয়া? কার রণতূর্য্যনাদে ভীমবেগে পশিবে সমরে কুরু-বীর? একা বৃদ্ধ রহিনু জগতে—সব্য কর ভাঙ্গিল আমার! কে আর ব্যথার ব্যথী রহিল দ্রোণের? আজি দ্রোণ ভ্রাতৃহীন হইল জগতে। চল বৎস। চল যাই, দেখি গিয়া সে মহাপুরুষে—কুরুপাণ্ডবের নাথ অনাথের মত হায় আজি সমর-শয়নে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(পাণ্ডব-শিবির—যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ)

যুধিষ্ঠির। হা কেশব! তুষানলে বিকট দাহন হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে ছুটিছে বিদ্যুৎ। এ যে জ্বালা হইল বিষম। সর্ব্বনাশ! কি ক্ষতি যে হলো পাণ্ডবের, উথলিল কি শোকসাগর, কি অনন্ত অখ্যাতি ঘুষিল চরাচর—কে করিবে তার পরিমাণ? অনাথ পাণ্ডব শিশুকালে পিতৃহীন, পিতার সমান ভাবি যাঁয়, শোকে দুঃখে পাইত সান্ত্বনা। যাঁর মুখপানে চাহি অতিমিষ্ট শুনিতাম বাণী, যাঁর স্নেহে পালিত পাণ্ডব—হা অদৃষ্ট! কি হইল হায়! কি করিনু পিশাচ পাণ্ডব গুপ্ত রণে বধিনু সে হেন দেবতায়? হায় রে সব্যসাচী, এই কি সমর-শিক্ষা তোর? হৃদয়, কোথায় রাখি সে মুখ, চাহিয়ে পারিলি করিতে শরাঘাত। স্নেহমাখা সে নয়নপানে, চাহিলে যে ভক্তিস্রোত হয় প্রবাহিত। হায়! পাষাণ এমন? বল হৃষী কেশ, গুরুবধে প্রায়শ্চিত্ত কিবা? যাক্ রাজ্য, চাহি না—চাহি না—যাক্ ধন লউন কৌরব—এ জগৎ অশান্তি-আলয়। নতুবা কি ধর্ম্মমতে আজি নিপাতিনু বংশের প্রধান শিরোমণি দিনু বিসর্জ্জন, হা রে নির্ম্মম কঠিন এখনও না ছাড়িলি পিঞ্জর? চাহি না—চাহি না তোর, এখনি করিব বিসর্জ্জন। অনলে কিম্বা কৃপাণে প্রবেশি, আত্মঘাতী নিবাইব জ্বালা; অসহ্য এ অনন্ত জ্বলন!

শ্রীকৃষ্ণ। বিজ্ঞবর! সামান্য নরের মত সংসারের মোহে অচেতন? ভোগাবসানেতে নরনারী আত্মদেশে ধায় গো পুলকে, পিছে প'ড়ে থাকয়ে প্রবাস এ জগৎ। এ রহস্য কি শিখাব—কি না জান ভাই? কেহ কারও নহে হত্যাকারী, কর্ম্মফল যে যাহার ভুঞ্জে এ ধরায়—

(অভিমন্যুসহ দ্রৌপদী সুভদ্রা ও উত্তরার প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। হা পাঞ্চালী, কি দেখিতে আইলে হেথায়? সর্ব্বনাশ হয়েছে লো। চির অভাগিনী পিতামহে দিয়েছি সমরে বিসর্জ্জন।

দ্রৌপদী। ওহো নাথ! কি করিলে, কার প্রাণ করিলে হরণ? পাণ্ডবের প্রাণের দেবতা পিতা-মহ—তাঁরে নাশি লভিলে কি ফল? কি পরি-বেদনা হায় মরমের কি ক্ষতি দারুণ!! কে আর লইয়ে কোলে স্নেহাশ্রু করিবে বরিষণ? অভিমানে আঁখি ফুলাইয়া কার কাছে প্রাণের যাতনা দেখাইব? কে সান্ত্বনা করিবে পাণ্ডবে? সে প্রশান্ত মূরতি মহান্ দেখা বুঝি ফুরাল কেশব, হায়! অভাগিনী আমি, এ সমর আমারি কারণ, পাপভার পড়ুক এ শিরে পাষাণীর।

অভিমন্যু। কারও দোষ নহে দেবি! দোষী কুরু-কুল-কুলাঙ্গার। অতিবৃদ্ধ দেবব্রতে কেন রণে বরিল পামর? আর বীর ছিল না কি সাথে? স্ব ইচ্ছায় দেবব্রত পড়িলেন রণে। কি মর্ম্ম-বেদনা তাঁর দেখুন বিচারি, দুই দল সমান স্নেহের, দুইপক্ষেরই জনম তাঁর কোলে, তাঁর কি সমর সাজে দেবি? উভয় সঙ্কটে পড়ি লইয়াছিলেন সৈন্যভার—মনে ছিল ত্যজিতে শরীর রণভূমে—ইচ্ছামৃত্যু ভাবনা কি তাঁর?

শ্রীকৃষ্ণ। চল সবে ত্যজিয়ে রোদন, দেবব্রত পতিত যেখানে, অনাথের মত হায় শর-শয্যা-শায়ী। অন্তিমে প্রাণের নিধি দেখি যদি তৃপ্ত

হয় প্রাণ। চল সবে প্রাণ ভরি শেষ দেখা দেখিবে বংশের শিরমণি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

—ঃ*ঃ—

(রণক্ষেত্র—শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম,একপার্শ্বে কৌরবগণ—অপর পার্শ্বে পাণ্ডবগণের প্রবেশ)

ভীষ্ম। বীরের বাঞ্ছিত শয্যা এই। অনন্ত নিদ্রার অপেক্ষায় বীর বিনা এ জগতে কে পারে ঢালিতে কায় সায়কশয্যায়? কি ছার ইহার কাছে কনক-পালঙ্ক তায় মুকুতাশয়ন—কি শোভা প্রাসাদ রম্য, বিলাসের লীলাক্ষেত্র রঙ্গরণভূমি! পরিবর্ত্তে চন্দনের কি মাধুরী শোণিতধারায়? চারি প্রহরের বন্দী শ্মশান-শকুনি শিবা করি কোলাহল নশ্বর দেহের নিদ্রা দিবে ভাঙ্গাইয়া, মায়া-মোহ পলাবে ত্বরিত, স্বর্গীয় বিমল ছবি মনশ্চক্ষে আসি অমর আত্মার তৃপ্তি করিবে সাধন। আত্মারাম শুনিবে সঙ্গীত, আবাহন অনন্ত প্রসাদ!! বংশধর বৎস দুর্য্যোধন! নিরাধারে ঝুলিছে মস্তক, উপযুক্ত দেহ উপাধান পিতামহে।

দুর্য্যোধন। আন ভাই! উপাধান খচিত কনকচূর্ণে সরস কোমল।

ভীষ্ম। হাঃ হাঃ হাঃ! বালক, কোমলে কি প্রয়োজন আর? আয় পার্থ, পাতিলি শয়ন মনোমত উপাধান চাহে পিতামহ।

অর্জ্জুন। নিশিত সায়ক-শয্যা সেইমত দিব উপাধান।

ভীষ্ম। বংশের দুলাল ধনঞ্জয়! কুলধর্ম্ম রাখিলি পাণ্ডব! মর্ত্ত্যে নরনারায়ণ বেশে ভক্তিতত্ত্ব শিখাতে এসেছ জ্যোতির্ম্ময়। কৃষ্ণধন কি লুকাও মোরে? এসো দেখি দাঁড়াও সম্মুখে, জ্ঞানচক্ষে দেখি ভাল ক'রে, দেখি হে কমলাকান্ত এ অন্তিমকালে, জাগায়ে বিবেক চিতে পূজি পদ শিবের সম্পদ, কোথা পাব নৈবেদ্য কুসুম, আছে হৃদি বিকৃত কলুষে, ধর দেব বঙ্কিমবিহারি। প্রেমরূপ কৈ কালাচাঁদ? প্রাণ ভ'রে পিয়িতে বাসনা প্রেমসুধা। ঢালিবে গোকুলে শ্যামলাল, লজ্জকুঞ্জে সাধিয়া বেড়ালে, বিন্দু দানে হয়ো না কৃপণ অভাগারে ;' চিনি না চরণ বৈ চিন্তামণি, চিত্তের প্রসাদ কর দান, ভিখারীর নাহি উচ্চসাধ। দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ। সাধনার সর্ব্বগুণাকর! নরদেহ খসো শিরোমণি জগতের। বিরহে কাতর বন্ধু, ম্লান দেবদল, বসুধা ব্যাকুলা বক্ষে ধরি—স্বপ্নাতুর স্মরহ নিগূঢ়।

ভীষ্ম। পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠে বরিষিলে চাতকে বারিদ। বিশ্বরূপ নেহারি মালিন্য লুকাইল। প্রাণ পুষ্প অরপি চরণে। অনুমতি দাও প্রাণনাথ,—আর কেন, ঘুমাইয়া পড়ি শীঘ্র অনন্ত-নিদ্রায়।

শ্রীকৃষ্ণ। অবশিষ্ট আছে জীবনের, সাধু নর, তপনের দক্ষিণ অয়নে, না যাবে জীবন তব, না হইবে দেহ প্রভাহীন—রবির উত্তরায়ণে প্রাণ ত্যজি পশিও ত্রিদিবে।

ভীষ্ম। ইচ্ছাময়—মঙ্গল-নিধান, সাধ সদা আত্মার মঙ্গল মানবের!! মালিন্য মর্ত্ত্যের কর দূর। অনন্ত বসুধা দেব তবাশ্রিতা শক্তি প্রকৃতির জাগাইও এ অন্তিমকালে। ঘুমায়ে রয়েছে নর, নারী, পশু, পক্ষী নবীন জীবনে যেন জাগি গায় উচ্চতানে—মৃদুল মধুর তব সুনাম-কীর্ত্তন। মর্ত্ত্যময় যেন উঠে রোল,যেন স্বর্গ আবার মরতে আবির্ভাব করে যুগান্তর। সাধুর চরণচিহ্ন ধরি সত্যপথে নর-নারী যেন দেব—হয় ধাবমান। ব্রহ্মানন্দ প্রকৃত পীযূষ, পায় যেন বদ্ধজীব যোগসিদ্ধু করিয়ে মন্থন।

শ্রীকৃষ্ণ। সংসার-সমরে সাধু, বৈষ্ণবে বিজয়ভেরী বাজাবে উল্লাসে—যমজয়ী যাইবে গোলোকে। প্রেমতত্ত্ব দ্বাপরের শেষে মুক্তি দিবে স্থাবর-জঙ্গমে।

দ্রোণ। দেবব্রত! দেখ চেয়ে, পাছু করি চলিলে যে সখা? সহ তেজ যা আছে বৃদ্ধের এতদিন পরে সখা আত্মগ্লানি হৈল উপস্থিত। কেন শিখেছিনু ছার ক্ষত্রিয়ের কাজ, জন্ম হয়ে ব্রাহ্মণকুলে, পেয়ে হৃদি নবনীতময়, কেন শাস্ত্র করি পরিত্যাগ, শাস্ত্রশিক্ষা করিনু যতনে? কেন হৃদি গঠিনু লোহের? কেন বৃত্তি লৈনু রাক্ষসের? হায় ভ্রাতঃ! তুমি ত চলিলে, অভাগার কি হইবে আরও তা কে জানে, কত হত্যা করিতে হইবে? কে জানে এখনও সখে, কত পতি-পুত্রহীনা ক্রুদ্ধা অনাথার মর্ম্মভেদী অভিশাপ জলন্ত গরল মত মিশাবে শোণিতে? অনুতাপ-অশ্রুজল কে জানে বর্ষিতে কত হইবে এখনও? যাও ভাই, সে অনন্তধামে আগু বাড়াইয়া যাও সখে, ভুলো না ভুলো না যেন ডাকিতে এ স্থবির ব্রাহ্মণে।

ভীষ্ম। হে দেবতা, নাট্যরঙ্গভূমে যবনিকা পড়েনি এখনও আপনার—জাবলীলা সাঙ্গের বিলম্ব কিছু আছে। কালসিন্ধুতটে বসি তরঙ্গ গণহ একে একে—অবশিষ্ট নাহিক অধিক বোধ হয়। শেষের সে তরঙ্গ সুখের গ্রাসিয়া ভাসায়ে তুলে দিবে, অতি শীঘ্র পরলোক-তটে। দোঁহে পুনঃ হইবে সাক্ষাৎ, আয় রে অনাথ পাণ্ডুসুত, শেষ, শেষ দেখা দেখি ভাল ক'রে!

(পাণ্ডবের অগ্রসর হওন।)

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! পাপাত্মা পাণ্ডব কোন্ মুখে দেখাইবে মুখ? স্বার্থপর আমরা গো দেব ছার রাজ্যধন লাগি, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য শার্দ্দূলের মত গুরুরক্ত করিয়াছি পান। শোণিত-রঞ্জিত করে পুনঃ আসিয়াছি গুরুর চরণধূলি লতে। ধিক্ এ জীবনে আমাদের, পিশাচেরও অধম আমরা। শিশুকালে পিতৃ-হীন হয়ে, তব স্নেহ ভুলিনু সে শোক সবে দেব! মায়ার শরীর হায়! ক্রোড়ে মোরা হয়েছি লালিত—এই ফল দিনু অবশেষে! অনাথ হইনু পুনঃ নিরাশ্রয়ে সংসার-সাগরে। শোকে, দুঃখে, অরাতি-পীড়নে, কার শান্তিময় ক্রোড়ে লুকাব আর? কে আঁখি মুছায়ে নাথ, হৃদিজ্বালা নিভাবে বরিষি স্নেহ-সুধা? এতদিনে পিতৃহীন হইনু পাণ্ডব!

ভীষ্ম। ধর্ম্মভীরু পাণ্ডব ধীমান্—কে কারে মারিতে পারে এই ধরাধামে? কর্ম্ম ফলভাগ্যে, জন্ম, মৃত্যু লেখা রয় ফুরালে প্রবাসকাল পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে প্রাণসখী পলায় উল্লাসে। কি দোষ তবে রে পাণ্ডবের? বিশেষতঃ ইচ্ছামৃত্যু পিতার প্রসাদে।

দ্রৌপদী। আর্য্য গুরু! ভিখারী পাণ্ডবে আত্ম-ধনে বঞ্চিত রাখিয়া কোন্ প্রাণে তেয়াগিলে প্রাণ? অনাথ শরণ দেব! অশরণা পাঞ্চালী—প্রেয়সী—আপনার, কে আদরে মর্ম্মজ্বালা করিবে নির্ব্বাণ? কার মুখ চেয়ে আর, আশার তরণীখানি কূলে ফিরাইব পিতামহ? অশ্রু-ধারা চির-অভাগীর, কার স্নেহ-অশ্রুনীরে মিশিয়া শুকাবে? কাঁদিতেই রব কি জগতে চিরকাল?

ভীষ্ম। কুললক্ষ্মী! শক্তি পাণ্ডবের, আর জ্বালা রবে না তোমার। দিন দিন পাইবে সহায় নারায়ণ। লক্ষ্মীরূপে সুর-সীমন্তিনী ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিবে সংসার। পতি পত্নী পাইবে পিরিতি পৃথিবীর এসো এবে এসো ভাই, সঁপি শিরে প্রাণের অন্তিম আশীর্ব্বাদ।

(পাণ্ডবের শিরে কর অর্পণ ও আশীর্ব্বাদ)

দুর্য্যোধন! কেন অন্যমন? উভয়েই সমান আমার? সমচক্ষে হেরি কুরুপাণ্ডুবংশধরে। স্নেহের সামগ্রী দোঁহে, মোর দোঁহেই প্রসাদ-পাত্র—পিরিতি প্রাণের, হিংসানেত্রে চাহিও না আর, ভায়ে ভায়ে করহ মিলন, এইবার অনুরোধ রাখহ বৃদ্ধের, অন্তিমে মিলন দেখি সুখে ত্যজি প্রাণ, ধর্ম্মমত দেহ রাজ্যভাগ, করহ সম্প্রীতি পুনঃ পাণ্ডবের সাথে। উভয়-কুল রক্ষা কর বীর। বীররক্তে প্লাবিত

বসুধা ব্যাকুলিতা; আর রক্ত করিও না পাত।

দুর্য্যোধন। অটল প্রতিজ্ঞা মোর—কিছুতেই নড়িবে না দেব! বিনা রণে নাহি দিব একপদ ভূমি। দুই বংশ না রবে ভারতে।

ভীষ্ম। কুমন্ত্রণা কপটতা ভুলে যা বালক একেবারে! জগতে বিখ্যাত চন্দ্রবংশে জনম তোদের। কুলমর্য্যাদায় ভারতের শীর্ষ অধিকারী। জ্ঞাতি-রণ কলঙ্ক-কালিমা শ্বেত অঙ্গে দিসনি ছু ইতে। ইতিহাসে রটিবে অখ্যাতি, গাইবে কুযশ কবি, পুত্র পৌত্র এ কুলের, লজ্জায় মরমাহত হবে অতঃপর। রণসাধ দিয়ে বিসর্জ্জন, রক্ষা কর কুলের সম্ভ্রম। পাণ্ডবে পিরীতি করি ভ্রাতৃ-ভাবে দে রে রাজ্যভাগ। ধর্ম্মমতে নরপতি তোরা, মান্য কর ঋষির আদেশ।

দুঃশাসন। পিতামহ! কোন্ শাস্ত্রমতে পাণ্ডবের প্রাপ্য রাজ্যভাগ? কোন্ শাস্ত্রে আছে হেন বিধি—না হ'লে ঔরসজাত পুত্রে পায় সম্পত্তি পিতার? মাতৃনামে কবে কোথা কোন্ কালে বিকায় তনয়? কে না জানে দেবতা-ঔরসে কুন্তী-মাদ্রী গর্ভে জন্ম লয়েছে পাণ্ডব? থাকে রাজ্য দেবতাগণের, অংশলোভে ছুটুক পাণ্ডব। পরদ্রব্যে এত লোভ কেন?

ভীম। সাবধান দুঃশাসন! কৌতুকের এ নহে সময়।

দুর্য্যোধন। কৌতুক কোথায় বৃকোদর? সত্য কথা কহিল মুখর দুঃশাসন। রাজ্যভাগ তিল পরিমাণে না হইত ভারতে তোমাদের।

ভীষ্ম। যথা ইচ্ছা কর রে কৌরব, দৈবলিপি কে পারে খণ্ডিতে?

ভীম। পিতামহ! পিতৃ-গুরুদেব! বলে বল, মাগিয়া কি ফল? শিয়রে শমন যার, ধন্বন্তরি কি করিবে তার? নেমেছি সমরে বরি রণচণ্ডিকায়। রণজয়ী হইব, লইব রাজ্যভাগ। অরাতি নির্ম্মূল করি সিংহাসনে বসাব অগ্রজে। তব আশীর্ব্বাদে দেব কেশবসহায়ে ভীমার্জ্জুন জ্বলিবে জ্বলন্ত অগ্নিবৎ! অধর্ম্মাচারী নীচ, বিশ্বাসঘাতক জ্বলিবে, হইবে ভস্মরাশি কুরু-ক্ষেত্র হবে শ্মশান কৌরবের। বিমান-গবাক্ষ খুলি দেবগণ সহ দেখিও দেখাও দেব দীপ্ত চিতানল আলোকিত করিবে জগৎ। সে আলোক নিভিবে না আর, জ্যোতির্ম্ময় রহিবে ভারতে চিরকাল।

যুধিষ্ঠির। ভাই ভীম! শ্লাঘার কি উপযুক্ত এই অসময়? যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে, মিছা বাক্যে কি হবে উপায়? কি ক্ষতি দারুণ পাণ্ডবের দেখেও কি দেখিছ না ভাই? মর-মের স্তরে স্তরে কি তীব্র বেদনা উহুঃ মরি! শূন্যময় নিরখি জগৎ। দেখ চেয়ে অশ্রুসিক্ত আঁখি তুলি ভাই! যতদূর চলে দৃষ্টি, কি বিষাদ অঙ্কিত প্রকৃতি, কি জলন্ত শোকোচ্ছ্বাস-ময়ী। ম্লান মহী, ম্লান ভূতদল, মলিন চন্দ্রমা, রবি, তারকানিকর, দীপ্তিহীন নয়নে চাহি অশ্রুরূপে ফেলিছে শিশির দরদরে। দেবদল কাঁপিয়া আকুল, না নাচে অপ্সরীকুল, না গায় কিন্নর, আত্মহারা সবাই রে ভাই। সমরশয্যায় হেরি দীপ্ত-দেহ মহাপুরুষের। হে কৌরব! হে পাণ্ডবগণ সামান্য রাজ্যের তরে শিরোমণি দিলে বিসর্জ্জন! রাজ্য শূন্য—গৃহ শূন্য, কি দেখিছ আর? ছার রাজ্য গেছে রসাতলে, দাঁড়ায়ে রয়েছে সব শূন্যমনে—এ মহা শ্মশান! অন্ধকার আজি সে জগৎ কালসিন্ধুযাত্রী মোরা সবে, অন্ধকারে ডুবিব সবাই একত্তরে। চিহ্ন না রহিবে আর এ ভারতে কুরুপাণ্ডবের। পূর্ণতেজ, ঐ তেজ যায় রে নিভিয়ে। সাধ্য শক্তি হইবে অন্তর্দ্ধান। রহিবে কঙ্কালমাত্র কুরুপাণ্ড-বের সাক্ষ্য দিতে ইতিহাসে আত্মবিগ্রহের।

ভীষ্ম। বড় তৃষা! কে দিবে পানীয় পিতামহে?

দুর্য্যোধন। সুবর্ণভৃঙ্গার লয়ে চল দুঃশাসন, পিয়াসা মিটাই দেবতার।

দুঃশাসন। কর পান পিতামহ, আনিয়াছি শীতল সলিল।

ভীষ্ম। ভৃঙ্গারের এ নহে সময় সুযোধন। দেখি পার্থ কি দেয় পানীয়।

অর্জ্জুন। আনিব পৃথিবী ভেদি ভোগবতী ভাগীরথী-বারি। মাতৃসনে করুন্ সাক্ষাৎ এ অন্তিমে!। স্নিগ্ধ প্রাণ হউক, অমৃতপয়ঃপানে।

(অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শরক্ষেপণ ও পৃথিবী ভেদিয়া ভাগীরথীর বারিকরে উত্থান এবং ভীষ্মের মুখে বারিপ্রদান।)

ভীষ্ম। হইল পিপাসা-শান্তি জননী গো জন্মের মতন। চাহি স্নেহমাখা মুখপানে, অনন্ত নিদ্রার তরে করি, আয়োজন। আর মুখ দেখিতে পাব না, আর মা জননী ব'লে প্রাণ ভ'রে ডাকিতে পাব না, জন্মশোধ ডেকে নি মা তোরে!—মায়াময়ী কি মায়া ক্ষরিছে—জননীর কি মমতা ক্ষরিছে নয়নে! বক্ষে দুটী হাত দাও, শীতল জীবনী স্রোত রথে করিবে পয়াণ, কায়া ছাড়ি পলাব ত্বরিত।

(ভাগীরথীর করুণ-সঙ্গীত)

কীর্ত্তনের সুর।

কোথা যাবি বাপ রে আমার।
কোথা ফেলে পালাবি রে,
অঞ্চলের নিধি বিধবার॥
ওরে তোরে হারা হয়ে যাদু,
মুখ চেয়ে রব আর কার॥
ভেঙ্গে যাবে যে অভাগীর—সোণার সংসার।
ধ্রুব তারা তুই যে রে বাপ,
খসিলে বাড়িবে বড় তাপ,
আঁখি তারা হারা হয়ে—
(ওরে ও মাণিক দুঃখিনীর)
রব কি করিতে হাহাকার॥
ওরে সকলি যে হবে অন্ধকার।
মা বলে ডাকিতে কেউ—
রবে না যে যাদুমণি আর॥

(সকলে সমস্বরে)

"সাঙ্গ হ'লো জীবলীলা প্রবাস ত্যজিল রে।
জীবনের যবনিকা পড়িল পড়িল রে"॥
আমার রতনমণি—
ধুলায় ধূসর হবে না রে,
আমার সোণার চাঁদের—
শমনের ভয় রবে না রে,
আমি সোণার অঙ্গ করিব কালি,
ওরে লুকায়ে রাখিব কোলে—
তবু ছুঁতে দেব না—দেব না
দেব না কালে।
(আমার রতনমণি)
ওরে তোরে হারা হ'য়ে পাগলিনী হব।
পথে পথে যাদু কাঁদিয়া বেড়াব—
পরে বুক বুঝি ফেটে যাবে রে—
আঁখি-দীপ যাবে নিভে রে—
শেষে সার হবে শুধু হাহাকার
পোড়াকপালীর কপালদোষে;
ছিঁড়ে বুঝি পড়ে কণ্ঠহার॥
যাদু মুখ তুলে চাও,
মা বোলে সুধাও,
কথা ক রে একটীবার;
ওগো সর্ব্বনাশ হয় যে এবার,—
চারি ধারে অকূল পাথার॥

(সকলে সমস্বরে)

"সাঙ্গ হ'ল জীবলীলা, প্রবাস ত্যজিল রে।
জীবনের যবনিকা, ঝাঁপায়ে পড়িল রে।"

সমাপ্ত।

ন্যাসন্যাল থিয়েটারে অভিনীত]

বিজয়া।

সতীনাট্য।

পরিবর্দ্ধিত)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য   কৈলাস।

(মহাদেবের গীত)

এসো—কৈলাসবাসিনী
মৃদুহাসিনী, মধুরভাষিণী
মৃগনয়নী, মনোমোহিনী,
এসো—ভিখারিঘরণী হেম-বরণী ॥
ভোলা—ভুলে আছে সব,
কাঁদে—নীরবে ভৈরব ;
এসে—কর মা ভৈ রব ভব-ভাবিনী।
নাহি—শক্তি কারো আর,
হেথা—সবে শবাকার,
এসে—করহ সঞ্চার শক্তিশালিনী।

(নন্দীপ্রমুখ ভৈরব ও ভৈরবীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

বাবা গো ভোলা তুমি আমরা ভুলি নি।
আমাদের মা জননী আমরা ভুলি নি।
তিন দিনে তিন যুগ বয়ে গেছে,
আর কতকাল মায়ে হারায়ে রই গো,বেঁচে,
চাই মায়ে দাও দাও এনে সে স্বর্ণমলিনা।

(মহাদেবের গীত)

আমার গৌরী গিরিনন্দিনী রে
যা রে যা নন্দী আন।
এসে—শূন্য এ মন্দিরে পুনঃ
হোক্ রে অধিষ্ঠান॥
আন্ রে গুহ গণপতি, আন্ লক্ষ্মী সরস্বতী;
এনে—পূর্ণ কর অপূর্ণ এই
সাজানো—যোগোদ্যান॥

(নন্দীর গীত)

মায়ের নাম বল্ রে তোরা
শুন্‌তে শুনেত মায়ে আস্‌তে যাই।
মায়ের ছায়ের মা বিনে আর—
শুভকারী না কারেও দেখ্‌তে পাই॥
ভৈরব ভৈরবীগণ—দুর্গা শ্রীহরি দুর্গা শ্রীহরি
দুর্গা শ্রীহরি।
মায়ের মায়া মূর্ত্তিখানি
ভাব্‌তে ভাব্‌তে দেখি যেমনে চাই।
মায়ের দয়ার প্রতিমা তাই,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাবি সর্ব্বদাই॥
ভৈরব ভৈরবীগণ—দুর্গা শ্রীহরি দুর্গা শ্রীহরি
দুর্গা শ্রীহরি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—গিরিপুরদ্বার।

(নন্দীর প্রবেশ ও গীত)

জাগ জগদীশ্বরী মা যোগেশজায়া।
যোগী বিয়োগী বিভোল, মুখে নাহি সরে বোল,
ও মা অচল অটল, সদা করে টলমল,
কাঁদে পশু পাখী নর, যত ভৈরব নীরব,
কাঁদে সব ভৈরবী মিলিয়ে,
নানা ছাঁদে বিনাইয়ে,
শিব-সাধনা-সঙ্গিনী,
আর কত নিদ্রা যাও,
ত্রিনয়ন মেলি চাও—
দাও নগনন্দিনী ও চরণ-ছায়া॥

তৃতীয় দৃশ্য— গিরিরাণীর কক্ষ।

(নিদ্রিতা গিরিরাণী ও দুর্গা)

(জাগরিত হইয়া দুর্গার গীত)

উঠ মা জননি কত নিদ্রা যাবে আর।
নবমীর নিশীথিনী পোহাল আবার॥
বহিল প্রভাতী বায়,
শাখি-শিরে পাখী গায়,
তরুণ তপনালোকে ভাতিল সংসার॥

(জাগরিত হইয়া গিরিরাণীর গীত)

উমা রে আমার—
কৈ নিশি ফুরায়ে ত যায় নি!
উষার বাতাস ধীরে ধায় নি॥
এ তোর নিশ্বাস-বায়, সুবাস বহিয়া যায়,
রবিকর আসিতে তো পায় নি।
এ তোর দেহের ছটা, ঘুচায়েছে ঘনঘটা,
রবিকরে তম তো পলায় নি॥

(দুর্গার গীত)

এলো মা বিদায়ের কাল।
প্রাণে প্রাণে শুনি কাণে, হাঁকে মহাকাল
সারা বরষের তরে,
কেঁদে সারা রব স্বরে,
আসব মা ফিরে এলে সপ্তম সকাল।

(গিরিরাজের প্রবেশ)

(গিরিরাণীর গীত)

গিরি গৌরী কেন যেতে চায়।
মা হয়ে মা মায়ের মায়া, বোঝে না যে একি দায়
তিন দিনে ও বদনচাঁদ,
মেটে নাই ত দেখার সাধ,
মায়ের সাধে সেধে বাদ এই জগমা যে ছেড়ে যায়।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
ফাটায়ে এ পাষাণ হিয়ে,
বারে বারে শতধারে আঁখি-নীরেতে ভাসায়॥

(দুর্গার গীত)

আমি সাধে কি আর যেতে সেথা চাই।
চক্ষে হারা সারা যে গো তোদের জামাই॥
না থাকিলে সাথ সাথ,
ভুলে থাকে ভোলানাথ,
পাগল হইয়া বুলে অঙ্গে মাখে ছাই।
শ্মশানে মশানে শেষে করে ধাওয়া ধাই॥

(গিরিরাজের গীত)

এসো মা আশীষ করি যেতে বাধা দিব না।
মমতা বাঁধনে পরধনে রে বাঁধিব না।
ধোরে দিছি করে যার,
জীবনে মরণে তার,
তুমি বাঁধা সে তোমার এ বাঁধা খুলিব না।
দুটীকে দু-ঠাঁই হয়ে থাকিতে দেখিব না॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—শিবলোক।

(মহাদেবের গীত)

এখনও এলো না কেন।
পলে বর্ষ দণ্ডে যুগ যেতেছে যেন।
ঠেলে উঠে দীর্ঘশ্বাস
যেন কাঁদে বক্ষবাস,
না জানি এ হৃদি কেন শিহরে হেন॥
পাগলিনী সে আমার,
পিয়াসী পাগলে তার,
ভাবে না তো না ভাবায় কথন হেন॥

(নন্দীর সহিত দুর্গার প্রবেশ)

(দুর্গার গীত)

প্রভু চরণে রাখ হে ফিরে এসেছি ।
ধর মহাগুরু আশীর্ব্বাদ এনেছি ॥
মাগ বর চিরায়তী
পতিতে রহুক মতি,
পতি-পিতার প্রসাদ শিরে ধোরেছি ॥

(মহাদেবের গীত)

দে রে নন্দী দে রে ভাঙ পঞ্চমুখ ভরিয়ে।
পাগল হইব আজি পাগলিনী লইয়ে ॥
কই রে প্রমথগণ, ঢ়ুলু ঢ়ুলু ঢুলুনয়ন,
নাচ গাও পান কর আমোদেতে মাতিয়ে।

(প্রমথগণের ভাঙ পান ও নৃত্য-গীত)

দেখ প্রমথপতি রঙ্গ ।
পরমা প্রকৃতি সতাসঙ্গ ॥
প্রমত্ত মহাকাল, বব বোম বাজে গাল
সোহাগে বিহরে শ্বেত অঙ্গ ॥

প্রেম-কল্প-তরু।

(প্রথম শাখা)

আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই।
সবে সে বালিকা ফুল,
সৌরভে কলি' আকুল ;
ফুটে উঠে চেয়ে দেখে আমি—
চেয়ে আছি তৃষাতুর,
অমনি বাজিল সুর—
"চিনিলাম তুমি মোর স্বামী"
সেই—
পিরীতি মাখান তানে মাতিতেছি তাই
আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই।
গোলাপ গোলাপ গায়,
মুখে বুকে হাতে পায়,
জাগ, জাগ, হে যৌবন—
ঢ'লে পড়ে চোলে যেতে,
শিহরণ যাতে তাতে,
ভাবে ভরা হাসি সুলক্ষণ—
সেই—
হাসিমাখা মুখে সুখে ভাসিতেছি তাই।
আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই ॥
মৃদুভাষে কথা কয়,
নতশিরা হয়ে রয়,
আধ আধ চাহিনিতে চায়
জানে না অথচ আসে
প্রাণ দিতে ভালবাসে,
ভালবাসা জানে না জানায়—
সেই—
অজানা মাধুরী মোহে মজিতেছি তাই !
আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই ॥

২

রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে।
যখনি যেখানে যাই,
চাহনি দেখিতে পাই,
টানা চোখে চায—যেন ডাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে ॥
চাহিবার হলে সাধ,
ঘটে মোর পরমাদ,
অপলক চাহনির পাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে
চোখ যেন কথা কয়,
প্রাণ টেনে টেনে লয়,
চোখে বোঝা কি কে কয় কাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে॥
বাঁকা চোখে চায় বাঁকা,
চাহনি মোহিনী মাখা,
বিমোহিত করেছে আমাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে ॥
কাছে গেলে কোলে নেয়,
চুল কুলাইয়া দেয়,
চুমো খায় চোখে মুখে নাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে ॥
লাজে চোলে যেতে চায়,
ফিরি ঘুরি কৈ যায় ;
টানে যেন ফিরায় আমাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে ॥

৩

বরে ভারি ডরন্তর।
জামা—পিরের মেয়ে ঘরে এনে আজ

আপন কচ্চে পর ॥
কারও মুখ দেখে না আর
শুধু মুখোমুখোই সার,
দেখে—এর মুখে ও—ওর মুখে এ
সুখের সরোবর ॥
চোখে—পলক পড়ে না,
কেহ—কোথাও নড়ে না,
চেয়ে—এর পানে ও—ওর পানে এ—
কচ্চে হচ্ছে তব্‌॥
দুটী টুক্‌টুকে ঠোঁটে,
দুটীর হাসি ফুটে উঠে,
ঢোলে—এর গায়ে ও—এর গায়ে এ—
পড়ছে বরাবর ॥
কথা কইছে কত কি,
গলা চেপে চুপি চুপি,
পিয়ে—এর সুধা ও—ওর সুধা এ—
বদন সুধাকর॥
দোঁহার খেলার বড় বাই,
খেলা খেলবে নূতন তাই,
পেতে—এ দিচ্চে ওর—ও দিচ্চে এর
প্রেমের খেলাঘর॥

৪

ঐ কিশোর কিশোরী দুটী কার বেটা বহু যে—
কার বেটা বহু।
দেখি চাঁদে চাঁদে চাওয়া চাওয়ি হাসি লহ লহরে
হাসি লহ লহ॥
দুটী ফোটা ফোটা ফুল,
দুটী মল্লিকা মুকুল,
দুটী মণি ও কাঞ্চন,
দুটী যক্ষিণীর ধন,
দুটী জ্যান্ত দেব দেবী,
দুটী কল্পনার ছবি,
দুটী তারকা সাজের
দুটী তুলনা রূপের—
দুটী সোহাগের খনি,
দুটী মণিওলা ফণী,
দুটী মধুরে মধুর,
দুটী এ ওর মুকুর,
দুটী কটি ধরাধরি,
দুটী দুনিয়া পাসরি,
দুটী মুখে মুখে থাকে,
দুটী বুকে বুকে রাখে,
দুটী চখে চখে রয়,
দুটী জ্ঞানহারা হয়,
দুটী এ ব্রতে নূতন,
দুটী প্রথম চুম্বন—
দুটী ঢুলো ঢুলো গালে,
দুটী দুটীরে খাওয়ালে,
দুটী আবেশে বিভোর,
লাগে বিপরীতের ঘোর,
ঘোরে ঘুরে ফিরে ধীরে চায় জীয়ে রহু রহু যে—
জীয়ে রহু রহু ॥

৫

তোমার—
জাগ জাগ যৌবন কি দেখ যুবতী
ভারে ভেরেছে অতি ॥
উরু গুরু দুদিযাল,
নিতম্ব টলমল,
মরালের কাছে সতী শিখছ গতি।
জাগো জাগো যুবতী ॥
আঁখিতে চাহনি বাঁকা,
মুখে হাসিরাশি আঁকা,
দেহে মাখা সুকোমল উজ্জ্বল জ্যোতি।
জাগো জাগো যুবতী ॥
প্রাণে আসে নবাবেশ,
নাহি রসালস-লেশ,
বিলাসে বিবসা সদা ভাবিছ পতি।
জাগো জাগো যুবতী ॥
কামে হানে ফুলবাণ,
ফুলের মতন প্রাণ,
ফুটে ওঠে—ভয়ে লাজে শারদ রতি।
জাগো জাগো যুবতী ॥

যত পার যত পাও,
ভালবাসা ঢেলে দাও,
এ নবযৌবনে ধনী কর আরতি।
জাগো জাগো যুবতী॥
জান না ত অনাদর,
আদরে কর আদর
পতি গতি পায়ে মতি রাখ গো সতী
জাগো জাগো যুবতী॥

৬

কৈ ফোটনি কলি,
ছি ছি ও কি ও অলি,
(কেন) মোদা মধু পানে উড়ে এসেছ চলি।
(ওই) ডুলে ডুলে বসে কলি ছুঁয়ো না অলি॥
কেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও,
কেন গুণ গুণ গাও
(কেন) ঘুরে ফিরে ফেরো অলি সোহাগে অলি।
(ওই) ডুলে ডুলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি॥
কেন ভাবনা জাগাও,
কেন হতাশ বাড়াও,
(কেন) আটাশ্বরে কাট সিদ কলিকা ছলি।
(ওই) ডুলে ডুলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি॥
কেন ইতি উতি ধাও,
কেন কোমলে কাঁদাও
(কেন) ছল খুলে কাঁচা ফুলে পড়িছ ঢলি।
(ওই) ডুলে ডুলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি॥
কেন চাঁদা করে ভোর,
কেন মেরে হও চোর,
(কেন) পেতে চাও বল কলি সবলে দলি।
(ওই) ডুলে ডুলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি॥

৭

ভাল জ্বালা—
ভালবাসা ভাল ত জ্বালালে হে
আপনার পর কোরে দিলে।
আপনা ভুলিয়ে গেছি,
পরের হইয়া আছি
পরসনে পরে গেনু মিলে॥
ভাল জ্বালা—
ভালবাসা ভাল ত জ্বালালে হে
আপনায় পর করে দিলে।
আমিত্বের গর্ব্ব চুর,
আমি হারা তিনপুর,
তার কোরে সে আমায় নিলে।
ভাল জ্বালা—
ভালবাসা ভাল ত জ্বালালে—
আপনায় পর করে দিলে॥
পুরুষত্ব যায় ভেসে,
শক্তি কোলে পড়ে হেসে,
গুণময়ী গুণে টেনে নিলে।
ভাল জ্বালা—ভালবাসা ভাল ত জ্বালালে হে—
আপনার পর করে দিলে॥
তারি মধ দেখি সব, পদতলে থাকি সব,
ভাবি ভাব ভাবিনী ভাবিলে।
ভাল জ্বালা—ভালবাসা ভাল ত জ্বালালে হে—
আপনার পর করে দিলে॥

৮

এত ভাবনা ভাবে কে।
ভালবাসার ভাবনা ভেবে মরি দম ফেটে।
ভালবাসতে গেলে বড়ই সইতে হয়,
সহস্র সাধ ফুটে উঠেই লয়,
ভাঙ্‌চি উঠ্‌ছে না মন
ফের ভাঙ্গি আশায়,—
ফের গড়ি ফের ভাঙ্গি গড়ি দিবারাত খেটে।
এত ভাবনা ভাবে কে?
ভালবাসার ভাবনা ভেবে মরি দম ফেটে॥
ভালবাসার ভাবের ঘরে সদাই চুরি হয়,
প্রেমের আভাব স্বভাব করে লয়,
হাস্‌ছি কাঁদ্‌ছি উঠ্‌ছে না মন
ফের হাসি আশায়;—
ফের কাঁদি ফের হাসি কাঁদি দিই বাঁধন কেটে

এত ভাবনা ভেবে কে ?
ভালবাসার ভাবনা ভেবে মরি দম ফেটে ॥

৯

ইটি উটী দুইটী ভাল দুটীর সাজে।
একটী আছে ঠাণ্ডা ভাবে আরটী আছে লাজে ॥
একটী বড় আস্তে কথা কয়,
আরটী সদা মুখটী বুজে রয়,
একটী ফেরে বাইরে রহে আরটী গৃহকাজে।
একটী মারে তাবেতে ঘা আরটী প্রাণে বাজে ॥
একটী বড় আত্মহারা হয়,
আরটী সদা চৈতন্য করায়.
একটী পাতে হৃদয় আসন আরটী তায় বিরাজে।
একটী করে কুহু কুহু রব আরটী ভ্রমর গাজে ॥
একটী ফেরে স্বপ্নে স্বর্গময়,
আরটী সদা স্বপ্নময়ী হয়,
একটী মধু মাথায় প্রাণে আরটী সুধার মাঝে।
একটী জ্বালে প্রণয় আগুন আরটী ফেরে বা'জে ॥

১০

আমায় করেছে রে উদাস।
ভাল কোঁকড়া কালো ঢেউ খেলানো
এলানো চুলের রাশ।
সিঁথের আলতো'লে সিঁদুর।
হৃদয় করিছে গুর্ গুর্
তাহে মুখখানি পূর্ণিমার শশী ঝক্‌ঝকে আকাশ।
চেরা চোখের চাহনি বাঁকা মিষ্টি বারমাস ॥
আমায় কোরেছে রে উদাস।
কাণের টমটমে দু দুল
দুটী গাল গোলাপ ফুল,
ভাল ছোটখাট ঠোঁট দুখানি মিষ্টি রসভাব।
কুন্দের মত দাঁতে সার্ বার কোরে হাস।
আমায় কোরেছে রে উদাস।
গলা সুগোল সুগঠন
রেখা পদ্মিনী লক্ষণ,
ভাল আধা গড়ানে কাঁধ দুখানি নবনী হাতের মাস।
চাঁপার কলি আঙুল নখে চাঁদের পরকাশ ॥
আমায় করেছে রে উদাস।
উঁচু বুকের ভরাভর,
নাভি ত্রিবলী সুন্দর,
ভাল মুঠায় ছোট কটি মানুষমারা ফাঁস।
গুরু উরু নিতম্ব দোলা ঢল ঢল বিলাস ॥
আমায় করেছে রে উদাস ॥

গীতাবলী।

বঙ্গ-বিজেতা।

(সরলার গীত)

কৈ কেউ বলে না আমায়।
কাঁদো কাঁদো মুখে কেন ছলছল চায়,
কেঁদে এসে এরা কেন কেঁদে ফিরে যায়॥
আপনার মত আসে,
আপনার ভালবাসে,
পরের মতন শেষে কোথা ভেসে যায়।
আপনি কাঁদিয়ে কেন পরেরে কাঁদায়॥

(দেবদাসীগণের গীত)

টান্ পোড়েছে আর কি থাকে প্রাণ।
বিকিয়ে গেছি যার পায়
তার প্রাণ দিয়েছি টান॥
বিনি সুতোর বাঁধন বড় দায়,
বাঁধন খুল্‌লে খোলা যায়,
সহজে আর বাঁধা না যায়;—
বাঁধন খুল্‌বোও না বাঁধ্‌বোও না
রাখ্‌বো টানে টান॥

(কমলার গীত)

ক। আমার দুঃখের হাসি দেখ্‌বি যদি আয়।
হাসি পাঁজরভাঙ্গা বুকের মাঝে—
লুকায়ে রাখা বিষম দায়॥
হাসি চোখের জলে ঠেলে ফেলে—
উথ্‌লে উঠে ঠোটের গায়॥
খ। ও বোন্ অফুরন্ত কান্না আমার সয় না।
ও বোন্ দুর্ভাবনা ভাব্‌লে ভাবা হয় না॥
হয়ে আশায় নিরাশ আশায় নিরাশ—
আশাও শেষে রয় না॥
গ। হেথা কেউ কাঁদ্‌তে পাবে না।
হাসো এস—বাস্‌বো ভাল
কাঁদ্‌লে পিরিত থাকবে না॥

(দেবদাসীগণের গীত)

মঙ্গল কর শিবসঙ্গিনী গো।
সদা সঙ্গে রহ, রণরঙ্গভূমে,
রণরঙ্গিণী গো॥
রণে অঙ্গ রাখো, রণরঙ্গে থাকো,
ভ্রূভঙ্গে মারি অরি-রক্ত মাখো;
রাখি বঙ্গবীরে, রাখো অঙ্গনারে,
মা মাতঙ্গিনী গো।

কমলার গীত)

ক। সাজা ম্বয়া এই মুখখানি আজ—
মলিন কেন বোন্।
রাঙ্গা টুক্‌টুকে ঠোট শুক্‌নো কেন—
সজল দুনয়ন॥
খ। থাকি শূন্যমনে, চাহি শূন্যপানে,
মহাশূন্যে শেষে ভেসে যাইগো মিশে।
নাহি অন্য কেহ, নাহি অন্য দেহ,
শুধু শূন্য প্রাণী-মেশা-দশটী দিশে॥
গ। ও বোন্—সইতে নারি কথার কথা—
সইতে—পারি সব।
সব যাতনা সবাই সয় সইতে নারি রব।
ঘ। আমার আশার বাসা ভেঙ্গেছে বোন্—
পাঁজর গেছে পুড়ে।

বনের পাখী মন কেড়ে নে—
বনকে গেছে উড়ে॥

ঙ। পোড়া প্রাণের কথা শুনবে কি!
আমার সাধের বীণার তার ছিঁড়ে—
তান থামিয়েছি।
এই গান ভরা প্রাণ—প্রাণের দায়ে হারিয়েছি॥

চ। আমার মনের মানুষ ভেসে যায়।
ধরি ধরি পাই না ধরা—
ওরে—ধরে দেবে কে আমায়॥

ছ। যে যায় সে আসে ফিরে—
ফিরে আসে যায়।
যায় যায় তার আর ফেরে না—
তাইতে কান্না পায়॥

(উপেন্দ্রনাথের গীত)

ক। কেউ কান্না কিনে কাঁদবি যদি আয়।
হেথা বিনি মূলে বিকিয়ে যায়॥
এ—সাধের কান্না ফুরাইবে না
সাথের সাথী হতে চায়॥

খ। আমার—সকলি ছিল হে, সকলি গিয়েছে,
আছি তবু নাই হইয়া।
হাসি খুসী সব, হয়েছে নীরব,
আছি আঁখিজল লইয়া।
মানুষের বার মানুষে কোরেছে,
আশে পাশে ফিরি কাঁদিয়া॥

গ। কাঁদি সেথা—কাঁদে যেথা প্রাণ।
হাসি ফেলে, আহা বলে,
শোণ পেতে কাণ॥
আঁখিনীরে আঁখির করে হে প্রদান॥

ঘ। সে সুচারু কারু তরে পুজি বিধাতায়
বিধি চাঁদ নিঙড়িয়া তারায় মাজিয়া,
ফোটাফুলে গঠি কায়—
বিধি—নব রবিকরে, জ্যোছনা মিশায়ে,
রং ঢেলে দেছে তায়—
বিধি—তুলনা না পেয়ে, তুলেছে তুলীতে
তারে তারি তুলনায়॥

ঙ। সে আমার—স্বপনের মত এল,
স্বপনের মত গেল সরিয়া
এ ভাঙা পাঁজরে পোরা—
পোড়া পরাণীরে সারা করিয়া॥

চ। এই বুকের শোণিত নিয়া,
আঁখির ভিতর দিয়া,
বাহিরে বহাব দুধারায়।
দেখো সখে রেখো ধ'রে—
সে রুধিরধারা, না ফুরায়—
দর দর ধারে যেন ধায়॥

(উপেন্দ্রনাথের গীত)

ক। কৈ আয়, তো সে এল না।
এল—কেঁদে চলে গেল কাঁদাতে তো রইল না।
দুঃখের দুঃখী সে বুঝি ভালবাসা সইল না॥

খ। এস—প্রাণ ভরে কাঁদি
যদি দিয়েছে দেখা।
এত দিন কেঁদে সুখ পাইনি সখা॥

গ। সে আমার—
আকাশের ধ্রুবতারা কুঞ্জে ফোটে ফুল।
কুটীরের কমলা সে—তটিনীর কূল।
তরণীর বুকে গড়া কল্পনা-পুতুল॥

(কমলা ও উপেন্দ্রনাথের দ্বৈত গীত)

কমলা। ফেলে—একবারে চলে গেছে সে।
ফিরে আসিবার আশা না রেখে,
কেন চোখে দেখা পাইব না তবু মনে জাগে সে॥

উপেন্দ্রনাথ। ওরে ভালবাসা ভালবাসে যে
ভালবাস-বাসি ভাল রয় ভেবে—
তারে চোখে দেখা পায় না তবু মনে জাগে সে॥

কমলা। ভালবাসা—ভালবাস
কে বিরহী তুমি হে।

উপেন্দ্রনাথ। ভালবেসে হেসে শেষে কেঁদে
ফিরি আমি হে।

কমলা। এস বঁধু এস এস,
আধো আঁচরেতে বসো,
চিনেছি তোমারে তুমি আমারে হারা—

উপেন্দ্রনাথ। আমি তোমারে হারা—

কমলা। আমি তোমারে হারা—

উভয়ে এস হারানিধি ধরাধরি কর
তুমি আমি হে ॥

(উপেন্দ্রনাথ ও কমলার গীত)
ধন্য সৃজন ধন্য পালন ধন্য নাশন শম্ভু।
ধন্য পূর্ণ পরমানন্দ—ধন্য খেলন শম্ভু ॥
ধন্য ধরণী, সলিল ধন্য,
ধন্য অনল অনিল শূন্য,
ধন্য পঞ্চভূত বিভিন্ন ধন্য মিলন শম্ভু।
ধন্য পূর্ণমানবদেহ ধন্য গঠন শম্ভু।

(রক্ষাধরের গীত)
পুরা—পিয়ালা পিয়ালা সারাব পিয়া।
পুরা জানিকো দেল্ মেরা মস্‌গুল্ কিয়া॥
পুরা হরদম্ দিয়া সাকি ভরদম্ পিয়া।
পুরা কলেজা খুল্ কর্ বেল্‌কল্ লিয়া॥

কপালকুণ্ডলা।

(কপালকুণ্ডলার গীত)
ও মা আমার যে তুই মায়ের মত মা।
তোর মহামায়া ছায়া মোর কায়া যে শ্যামা॥
এই প্রাণপুষ্পে দিয়ে ডালি,
তোর কোলে বসে বলি কালী,
(কোন) কামনা করি না কিছু যাচি না ক্ষমা।
ও রাঙ্গা চরণে শুধু হেরি সুষমা॥

(মেহের উন্নিসার গীত)
(মোরে) চিত চোরায়লি চতুর নেহারে।
হাসত না ভাষত আবকি বিচারে॥
রূপ না দেখত, গুণ না শুনত,
পিয়াস না বুঝত প্রীত কি পেয়ারে।
সিনান করায়লি নয়ন-আসারে॥

(মতিবিবির গীত)
(আহা) প্রাণ দিয়ে সই
প্রাণের ছবি হাতে এঁকেছ।
তুলীতে ললিতে ভাল তুলে লয়েছ॥
ভাল তুলেছ ললিত ঠাম, কমনীয় সম কাম,
চোকে মুখে ভালবাসা উছুলে দেছ॥
(ওলো) তুলীতে ললিতে ভাল তুলে লয়েছ॥

(মেহেরউন্নিসার গীত)
ভালবাসা ভুলি কেমনে।
ভাল বোলে ভালবাসি অতি যতনে।
বাসিতে শিখেছি ভাল, ভাল সদা বাসি ভাল,
ভালবেসে থাকি ভাল, বিভোল মনে॥

(মতিবিবির গীত)
বঁধুয়া না মিটিল পিয়াস হামারি।
বারি বারি করি, জনম গোঁয়াইনু,
না মিলিল বিন্দু দু চারি॥
বারি দে বারি দে কহি, মিনতি করতু হায়,
হা হা বারি, কাঁহা বারি পিয়াস নিবারি॥

(মতিবিবির গীত)
আহা সে যে বেসেছে ভাল।
সে তোমার তুমি তা আঁধারে আলো॥
ভাল সে বাসিতে ভাল, ভালবাসা বাসে ভাল,
তুমি ভাল আর তার সকলি কাল॥

(মতিবিবির গীত)
মজাব না মজবো না আর
আপন মনে ভেসে যাই।
খুঁজে দেখি ব্যথার ব্যথী
মাথার মণি কোথায় পাই॥

(বিলাসের গীত)
প্রথম সমঝো আরে বিদ্যাগুনে
তেয়া কি ও গুণীজন সম্মারে। *

সপ্তস্বর তিন গ্রাম একইশ মুরছন,
বাইশ স্বরনগা আনে-ছানে
কোটি তানে সাধে নাদে ॥
আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী
ওড়ব খড়ের তালে বানায়ে রসসো হাদে
আয়ে অব মামে রিঝে মিয়া তানসেন,
চুপ কররহো মূঢ় কা বোলে বোলে বিখাদে ॥

(বাবাজানের গীত)
বিয়ের ব্যাপার সব দেশে।
সব জাতে সম সমান সমান,
এক প্রাণে আর প্রাণ মেশে ॥
কানায় খোঁড়ায়, গন্না খাঁদায়,
হাঁদায় গোদায়, হারামজদায়,
বিয়ের হাটে হাট কোরে যায়
সবাই ক'নে-বর-বেশে।
কেউ কেনে সুখ কেউ বা অসুখ ;
কেউ কাঁদে, কেউ বা যায় হেসে ॥

(পেশমানের গীত)
বিদেশী বঁধু বিদেশিনা চায়।
বিদেশে নিরাশে যেন জীবন না যায় ॥
বিষাদিনী বিরহিনী, এলায়ে রেখেছে বেণী,
নয়ন-সলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও পায় ;
মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চায়।
বিদেশিনী ভালবাসা চায় ॥

(পেশমানের গীত)
নাগরী সে নাগর ধরা দিয়েছে।
সোহাগভরে সুখসাগরে হেসে ভেসে এসেছে ॥
চেয়েছে চাউনি জাল, জেলেছে আশারি আলো,
বড় ভালবাসা ভেবে বুঝি ভালবেসেছে ॥

(পেশমানের গীত)
(সে যে) ধরা দিতে ধরা দেয় না।
দেখা দিয়ে দেখা দেয় না ॥
শুধু আশায় ভাসায় ফিরে চায় না,
পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না ॥
তাই পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না।

(কপালকুণ্ডলার গীত)
(মা) এরা আমায় বড় ভয় দেখায়।
ও মা মুক্তকেশী সর্ব্বনাশী,
তোর সর্ব্বনেশে সব মজায় ॥
আমায় হাসতে দেখে রাগ করে মা,
কাঁদিয়ে ফেলে যেতে চায়।
তুই মহামায়া, তোর মায়ার মেয়ের
চোখের জল মা কে মুছায় ॥
তোর পঞ্চভূতে ছয় রিপুতে
কঠোর চোখে সদা চায়।
আমার জীবন মরণ শান্তি শরণ,
তোর মা দুটী রাঙ্গা পায় ॥

২

কোলে তুলে নে মা কালী,
কালের কোলে দিস্‌নে ফেলে।
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা
যেতে দে জয়কালী বোলে।
কাঁদতে জাল পাঠিয়েছিলি,
কেঁদে কালী হোলেম কালী,
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে
রাখিস্ পায়ে পরকালে ॥

(জেলেখার গীত)
অভাগিনী জেলেখা জীয়ে
চাহিয়ে চাহিয়ে,
কাঁদে চকোরী, চাঁদে সুধা না দিয়ে ॥
যৌবন জাগে, যাচে সোহাগে,
প্রেমভিখারিণী নব অনুরাগে ;
সাধে, বিষাদ আসে বাদ সাধিয়ে।
অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে ॥
থর থর কলেবর, নৈরাশ বিষধর ;

করিতেছে জয় জয়, রহিয়ে।
ভালবাসা ভরা বুক দংশে আসিয়ে
অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে॥

(গায়িকা বাঁদীগণের গীত)
শাহাজাদি নেহি কভি দিল দিয়া,
কভি দিল্ লিয়া।
কভি মেহি রোতে ফিরে জান গিয়া॥
মেরা জান গিয়া॥
দিল দেনেওয়ালী, লেনেওয়ালী সব,
পহেলা দেকে, পিছে যাকে লেনে মাঙ্গে তব,
মেহি মিলে ফিন রোতে ফিরে জান গিয়া—
মেরা জান গিয়া॥

পরদেশীয়া পিয়া মোরা আচ্ছা জাহাবাজ।
ক্যা তোফা সুরতী ছাফ ক্যায়সা তোফা সাজ॥
বাৎ মিঠা, স্বাৎ রহে,
সাচ্ছ মোসাহেবকা ঢং,
কুস্তেকা তব নাচ না ফির না কুস্তেকা তব রং,
(মেরা দিল) মিল জাগা যব ভাগ জানা তব
জরুরি পহেলা কাজ॥

পিয়ালা না সাফ হোনে দেও
ভবোছ সাকী ফিন
হাতী পর হাওদা মেরে,
খড়েকপর জীন্॥
চলনে হোগা দিল দেনে,
দিল লেনে পিয়া সাথে
বোলনে হোগা মিঠা বোলি,
দিল লেনা দেনা বাত;
জানিকো দিল দরিয়া মোরা, উৎরানা সঙ্গিন॥

(জেলেখার গীত)
(ও সে) আমায় কেন কাঁদায় দিবা রাত।
(সে তাঁর) প্রাণের পানে চাইলে,
বুকে সহায় শেলাঘাত॥
প্রাণেতে তার প্রেমের নিশানা,
দেখ্‌তে পেয়ে চাই পেতে
তায় মানি না মানা,
পাই কি না পাই, সাধ কোরে তাই
কচ্ছি দেহপাত॥

পতিরতা সাধবী কি সাধিতে নারে।
প্রিয় পতির তরে॥
নয়নে নয়ন হৃদে হৃদয় দিয়ে
অজস্র প্রেম-বারি-ধারা ঢালিয়ে,
জ্বলন্ত প্রিয় প্রেম তৃষা নিবারে॥
গৌরবে সম্পদে প্রেমালোক জালিয়ে,
আনন্দে পতি-মুখপানে নেহারে।

প্রেমের ভিখারিণী ভিক্ষা মাগি
প্রাণপতি-পাশে।
প্রেমলতিকার বেশে,পায়ে জড়ায় সে এসে,
লতিয়ে পোড়ে শুকিয়ে না যায়
রাখ্‌তে হয় আশে॥
জাতি বন্ধু দেশ দূরে রেখে সব,
বিসর্জ্জন দিয়ে বিষয়-বৈভব,
দুঃখের দুঃখিনী সুখের সুখিনী
হতে চায় পতিবাসে॥
যতদিন প্রাণ থাকিবে কায়ায়,
থাকিবারে সাধ পতির ছায়ায়,
আয়ুশেষ হ'লে পতি-পদতলে,
পতিমুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে,
প্রাণ দেবে অনায়াসে॥

(ও তার) সেধে শুধু কেঁদে সারা হই!
পায়ে ধরি যত তত পায়ে ঠেলা রই॥
না চাহিতে ধ'রে দিনু প্রাণ,
ফিরে নাহি চাহিল, ধরা দিল না পাষাণ,
সরমে মরমজ্বালা চুপে চুপে সই॥
ভালবাসা ভাল সবাকার,

ভালবেসে ভাল শুধু হল না আমার,
বুক ফাটে মুখ ফুটে কারে বা কি কৈ ॥

আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ, ডাকি গো মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥
পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসে না,
এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥
জ্ঞান হয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারি না,
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা :—
স্বরগ হইতে, আমার জগতে
কোলে তুলে নিতে আয় মা :—

বিষবৃক্ষ।

রূপে আপন হারা।
সে মধুরাধরে ঝরে মাধুরীধারা ॥
ভালবাসিতে যাচি, ভালবাসিলে বাঁচি,
হাসিলে হাসিব হব নয়নতারা।
না ভালবাসিলে কেঁদে হইব সারা ॥

ওরে তারে বড় যে ভালবাসি।
শুধু চোখের দেখা দেখা প্রাণ ভালবাসে আসি।
না চাহিলে চেয়ে থাকি,
সদা চোখে চোখে রাখি,
আঁখির মিলনে লয়ে বাসনা সাগরে ভাসি ॥

তুলসী-লীলা।

কে জানে কি চায় রে এ প্রাণ।
অনুমানে মনে মনে না পাই সন্ধান ॥
কি যেন কি নবভাব, হইতেছে আবির্ভাব,
বাসনাসাগরে প্রাণে দিয়েছে ভাসান।
এলায়ে পড়িছে কায়, একি দায় হায় হায়,
অকূলে না দেখি কূল কিসে পাব ত্রাণ ॥

ফুটেছে ফুলটী সাধের রেখেছি সঙ্গোপনে।
পবনায় আছে মানা আসেনি সুবাস হরণে ॥
প্রাণ খুলে প্রাণফুল দিতে তাই
সাধ করেছি শ্রীচরণে ॥

সুজন সনে প্রেমে মিটিল আশ
ফুটিল রসাবেশে সরস ভাষ ॥
চিত উন্মাদিল, প্রীতি বিভাতিল,
সোহাগে বিকশিল ফুল্ল বিলাস ;—
মরমে উথলিল উল্লাস-বাস ॥

প্রাণ ধর প্রাণনাথ দিনু চরণে,
দেখো রেখো যতনে।
দাসীরে দেখিও সদা কৃপানয়নে ॥
মনে রেখো মণিবীর হৃদয়ে করিও থির,
মজিয়া থাকিতে দিও সুখ-স্বপনে,
আজকার এ দিন যেন থাকে স্মরণে ॥

কারণ পাথরে কাল তরঙ্গ তুরিত যায় ॥
কিন্তু আপনা-হারা বক্ষে ভাসিয়া যায় ॥
ভৈরীরবে মহাকাল, জাগাইযে দিক্‌পাল,
উলটি পালটি সদা বহায় প্রলয়বায় ॥

মোহন মধুর বীণা ললিতে মধুর বাজে।
মম প্রাণ উথলে ওঠে ধমনীতে সোহাগ রাজে ॥
কুসুমে ভ্রমর বসে রে, আবেশে রসায় রসেরে,
বিবশা এলিয়ে পড়ে মিশায়ে হৃদয়-মাঝে ॥

ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

লখিন্দর শর্ম্মা অজারাম শর্ম্মা ভয়ানকচন্দ্র শর্ম্মা ষণ্ডামার্ক শর্ম্মা	সহোদর-চতুষ্টয়
ভোঁদড়	লখিন্দরের বেশ্যাপুত্র।
খোদন্ সোণা	অজারামের শ্যালিকাপুত্র।
বিভীষিকাচন্দ্র (ওরফে নেঁড়েবাবু)	ভয়ানকচন্দ্রের স্ত্রীর পূর্ব্ব-স্বামীর ঔরসজাত পুত্র।
রংলাল খুড়ো	সহোদর-চতুষ্টয়ের জ্ঞাতিখুড়ো।
চৈতন্য কবিরাজ	গ্রাম্য কবিরাজ।

স্ত্রীগণ।

ব্রহ্মময়ী ঠাকুরাণী	সহোদর-চতুষ্টয়ের মাতা।
তারা	ঐ বিধবা কন্যা।
শ্রীমতি কুড়ুনী বেওয়া	লখিন্দরের রক্ষিতা বেশ্যা।
বাতাসী দেবী	অজারামের শ্যালিকা।
Mis মন্দামণি শর্ম্মা	ভয়ানকচন্দ্রের পত্নী।

প্রথম দৃশ্য।

রংলাল খুড়ার কালকাতাস্থ বাটীর বৈঠকখানা।

(তাকিয়া হেলান দিয়া রংলাল খুড়ো উপবিষ্ট, লখিন্দর শর্ম্মা, ভোঁদড়, অজারাম শর্ম্মা, খোদন সোনা, ভয়ানক চন্দ্র শর্ম্মা, Mis মন্দামনি শর্ম্মা ও নেঁড়েবাবু যথাযোগ্য আসীন)

র লাল। এই তো বাপু সব খুলে খেলে শুন্ , এখন বুদ্ধিমান্ তোমরা—যা ভাল বুঝবে—কোর্ব্বে, চার চারজন হোম্‌রা চোম্‌রা ছেলে জল-জ্যান্ত বেঁচে থাকতে বুড়ো মাগী যে না খেতে পেয়ে—শুকিয়ে তাং হয়ে থাকবে—এ তো বাপু আমরা এত বয়স হয়েছে—কখনও শুনিওনি দেখিওনি। তোমরা উপযুক্ত ছেলে—এর একটা বিলি-বন্দোবস্ত কোরবার ক্যাল—দেখ্‌তে শুন্‌তে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সব দিকে মানাবে ভাল। কি বল? ও কি? কজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি কোচ্চ যে? কথাটার জবাব দাও।

লখিন্দর। আজ্ঞে, শুধু আমায় বোল্‌ছেন কি?

রংলাল। না,—তোমায় কেন? আমার এই ডাবাহুঁকোটার সঙ্গে দুটো রসালাপ কচ্চি। তোমরা এখানে আছ কি নেই—তাও তো ভাল বুঝতে পাচ্চি না বাপু।

ভোঁদড়। ও জ্যাঠাই! তোর খুড়ো বেটা-ছেলে তোকে ঠাট্টা কোচ্ছে, বুঝতে পাচ্চিস না?

রংলাল। ও বাপু! এ সভ্য ভব্য সপ্রতিভ নাড়গোপালটী তোমারই বাচ্ছা দেখ্‌ছি—তা এটী কোন্ পক্ষের? কেষ্টপক্ষ বুঝি! নইলে আর এ চোক্ষে পাক ধোরেছে!

লখিন্দর। আজ্ঞে হাঁ—ওইটী নিয়েই আমি সংসারী!

রংলাল। তা বেশ বাপু! এখন—সে বুড়ী বেটীকে খেতে পোত্তে দিয়ে—সংসারী হোলে ভাল হয় না? দাদা মশায় তাঁর জন্যে যা রেখে গিছলেন্, কটী ভাইয়ে তা তো ভুগিয়ে নিয়ে হজম কোরে বোসে আছ। এখন হয় তাঁর খোরপোষের যোগাড় কোরে দাও— না হয় একটা ভিক্ষের ঝুলি সেলাই কোরে বুড়ীকে দিয়ে এসো। আমার কথার ভাবটা বুঝ্লে?

লখিন্দর। আজ্ঞে—আপ্নি ঠিক বোল্‌ছেন বটে, কিন্তু—আমার অবস্থাটাও তো বিচার করা চাই!

রংলাল। কি রকম? ভাল—শোনাই যাক্! তোমার অবস্থা বুঝেই না হয় ব্যবস্থা হবে।

লখিন্দর। আজ্ঞে, জানেন্ তো—লেখা পড়া কখনও শিখিনি—বামুনের ছেলে—ছেলেবেলা থেকে—চালাকীতেই কাজ সেরে আস্‌ছি!

রংলাল। তা খুব জানি! আগে হ্যান্‌নোটের দালালীতে—দশ বেটা নাবালক ছেলের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে বেশ দুপয়সা রোজগার কোর্ত্তে তো? শেষ জুচ্চুরি বাবদে তিন বছর জেল খেটে এসে পর্য্যন্ত বুঝি সে কাজে খতম কোরেছ?

লখিন্দর। আজ্ঞে হাঁ। তার পর জুয়োমালের দালালীতে যা হোক্ এক রকম দিন গুজ্‌রাণ কচ্ছিলেম—আর জানেন্ তো বরাবর দুটো সংসার প্রতিপালন কোরে এসেছি। শেষ রাঁড়বেটীর ছেলে পুলে হোতেই—তার জোর বাড়্‌লো, বাড়ীতে এসে উপদ্রব আরম্ভ কোল্লে—

রংলাল। সুতরাং মাগছেলেকে তাড়িয়ে দিয়ে রণ্ডাশ্রমেই হাঁড়ি কাড়্‌লে? কেমন? তার পর?

লখিন্দর। তার পর—একদিকে যেমন খরচা কোম্‌লো—অন্যদিকে তেম্‌নি খর্‌চা বাড়্‌তে লাগ্‌লো রাঁড়ের এক ছেলে—তাকে তো আর ভাল না খাইয়ে ভাল না পরিয়ে রাখ্‌তে পারি না! বিশেষতঃ রাঁড়মহলে বাস কোল্লে যখন "লোচ্চা লখিন্দর" টাইটেল বেরুলো, তখন ত আর তাদের সঙ্গে কুটুম্-কুটুম্বিতেতে দুপয়সা না খরচ কোরে থাক্‌তে পারি না! যা আনি—খুড়োমশাই, দুঃখের কথা বোল্‌বো কি, যা আনি—তার একটী পয়সা বাজে খরচ করি না, সব এনে—এই আমার ভোঁদড়ের মায়ের হাতে ফেলে দিই—তবুও কুলোয় না—

রংলাল। আহা—কুলোয় না বটে? তা বাপু তোমার রাঁড় বেচারির তো বড় কষ্ট—দুদশখানা গয়না তার হোচ্চে তো?

লখিন্দর। আর গয়না! যা কিছু হয়েছিল—তা সব বাঁদাছাদা দিয়ে এক কিস্তি মাল আমদানী করাচ্চি! কিস্তিটে ভালয় ভালয় এসে পৌঁছয় তো একটা ছোট খাট মহাজন হয়ে বোস্‌তে পার্ব্বো—রাঁড় বেচারিও মাথা তুলে উঠ্‌তে পার্ব্বে! এখন খুড়ো—আমি নাচার—ঘর ঠ্যাঙ্গালে এককড়া কাণাকড়িও বেরুবে না, তা আর বুড়ো মাকে কি দেবো বলুন? দালালীতে যা দুদশটাকা পাচ্চি—তা খেতেই কুলোয় না? রাঁড় আছেন, রাঁড়ের মা আছেন, তাঁর রোজ আদ্‌খানি খাঁটি চাই! বাপ আছেন, তিনি গুলী-খান্, তাঁর গুলী আছে, দুধ আছে, রাঁড়ের দুব্যাটা ভাই আছেন, তাদের রোজ দুছটাক গাঁজা দিতে হয়! তা সয় ছেলেটী আছেন, নিজে আছি—এত-গুলির খরচ চালিয়ে তার পর তো বাবু মা।

রংলাল। অবিশ্যি—অবিশ্যি, তার পর মা বই কি? রাঁড়ের মাসী টাসি হোলেও যা হয় হোত! ভাংহাঁড়ির ভাত খেয়ে মাগী বেঁচে যেতো, ঠিক বোলেছ বাপু! আহা, এত খরচা তোমার—এতে তোমার কাছে খেতে পোর্ত্তে চাওয়া তাঁর বড় অন্যায়! আমি হোলে উল্‌টে বুড়ীমায়ের কাপড়-খানা চোপড়খানা বেচে—রাঁড়ের চরণচুটকি গড়িয়ে দিতুম। বেশ বলেছ বাপু! এখন তোমার কি গো বাপু! দাদার রায়েই রা না কি?

অন্নারাম। হ্যাঁ, একরকম বটে! আমিও যে বড় সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, তা নয়—আমারও চাদ্দিকে দেনা। ৮।১০ খানা শমন্ ওয়ারীণ ঝুল্‌ছে।

আমায় পাঁচাকা দিতে হয়েছে। সত্যি কি মিথ্যে, এই আমার খোদন সোণাকে জিজ্ঞেস করুন।

রংলাল। খোদন সোণাটী তোমার সম্পর্কে কে হয় বাপু?

অজারাম। আজ্ঞে—সবই জানেন্ তো—আপনার কাছে ত আর কিছু লুকোন নাই। ওটী আমার সে-ই শ্যালাপো।

রংলাল। বটে? বটে? তা বেশ! বেশ! তোমার সেই বিধবা শালার ছেলে? তা বাপু, তুমি আমাদের এমন সোণার চাঁদ ছেলে—তোমার কপালে এমন তেএটে ত্রিভঙ্গ ছেলে এলো কোথা থেকে? এ বাচ্ছাটী কি তোমার ভোগ-দখলের আগে আর কারো ঔরসে জন্মেছিল না কি?

খোদন্। শালার বেটার শালা বুড়ো! তুই আমায় বেজন্মা বলিস্? এখনি হাতে মাথা কেটে ফেল্‌বো জানিস্? মেসো বাবা! তোকে আজ বাড়ী গিয়ে ক্যাৎ ক্যাৎ কোরে মায়ের নাতি খাওয়াব, তবে ছাড়্‌বো।

অজারাম। খুড়োমশাই—ছেলের Moral courageটা একবার দেখ্‌ছেন্ তো?

রংলাল। হাঁ, তা দেখ্‌ছি বই কি! শুধু ছেলে কেন? ছেলের মায়ের পর্য্যন্ত Moral courageএর নমুনোটা বুঝ্‌তে পাচ্চি।

অজারাম। অমন একটী না খুড়ো, আগেকার দুটী, এখনকার ১০টী। এটী আমার সেই ১০টীর একটী।

রংলাল। তা বেশ, মাগ মেরে, শ্বশুরকে ফাঁসিয়ে সৎশাশুড়ীর মাথা খেয়ে—ভাসিয়ে দিয়ে—রাঁড়শালীর বংশবৃদ্ধিটে কোচ্ছ ভাল!

অজারাম। শুধু বংশই বিদ্ধি হোচ্ছে খুড়ো—এদিকে পেট চলা ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুরি কোরেই হোক্ আর জুচ্চুরি কোরেই হোক্—মোক্তারীটে পাস কোরে একরকম র-ঠ কোরে চালাচ্ছিলুম জানেন্ তো।

রংলাল। হ্যাঁ, তা খুব জানি, শেষ এক বেটী বিধবাকে ঠকাতে গিয়ে ধরা পোড়ে গেলে—বোকা জজ, বেটা না বুঝে সুঝে এমন সোণার চাঁদ ছেলের নামটা roll থেকে কেটে দিলে।

অজারাম। তার পর? কি করি খুড়ো? খানকতক Homeopathy বই কিনে—আর এক-বাক্স অষুধ নিয়ে ডাক্তারী আরম্ভ কোল্লুম। ছোট খাট একটা ডাক্তারখানাও কোরেছি, তাও কোন্ দিন কোন্ বেটা সিল কোরে টেনে নে যাব যাব কোচ্ছে! এখন অকূল পাথারে পোড়ে আছি খুড়ো আর কি বোল্‌ব।

রংলাল। সুতরাং বুড়ো মাকে তো কোনমতেই খেতে দিতে পাচ্ছো না! কেমন? এই তো?

অজারাম। হাঁ, একরকম তাই বটে। কারণ, ১০। ১১ টী ছেলেকে ভাসিয়ে—বিশেষ সেই এক গেরস্থোর মেয়ে, অপর কেউ নয়: মেগের বোন শালা, আমার জন্যে জাত, কুল, মান সব জলাঞ্জলি দিয়েছে, তাকে রীতিমত সুখে না রেখে তো আর আমি অপরের জন্য ভাবতে পারি না?

রংলাল। অবিশ্যি—অবিশ্যি, তা বই কি? বুদ্ধিমানের কথাই তো এই, যার পেটের জন্য ভাবনা? বাপ্ রে—তা কি কোর্ত্তে পার? ঠিক্ কথ বোলেছ! এখন বাকী বাপু তুমি! তা তোমার ছাগলদাড়ী সাজ-গোজ আর রকম সকম দেখে তো জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে সাহসই হোচ্ছে না—তবে হঠাৎ বুড়ো মাগী না খেতে পেয়ে মর্বে—তাই একবার বল্‌ছি—কি বল? তুমি ত বাপের ধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে বোসে আছ—বাপের স্ত্রীকে কি খেতে দেবে? তোমাদের দলের ব্যাভার দেখে শুনে আমার তো বোধ হয় না—তবু একবার জিজ্ঞেস করায় ক্ষেতি নেই, কি বল বাপু?

ভয়ানক। পিতৃব্য মহাশয়! ভ্রাতৃগণ! ভ্রাতৃ-পুত্র ও উপপুত্র ইত্যাদিগণ, আমার স্ত্রীরত্ন মহাশয়া ও আমার স্ত্রীর পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্র-প্রবর! আমি এই পিতৃব্য মহাশয়ের পৈতৃক পুরাতন ছারপোকা-সম্বলিত চৌকীখানি ছাড়িয়া উঠিলাম। কেন উঠিলাম? কে বলিবে কেন উঠি-লাম! আমি বলিব, এক নূতন কথার মীমাংসা

করিতে উঠিলাম। কথাটা কি? উপায়হীনা বৃদ্ধা বিধবা মাতাকে খোরাকি দেওয়া উচিত কি না? এই আবশ্যকীয় কথার মীমাংসা করিতে উঠিলাম। উঠিলাম তো দশ কথা ভাল করিয়া শুনাইয়া দিই। বলি—মাতা প্রসূতি—জননী—গর্ভধারিণী ইত্যাদি ইত্যাদি, সুতরাং মাতাকে খাওয়াইতে দাওয়াইতে হইবে,তোমার পয়সা থাকিলেও হইবে, না থাকিলেও হইবে। আমি বলি—শুধু আমি কেন—যে সকল যুবক—পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক পাইয়াছে, চক্ষু বুজিয়া একাধারে চার্চ্চ, মসিদ, মন্দিররূপ সমাজে বসিতে শিখিয়াছে, তাহারা ও আমি সবাই মিলিয়া বলি—বৃদ্ধা অনাথা মাতাকে ভরণ পোষণের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। মাতা—এমন কি, একটা আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার চির-জীবনের claim থাকে? তিনিই তো নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য আমাকে দশ দশটা মাস পেটে ধরিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া এই চিরপরিশ্রমের জগতে ছাড়িয়া দিয়াছেন—প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ - খাটিয়াই মরিতেছি। তিনি ত শত্রুর কার্য্য করিয়াছেন। তবে আমাদের এই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, Pilvate school এর 8 cietary থেকে ঝাড়ুদারি পর্য্যন্ত করা টাকা—মায়ের বিলাসে না দিয়ে—ছেলের সখে না খরচ কোরে কেন অমন পরম শত্রু মাতাকে খাওয়াইব? পরম শত্রুকে কেহ কি খাওয়াইয়া থাকে? কৈ? তোমার স্ত্রী-বহিষ্করণকারী পরম শত্রু নামধারী নরাধমকে আসনে বসাইয়া জামাই আদরে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাওয়াও দেখি। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, কেহ তাহাতে রাজী হইবে না। সুতরাং পরম-শত্রু মাতাকে উপোষ রাখাই সাব্যস্ত হইল। আর লালন-পালন করিয়াছেন বলিয়া যদি মাহিয়ানা স্বরূপে দামাসভাড়া চাহেন—তাহাও পাইতে পারেন না; কেন না, একে তো তাঁহার নাড়ীছেঁড়া ধন যাহাতে বাঁচিয়া থাকে, তা দেখা তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য, তার উপর লালন-পালনের পক্ষে বাপেরও Half share আছে—সুতরাং মাতার এস্থলে মাহিয়ানা বা ভরণ পোষণের claim করা অন্যায়। শুধু অন্যায় নয়, ধৃষ্টতার একশেষ। কুজড়োমোর চুড়ান্ত।

(উপবেশন)

mis মন্দা ও বিভীষিকা। Bravoe। (করতালি।)

ভয়ানক। (উঠিয়া) বিশেষতঃ যখন মাতার সময় ছিল, বয়সকাল বজায় ছিল, তখন তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট অর্থাৎ আমাদের পিতার নিকট দাঁও করিয়া বৃদ্ধবয়সের জন্য খোরাকী না লইয়াছিলেন কেন?

রংলাল। ওরে ব্যাটা অকাল-কুষ্মাণ্ড তুই আবার বোলতে সুরু কল্লি যে? বেরো বেটা আমার বাড়ী থেকে। বেরো বেল্লিক বেটা। বেমায়েস্তা বেট বেয়াক্কেলে বেধোর্ম্মে, বেটা, মাকে খেতে দিবিনি, দিবিনি। তার অতো ভরকুটী কেন রে বেটা? বেরো তোর সভ্যতার মাথায় লক্ষ পয়জায় পড়ে—বেরো, বেটা বেরো, তোর মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কোর্ত্তে হয়।

বিভীষিকা। Papa শালা বলিস্‌তো তোর খুড়ো শালার সাথে একহাত ফাইট লোড়ে দি। শালা বুড়ো বাঁদর বড় গালিগালাজ ঝাড়ে চে।

Mrs মন্দামণি। No NO বেটা। A big rascal he isyou

রংলাল এ, না বোলছি সহজে বেরো—নইলে দেউড়ী থেকে কোঁৎকা ঘাড়ে ধামপাল্ পাঁড়েকে ডেকে দেবো—সব ভোজপুরি ধরণে ঢ্যাকা মার্ত্তে মার্ত্তে বিদেয় কোরে দেবে।

ভয়ানক। এমন rude fellow দের সঙ্গে আমরা আলাপ করি না। Devllish old rougue come darling।

M 'মন্দামণি। Come come dear-(হস্তক্ষেপ) b পশ্চাতে আইস।

বেঁড়ে। y's mama—ding ding ding—didi ding dang!

ভয়ানক, Mis মন্দামণি ও বেঁড়ে বাবুর প্রস্থান।

রংলাল। ওয়েম্ এ পিট আর ও পিট।

বাপু! তোমরাও ওই। ও না হয় পইতে ছিড়ে ধর্ম্ম ছেড়ে বেধর্ম্মে হয়ে গেছে, তোমরা যে হিঁদুদের বুকে বসে হিঁদুয়ানীর নামে কলঙ্ক দিচ্ছ। ডোম্ ডোক্লা দুলে-বাগ্‌দী সবাই বুড়ো মাকে খাইয়ে থাকে। তা তোমরাও এসো বাপু। পথ দেখো। ঝকমারি হয়েছিল আমার তোমাদের মতন পাষণ্ড ক বেটাকে ডাকানো। এখন আস্তে আস্তে দুর্গা বলনা—এসনা—এলে গে বাঁচি যে। তোমাদের মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়, সকালবেলা নাম কোল্লে অন্ন হয় না।

[ভ্রাতৃদ্বয়ের ও পুত্রদ্বয়ের প্রস্থান।

এমন নাক্‌কাটা বেহায়ার দল তো বাবা দুনিয়ার দেখিনি! স্বচ্ছন্দে রাড়ের আর শালীর সংসারের দোহাই দিযে কাটালে? বেটাদের মায়া-মমতা কি জন্মায়নি নাকি? মাতা পরম গুরু, তাঁর উপর এই অসৎ ব্যবহার! হিন্দুরাজত্ব হলে বেটাদের শূলে দিয়ে তবে ছাড়্‌তো। তাই তো? কি করে পাজি বেটাদের ঠেঙ্গে বুড়োমার খোরাকী আদায় করি? দেখি কি কোর্ত্তে পারি, রায় বাবুর সঙ্গে তো সৎ-লব আঁটা থাক্ গে। তার পর তাঁর সলা আর আমার হাতযশ।।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা।

(অজারাম শর্ম্মার বাটীর দরদালান)

(পোষাকপরা কুকুর ও কুকুরী লইয়া একদিকে শ্রীমতী কুড়্‌নি ব্যাওযা, ভোদড়, অন্যদিকে অজারাম, খোদন, বাতাসী; মধ্যস্থলে মোড়ায় বসিয়া ভয়ানকচন্দ্র শর্ম্মা)

অজারাম। গা—না—মিলন গান—যা প্রাণ-তোষণ বেঁধে দিয়েছে, সেইটে গা—গা।

(দুইজন নর্ত্তকীর গীত।)

আহা মরি বেশ খুলেছে, জোড় মিলেছে—
ট্যাপার কোলে টেপীটী।
ট্যাপা ভাবে টেপী আমার বড্ড নেটিপেটিটী॥
টেপী ভাবে ট্যাকুটী ট্যাপার,
কান্দিনে হায় কোর্‌বো কাহার;
টেকুবে কি না টেকুবে ভাতার ভাব্‌না তো তার নেই সেটী।
টেপীর হাতে রইলো টেপার মরণ জীওন কাটীটী॥

বাতাসী। না ভাই ঠাকুরপো! আমার সাতটা নয় পাঁচটা নয—একটা মেয়ে—এর বে আমি হিন্দুমতে না দিয়ে—সমাজে ধোরে দি কেমন কোরে? কাল রাত্তিরে যে রকমে হয় হয়েছে, আজ বাসী বে-টা আমাদের মতে হোলে ভাল হয়। তোমাদের মতে ট্যাপার আমার বে দিয়ে—শেষ কি জাত খোওয়াব? না ঠাকুরপো! তা আমি পার্‌বো না বাবু!

ভয়ানক। ওঃ! কি ভয়ানক কথা শুনি? কর্ণ! তুমি বধির হইয়া যাও! চক্ষু! তুমি বুজিয়া যাও। দেহ! তুমি পাষাণের মূরৎ হইয়া Pepestal এর উপর গিয়া উঠ। এমন ভয়ানক পৌত্তলিকতার কথা যে আর সহ্য হয় না, হায—হায—হে Officiating মেজবধূ। জানি না, কোন্ পাষণ্ড পাষণ্ডী—নরাধম নরাধমিনীদের পরামর্শে আজ প্রাতে তুমি এমন World renowned বিবাহে অমত করিতেছ? তুমি দেখিতে পাইতেছ না যে, সমগ্র সভ্য-সমাজ এই বিবাহের consummation এর জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া আছে? এই সুমহৎ কার্য্য সমাধা হইলে অমনি সর্ব্বত্র Telegraph এর তার চলিতে থাকিবে—এক মুহূর্ত্তের মধ্যে Europe, Asia America ও Africa ময় এই ট্যাপাটেপীর বিবাহের খবর ছুটিয়া যাইবে! আমাদের সমাজের উচ্চনাম ও জীবন্তজ্যোতি—দিগ্‌দিকে ছড়াইয়া পড়িবে! হা হতভাগ্য আমি—আমার দ্বারা কি এ সুকার্য্য সাধিত হইবে? হে প্রবলে অবলে—ক্ষমা কর, আর বাধা দিও না—পুনরায় বাধার কথা কহিলে আমি সজোরে দরদরিতধারে কাঁদিয়া উঠিব; এমন কান্না কাঁদিব যে—হিমালয় পর্ব্বত নরম হইয়া গলিযা যাইবে। তাই বলি, হে মেজবধূ, তোমার

কঠিন প্রাণ কি কোমল হইবে না? (রোদনের উপক্রম)

অজারাম। আহা—তাই হোক্—তাই হোক্, ভায়াকে আমার আর কষ্ট দিও না—নিজের খরচে বিবাহের কাগজ-পত্র ছাপিয়েছে, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছে! ট্যাপাটেঁপীর এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হোতে পারে? আমাদের কুকুর-দম্পতির দ্বারা যদি ওদের সমাজওয়ালা বেচারিদের মান বাঁচে—তা তাতে হন্তারক হয়ে কাজ কি? না হয় ট্যাপাটেঁপী ওদের নিজেদের জাত ভাইয়ের সমাজে জাতে ঠেলা থাকবে! ভায়াদের সমাজওলারা কি আর দিন চারটে পয়সার হাড়-মাস কিনে দিতে পারবে না?

ভয়ানক। অবশ্য পারিবে—ভ্রাতঃ হে অবশ্য, পারিবে! আমাদের উপদেষ্টা উপাচার্য্য নিজ হস্তে ঝোল রাঁধিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইবেন! এমন কি, ভুরিয়ার কার্য্য করিতে অনেক হোমরা চোমরা সমাজ-জ্ঞাতা volunteer হইয়া ছুটিয়া আসিবে।

কুড়নী। ও দিদি, যখন আদত বে-টাই কাল ওদের কি ছাই সমাজের মতে হয়ে গেছে—তখন আজ আর গোলে কাজ কি? (জনান্তিকে) এখন পার যদি—দুপক্ষে আমাদের এই কুকুরের বিয়েতে যে ১৫০।২০০ টাকা খরচ হয়েছে—তার কিছু ওদের কাছ থেকে আদায় কোরে নাও।

বাতাসী। (জনান্তিকে) ও দিদি! তাতে ও বেটারা খুব তালেবর! কোন বেটার ঘর ঠ্যাঙ্গালে এক কড়া কাণা-কড়ি পাবার যো নাই। ওরা দেনা কোরে—পাওনাদারের সঙ্গে মাগকে কি মেয়েকে মিটিয়ে আসতে পাঠিয়ে দেয়! ওরা আবার টাকা দেবে? এই হৈ চৈ করে যেমন তোমরা আপনাদের সমাজ বেঁধে সোণা-গাছিতে, মেছোবাজারে কাল কাটাও, ওদেরও তাই, ওদের তাতে আবার গেরস্থ-খানকী চেনা যায় না। এইটুকু বেশীর ভাগ! তোমাদের ওপর উপ্‌রি লাভ। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুর্‌পো, তাই স্বীকার কোল্লেম ভাই—এখন তাড়াতাড়ি বাসি বে-টা সেরে দাও—আমরা আশীর্ব্বাদ কোরে মেয়ে জামাই ঘরে তুলি!!

ভোঁদড়। ও মা—ট্যাপা বেটাচ্ছেলে যে একটুখানি হাগী করে ফেল্লে!

খোদন। তাই তো—এ যেদনাবা! টেঁপীও যে একটুখানি নগিা কোল্লে!

বাতাসী ও কুড়্‌নী। ওই মাঃ—অমন পোষাক দুটো নষ্ট কোরে ফেল্লে!

ভয়ানক। শুধু তাই নয়—অশ্লীল হইয়া পড়িল।

অজারাম। তা হোক্, পশুর জাত বইতো নয়—ওদের অশ্লীল ধোর্ত্তে গেলে—আর কাজ চলে না।

ভয়ানক। সে কি ভ্রাতঃ! ও ভ্রম আমাদের ভাঙ্গিয়াছে! আমরা এক্ষণে গৃহপালিত পশুপক্ষীর অশ্লীলতা ঢাকিবার জন্য বিরাট আন্দোলন করিতেছি, Halbeit Hallএ সে দিন বিরাট সভা হইয়া উহার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে—এখন বড়লাটের council এ একখানা বিল্ পাস্ হইয়া গেলেই হয়। আর তাহাও অতি সহজে হইবে—কেন না, ইংরাজেরা জানে যে, আমাদের সমাজই Reformer এর দল। গৃহপালিত পশুপক্ষীর কাপড় পরা হইলে, তাহার পর বন্য পশুপক্ষীর জন্য আর একবার ভ্রাতাভগ্নীগণ লড়াই করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইবেন।

অজারাম। ভাল—তা পরে কোরো ভাই—এখন একবার বে-টা সাঙ্গ কোরে ফেল্লে যে বাঁচি।

ভয়ানক। অবশ্য—অবশ্য! হে ভোঁদড় বাবু ও খোদনসোনা, ট্যাপার হাত টেঁপীর কাঁধে দাও ও টেঁপীর হাত ট্যাপার কাঁধে দাও! আমি মন্ত্র পাঠ করি। হে ট্যাপা সুন্দর, তুমি টেঁপী সুন্দরীকে বল, হে প্রাণের টেঁপী! তোমার আমার প্রাণ-মন-ট্র্যাক্-পকেট ইত্যাদি সমস্তই এই হাতের সঙ্গে সঙ্গে অর্পণ করিলাম। তুমি উক্ত কয়টী দ্রব্য লইয়া যথা ইচ্ছা করিতে পার। আরো বল, হে সুসভ্যা সুভব্যা টেঁপী গৃহিণী! তোমায় পাষণ্ড যণ্ড পোত্তলিক Barbarianদের মতন ঘরে

পুরিয়া রাখিব না. তোমার পিঠে স্বাধীনতার পাখা বাঁধিয়া দিব—তুমি যথা ইচ্ছা যাহার সহিত ইচ্ছা উড়িয়া বেড়াইবে—ইডেন গার্ডেনে হওয়া খাইবে—হোটেলে খানা খাইবে—আর আমার নাকে দড়ী দিয়া যথেচ্ছা টানিয়া লইয়া বেড়াইবে—তাহাতে বাধা দিব না—বাধা দিতে তোমার পায়ের স্লুপে স্লুপে স্লিপার যেন অনবরত আমার মস্তকে পড়িতে থাকে।

অজারাম। হয়েছে না আরো আছে?

ভয়ানক। উঁ ত—এক তরফ' হয়েছে—হে টে পী সুন্দরী! তুমি ট্যাপা সুন্দরকে বল, হে ভ্যাড়াকান্ত ম্যাড়াকান্ত প্রাণকান্ত ট্যাপা! তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া গুণে আটকা পড়িয়া ট্যাক ও পকেট বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া—তোমায় অনুগ্রহ করিয়া—আমি বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, রসিকা, প্রেমিকা, সুসভ্যা, সুভব্যা, টে পীরাণী—আমার দেহ বিক্রয় করিতেছি। আমার প্রশস্ত ও পরিবর্ত্তনশীল মন ও পরপুরুষ-প্রেমরসে ডুবু ডুবু প্রাণের সহিত তোমার কোন সংস্রব রহিবে না। আমি তোমায় নিত্য নূতন রঙ্গ দেখাইব—রঙ্গিণী বলিয়া কলিকাতার বাজারে বিখ্যাত হইব। সহচরী-সভায় নাম লিখাইব! তোমার ট্যাক খুলিয়া পকেট ঝাড়িয়া বাক্স ভাঙ্গিয়া যত টাকা পাইব—সমস্ত আমার বিলাসে খরচ করিব! অকুলান হইলে—তোমার নামে ধার করিব, তুমি বিনাবাক্যব্যয়ে পরিশোধ করিবে—না করিলে একদিন দেখিব—দুদিন দেখিব—তিনদিনের দিন তোমার কপালে কলা ঠেকাইয়া অপরের কোলে গিয়া বসিব। মাথা খুঁড়িলেও ফিরিয়া আসিব না! এই আবকোরা সর্ত্তে এই সাক্ষীগণের সম্মুখে আজ আমরা আইনমতে Registry করিয়া civil marraige সূত্রে আবদ্ধ হইলাম! এইবার বর-কন্যার পিতা-মাতা ও অন্য সকলে মনে মনে বল—হে মাতঃ, হে পিতঃ! হে জগদীশ্বর। হে নবীন বিধানের কথার কথা একব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি—হে আমাদের ঘরবাইয়ের সাধের সাথী প্রাণের ইয়ার পঞ্চাভেঞা! হে প্রেমময়! হে গুণময়! এই নব দম্পতির শরীরে আপনার সয়তানের খানিকটে গুণই বলুন আর দোষই বলুন, মিশাইয়া দিন। সাহেবী চালে চহাইবেন, অন্ততঃ দিশী ফিরিঙ্গীর চালে হইলেও আপত্তি নাই! অথচ একটু সৃষ্টিছাড়া বেতর বেসাট হিসেবে যাতে সমাজে চল্‌তে পারে, তার যোগাড় করিয়া দিবেন!

কুড়ুনী ও বাতাসী। যা—তোরা ট্যাপাটে পীকে নিয়ে পোষাক ছাড়িয়ে দিগে যা।

[খোদন ও ভোদড়ের কুকুর লইয়া প্রস্থান।

(বেঁড়ে বাবুর প্রবেশ)

বেঁড়ে। ও শালা Papa বাঃ—তুই হেতা বে দিতে এসেছিস্? হামার ভারি Trouble হয়েছে! এখন cash চাই! জানিস্ শালা Papa! cash চাই! কাল রাত্তিরে শালারা ধোরে হাজতে লে গেছলো, শালারা ভারী মেরেছে—হাড়ে হাড়ে অযুধ দিয়েছে—তার ওপর শালা হাকিম respectable মাতাল বোলে five রুপেয়া fine কোল্লে! দে শালা papa—cash দে—নীচে শালা পাহারাওয়ালা wait কোচ্ছে! দে শালা—আগে আমায় দে—তার পর ফের মা শালী এসে তোর ঘাড় ধোরে তার fine এর পঁচিশ টাকা আদায় কোরে নিয়ে তবে ছাড়্‌বে।

ভয়ানক। ও বেটাচ্ছেলে, ও শালার বেটা শালা! সে আদ-বুড়া-মাতালনী বেটী—আবার কি কেলেঙ্কারী কোরেছেল?

বেঁড়েবাবু। সে মা শালীর কথা শুনবি? শালীদের সহচরীসভা সাঙ্গ হোলে পর কাল বেশী রাত্তিরে কটা বুড়ী মাগী শালীরা মিলে খুব Whisky টেনেছেলো—মা শালী ছোট্‌কে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে Incapable হয়ে শুয়ে পড়ে—শালা—কনেষ্টেবল—অমনি ঝোলায় কোরে হাজতে। আজ পুলিসে আমি শালা বল্লুম—চুণোগলীর ইক্রবাজাওয়ালার ছেলে আমি—শালা ৫টাকা fine কোরে ফেল্লে—মা শালী বড় গুমর কোরে বোল্লে, হামি reformer এর দলের ইস্ত্রি, respectable party তে Invitationএ-গিয়ে হঠাৎ বেএক্তার

হয়ে গিয়েছিলেম, Magistrate শালা bloodshot চোকে চেয়ে বোল্লে, চোপ্‌রাও ইউ Drunken she-demon! This is your 6th time you know! next time you will have a mouth for your trouble! শালা জোর কল্মে ২৫ টাকা লিকে ফেল্লে—আরে শুন্‌লি ত? দে না শালা টাকা পাহারাওলা শালা যে মাকে আট্‌কে রেখেছে! নগদ তিরিশ টাকা কর্‌কোরে চাই! আর পাহারাওয়ালা শালার বক্‌সিস্‌ ১ টাকা।

ভয়ানক। এক পয়সা না—সিকি পয়সা না—বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, পাহারাওলায় ধোরে নিয়ে জেলে দিক্‌। তুই বেটাও যা, একপয়সাও দিচ্ছি না। আর দেব কি? হাতে এক কড়া কাণাকড়ি নেই। Poor religious reformer আমি হাতে টাকা না থাকাই আমাদের লক্ষণ। আর থাকুবেই বা কোত্থেকে? private ইস্কুলের যত বেটা দশ টাকা পাঁচটাকা মাইনের মাষ্টার মেরে খাটিয়ে না দিয়ে, কর্‌কোরে ১০০ টাকা তোর কাপ্তেন মায়ের হাতে কাল এনে দিলেম—আর বেটী একরাত্রে সব খরচ কোরে এসে আবার জরিমানার টাকা চায়? যা বেটাচ্ছেলেরা—আমার নজর ছেড়ে দুজনে চোলে যা—মোর্‌গে যা—ফিরে চেয়েও দেখ্‌বো না।

বেঁড়েবাবু। ওঃ শালা! নোড়েভোলা step father—টাকাটী সুড়্‌সুড়্‌ কোরে না দিলে—তোর রক্ত দর্শন কোরে ছাড়্‌বো—শালা! জানিস্‌ (গলার কলার ধরিয়া) শালা নিদেন্‌—হামার পাঁচ টাকা দিবি কি না বল্‌? নইলে এক সেলারি blow তে তোর বদন বিগ্‌ড়ে দেবো!

ভয়ানক। ওরে রাক্কুসে বেটা খুন্‌ কোল্লে রে! শালার বেটা শালা পরের ছেলে কি না? আমার ওপর কোন মায়া দয়া নেই! এই নে বেটা এই ঘড়িটে বাঁধা দে গিগে যা—(ঘড়ী প্রদান) ডোম্‌-চিল্‌ বেটা, কুটো নিয়ে তবে নড়্‌লো!

বেঁড়েবাবু। নড়্‌বো কি রে শালা—মায়ের টাকা তোর বাবা শালাকে ঘাড় নীচু কোরে দিতে হবে।

(নেপথ্যে) বাবু সাহেব—বহুৎ দেরি হোতা হ্যায়! জল্‌দি আইয়ে!

বেঁড়ে। ওই শালা শোন্‌—দে টাকা দে—দিয়ে মাকে খালাস কোরে নিয়ে আসি! হামার মাকে বিয়ে কোরেছিস্‌—জানিস্‌ না—শালা? তোর চোদ্দ পুরুষের ঘাড় ধোরে টাকা বার কোরে লিব! দে শালা ওই চেনটাও দে!! না দিলে তোর মুখে জুতোর গোড়ালি ঘোসে দেবো—শালা brainless idiot কি বাচ্ছা!

ভয়ানক। এ শালা যে দেখ্‌ছি আজ দত্তিদানা—একটা কিছু ভূতুড়ে মতন হয়ে এয়েছে! কাজ নেই বেটা গোঁয়ারের সঙ্গে তর্ক কোরে—এটাও নে শালা, তোর মাকে দিগে যা—সে কারু কাছে বাঁধা রেখে এখনি টাকা এনে দেবে এখন! দেখিস্‌ যেন বেশী টাকা ধার হয় না!

বেঁড়েবাবু। ওরে শালা—তা আর তোকে শেখাতে হবে না! মা শালী না পায় হামি দেবো শালা coward বাঙ্গালি বাচ্ছা!

(প্রস্থানের উপক্রম)

ভয়ানক। নাঃ নাঃ—চ আমিই গিয়ে সব ঠিক্‌ কোরে দিয়ে আসি—ওরে দৌড়ুলি যে? দে না বেঁড়ে—ও বেটা বেঁড়েবাবু! চেন্‌ ঘড়ী আমার হাতে দে না।

[প্রস্থান।

বাতাসী। তাইতো বাবু! মদ খেয়ে ধরা পড়া—মেয়ে মানুষের এতো বড় জ্বালা।

অজারাম। আরে, ও সব ডাক্‌সাইটে মেয়ে-মানুষ! ওদের কথা স্বতন্ত্র! ওরা Female emancipation গাছের নীরস ফল! ওরা সচরাচর পুরুষদের সঙ্গে fair fight লোড়ে থাকে! এ কে টোল্‌তে টোল্‌তে আসে? দাদা যে? বুঝি বরকোণে নিতে আস্‌ছে।

(বাজার হতে মাতাল লখিন্দরের প্রবেশ)

লখিন্দর। সর্ব্বনাশ হয়েছে—ও বাতাসী সর্ব্বনাশ হয়েছে—ভরাডুব—টুপ্‌ কোরে! ওরে পাগ্‌লি, তোর গয়নার টাকায় ২৫০মণী কিস্তি মারা

রিয়ার বক্ষ্ণড় কোরে বুড়ে গেছে—ডাকে—ডাকে পর এয়েছে, চড়নদার বেটা লিখে পাঠিয়েছে—এই দ্যাখ্ চিঠি—ভরাডুব টুপ্ কোরে লিখেছে। গ—একেবারে বসে গেছি বাবা। (উপবেশন)

কুড়ুনী। সে কি গো? কি অমঙ্গুলে কথা বল? ভরাডুবি কি গো? ওমা—আমার যে কান্না পাচ্ছে—এই আমি প্রায় ১০০। ১৫০ টাকা ধার কোরে বেতে খরচ কোল্লেম— সব যে সেই আশায়? মনে কোরেছিলুম, এ দুর্ভিক্ষের বাজারে হাজার ট্যাকায় হাজার ট্যাকা লাভ হবে। কি ভেঙ্গে বল্না রে বেটা মাতাল—দাগাবাজ—বল্ না—কে বোল্‌লে ডুবেছে?

লখিন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডুবেছে—ডুবেছে—সত্যি সত্যি ডুবেছে! বড্ড শোক লাগ্‌বে বোলে খাঁটি খেয়ে ভূত হয়ে এসেছি। সত্যি বল্‌ছি তোর ১০০০ টাকা পুঁজির ২৫০ মোণি চাল, বিশালক্ষ্মীর দয়ে ভুস্ করে ডুবে গেছে। কাঁদ্ শালি কাঁদ্—বুক চাপড়া—মাথা খোঁড়্—সাপমস্নি দে।

কুড়ুনী। তবে দেখ্‌ছি সত্যি সত্যি ডুবেছে? আর যে আমি না কেঁদে থাকৃতে পাচ্ছিনে গো? (শুইয়া) ওগো বাবাগো—কোথায় যাব গো? বাবা—আমার সর্ব্বস্ব খুইয়ে পাকা সেৎখানা যে বিশালক্ষ্মীর দয়ে তলিয়ে গেল গো বাবা? ও বাবা—এই উনপাঁজুরে বরাখুয়ে মাত্‌লা ব্যাটার পরামোশে যে দয়ে ডোবা আমার কপালে সত্যি হোলো গো বাবা!

লখিন্দর। চোপ্ শালি—চোপ্—ফের কাঁদ্‌বি ত মুকে কাপড় গুজে দেবো—চুপ কর্ বল্‌ছি, নইলে আমি আবার ককিয়ে উঠ্‌বো!

কুড়ুনী। ও মা, আমার এমন সর্ব্বনাশ হলো, হতভাগা ব্যাটা—কাঁদ্‌তে দ্যায় না কেন গো বাবা?

লখিন্দর। চোপ্ শালি চোপ্—বেসুরো কাঁদ্‌লে তোর মাথা কেটে ফেল্‌বো। হাঁ বাবা, কাঁদ সুরে, হাস সুরে, কথা কও সুরে, বাপন্ত কর সুরে, তবে বলি চেমুনি? আর নইলে বলি মামানী—ম্যাথরাণী।

(যণ্ডামার্ক শর্ম্মার প্রবেশ)

অজারাম। কে ও, যণ্ডামার্ক যে? বাড়ী থেকে না কি? খবর কি?

যণ্ডামার্ক। খবর ভাল পরে বল্‌ছি, এখন একবার বাইরে যাও, তোমার বৈঠকখানার সব ওযুধ-পত্তর শীল কোরে নিয়ে যাচ্চে।

অজারাম। সে কি? সে কি? কত টাকার জন্যে শীল কল্লে?

যণ্ডামার্ক। শীল-প্যায়দা বেটা আমাকেই দেনদার বোলে আটক্ কোরেছেল, শুন্‌লুম, তোমার সেই সৎশাশুড়ী ছেলের খোরাকির দাবি দুমাসের ৪০ টাকার জন্যে শীল কোরেছে।

অজারাম। ও গো, কি হবে!

বাতাসী। কি হবে তা আমি কি জানি?

অজারাম। ওগো সে কি কথা? তুই বই আর আমার তিন কুলে কে আছে? ন চ মাতা ন চ পিতা ন চ ভ্রাতা ন চ বন্ধু, তুমিই আমার-সর্ব্বস্ব! চিরকালটা পুষে এসে কেন পায়ে ঠেল? এখন ৪০ টী টাকা দিয়ে আমার মান বাঁচাও, পাড়াপড়শী দশজনের কাছে আর আমার মাথাটা হেঁট করো না।

বাতাসী। অপর দেনা হোলেও দ্যাখা যেতো—তোমার কোথায় গণ্ডা গণ্ডা ছেলে জন্মাবে আর আমি বেটী যে তার খোরাকি গুণ্‌বো তা তো প্রাণ ধোরে পারি না, তাতে জেলেই যাও আর ফাঁসিতেই ঝোলো।

অজারাম। ওগো—কোথায় কি বোল্‌চো? এ যে তোমার আপনার লোক—ছোট মা। তার গর্ভের ছেলে—খোরাকি দিলে তোমার পুণ্যি আছে তা জানো।

বাতাসী। আহা, কি আমার পুণ্যি গা!—বেটীকে পেলে—একবার গুয়ের ঝাঁটা পেটা কোরে তবে ছাড়ি! বেটী জামাই-ভাতারী মরে না?

লখিন্দর। আচ্ছা—আমি মিটিয়ে দিচ্ছি—বউ—তুমি এক কাজ কর—৪০টে টাকা দাও—আর সংসার ওপর সতা সতীনের ঝাল্‌টা—অজারামের

পিটেই ঝাড়ো, বস্,সব চুকে যাবে—এই যে আমার কুড়ুনী—ও তাই কোরে রাগ মেটায়! নে—অজা তোর শালীর—পায়ে ধোরে কাঁদ্—কাঁদ্ এখনি টাকা বার কোরে দেবে। আমি অমনি কোরে আদায় করি।

অজারাম। (পায়ে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) ওগো—তুমি আমার বাপ—পিতেমো—মা মাসী চোদ্দপুরুষ, তোমার পায়ে ধরি, এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর!

ষণ্ডামার্ক। বউ—দাদা বড় কাঁদ্‌ছে—যাও—আবদারটা রক্ষা কর—নইলে যে কেঁদে কেঁদে ফুপিয়ে ফুপিয়ে বেদম্ হয়ে পোড়বে।

বাতাসী। আহা! কি আমার কচি খোকা-টীগো! বেদম্ হয়ে পোড়বে! ভাল জ্বালায় পোড়েছি। মুখপোড়া যেন আমায় টাকার গাছ দেখেছে? চরে বাবু চ—দেখি কটা টাকা খুঁজে টুজে বার কোর্ত্তে পারি!

[অজারাম ও বাতাসীর প্রস্থান।

ষণ্ডামার্ক। বড়দা—মা তো মর মর!

লখিন্দর। তা বেশ—মর মর—বেশ তো, মরে গেলেই একটা আপদ্ যায়! খুড়ো বেটাও আর দশ কথা বোল্‌তে পারে না!

ষণ্ডামার্ক। টাটো যায়। কিন্তু এডিকে মাবেটী যে এটদিন সেই চাকাওলা—গুলেডেওয়া বুড়ো সিণ্ডুকে বাসন কোসন আছে বলে বলটো, এখন ডেখি টাটে নগদ বিশ হাজার সাহেব মুখো টাকা বেটী এটডিন পুটু পুটু করে লুকিয়ে রেখেছিল, টাই ঠেকে রংলাল খুড়ো বেটা সেডিন ফুস্‌লে ফাস্‌লে শটকরা ডশ টাকা সুডে খট লিখে ডিয়ে পাঁচহাজার টাকা নিয়েছে, সেই টাকাটা আমি হাটে করে রেজেষ্টারের সুমুখে গুণে ডিয়ে এলুম, মা বেটী মহা কৃপণ, টাকাটা ডিয়ে ফেলে সেই ডুঃখে শয্যাগত হয়েছে, চৈতন ডাডা বল্লে আজকের ডিনটে টেকে কি না? কাজে কাজেই জগা ঘোষে-দের ওপর যজমান বাড়ী কটার পুজো সারবার ভার ডিয়ে ডৌড়ে এলুম।

লখিন্দর। ওঃ—তবে দেখছি খুড়ো বেটাই মা কে মাল্লে? তাই সে দিন বেটা যেন মায়ের কত আপনার হয়ে এসে খোরাকির কথা পেড়েছিল বটে? ভাই তো বিশ-বিশ হাজার টাকা তো কম নয়! ও ভাই, আর কাউকে তো এ কথা এখনও শোনানো হয় নি?

ষণ্ডামার্ক। নাঃ সেজডাটো শোনেই নি, সেজডা ও না।

লখিন্দর। চ ভাই, তবে দুজনে গিয়ে টাকাটা ভাগ করে নেওয়া যাগ্যে, আহা, এমন না হলে মার পেটের ভাই! তাড়াতাড়ি খপর দিতে এয়েছে! চ ভাই টাকাটা ভুজেয়েই গাপ করা যাগ্যে।

ষণ্ডামার্ক। টাই চল, কিন্ট মার কিছু ডেনা আছে, বেশি নয়—টীনশো সাড়ে টীনশো টাকা, বেটী বলে ডেনার টাকা আমার মরবার আগে যে শোট করবে, টাকেই সব ডিয়ে যাব।

লখিন্দর। তাইতো—অতো টাকা—কোথা পাই?

কুড়ুনী। কেন গো চল না, আমি যেখান থেকে পাব, ধার করে এনে দেব, কিন্তু তা বলছি, মাগীর আজই মরা চাই, মলে সেই টাকা এনে শুধে ফেলা যাবে। ভরা ডুবির দায়ে ও বাঁচবো।

লখিন্দর। সেই ভাল কথা, তবে চ ভাই, দেখিস যেন অজা কি ভয়ানককে টের না পায়।

ষণ্ডামার্ক। আরে বাপরে—টাকি বলি ডাডা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(চাকাওয়ালা সিন্দুক-সমীপস্থ শয্যায় ব্রহ্মময়ী, পার্শ্বে তারা ও চৈতন কবিরাজ, ষণ্ডামার্কের সহিত মন্দামণি, ভয়ানকচন্দ্র ও নেড়েবাবুর প্রবেশ)

মন্দামণি। Oh horror dear! Dirty, Dirty, Very dirty! ছি ছি ছি অসহ্য! Native-দের বাড়ী, আর শুয়োরের খোঁয়াড়, দুই সমান। দুর্গন্ধে ও my dear দুর্গন্ধে my head is roe-

ing, মূর্চ্ছা বোধ করিতেছি! Boy! B y! give me the scent bottle! আর তোমায় বলি my dear, এখানের অপেক্ষা তোমার mother কে Hospital এ পাঠাইলে ভাল হ।

তারা। কি রকম? আমাদের মা হাঁসপাতালে মরতে যাবে কেন? মর্ মর্ বিবিব পোষাক গায়ে দিয়ে যেন লাট সাহেবের চেমূনী হয়েছে, তুই হাঁসপাতালে যা, তোর মা মাসী থাকে, তাদের পাঠা গে যা।

ভয়ানক। Oh my dear ভগিনি, বিবাদে কাজ নাই! জিজ্ঞাসা করি, এখন মাতা কেমন আছেন? কত দেরী?

তারা। ভাল আর কি করে বল্‌ব! কথায় কথায় ভীর্‌মি খাচ্চেন, চৈতন দাদা তো এক রকম হাল ছেড়ে দিয়ে বোসে আছে।

চৈতন। হাঁ—বিষবড়ী তো খাইয়েছি, কিন্তু কখন্ যে মোর -, তা এখনও আঁচতে পারিনি। এখন পুরুত ডেকে প্রায়শ্চিত্তটা কোরে ফেল্লে, বুড়ার পরকালের কাজ হয়, এমন কি বেঁচেও উঠ্‌তে পারে।

ভয়ানক। হো হো প্রায়শ্চিত্ত! damned heathenish custom, চৈতন দাদা! আমি পুত্র জীবিতে ও কার্য্য কখনই হইবে না, আমি আমার conviction এর উলটো কার্য্য করিতে পারি না; বিশেষতঃ বেঁচে উঠা is not our programme, কেমন হে ষণ্ডামার্ক ভায়া।

বেঁড়েবাবু। এ শালা পাপা! তোর মা শালীকে এই বার বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে তোদের পাঁচ মিশেলি ধর্ম্মে convert করে ফ্যাল্, তার পর যা কিছু টাকা-কড়ি আছে, সব নিয়ে লে, চল্ সরে যাই।

ভয়া। আঃ my dear বেঁড়ে বাবু! you are very right in your suggestion, বেস্ বলেছ, খুব ঠাউরেছ, ধন্য তোমার religious fervour! তোমায় আমাদের মুখ্যপাত্র করিবার জন্য লড়াই করিব! You will be my right hand to promulgate the tenets of our dying and jumbling religion. Now to business! Oh my ematiated mother হে আমার চোপসান মাতা, you are dying, অর্থাৎ তুমি পটল তুলিতেছ, সুতরাং you ought to be converted,

বেঁড়ে। Of course Convert, why not convert, I convert, you convert, mother convert, mother-in-law convert, father-in-law convert, all convert, grand mother why not convert, সহজে not convert তো জোর করে convert; understand শালা পাপা!

ভয়া। হে পৌত্তলিক মাতা! এই মৃত্যুকালে আমি তোমায় আমাদের ধর্ম্মে convert করিতে চাই! এ ধর্ম্মের গন্ধমাত্র গায়ে থাকিলে, তুমি অনায়াসে স্বর্গে গিয়া বসিতে পারিবে, নতুবা শাকচুন্নি হইয়া ঐ নিমগাছে বাসা লইতে হইবে।

তারা। ও মা! তোমার সমাজওলা ছেলের কথা শুন্‌লে তো?

ব্রহ্ম। শুন্‌ছি বই কি মা! তা বল্‌ছে ভাল অ বাবা, তা যা বলিস্ তাই হব, কিন্তু বাবা, আমি যাতে অঋণী হয়ে মর্‌তে পারি, আগে সেইটে কর, আমার ৩৫০ টাকা দেনা আছে, সেইটে বাবা শোধ করে দাও, তার পর তোমার মনে যা আছে করো!

ভয়া। All right ষণ্ডামার্ক তবে টাকা দিই!

ষণ্ডা। মাটো বলেছেন, যে ওর দেনা শোধ কর্ব্বে, টাকেই সব ডিয়ে যাবেন।

ভয়া। Well my মন্দামনি, well my darling dear, টাকা দেও, সব শুন্‌লে তো? this paltry 350 will bring 20000 in cash and paper, a collosal fortune for a poor pair like we.

মন্দামণি। এই যে, কার হাতে দিতে হোবে।

ব্রহ্ম। এই যে আমার তারার হাতে দাও; ও মা তারা! টাকা নিয়ে আচলে বেঁধে রেখে দাও, পাওনাদারেরা এলে হিসাব করে দিও। আঃ! এইবার মা সুখে মর্ব্ব (তারার টাকা গ্রহণ।)

ভয়া। বেঁড়ে বাবু! চল এবে, convert এর

সব জোগাড় করে আনা যাবু; priest চাই, রঙ্গিন কাপড় চাই, কেতাব চাই, and many other sundry things চাই।

বেঁড়ে। চল্ শালা পাপা! শিগ্ গির শিগ্ গির ফিরে আস্তে হবে, এধারে বুড়ী শালী না সরে পড়ে।

মন্দামণি। চ আমিও যাই, দোকান থেকে এক dose whiskey টেনে আসি।

(ভয়ানক, মন্দামণি ও বেঁড়ে বাবুর এক দিক দিয়া প্রস্থান, অন্যদিক দিয়া অজারাম, বাতাসী ও খোদনসোণার প্রবেশ।)

বাতাসী। (জনান্তিকে) টাকার সিন্দুক কোন্‌টা গা?

অজা। ঐ যে চাকা অ'টা গুলো দেওয়া! (প্রকাশ্যে) ও তারা, মা এখন কেমন আছেন?

তারা। এই দেখ না দাদা! ও মা মেজদা এয়েছেন।

ব্রহ্ম। কই? কই? ওরে বাবা, এসেছিস্ তবু ভাল, এখন তো বাবা মর্ত্তে বসেছি, যা-কিছু আছে, তা তোকে আর যণ্ডাকে দে যেতে পাল্লে সুখে মর্ব্ব।

অজা। তাই হবে, তাই হবে, তার জন্য ভাব্‌বেন না, আমরা ও তাই এচে এসেছি।

বাতাসী। (জনান্তিকে) সিন্দুকের চাবিটে চেয়ে নাও না গো।

অজারাম। দাঁড়াও—দেখি, আগে কত দেরী। (জনান্তিকে) চৈতনদা, এখন দেরী কত? বুড়ো মড়া পাটটাট কর্‌তে হবে নাকি?

চৈতন। কর্‌লেই ভাল হয়, দিন থাক্‌তে থাক্‌তে কাজটা নিকেশ হয়ে যায়'

অজারাম। ওহে ভায়া! মার কি দেনার কথা বল্‌ছিলে যে?

ব্রহ্ম। হ্যাঁ বাবা! আমার প্রায় ৩৫০ টাকা দেনা আছে, আমায় অঋণী করে দে বাবা, তোদের রেখে সুখে মরি, নইলে এ কঠিন প্রাণ বেরুবে না।

বাতাসী। ওগো, বেরুবে না বলে যে, দাও দাও শিগ্‌গির টাকাগুলো গুনে দাও, এই নাও, (টাকা দেওন) যত দেরী হবে, ততই খারাপ, এখনি তোমার অন্য অন্য ভাই হয় তো এসে পড়্‌বে, সব ফস্কে যাবে।

অজারাম। ঠিক বলেছ! ও মা, এই তো ৩৬০ টাকা আমি দিচ্ছি।

ব্রহ্ম। দিচ্চ বাবা, দাও, ওই তারার হাতে দাও, ঐ তারার হাতে দাও। আঃ,তোকে আশীর্ব্বাদ করে মরি। ও মা তারা, টাকাগুলো আঁচলে বেস করে বেঁধে রাখ। (টাকা গ্রহণ)

যণ্ডা। মেজভাই, তোমরা একবার ও ঘরে চল, একটা পরামর্শ কর্ত্তে হবে।

অজা। চল ভাই চল, কিন্তু এ দিকে আর বেশী দেরী করা হবে না,টেঁকে গেলে তো আর চল্‌বে না।

ব্রহ্ম। নারে বাবা ভয় নাই, টেঁ কচি না, আর বড় দেরীও কচ্ছিনা।

চৈত। না। মিছি মিছি দেরীতে কাজ কি? গোটা তিনেক খাবি খাওয়া বইতো নয়, সেরে দিন?

[অজারাম, বাতাসী ও যণ্ডার প্রস্থান।

খোদন। ও কোবরেজ! বুড়ো কেমন করে খাবি খাবে দেখবো।

চৈতন। কেন? খাবি খেতে শিখবি নাকি?

তারা। দাও না দাদা! বেটার গলা টিপে ধরে খাবি খেতে শিখিয়ে দাওনা।

(নেপথ্যে) এ তোমার খুড়ো বড় অন্যায়। ভারী অন্যায়!

(রংলালখুড়োর সঙ্গে লখিন্দর, কুড়্‌নী ও ভোঁদড়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। কি অন্যায় কাজটা হয়েছে, হ্যাঁহে বাবু লখিন্দর? এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছি যে তোমার গায়ে সইল না! সুদ দেবো—টাকা দুমাসের ভেতর সুধে ফেল্‌বো, রেজেষ্টারি করে দলীল লিখে দিয়েছি, এও বুঝি তোমার সইছে না? এ দিকে যে বুড়ো মা না খেতে পেয়ে মর মর, এটা তো সপুত্তুর তুমি সইচো।

লখি। ওই সেই কথা! আমার মা, আমি

খেতে দিই আর না দিই, সে বিষয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বাবু? আমার মায়ের আবার খাবার ভাবনা? কত খাবে? একটা পেট, কত খাবে?

কুড়ুনী। সত্যিই তো, একটা পেট, কত খাবে?

ভোঁদড়। না হয় এই দুটাকার বেদানা মিছরি সব খেয়ে ফেলুক?

লখি। আবার কি? ওঃ চৈতন্য দেখছে কেমন?

চৈতন। নাঃ, আর বড় দেরী নাই, কাজ গুছিয়ে এনেছি। জান তো ভায়া, শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ, কালকে ও পাড়ায় ঘোষেদের একটা ছে নিয়ে ৯৯টা হয়ে আছে, আজ এঁকে ভালয় ভালয় পাঠাতে পাল্লে, শ'টা পুরো হবে, আমিও স কুটওয়ালা বদ্দি হয়ে সহরে বেরুবো।

কুড়ুনী। বেশ, বেশ, হ্যাঁ গা, এ বদ্দিটী তো বেশ সভ্যভব্য দেখ ছি, কোন কথা কোয় না।

ভোঁদড়। হ্যাঁ মা, বদ্দিটা সভ্যের মতন দাঁত খিঁচিয়ে কথা কচ্চে যেন ভেংচুচ্চে, আর ভব্যের মতন বসে আছে যেন তোর বাবা গুলী খাচ্চে।

কুড়ুনী। দূর ছোঁড়া, তোর সব কথায় কথা কওয়া ঘুচবে না।

লখি। ও মা। কেমন আছ? কিছু খাবে কি? তোমার জন্য ভোঁদড় আমার কত খাবার দাবার এনেছে।

ব্রহ্ম। আর বাবা, মর্ত্তে বসেছি, এখন আর কি খাবার সাধ আছে? এখন বাবা এয়েছ যদি, তোমার বুড়ো মাকে ঋণী হয়ে মর্ত্তে দাও বাবা।

লখি। কত টাকা দেনা আছে মা?

ব্রহ্ম। এই ৩৫০টাকা হিসাব করে হয়েছে. তা বাবা দেবে কি?

লখি। (কুড়ুনীর প্রতি) কি বল?

কুড়ুনী। আগে সিন্দুকের কথাটা যাচিয়ে নাও, নইলে কি শেষ "আপনার ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞি বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে" তাই হবে।

লখি। আচ্ছা মা, তোমার দেনা যদি কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে চুকিয়ে দিই, তা হলে আমায় কি দিয়ে যাবে?

তারা। কেন দাদা, মা তো বলেছেন, যে ছেলে ওঁর দেনা দেবে, সেই ওঁর ঐ সিন্দুকের সব টাকা পাবে।

কুড়ুনী। ওতে কত টাকা আছে গা?

তারা। তা তোকে বলতে গেলুম কেন রে মাগী।

লখি। না না, ও কথায় কাজ নাই, আমি সব জানি, এখন এই নাও মা ৩৫০টাকা আমি দিচ্ছি।

ব্রহ্ম। দিচ্চ বাবা, তা দাও, ঐ তারার হাতে দাও, সবাইকে ডেকে দেবে এখন (টাকা প্রদান)

ও মা তারা, টাকাগুলো বেস্ করে পেট-কোঁচড়ে বেঁধে রাখ।

চৈতন। বাস্—সব টাকা আদায়, হিসেবের একচুল এদিক্ ওদিক্ হয় নি। এখন মা, এইবার খাবি খেতে সুরু কর। এই যে—বেশ্—বেশ। ওহে দেখ ছো কি? আর বড় দেরী নেই—গঙ্গা-যাত্রার উদ্যোগ কর—নাভিশ্বাস হয়েছে।

তারা। ও মা—কি হলো গো। (ক্রন্দনের ভাণ)

(ভয়ানক, অজারাম, বেঁড়ে, মদামণী, রাতাসী ও ষণ্ডামার্কের পুনঃ প্রবেশ)

লখিন্দর। আ মোলো, এরা কোথা থেকে? হ্যাঁরে ষণ্ডা—এরা যে?

অজারাম। ও ষণ্ডামার্ক, এ কি ভাই? সব ভাগীদার যে হাজির?

ভয়ানক। তাই ত ষণ্ডামার্ক, তোমার সঙ্গে তো ভাই এ রকম কথা ছিল না?

রংলাল। আরে—ও সব কথা থাক্—এখন বুড়ী মাগী যাতে গঙ্গা পায়, তার যোগাড় কর। বাড়ীর গায়ে গঙ্গা, বুড়ো মার কি ঘরে মরাটা ভাল দেখায়?

লখিন্দর। ও ভাগের মা গঙ্গা পান, আর নাই পান—আমি ত বাবা এ সিন্দুকের কাছ ছাড়া হচ্চি না, করকোরে টাকা গুণে দিইছি। (সিন্দুকের নিকট গমন)

অজা। আমিও তাই—সুতরাং এক কোণ দখল কল্লেম। (সিন্দুকের নিকট গমন)

ভয়ানক। আমিও (।।।৫০) ডিটো—অর্থাৎ আর এক কোণ। (সিন্দুকের নিকট গমন)

বৈড়েবাবু। হামি কৌৎকা লিয়ে ডালার ওপর চেপে বস্‌লুম। দেখি বাবা কিসে কি, হোয়ে যায়।

ষণ্ডামার্ক। আমি এ বাড়ীতে আজ ঠেকে ভূটের নেট্য কর্‌ব, তাই বেরাদার ফাড়ার গাড়ার বুঝি না বাবা, সব ঘরে চাবি টালা এঁটেছি। আমি ও টাকার ভাগ চাই না। বসট বাড়ীটে কাউকে থেঁসুটে ডেব না।

রংলাল। সে কি রে কুলাঙ্গারেরা—সে কি? মাগী চার ছেলের মা হয়ে ঘরে মর্‌বে নাকি? ভাগের মা বোলে কি বাড়ীর পাশে গঙ্গা পাবে না?

চারিপুত্র। তা বল্লে কি হয়—তা বোলে টাকার কাঁড়ী তো ছেড়ে যেতে পারি না। ডানহাত বাঁহাত চাই। একহাতে টাকা নেবো, অন্য হাতে খাট ধোর্‌বো—এই তো বাবা বুঝি।

চৈতন। এই—এই কণ্ঠশ্বাস হয়েছে—বস্—একখাবি—দুখাবি—তিনখাবি—বস্ সব স্থির।

রংলাল। ওরে ধরনা রে—বাইরে নে চল্—ও মা তারা কেউ তো এগোয় না—তা ওই তোমার মার আঁচল থেকে চাবিটে দাও—এদের টাকাটা বকুরা কোরে দিই, মাগীরা পুঁটুলি বাঁধুক তবে যদি বেটারা নড়ে।

পুত্রগণ। খুড়ো—বেশ বোলেছ বাবা—সব গোল মিটে যাবে।

(খুড়ো কর্তৃক চাবি গ্রহণ)

রংলাল। তবে সব সার গেঁথে দাঁড়াও! আমি একে একে গুণে গুণে টাকার থোলে তোমাদের হাতে দিতে থাকি, আর তোমরা নিতে থাক! বুড়ী মা ততক্ষণে সিট্‌কেই উঠুক্ আর দানাই পেয়ে বসুক্, শেষে বোঝা পড়া। কেমন?

পুত্রগণ। অবিশ্যি—অবিশ্যি, এই তো কাজের মতন কথা।

(সকলের সারি গাঁথিয়া দাঁড়াওন)

রংলাল। (সিন্দুক খুলিয়া তিনটে ছেঁড়া জুতোর মালা তিন ভায়ের গলে দেওন ও তারার তিনটে খুড়ো ঝাঁটার মালা তিন উপপত্নীর গলে দেওন) বাহবা বাহবা বেশ মানিয়েছে। হত-ভাগা বেটা বেটীরা, এত টাকার লোভ? তা তোরা যেমন কুকুর, আমিও তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা করে দিলেম—কি বল গো বউ। নগদ ৮০০০ টাকা আর রেল ভাড়া ৫০ টাকা তো পেয়েছ, এখন গা ঝাড়া দিয়ে ওঠ।

ব্রহ্মময়ী। (বিছানা হইতে উঠিয়া) ঠাকুর-পো—ঠিক হয়েছে—বেশ হয়েছে! যেমন বেটারা তুই—তেমনি সাজা হয়েছে। মর্ হত-ভাগা—বোক্‌স্ বেটারা—মরিনি তাইতেই এত—না জানি সত্যি সত্যি মোলে কুলাঙ্গার বেটারা কি কোর্তো? কি আর কোর্তো—হয় গোর দিয়ে ফেল্‌তো – না হয় তেল নুণ মেখে খেয়ে ফেল্‌তো! ক বেটা রাক্কুসে গুণোকে গর্ভে ধোরেছিলেম্ বই-তো নয়!

লখিন্দর। তা বোলে মা হয়ে এতটা অপমান করা—এমন জুচ্চুরি মৎলব কোরে টাকা আদায় করা কি উচিত?

ষণ্ডামার্ক। ফের্ মুখ নেড়ে কথা কওয়া! টুপ্—টুপ্—টুপ্ কোরে ঠাক্ বলছি—নইলে এই লাঠিটে সব মাটা ফাটিয়ে ডেবো জানিস্? খুড়ো-মটাই যা করে—টুপ্ কোরে সোয়ে যাও—কটাটি কোয়েছ কি—ঠ্যাংগুলি খোঁড়া হয়েছে—ডশ্ জন বাগডির জোয়ানকে বাইরে বসিয়ে রেখেছি।

ব্রহ্মময়ী। মা তারা—সব টাকা তো বেশ কোরে বেঁধে নিয়েছিস? এখন চ—আস্তে আস্তে বৃন্দা-বনে চলে যাই! হাজার টাকায় দুজনের ঢের হবে।

রংলাল। সুধু যাবে, ছেলেদের হালটা ভাল কোরে দেখে যাও। ষণ্ডামার্ক—তোর দাদাদের আর এই ছেনাল মাগীদের মাথায় রাজছত্র ধর, আর চৈতন—তুমি আর তারা চামর ব্যজন কর—আমি এই কুলাঙ্গার ফতো বাবুদের গুণগান করি।

[ষণ্ডামার্ক কর্তৃক একখান বড় ছেঁড়া টোকা লাঠিতে বাঁধিয়া ধারণ এবং চৈতন ও তারা কর্তৃক বড় বড় দুইগাছি ঝাঁটা দুলাওণ।

(রংলালের গীত)

(তোমরা) তিনটী ছেলে তিন্‌টী অবতার।
ভাল সুধ্‌ছো বুড়ো মায়ের ধার ॥
তুমি—বড়াই কোরে রাড়ের বাড়ী হাঁড়ি কেড়েছ,
তুমি—বিষ হারায়ে ঢোঁড়া হয়ে হুমড়ে পোড়েছ,
তুমি—ধর্ম্ম ছেড়ে বদ্দিনাথের এঁড়ে হয়েছ,
(তোমরা) বদ্‌বেচেলে কলির ছেলে—কর্‌চো
সুধু কেলেঙ্কার !

যবনিকা-পতন ॥

সম্পূর্ণ।